শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৮।

২৮শ ভাগ।	আশ্বিন ও কার্ত্তিক।	সন্ ১৩১৪ সাল।
১ম ও ২য় সংখ্যা।		ইং ১৯০৭ খৃঃ।

ভবক্লেশনিবেদনম্।

সংসারে নিয়তং হি দুঃখসহনং যাবন্নরো জীবতি
বাল্যে কিং ননু যাতনা ন হি ভবেদ্বিণ্মূত্রলেপাদিভিঃ।
তস্মান্নিত্যসুখং সদৈব বিমুখং জীবেষু মাতঃ শিবেঽ-
শেষক্লেশদমাতৃগর্ভশয়নং দাসস্য মে নাশ্যতাম্॥

কে বলে গো এ সংসার সুখের আধার?
দুঃখ ছাড়া কিছুই তো নাহি হেথা আর,
যতদিন মানবের রহিবে জীবন,
দুঃখানলে ততদিন দগ্ধ হবে মন।
মলমূত্র-লেপনেতে বাল্য কালে হায়,
ও মা শিবে! শিশু কি গো দুঃখ নাহি পায়?
সংসারে জীবের কভু নিত্য সুখ নাই,
মা'র কোলে শো'য়া মোর ঘুচাও গো তাই।

উদ্দীপ্তেন্দ্রিয়তাড়নৈরনুদিনং দুঃখং মহদ্ যৌবনে
ভূয়োঽবৈধধনাশয়া চ তরুণীপ্রাসক্তিভিঃ সর্ব্বদা।
তস্মান্নিত্যসুখং সদৈব বিমুখং জীবেষু মাতঃ শিবেঽ
শেষক্লেশদমাতৃগর্ভশয়নং দাসস্য মে নাশ্যতাম্॥

অবৈধ-ধনের আশা হৃদিমাঝে নাচে,
তায় পুনঃ অস্থস্থল নারী প্রেম যাচে;
সমুদ্দীপ্ত ইন্দ্রিয়ের বিষম তাড়নে
এ রূপে কতই দুঃখ নবীন-যৌবনে!
সংসারে জীবের কভু নিত্য সুখ নাই,
মা'র কোলে শো'য়া মোর ঘুচাও গো তাই।

বার্দ্ধক্যে বহুচিন্তয়া চ জরয়া নানাবিধাশঙ্কয়া
দুঃখং স্যান্মহদেব সন্ততমহো জীবন্তি যাবদ্দিনম্।
তস্মান্নিত্যসুখং সদৈব বিমুখং জীবেষু মাতঃ শিবেহ
শেষক্লেশদমাতৃগর্ভশয়নং দাসস্য মে নাশ্যতাম্॥

জরা-জীর্ণ কলেবর, কত শঙ্কা প্রাণে,
চিন্তাশল্য কা'রে বলে হৃদয় না জানে।
এ ভাবে কতই ক্লেশ অবিরত সয়,
এ ভবে মানবগণ বার্দ্ধক্য সময়।
সংসারে জীবের কভু নিত্য সুখ নাই,
মা'র কোলে শো'য়া মোর ঘুচাও গো তাই।

ক্লেশঃ পুত্রবতো বিনাশভয়তো মূর্খত্বশঙ্কাদিভি
র্নিঃসন্তাননৃণাঞ্চ দুঃখমতুলং নিত্যং সুতাভাবতঃ।
তস্মান্নিত্যসুখং সদৈব বিমুখং জীবেষু মাতঃ শিবেহ
শেষক্লেশদমাতৃগর্ভশয়নং দাসস্য মে নাশ্যতাম্॥

না বাঁচে তনয় পাছে কিংবা মূর্খ হয়,
পুত্রবানে এ চিন্তায় সদা শুষ্ক রয়;
অপুত্র জনেরও হায় তনয় অভাবে,
নিয়ত হৃদয়-তল জ্বলে কত ভাবে।
সংসারে জীবের কভু নিত্য সুখ নাই,
মা'র কোলে শো'য়া মোর ঘুচাও গো তাই।

দৈন্যার্ত্তা উপবাসবাসবিরহক্লেশং সহন্তে সদা
দুঃখং স্যাদ্ধনিনাঞ্চ বিত্তহরণা শঙ্কাদিনানিত্যশঃ।
তস্মান্নিত্যসুখং সদৈব বিমুখং জীবেষু মাতঃ শিবেহ
শেষক্লেশদমাতৃগর্ভশয়নং দাসস্য মে নাশ্যতাম্॥

অন্নাভাবে গৃহাভাবে এ ভব-ভিতরে,
অনন্ত যাতনা হায় দীনের অন্তরে;
পাছে বিত্ত-ক্ষতি হয় সদা এই ভয়ে,
আ মরি ধনীও রহে সশঙ্ক হৃদয়ে।
সংসারে জীবের কভু নিত্য সুখ নাই,
মা'র কোলে শো'য়া মোর ঘুচাও গো তাই।

ক্ষোভঃ স্যাদ্ বিদুষাং পরাভবভিয়া ধীরান্তরাৎ সন্ততং
মূর্খাণাং নিজনিন্দনশ্রবণতশ্চিত্তেঽপি দুঃখং দৃঢ়ম্।
তস্মান্নিত্যসুখং সদৈব বিমুখং জীবেষু মাতঃ শিবেহ
শোকক্লেশদমাতৃগর্ভশয়নং দাসস্য মে নাশ্যতাম্॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সংসারে জীবের কভু নিত্য সুখ নাই,
মা'র কোলে শো'য়া মোর ঘুচাও গো তাই।

সন্ন্যাসে মহতী বাধা চিরদিনং বৃষ্ট্যাদিশীতাতপৈ
গার্হস্থ্যে নিজপুত্রমিত্রনিধনৈ নানাবিধৈশ্চিন্তনৈঃ
তস্মান্নিত্যসুখং নিতান্তবিমুখং জীবেষু মাতঃ শিবেহ
শোকক্লেশদমাতৃগর্ভশয়নং দাসস্য মে নাশ্যতাম্॥

শীত-গ্রীষ্ম-বৃষ্টি আদি- সহনে নিয়ত
সন্ন্যাস-আশ্রমে আহা ঘোর বাধা কত!
বিবিধ-চিন্তায় আর পুত্রমিত্র ক্ষয়ে,
গৃহস্থের (ও) কত দুঃখ সতত হৃদয়ে।
সংসারে জীবের কভু নিত্য সুখ নাই,
মা'র কোলে শো'য়া মোর ঘুচাও গো তাই।

অভ্রে মেঘঘটাবৃতে বত যথা বিদ্যুল্লতা দ্যোততে
সংসারেঽপি তথাস্তি চেৎ সুখকণা দুশ্ছেদ্যদুঃখাকরে।
শঙ্কাতো নহি তত্র ধাবতি মনঃ সঙ্কাময়ে কেবলং
মাতর্বারয় মামকীনমশুভং গর্ভপ্রবেশোদ্ভবম্॥

ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন আকাশ উপরে,
খেলে তড়িতের ছটা যথা ক্ষণ তরে,
তেমতি এ দুঃখময় সংসারের মাঝে,
জননি! সুখের কণা যদিও বিরাজে।
শঙ্কায় তাহার প্রতি মন নাহি ধায়,
শুধু তোর কাছে হৃদি এই মাত্র চায়;
না হয় প্রবেশ যেন মাতৃগর্ভে আর,
মা গো! পূর্ণ ক'রো এই কামনা আমার।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

তত্ত্ব কথা।

—:*.×:*:—

ধর্ম্মাঙ্গ।—সনাতন ধর্ম্মের প্রধান তিনটী অঙ্গ আছে। যথা যজ্ঞ, তপ, এবং দান। এই তিনটী অঙ্গের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহুভেদ আছে। যথা যজ্ঞের মধ্যে কর্ম্মযজ্ঞ, উপাসনা যজ্ঞ এবং জ্ঞান যজ্ঞ; কর্ম্ম যজ্ঞের মধ্যে-নিত্য, নৈমিত্তিক কাম্যভেদ এবং অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞভেদ প্রভৃতি। উপাসনা যজ্ঞের মধ্যে স্তুতি, জপ, ধ্যান প্রভৃতি ক্রমভেদ এবং মন্ত্র, হঠ, লয় এবং রাজরূপী ক্রিয়া-সিদ্ধাংশভেদ এবং বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি আচারাদির অনেক ভেদ আছে জ্ঞানযজ্ঞের মধ্যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি ভেদ। এই প্রকার তপের এবং দানেরও অনেক ভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত পুনরায় ত্রিগুণ ভেদ হইতে অনেক ভেদ দেখা যায়। এই সকল ধর্ম্মাঙ্গের ভেদসমূহের বিচার যথাক্রমে করিলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মের স্বরূপে যে কোন স্থানে যে কোন ধর্ম্ম সাধন হইয়া থাকে, যে কোন ধর্ম্ম বা উপধর্ম্মের মধ্যে যে কোন ক্রিয়া সিদ্ধাংশ আছে, তাহা এই ধর্ম্মেরই ছায়া।

যজ্ঞ।—শাস্ত্রসমূহে কয়েক প্রকার যজ্ঞের লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন জন মীমাংসক আপনাপন মতানুসারে ইহার লক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান গীতায় যে ভাবে যজ্ঞ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মাঙ্গ-ভাবকে যজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু প্রধানতঃ যজ্ঞ শব্দের এই তাৎপর্য্য যে, যে সাধ-

নার দ্বারা ক্রমোন্নতির পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, এবং যাহার দ্বারা অধঃপতনের কোনও ভয় নাই, তাহার নামই যজ্ঞ। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান এই তিনের দ্বারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম শুদ্ধি হইয়া ক্রমোন্নতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই নিমিত্ত এই তিনটীকেই প্রধানতঃ যজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয়।

কর্ম্মযজ্ঞ।—কর্ম্ম সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ। সৎ কর্ম্মের দ্বারা অধোগতি হইয়া থাকে। সত্বগুণ বৃদ্ধিকারী কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকারী কর্ম্মকে অসৎ কর্ম্ম বলে। যে সকল বিহিত কর্ম্মের দ্বারা জীবের ঊর্দ্ধগতি হওয়া নিশ্চিত সেই সকল কর্ম্ম যজ্ঞের অন্তর্গত। যে সকল কর্ম্ম করিলে পুণ্য হয় না, পরন্তু না করিলে পাপ হয়, তাহাকে নিত্যকর্ম্ম (সন্ধ্যাবন্দনাদি) বলে। যে সকল কার্য্য করিলে পুণ্য হয়, পরন্তু না করিলে পাপ হয় না, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম (তীর্থ দর্শনাদি) বলে এবং কামনাবিশেষ লক্ষ্য করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে কাম্যকর্ম্ম (পুত্রেষ্ঠি যাগাদি) বলে। সমষ্টিরূপে জগতে অভ্যুদয় কর্ম্মকে অধ্যাত্মকর্ম্ম (শাস্ত্র প্রণয়নাদি) বলে। অধিদৈবশক্তি বিশেষ উৎপন্নকারী কর্ম্মকে অধিদৈব কর্ম্ম (দেব দর্শনাদি) বলে, এবং আধিভৌতিক সহায়তার দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করা যায় (ব্রাহ্মণ ভোজনাদি) ঐ সকল কর্ম্মকে আধিভৌতিক কর্ম্ম বলে।

দান।—যে বস্তুতে আপনার স্বত্ব আছে, এরূপ বস্তু স্বত্ব ছাড়িয়া অপর ব্যক্তিকে প্রদান করার নাম দান। দান তিন প্রকার। যথা—অর্থদান, বিদ্যাদান এবং অভয় দান। ভূমি, কন্যা, ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন, অন্ন প্রভৃতি দান অর্থদানের অন্তর্গত। পুস্তক, অধ্যাপন, জ্ঞানোপদেশ প্রভৃতি দান বিদ্যাদানের অন্তর্গত, এবং দীক্ষা অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তি ও মুক্তিলাভ বিষয়ক উপায় সম্বন্ধে মহাত্মারা যে উপদেশ দান করেন, তাহার নাম অভয় দান। পরন্তু লৌকিক দুঃখসমূহের ভয় হইতে উদারচেতা মনুষ্যগণ যখন কাহাকে বিমুক্ত করেন, যথা—শরণাগত বাৎসল্যাদি এই সকল দান অভয় দানের অন্তর্গত।

বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

----:০০০:----

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির অবনতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধি অবলম্বন করায় ঐ উভয় জাতির পতন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মনুষ্যের যেরূপ জ্ঞানবিকৃতি সংঘটিত হয়, জাতি সম্বন্ধেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোন মনুষ্য বা কোন জাতির পতন আরম্ভ হয়, তখন সেই মনুষ্য বা জাতির মনে অহঙ্কারবিমূঢ় ভাবের আধিক্য বশতঃ শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত নীতির মধ্যে ভ্রম দর্শন ঘটে, অর্থাৎ তখন তাহারা পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের রুচি ও স্বার্থবিধায়ক পন্থাসমূহ প্রবর্ত্তিত করে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অবনতি সম্বন্ধে ভারতবাসী যেরূপ দায়ী এবং দোষী, অপরদেশবাসি-সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণরূপে বলা যায় না। কারণ নিঃস্বার্থ ঋষিগণ আপনাদিগের বংশধরগণের কল্যাণার্থ আপনাদিগের অভ্রান্ত মস্তিস্ক-দ্বারা যে সকল পন্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ভারতবাসীরা তাহাতে উপেক্ষা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক আপনাদিগের স্বার্থ-সাধন-মানসে নব নব পন্থার আবিষ্কার করিতে গিয়া আপনাদিগেরই ধ্বংসের পথ প্রসারিত করিয়াছেন, প্রাচীন ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদান করিতেছে।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশস্থলে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি" অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে লোকে বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, অথবা লোকের যখন বুদ্ধি ভ্রংশ হইতে দেখা যায়, তখনই অনুমান করিতে হইবে যে, তাহার বিনাশের আর অধিক বিলম্ব নাই। ভগবানের ইহা স্বকপোলকল্পিত বাক্য নহে। তিনি সে সময়ে ক্ষত্রিয় সমাজের অবস্থা দেখিয়া যাহা অভ্রান্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার উপদেশ। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, যে আর্য্যনীতির ভিত্তি "মাতৃবৎ পরদারেষু" যে জাতির পবিত্রতম গ্রন্থ সপ্তশতী চণ্ডীর মধ্যে স্বয়ং ভগবতী বলিতেছেন "স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু"।— অর্থাৎ শাস্ত্রকার বলিতেছেন, রমণীমাত্রেই মাতৃবৎ এবং স্বয়ং জগদম্বা বলিতেছেন, রমণীমাত্রেই আমি, সুতরাং সকলের পূজনীয়া কিন্তু দুর্য্যোধন নীতিশাস্ত্রের প্রণেতা ঋষিদিগের বাক্য এবং স্বয়ং আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় কুলবধূ একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে রাজসভা মধ্যে উলঙ্গ করি-

বার চেষ্টা করিয়াছিল। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে, অধর্ম্মাচরণকারী এবং সেই পাপে প্রশ্রয়দাতা অর্থাৎ অনুমোদনকারী সমপাপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দুর্য্যোধনের সঙ্গে সঙ্গে যে উপস্থিত সামন্তরাজগণের বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়াছিল অর্থাৎ সকলেরই ধ্বংসের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভগবান দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াই ওরূপ কথা কহিয়াছিলেন।

ভ্রমের অপর নাম পাপ। যে ব্যক্তি যেরূপ পাপ করে, সেই ব্যক্তি আপনার সম্বন্ধে সেইরূপ ভ্রান্ত হইয়া থাকে। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এই কথা বিস্মৃত হইয়াই ভ্রান্ত মনুষ্য নরহত্যারূপ মহাপাতকে লিপ্ত হয়। সুতরাং যে পরিমাণে নিষ্পাপ সেই ব্যক্তি সেই রূপ পরিমাণে অভ্রান্ত। প্রকৃত বস্তুকে অপ্রকৃত অথবা অপ্রকৃত বস্তুকে প্রকৃত বস্তু মনে করার নাম ভ্রম। অতএব যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অভ্রান্ত হইবে, সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ প্রকৃত অপ্রকৃত বস্তু চিনিয়া লইতে পারিবে অর্থাৎ সেই ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি ততই পরিষ্কৃত এবং তীক্ষ্ণ হইয়া আত্মরক্ষার সহায়ক হইতে পারিবে। গীতায় ইহার প্রতিধ্বনি দেখা যায়।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

বুদ্ধি বৃত্তিকে তীক্ষ্ণ করিবার নিমিত্তই উপাসনা, বিদ্যাচর্চ্চা, যোগাভ্যাস প্রভৃতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, অর্থাৎ উল্লিখিত কয়েকটী পন্থার মধ্যে যে কোন পন্থা অথবা সমস্তগুলি এক সঙ্গে অভ্যাস করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ভ্রম বা পাপশূন্য হওয়ায় তাহা ক্রমে পরিষ্কৃত হয় এবং নির্ম্মল মুকুরের মধ্যবর্ত্তী প্রতিবিম্বের ন্যায় ব্যষ্টিভাবে আপনার এবং সমষ্টিভাবে জগতের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহার চিত্তের মধ্যে যুগপৎ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিতে পাপ বা ভ্রম অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে, বহুদিন-সঞ্চিত-মল-লৌহাস্ত্রের ন্যায় তাহার অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহাই "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"র প্রকৃত মর্ম্ম।

অধুনা ভারতবর্ষের অবস্থা বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি অথবা ধ্বংসের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য অর্থাৎ ভারতবাসীরা দিন দিন বিপরীত-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া পড়িতেছেন, অথবা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইতেছেন তাহাই আলোচ্য। পূর্ব্বপুরুষদিগের অবলম্বিত প্রথামাত্রেই কুসংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া যাঁহারা সেই সমস্ত প্রথা সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের 'মনগড়া' ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার

অবলম্বন করিয়াছেন এবং দেশকালপাত্রানুসারে আপনাদিগের সুবিধার নিমিত্ত যাঁহারা কতক প্রাচীন এবং কতক নব্য প্রথার অবলম্বনপূর্ব্বক সমাজে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে আলোচনা করিলে মনে হয় যে এই শ্রেণীর জীবগণ নিতান্ত দৈব-নিগৃহীত। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর জীবেরা মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে উপনিষদাদি পাঠ করিয়া আপনাদিগকে পূর্ণজ্ঞানী মনে করেন এবং পূর্ব্ব-পুরুষ-আচরিত সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়া একেবারে "সিদ্ধপুরুষের" ন্যায় বিচরণ করেন। কিন্তু যদি কোন সময়ে একটী পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয় মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা অর্থাভাব বশতঃ সংসারের ক্লেশ উপস্থিত হইলে বা রোগের তীব্র যন্ত্রণার সময় সেই সমস্ত সিদ্ধপুরুষের দুর্দ্দশা ও মনের ক্ষীণতা দর্শন করিলে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির হৃদয়ে যুগপৎ হাস্য ও করুণার উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। বলা বাহুল্য ঐপ্রকার জীব যে বিপরীত-বুদ্ধি-সম্পন্ন তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ হয়ত এক একটা শোকে বা অর্থনাশ জনিত মানসিক বিকার প্রভাবে ঐ সকল জীবের মধ্যে কেহ উন্মত্ত এবং কেহ বা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরূপ অনেক ব্যক্তিকে দেখাও গিয়াছে। সুতরাং ইহার নামই "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি" ইহা বলা যাইতে পারে।

আজকাল "মন্ত্র শক্তি" লইয়া নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। অনেকের মতে মন্ত্রের কোন শক্তিই নাই, কাহারও কাহারও বিশ্বাস থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু কেহ স্থির সিদ্ধান্তে এপর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু "আপনি" র স্থানে "তুমি" বা "তুই" এই সামান্য কথার বলে যখন "বাবু বা মহাশয়" আখ্যাধারী বহুসংখ্যক জীবের চিত্ত বিকার উপস্থিত হয়, তখন বেদার্থযুক্ত শব্দের শক্তি কত অধিক, যাঁহাদিগের বুদ্ধি ইহা ধারণা করিতে পারেনা, তাঁহাদিগের বুদ্ধি কিরূপ তীক্ষ্ণ ও প্রকৃতিস্থ তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দাও, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের কি উচ্চশ্রেণী কি নিম্নশ্রেণী সকল জাতির গৃহ, কত রামকৃষ্ণ, কত দামোদর, কত মধুসূদন, কত গোপীনাথ, কত হরিনাথ কত কালীচরণ, কত দুর্গা, তারা, কালী, জগদ্ধাত্রী নামের দ্বারা মুখরিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার কুহকে পড়িয়া বঙ্গের অনেক গৃহ এখন "সরোজ রঞ্জন," "মনোজ মোহন" "শিশির কুমার" "চুনী লাল" "প্রফুল্লকুমারী"

"সরবিণী" "লাবণ্যময়ী" "কুসুমকুমারী" "হেমলতা" প্রভৃতি নামের উচ্চ-নিনাদে প্রতিধ্বনিত। প্রাচীন কালের নাম গুলির প্রত্যেকটীই যে বেদবিজ্ঞানার্থ সমন্বিত এক একটী মন্ত্র এবং কি আপনার নাম, কি পিতার নাম, কি পুত্রের নাম, কি আত্মীয় স্বজনের নাম উচ্চারণ করিলেই যে এক একটী মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত, আধুনিক ভারতবাসীর মস্তিষ্ক মধ্যে তাহা একবারেই প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অনেকে পাছে আপনার নাম বহুবার উচ্চারণ করিলে মন্ত্রোচ্চারণ জনিত কিয়ৎ পরিমাণেও দুষ্কৃতি ক্ষয় হয়, এই নিমিত্ত "কালীচরণ" নামধেয় জীব আপনাকে "কে, সি" "দুর্গাদাস" আপনাকে "ডি ডি" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া কলির প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকাশ পূর্ব্বক কাল ধর্ম্মের প্রভাব ঘোষণা করিতেছেন। এদিকে দেখা যায়, এই সকল সম্প্রদায়ের অদ্ভুত জীব গীতার বড় ভক্ত, শ্রীমদ্ভাগবতের পক্ষপাতী; কিন্তু ভাগবতের অন্যান্যদিগের উপাখ্যান গঞ্জিকাসেবীর প্রলাপ বাক্য বলিয়া ইঁহাদের অকাট্য ধারণা। অতএব যাঁহারা আপনাদিগের নাম-রহস্য কিছুমাত্র অবগত নহেন, এমন কি তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কেন বেদার্থ সম্বলিত নামের এত পক্ষপাতী ছিলেন, যাঁহাদিগের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তি ইহা ধারণা করিতেও অক্ষম, তাঁহাদিগের সেই ক্ষীণ মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তি এই জীবন সংগ্রামের দিনে কতদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আর সামান্য এক নাম রহস্যের মর্ম্ম যাঁহাদের বুদ্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না, শাস্ত্রের অন্যান্য গভীর তত্ত্ব ও যুক্তি তাঁহাদিগের নিকট যে সম্পূর্ণ প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং ভারতবাসী ক্রমে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লাভ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর অথবা বুদ্ধিনাশ বশতঃ ধ্বংসের মুখে ধাবমান হইতেছেন, তাহা এখন বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

সমস্যা পূর্ত্তয়ঃ।

কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে।

স্বধর্ম্মশিক্ষা প্রতিভাক্ষিতেরিতঃ,
যতঃ প্রযাতি ক্রমশো বিলুপ্ততাং।
বিলোক্য চৈতৎ পরিতোহদ্যভাষতে,
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ১॥

সুরদ্বিজে বা জনকে চ মাতরি,
প্রপূজনীয়েষ্বথবাতদন্যতঃ।
বিশুদ্ধভক্তির্নহি কুত্রদৃশ্যতে,
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ২॥

মনুষ্য চেতঃ পরমাং পবিত্রতাং
সুশিক্ষয়া যাতি যয়া এতাদৃশী।
ন সা সুশিক্ষা পরিতোঽত্র লোক্যতে
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৩॥

ন বর্ণভেদপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ
সমাদৃতা বা ন হি কাগবোধিকা।
নশাসনং তাদৃশমত্র জায়তে
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৪॥

বিভিন্ন দীক্ষা ক্রমশোঽত্র সঙ্গতা
বিভিন্ন শিক্ষা স্বয়মেব চাদৃতা
বিভিন্ন ভাষা মনুজৈরুপাস্যতে।
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৫॥

মতির্বিরুদ্ধা পরপক্ষশাসনৈঃ
গতির্বিনষ্টা সুবিলাসদর্শনৈঃ
সতীপ্রবৃত্তিস্তুতএব লোপ্যতে।
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৬॥

ন সর্ব্ব বিপ্রাঃ সমধীত শাস্ত্রকাঃ
নৃপাস্তথা কর্ম্মগুণান্বিতা ন চ।
বিশস্তথা শূদ্রজনৈর্ন সেব্যতে,
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৭॥

সমাজ মূলং খলুযেঽত্র ভূসুরাঃ,
নিয়োজয়ামাস চ তান্ পরার্চ্চনে।
দরিদ্রতা কিং গদিতুং হি শক্যতে।
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৮॥

বিধিব্যবস্থা মম যা পুরাতনী
রুজো বিমুক্তিং কুতএতি সাধুনা।
তদর্থমস্মিন্ নহি কোঽপি চেষ্টতে
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৯॥

হবির্বিনষ্টং ক্রতুরেষ নো তথা।
যতো হি বিপ্রত্বমহো দ্বিজাতিতা,
ঘৃতেন যজ্ঞেন চ সংপ্রতিষ্ঠতে
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ১০॥

হবির্যতো যত্র পুনর্দ্বিজাতিতা,
যতোহি যজ্ঞো জগতোঽস্য মঙ্গলং
ন যাবদেষা খলু গৌঃ প্রপাল্যতে
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ১১॥

ভবন্তু সর্ব্বে কবয়স্তু পণ্ডিতাঃ,
ভবন্তু সর্ব্বে মনুজাশ্চ শিল্পিনঃ।
পবিত্র চিত্তেন ন যদ্ধি ভূষতে।
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ১২॥

পতিব্রতাঃ স্যু জগতীহ যোষিতঃ,
সুশিক্ষিতাস্তা গৃহকর্ম্মকৌশলাঃ।
মতিঃ পবিত্রা নহিতদ্বিলোক্যতে
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ১৩॥

কালঃ প্রভাবাৎ প্রকৃতিঃ সতামপি
পবিত্রতাং নৈতি কবে বসুন্ধরা।
যয়া পবিত্রা কিমিহেত্র ভাষ্যতে
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ১৪॥

নসা সুশিক্ষা পরমা বিবাদতঃ
ক্ষমা ন সদ্ভিঃ শ্রুতিশগুণে যয়া
বিনশ্বরম্বার্থচয়ং ন দীয়তে
কথং ভবেত্তন্নতিরত্র ভারতে ॥ ১৫ ॥
নতদ্ধনং যন্নদদাতি সত্তমা ;
নতদ্বলং যন্নসতামকক্ষণম্।
অহো কলাবেব বিধিঃ প্রদৃশ্যতে
কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে ॥ ১৬॥

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল মহোপদেশক
শ্রীহরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন।

আমার মালা গাঁথা।

মা! অনেক দিন হ'তে মনে একটা বড় সাধ উঠেছিল যে, তোকে একদিন একটী মালা গেঁথে পরাবো; কারণ তোর প্রতি দিনের ব্যবহারটী এমন যে, তুই বেটী কেবলই আমাদের সেবার জন্য খেটে খেটে মরবি তাহাও ভাল, তবু আমরা যে একটু খেটে তোর জন্য যে একছড়া মালা তৈয়ার করবো তাও পারি না। আসল কথাটা হচ্ছে যে, আমরা কেবলই সেবা নিতে পটুত, কিন্তু সেবা করবার বেলাই একেবারে নারাজ। যাহা হউক ৺ মঙ্গলময়ীর ইচ্ছায় যদি চোখ্‌টা ফুট্‌লো তবে একটা মালা গেঁথে ফেলি। কিন্তু মা! মনে আবার সন্দেহ হয় যে, খেটে খুটে মালাটা তৈয়ার করবো তা যদি তুই না পরিস্ তাহলেই ত সব পণ্ডশ্রম হবে। একে একে পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করলাম্ যে কি করি, মালা গাঁথা উচিত কি না? কিন্তু সকলেই বলে "তাইতো, কি করবে?" যেন ভাবাচাকা লেগে গেলো। শেষে বসে বসে একমনে ভাবচি এমন সময় আমাদের ঠাকুর মহাশয় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বড় সাধক লোক, তাঁকে দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন সেকালের একজন মূর্ত্তিমান ঋষি।

তিনি আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন যে, "বাবা নির্জ্জনে বসে কি ভাবছ?" আমার হুঁসই নাই তা জবাব দিবে কে, শেষকালে তিনি আমার পিঠে হাত দিলেন, তখন আমার চমক ভাঙ্গলো। তখন দেখি যে সম্মুখে আমাদের ঠাকুর মহাশয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। আমি অমনি উঠেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করিলাম। তিনি তাঁহার পদ্মহস্ত উত্তোলন করত শিষ্টাচার সম্মত শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন যে, তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। তাঁহার সেই অমৃতময়ী বাণী আমার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিল। আমি যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলাম। তার পর আমি তাঁহাকে বাটীর ভিতরে লইয়া গেলাম। আহারাদির পর তিনি বলিলেন যে "বাবা তোমার মন্ত্র লইবার সময় হয়েছে, তুমি মন্ত্র গ্রহণ কর?" আমি আমি বলিলাম "যে আজ্ঞা, আপনার আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়।" কিছুদিন মন্ত্র সাধন করতে করতে মাকে দেখবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হলো। ক্রমে যত দিন যেতে লাগলো

ততই যেন ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। শেষে এমন হলো যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা সব কোথায় পালিয়ে গেলো। তখন আমার অবস্থা উন্মত্তের ন্যায়, যেন শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বিধূরা ব্রজবালা। এমন হলো যেন প্রাণ বেরিয়ে যায় যায়। ঠিক এই অবস্থায় দুই তিন দিন আছি, এমন সময় বোধ হলো কে যেন বললে বাবা ঐ দেখ্ তোর্ মাকে দেখ্। আমি অমনই সামনে দেখি যে প্রসন্ন গম্ভীর শ্রীগুরু মূর্ত্তি, যেমনি দেখা অমনি আমি "গুরুদেব! গুরুদেব!" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তখন যেন দিব্যচক্ষে দেখ্তে পেলুম যে আমার গুরুদেবের মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গিয়ে একটা চন্দ্রাদপি স্নিগ্ধ অথচ জ্যোতি-র্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হলো। তখন আর আমার বুঝ্তে বাকি রহিল না, যে ইহাই আমার ইষ্ট-মূর্ত্তি। অমনি আমার মুখ হইতে কেবলই 'মা' 'মা' ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল এবং অবিরল ধারে অশ্রুবিন্দু ক্ষরিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। আমি দেখিলাম মায়ের প্রসন্ন বদন এবং তাঁহার গলদেশে একটী বিচিত্র মালা। এ মালাতে কেমন একটু বিশেষত্ব কেমন একটু নূতনত্ব আছে বলে বোধ হইল; কিন্তু সেই বিশেষত্ব, সেই নূতনত্ব কোথায় তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলাম। এমন সময়ে দৈববাণী হইল "বৎস! বিস্মিত হইও না, এই যে মালা দেখিতেছ উহা তোমার সাধের জিনিষ; উহা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় দ্বারা প্রেমসূত্রে রচিত হইয়া মার গলদেশে শোভা পাইতেছে এবং তোমার মা হচ্ছেন্ স্বয়ং 'শ্রীভারত মাতা'। "অতঃপর আমার মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইল। আমি দেখিলাম যে মার মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধতা হইয়াছে।

শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

দুর্গা পূজার মর্ম্ম।

প্রাত্যহিক সন্ধ্যা ও পূজা ব্যতীত, আমাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে দেবতা-পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রদত্ত সামগ্রী সকল উপভোগ করিয়া আমরা যেমন প্রতিদিন তাঁহারনিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, সময়ে সময়ে সেইরূপ তাঁহার করুণার চিহ্ন বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা-উপহার না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। এই জন্যই বসন্ত ও শরৎ কালে মহোৎসব হইয়া থাকে। কয়েকটী ঋতুর মধ্যে বসন্ত ও শরৎ আনন্দ জনক। শীত কালে, ভূমণ্ডল কুয়াশায় আচ্ছাদিত হয়, জীবগণ শীতে আর্ত্ত, বৃক্ষ লতাদি বিশুষ্ক হইয়া থাকে। ইহার পর বসন্তের আগমনে মনুষ্যগণ শীতকালের কষ্ট হইতে অব্যাহতি

পায়। এই ঋতুতে তরুসকল মুঞ্জরিত হইয়া, নূতন পত্র ও নয়ন তৃপ্তিকর পুষ্প সকল ধারণ করে। প্রকৃতি হাস্য মুখে মানবকে সুখী করিবার জন্য অগ্রসর হয়। প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে, জীবগণের প্রতি জগজ্জননীর স্নেহ উপলব্ধি করিয়া, হিন্দুগণ শান্ত থাকিতে পারে না। এই জন্যই এই সময়ে তাহারা বিশেষ রূপে আদ্যাশক্তির উপাসনা করিয়া থাকে।

বর্ষাকালে জগৎ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে। অবিরল জলধারা, মেঘের গর্জ্জন এবং বজ্রের নিনাদ, লোককে সশঙ্কিত করিয়া তোলে। কত সময়ে জলপ্লাবন হওয়ায় লোকের ক্লেশের একশেষ হইয়া উঠে। এই সকল কষ্টের পর, প্রকৃতি যখন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে, যখন জলে জল-পদ্ম এবং স্থলে স্থল-পদ্ম প্রভৃতি পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া লোকের মনে হর্ষ উৎপাদন করে, তখন কে না প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পাদপদ্মে কৃতজ্ঞতারূপ উপহার দিতে সমুৎসুক হয়?

উল্লিখিত কারণ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াই, আর্য্যগণ বসন্ত ও শরৎ কালে বিশ্ব-জননীর পূজা করিয়া থাকেন। এই দুই ঋতুতেই দুর্গাপূজা এক প্রণালীতেই সমাধা হয়। কালিকাপুরাণে এই মহাপূজায় যে পদ্ধতিটী বিবৃত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাবটীর অবতারণা করিলাম।

প্রথমে বিল্ববৃক্ষ তলে পবিত্র আসনে বসিয়া দেবীর উদ্বোধন করতঃ স্বস্তিবচন পাঠ করিতে হয়। তাহার পর ভূতশুদ্ধি করিয়া, গণেশ, শিব প্রভৃতি দেবতা, আদিত্যাদি গ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক পাল প্রভৃতির পূজা করত, প্রাণায়াম করিতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা সমগ্র বিশ্বে মহাশক্তির আবির্ভাব উপলব্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরে দেবীর ধ্যান করণান্তর নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করিতে হয়। তাহার পর, মানসোপচারে পূজা করিয়া, পুনরায় দেবীর ধ্যান করত স্থাপিত ঘটে পুষ্প প্রদান করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, যে মহাশক্তি আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকেই ভৌতিক পদার্থের যোগে পূজা করিতেছি। পরে "ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি বলিয়া দেবীকে আহ্বান করিতে হয় ও পূজা গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। ইহার পর, পঞ্চ উপচারে পূজা করিবার বিধি। পরে দেবীর অধিবাস। এই উপলক্ষে, প্রথমে মানস পূজা, তাহার পর বাহ্য পূজা করিয়া, "ওঁ জয়ন্তি মঙ্গলাকালী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে হয়। প্রণামের প্রসিদ্ধ মন্ত্র "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি। এই মন্ত্রটী যে আদ্যাশক্তির

প্রতি প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। বিল্ববৃক্ষতলে বোধন হইবার তাৎপর্য্য এই যে, বিল্ব-পত্র স্বাস্থ্য-প্রদ। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন যে, শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। শরীর রুগ্ন থাকিলে ঈশ্বরে মন-সংযোগ হয় না। প্রাতে স্নান করিলে শরীর স্ফূর্ত্তি ও পবিত্রতা লাভ করে, এই জন্যই প্রাতঃস্নান বিধি। সুঘ্রাণে মন প্রফুল্ল হয়, এই জন্য প্রাতে উদ্যানে গিয়া পুষ্প চয়ন বিধি। বিল্বপত্র শারীরিক গ্লানি দূর করে, এই জন্য তাহাও পূজার উপাচারের মধ্যে পরিগণিত। অথবা, চন্দনের সুগন্ধ ও স্নিগ্ধতা, শরীরের স্বাস্থ্য বিধান করে, এই জন্য কি পূজায় কি অনুলেপনে তাহার সংশ্রব আবশ্যক। সুস্থ শরীরে এবং প্রফুল্ল মনে ঈশ্বরের পূজা যে প্রকৃষ্ট রূপে সমাধা হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবে? শাস্ত্রেও আছে:—
"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যমত্তিমুত্তমম্" অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূল আরোগ্য। শাস্ত্রকারগণ সুবিবেচনার সহিত পূজার উপকরণ মধ্যে স্বাস্থ্য-প্রদ দ্রব্য সম্মিলিত করিয়াছেন। এই নিমিত্তই বিল্বপত্র দ্বারা পূজা এবং বিল্ববৃক্ষ তলে বোধন।

ইহার পর সপ্তমী পূজা। প্রাতঃস্নান ও নিত্য ক্রিয়া সমাপন করত, বিল্ববৃক্ষের একটী ফলসহ ডাল, দেবীর প্রতিমার সমীপে আনিতে হয়। তাহার পর রম্ভা, হরিদ্রা, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, ধান্য, জয়ন্তী, কচু ও মানকচু, এই নব পত্রিকার স্নান ও পূজা। এই পূজাতে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক পত্রিকাকে উপলক্ষ করিয়া দুর্গার নিকট হইতে মঙ্গল কামনা করা হয়। যথা—"ওঁ কচ্চি ত্বং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী। দুর্গা রূপেণ সর্ব্বত্র স্নানেন বিজয়ং কুরু।" "ওঁ স্থিরা ভব সদা দুর্গে অশোকে শোকহারিণী। ময়া ত্বং স্থাপিতা দুর্গে মামাশোকং সদা কুরু।" "ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্য রূপাসি প্রাণিনাং প্রাণ দায়িনী।" ইত্যাদি। তদনন্তর সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ জন্য, বিশ্ব মধ্যস্থিত সমস্ত দেবতা ও পদার্থের স্মরণ করিতে হয়, এবং পবিত্রতা লাভ জন্য সমস্ত সমুদ্র, নদী প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করিয়া যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহা প্রণব সংযুক্ত। এই প্রক্রিয়াটী বিশ্বময় ব্রহ্ম-দর্শন, তাঁহাকে স্মরণ ও ইষ্ট লাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা। পরে মহাদেবীকে ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লেখ করিয়া তৈল ও জল দান করিবার নিয়ম আছে। তদনন্তর, নানা প্রকার জল দ্বারা মহেশ্বরীকে স্নান করাইবার নিয়ম আছে। তাহার পর একটী মন্ত্র

পাঠ করিয়া, বেতাল, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতিকে চণ্ডিকা অস্ত্রের দ্বারা তাড়াইয়া দিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর আরাধনার পূর্ব্বে, তাঁহার পবিত্র নাম রূপ অস্ত্রের দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর করিতে হইবে। পরে দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হইবে যে, হে দেবী! পূজালয়ে প্রবেশ কর এবং যতক্ষণ না তোমার পূজা সমাধা হয়, ততক্ষণ অবস্থিতি কর; আর বলি এবং যে যে উপকরণ প্রদান করি তাহা গ্রহণ কর। তাহার পর বলা হয় যে, এই স্থানে অবস্থিতি কর। তদনন্তর, নব পত্রিকা ও ঘট স্থাপন করিতে হয়। পরে সপ্ত মৃত্তিকা, সার্ব্বৌষধি, বিল্বাদি ফল, গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা অর্পণ করিতে হয়। ইহার পর দুর্গার স্তোত্র পাঠ করা বিধি। তদনন্তর প্রতিমার চক্ষু দান। ইহার তাৎপর্য্য, মহাদেবীর শুভদৃষ্টি প্রার্থনা। এই রূপে দেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হইলে, আসন শুদ্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা করতঃ স্বস্তি বচন পাঠ করিয়া পূজার সঙ্কল্প করিতে হয়। সঙ্কল্প করিবার মন্ত্রে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, আমি সংযত মনে, চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তি জন্য, সপরিবারে দেবীর পূজা করিতে প্রবর্ত্তিত হইতেছি। তাহার পর মন্ত্র উদ্দীপনার্থ বাগ্‌দেবী সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। পরে, একটী বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া, মস্তক, হৃদয়, তর্জ্জনী প্রভৃতি এক এক অঙ্গকে নমস্কার করিবার বিধি আছে। আদ্যাশক্তি যে আমাদের সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন, এই প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। ইহার পর, বিশদপ্রভা, ত্রিনয়না, বাগ্‌দেবীর চিন্তা করিতে হয়। পরে প্রাণায়াম করিয়া, পৃথিবী, সমুদ্র, প্রভৃতিকে নমস্কার করত শরীরের এক এক অঙ্গের নাম উল্লেখ করিয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিকে নমস্কার করিবার বিধি। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা কি উপলব্ধি করি? প্রথমে মহাদেবীকে বিশ্বের সমস্ত পদার্থে বিদ্যমান দেখি, তাহার পর আমাদিগকে যে মানসিক বৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শক্তি ও জ্ঞান উপলব্ধি করি এবং সর্ব্বশেষে স্বীয় আত্মায় তাঁহার প্রভাব দেদীপ্যমান দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি। যে সময়ে আর মনোমধ্যে ভেদ বুদ্ধি থাকে না, আত্মা, পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করে, এবং আত্মাতে পরমাত্মার পূর্ণ বিকাশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উপাসক তাঁহাকে বার বার নমস্কার করে। ইহার পর মহাদেবীকে ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান করিবার সময় যে মন্ত্রটী চিন্তা করিতে হয়, তাহা যথার্থই আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি। সুন্দর ও ভীষণ ভাব এই মূর্ত্তিতে একত্রিত। এক দিকে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, নবযৌবন সম্পন্না, সর্ব্বাভরণ ভূষিতা, পীনোন্নত পয়োধরা, পূর্ণেন্দু বদনা ও ত্রিলোচনা। এই মূর্ত্তিটীর মধ্যে ভক্ত কি

উপলব্ধি করেন? না, পরমেশ্বর বিশ্বজননী রূপে জীবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। যিনি সকল সৌন্দর্য্যের আকর, এই মনোহর বিশ্ব যাঁহা হইতে উদ্ভূত তিনিত সৌন্দর্য্যের আকর হইবেনই। আর ভক্তের মন তাঁহার প্রতি আকর্ষিত হইবার পক্ষে তাঁহার মনোহর রূপ চিন্তাই প্রশস্ত উপায়। তিনি যেমন পরমা সুন্দরী, তেমনি আবার ঐশ্বর্য্য-শালিনী। তাঁহা হইতে ভক্তের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে। আবার, সন্তানগণকে স্নেহ-সুধা দান করিবার জন্য, বিশ্বমাতার স্তন উন্নত হইয়া রহিয়াছে। মায়ের অগণ্য সন্তান। তাঁহাকে চারি দিক দেখিয়া, সকলকে সমভাবে কৃপা বিতরণ করিতে হয়, এই জন্যই তাঁহার তিনটী চক্ষু। এই ত গেল মায়ের সুন্দর ভাব। আর এক দিকে মা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি এখানে অসুরমর্দ্দিনী। তাঁহার দশ হস্ত। এই দশ হস্তে নানা অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, সকল বিঘ্ন বিনাশ করিবার জন্য, প্রস্তুত হইয়া আছেন। ধ্যানের মন্ত্রে আছে "ত্রিশূল দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ। তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ। × × × শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্য দানব দর্পহাং।" ভক্ত যেমন এক দিকে জগজ্জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া মোহিত হয়েন এবং তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য প্রার্থনা করেন, আর এক দিকে দুর্জ্জনক্ষয়কারী মূর্ত্তি হৃদ্গত করিয়া ভীত হয়েন এবং তাঁহার অন্তরস্থ রিপু সকলকে বশীভূত করিয়া আদ্যাশক্তির সমক্ষে উপস্থিত হয়েন। তখন ভক্তের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। তিনি মনে করেন যে, শিষ্টগণকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেবী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণকরত বিশ্বের উপদ্রব সকল বিদূরিত করিয়া থাকেন। ধ্যানের শেষে তাঁহাকে এই রূপ চিন্তা করিতে হয় যে, তিনি জগতকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ দান করেন। যথা—চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং।" ইহার পর, পাদ্য, অর্ঘ্য পুষ্পাদি দ্বারা দেবীকে পূজা করিতে হয়। তদনন্তর, গণপতি পূজা করিবার বিধি। তাঁহার ধ্যান করিয়া, তাঁহার নিকট সকল বিঘ্ন বিনাশের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। পরে পরাক্রমের আধার কার্ত্তিক, ঐশ্বর্য্যের আধার মহালক্ষ্মী এবং বিদ্যার আধার সরস্বতীকে পূজা করিবার বিধি। তাহার পর, জয়া ও বিজয়াকে পূজা করিতে হয়। এই সকল পূজার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিঘ্ন বিনাশের জন্য গণপতিরূপী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা আবশ্যক। পরে মন বিশুদ্ধ হইলে, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য এবং বিদ্যার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। এই সকল লব্ধ হইলেই মনুষ্য সংসার সংগ্রামে জয়ী

হইতে পারে। এই নিমিত্তই জয়া ও বিজয়ার পূজা। ইহার পর সমুদ্র, রত্ন-দ্বীপ, মণি-মণ্ডপ ও কল্প-বৃক্ষ, এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতিকে নমস্কার করিবার বিধি। এতদ্দ্বারা, পৃথিবীর মধ্যে যাহা যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করা হইয়াছে। ভগবানও গীতায় এই ভাবটী বিস্তারিত রূপে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পরে পুনরায় দুর্গাদেবীর ধ্যান ও পূজা করিবার বিধি আছে। তদনন্তর সর্ব্বসিদ্ধি লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হয়। ইহার পর, প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ইহার দ্বারা প্রতিমাতে আদ্যাশক্তির আবির্ভাব উপলব্ধি করা হইয়া থাকে।

প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর, দেবীকে নানা উপচারে পূজা করিতে হয়। গন্ধ; পুষ্প, ধূপ, দীপ বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি এক এক করিয়া দুর্গাকে নিবেদন করিতে হয়। এক একটী মন্ত্র পড়িয়া এক একটী দ্রব্য অর্পণ করিবার বিধি আছে। যথা ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানা পুষ্প সমন্বিতং। শ্রীযুক্তং শোভনং মাল্যং গৃহাণ পরমেশ্বরি। ইহার পর, আবরণ শক্তি অর্থাৎ মহামায়ার পূজা। ঈশ্বরের মায়া বিশ্বের চারি দিক আবৃত করিয়া আছে; এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এক এক কোণের উল্লেখ করিয়া দুর্গাকে নমস্কার করিতে হয়। যথা নৈঋত কোণে দুর্গায়ৈ নমঃ। পরে, লোকপালের পূজা করিবার বিধি। লোকপালের অর্থ, যে লোককে পালন করে। এই লোকপালই দশ দিকপাল। ইঁহারা দশ দিক রক্ষা করেন। ইঁহাদের নাম—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ব্রহ্মা ও অনন্ত। ঈশ্বরের শক্তি দশ দিক রক্ষা করিতেছে, লোকপালের পূজা ইহাই প্রকাশ করে। ইহার পর, নব-পত্রিকা পূজা। ইহার দ্বারা উদ্ভিদের মধ্যস্থিত মহাশক্তির নিকট হইতে মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়। যথা— "রম্ভারূপেণ সর্ব্বত্র শক্তিং কুরু নমোঽস্তুতে।" শেষে, যে মহাশক্তি দুর্গা, নব-পত্রিকায় অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হয়— "ওঁ নবপত্রিকাবাসিনৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।" এই সময়, গণপতি, নারায়ণ লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজা করিতে হয়। ইহার পর বলিদান করিবার বিধি। পরে, নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র পড়িয়া দুর্গাকে প্রণাম করিতে হয়। এই রূপে সপ্তমী দিবসের পূজা সমাধা হইয়া থাকে।

এই পূজার মধ্যে, আমরা একটী উদার ভাব দেখিতে পাই। অনেকের মনে ধারণা আছে যে, শক্তি ও বৈষ্ণবে চির-বিবাদ। কিন্তু, এ প্রকার বিবাদের

কোন কারণ দেখা যায় না। এই আদ্যাশক্তির পূজার মধ্যে নারায়ণ পূজার ব্যবস্থা আছে। এই স্থানেই শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইতেছে। ভ্রমে পড়িয়াই লোকে পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে। এ বিবাদের কোন ও কারণ নাই। নারায়ণ রূপেই পূজা করুন, কিম্বা দুর্গা রূপেই পূজা করুন, সেই মহান্ ঈশ্বরের পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

শিবো মমাত্মা মম শক্তিরাদ্যা জ্ঞানং গণেশঃ, মম চক্ষুরর্কো।
বিভেদভাবা ময়ি যে ভজন্তি, মমাঙ্গহীনং কলয়ন্তি মহ্যং॥

অর্থাৎ, মহাদেব আমার আত্মা, আদ্যা প্রকৃতি আমার শক্তি, গণপতি আমার জ্ঞান, এবং সূর্য্য আমার চক্ষুঃ। যিনি ইহাদের ভিন্ন ভাবিয়া ভজনা করেন তিনি মূঢ়, যে হেতু তিনি আমায় অঙ্গহীন করেন।

গুণ অনুসারে, ঈশ্বরের এক একটী রূপ কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। যাঁহার মন যে প্রকার ভাব গ্রহণকরিবে, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবে উপলব্ধি করিবেন। কেহ রিপুক্ষয়কারিণী শক্তিকে দুর্গারূপে হৃদয়ঙ্গম করেন। কেহ তাঁহার ভয়ানক মূর্ত্তিতে বিশ্ব-রাজ্যের উপর তাঁহার আধিপত্য প্রতীয়মান করিয়া, তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করেন, কেহ তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে সখারূপে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করেন। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, যে যে ভাবে আমাকে ভজ করে, আমি সেই ভাবে তাহাকে দর্শন দিই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রেম, এই কয়েকটী ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হইবে। বৈদিক কালে ঋষিগণ, ধ্যানস্থ হইয়া, তাঁহার শান্ত-মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করত বলিয়া উঠিলেন—শান্তং শিবমদ্বৈতম্। তিনি শান্ত, মঙ্গলময়, অদ্বিতীয়। দ্বাপরে অর্জ্জুন ও উদ্ধব তাঁহাকে সখা রূপে উপলব্ধি করিলেন। এই প্রকারে, কেহ দাস হইয়া প্রভুরূপে, সন্তান হইয়া পিতা মাতা মাতা রূপে এবং স্ত্রী হইয়া পতি রূপে তাঁহাকে পূজা করিয়া কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন।

সপ্তমীতে যে প্রকার দেবী পূজার বিধি আছে, অষ্টমীর দিনে প্রায়ই সেই রূপ। ইহার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ প্রণালীর আলোচনা করিব। এই দিনে হোম করিবার বিধি। প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি অর্পণ করিতে হয়। এখন দেখা যাউক, উহার উদ্দেশ্য কি? সুবৃষ্টি-বর্ষণে পৃথিবী উর্ব্বরা হইবে বলিয়া প্রাচীন কালের ঋষিগণ হবন ও যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহা

হইতে উত্থিত ধূম মেঘে পরিণত হয় এবং এই মেঘ হইতে জল বর্ষণ হয়। এই নিমিত্ত দ্বিজগণের হোম করিবার নিয়ম আছে। আবার অনাবৃষ্টির সূত্রপাত হইলে, প্রাচীন কালে, ভূপতিগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে উত্থিত ধূম মেঘে পরিণত হইয়া তাহা বৃষ্টি বর্ষণ করিত। এই বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবী শস্য-শালিনী হইত। কেহ কেহ এ কথা প্রামাণ্য বিবেচনা করিতে না পারেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইলে, কোন কোন বিজ্ঞ ইংরাজ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে যদি বহুল পরিমাণে কামান দাগা হয়, তাহা হইলে সেই ধূমে বারি বর্ষিতে পারে। তিনি কয়েকটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, কোন কোন মহাসমরে, কামানের ধূমে মেঘ হইয়া প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু, কামান নির্গত ধূম অপেক্ষা হোম ও যজ্ঞের ধূম অধিক পরিমাণে উপকারী। যজ্ঞে নানা প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য প্রদান করা হয়। সুতরাং উহার ধূম হইতে উত্তম জল উদ্ভূত হইয়া শস্য প্রভৃতি যাহা জন্মে তাহা সুস্বাদু ও তেজস্কর হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারগণ দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বিধান দিয়াছেন। এই জন্য যেমন যজ্ঞ প্রণালীর দ্বারা বারি বর্ষণের উপায় করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। নিজের চেষ্টা যেমন আবশ্যক তাহার সহিত দৈব বলেরও প্রয়োজন। কেবল যে বৃষ্টি বর্ষণই হোম ও যজ্ঞের উদ্দেশ্য তাহা নহে। উহা দূষিত বায়ু বিদূরিত করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করে।

হোম সমাপ্ত হইলে করা পর, দেবী-মহাত্ম্য পাঠ হয়। পরে, সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবার বিধি আছে। তদনন্তর দেবীর নিকট ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। যথা—ওঁ আয়ুঃ দেহি, যশো-দেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে। × × × হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভং। × × × ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণী। ধর্ম্মার্থ-মোক্ষদে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে।" ইহার পর অর্ঘ্য, ফুল, নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া পূজা করিতে হয়। অর্দ্ধ রাত্রিতে ষোড়শ উপচারে পূজা করিলে মহাষ্টমী-পূজা শেষ হয়।

নবমীতে পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীর অনুসারে পূজা করিতে হয়। বিশেষের

মধ্যে এই যে, এই দিনে অধিক পরিমাণে বলিদান করিবার নিয়ম আছে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পূজা তিন প্রকারে সমাধা হইয়া থাকে;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যাঁহাদের সাত্ত্বিক পূজা, তাঁহারা মেষ মহিষাদি বলি দেন না, তাঁহারা আপনাদের সমুদায় মহাদেবীকে সমর্পণ করেন। কয়েক দিন পূজা করিয়া যখন মন মহেশ্বরীর ভাবে বিভোর হয় তখন আর সাধকের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। দেবীকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত এক ভাবাপন্ন হয়েন। আপামর সাধারণের পক্ষে বলিদানের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু, ইহার ভিতর একটী নিগূঢ় ভাব আছে। এই পূজা প্রণালীতে আমরা দেখিলাম যে ফলফল প্রভৃতি যাহা আমাদের প্রিয় তাহাই আমরা দেবতাকে নিবেদন করিয়া থাকি। প্রকৃত, উৎকৃষ্ট দ্রব্য দেবীকে অর্পণ করাই আমাদের প্রকৃত ত্যাগ স্বীকার। আর, ত্যাগ স্বীকার না করিলে মোক্ষ লাভ হয় না। যত দিন পৃথিবীর দ্রব্যের উপর মমতা থাকে ততদিন তাঁহাকে পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালে, পশু, ধন রূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং দেবীর সমক্ষে অজ ও মেষাদি বলি দিয়া, উপাসক তাঁহার ত্যাগ স্বীকার জানাইতেন। কত ভক্ত দেবতাকে তাঁহাদের দেহের কোন কোন অঙ্গ ছেদন করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া মহামায়ার সমক্ষে দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে, কোন কোন বাটীতে বলিদানের নিয়ম নাই, আর পশুর পরিবর্ত্তে, ইক্ষু, কুষ্মাণ্ডাদি দেবীকে অর্পণ করা হইয়া থাকে। সার কথা এই যে, পশু-রূপী রিপু সকলকে বলিদানই প্রকৃত বলিদান। এবম্প্রকার বলিদান করিয়া সাধক মনের আনন্দে দেবীর সমক্ষে নৃত্য করেন ইহাই সর্ব্ব প্রকারে বাঞ্ছনীয়।

নবমীর দিন মহাদেবীর পূজা শেষ হয়। তাহার পর দিন বিজয়া। এই দিনে, দেবীকে বলিতে হয় যে, আমার পূজা গ্রহণ করিয়া গমন কর এবং আগামী বৎসরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমাকে এই প্রকারে ধন্য কর। পরে, প্রতিমাকে জলে বিসর্জ্জন করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে হয়। তদনন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করত ঘট স্থাপন করিয়া শান্তি কার্য্য করিবার বিধি আছে। ঘটস্থিত শান্তি জল সকলকে গ্রহণ করিতে হয়। মহাদেবীর প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তগণ বিষাদিত হয়েন বটে; কিন্তু, আর একটী কারণে এই দিনটী আমাদের পক্ষে অতীব আনন্দের দিন। রাবণকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া, ছোট বড় সকলকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, বলিয়া এই দিনটী বৎসরের মধ্যে

একটী প্রধান দিন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই দিনে সমস্ত বিদ্বেষ ভাবকে বিদূরিত করিয়া হিন্দুগণ সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ও কোল দিয়া মনের তৃপ্তি লাভ করেন। এই দিনে সিদ্ধি সেবন করিবার নিয়ম আছে। কয়েক দিন পরিশ্রমের পর, ইহা সেবন করিলে শরীর সুস্থ হয়। বিজয়ার দিন অতি পবিত্র বলিয়া, লোকে এই দিনে স্থানান্তর গমন করে এবং অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

আমি দুর্গা-পূজার মর্ম্ম সাধ্যমত আলোচনা করিলাম। এক্ষণে সকলে, শারদীয় উৎসবের উচ্চ অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করুন। দেখুন, সময়টী মহাদেবীর পূজার কেমন উপযোগী। প্রকৃতির অঙ্গ হইতে কৃষ্ণ ঘনাবলী বিদূরিত হইয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী প্রকৃতির হাসিরূপে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্র, নক্ষত্রাদি প্রকৃতির নয়ন স্বরূপ হইয়া জীবগণের প্রতি শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ক্ষেত্রে শ্যামল তৃণ, জলে ও স্থলে মনোহর পুষ্প সকল, প্রকৃতির বসন ও ভূষণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। পুষ্করিণী সকল জলেতে পরিপূর্ণ। বর্ষার জল-ধারায় পৃথিবী স্নিগ্ধ। সকলে আনন্দে উৎফুল্ল। প্রকৃতি এই নববেশ ধারণ করিয়া বলিতেছে—মানবগণ! আমি যেমন মলিন ঘনাবলী পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বসন ও সমুজ্জ্বল ভূষণ সুশোভিত হইয়া মহাদেবীর মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করি-তেছি, তোমরাও আজ সমস্ত বৎসরের সঞ্চিত পাপমলাসকল পরিত্যাগ করিয়া, বিবেক-বসন পরিধান করত, মহাদেবীর মহিমা বিঘোষিত কর। প্রকৃতির এই দৈব বাণী আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ শুনিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির নবীন বস্ত্র পরিধান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মানব! এই নব বসন ধারণ করিবার প্রথা মধ্যে যে নিগূঢ় ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতেছ না। তুমি কত প্রকার মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিয়া দেহের শোভা সম্পাদন করিতেছ, স্ত্রীপুত্রদিগকে নানা সাজে সাজাইয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিতেছ, কিন্তু মন! তুমি বুঝিতেছ না যে, বাহ্যশোভা সম্পাদন এ নিয়মের উদ্দেশ্য নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে, পাপরূপ মলিন বসন পরিত্যাগ করিয়া, বিবেকরূপ শুভ্র বস্ত্র ধারণ করত, মহাদেবীর পূজার জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। যাঁহাদের বাটীতে উৎসব হইয়া থাকে, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে আপন আপন গৃহ পরিষ্কার করেন। মন! উপর উপর পরিষ্কার করিলে হইবে না। দেহের অভ্যন্তর বিধৌত করিতে হইবে। বহু কালের সঞ্চিত পাপমলা পরিষ্কার করিয়া

অন্তঃকরণকে মহাদেবীর পবিত্র আসন রূপে পরিণত করিতে হইবে। এই রূপে পবিত্র হইয়া, যাঁহার উপাসনা করিবে, তিনি কি ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। বিশ্বেশ্বরী অস্ত্রাদি ধারণ করত, দশ হস্ত বিস্তার করিয়া দশ দিক রক্ষা করিতেছেন। সিংহ পরাক্রমের আধার। সকল বল বীর্য্যের উপর আদ্যাশক্তির আসন প্রতিষ্ঠিত। সিংহের অবয়ব তাহা প্রকাশ করিতেছে। কালরূপ দৈত্যকে দলন করা, তাঁহার কার্য্য। এই জন্য মহাবল-শালী কার্ত্তিক তাঁহার এক দিকে বিরাজ করিতেছেন। ময়ূর তাঁহার বাহন। ময়ূর সর্পভুক। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, কালরূপী সর্প বিনাশ করিতে সে প্রস্তুত। আর এক দিকে গণপতি বিরাজ করিতেছেন। নানা বিঘ্ন হরণ করা তাঁহার কার্য্য। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে বিঘ্ন বিনাশনের পূজা বিধি বদ্ধ হইয়াছে। মূষিক গণেশের বাহন। ইহা এই ভাবটী প্রকাশ করিতেছে যে, মন্দলোকের কৌশল জাল কর্ত্তন করা আবশ্যক। মূষিক সে বিষয়ে পটু, বিশ্ব-মাতা ভক্তগণকে বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য দিবার জন্য প্রস্তুত। এই নিমিত্ত সরস্বতী ও লক্ষ্মীর রূপ বিদ্যমান। দিব্য-জ্ঞান না জন্মিলে ঈশ্বর লাভ হয় না। এই জন্য বিদ্যার প্রয়োজন। আর ভক্তগণের ঐশ্বর্য্যও চাই। উহা বিষয় বিভব আদি সামান্য ঐশ্বর্য্য নহে। ঐ ঐশ্বর্য্য শব্দটী ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। যাহা মনুষ্যকে ঈশ্বর সমীপে উপনীত করে, তাহাই ঐশ্বর্য্য। এখন বিবেচনা করা উচিত এ বস্তুটী কি? ধর্ম্ম ভিন্ন কে ঈশ্বরের সমীপে লইয়া যাইতে পারে? সুতরাং ধর্ম্মই প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। এই ধর্ম্মকে সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ঈশ্বরকে লাভ করা যাইবে।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম স্বরূপ।

—০—

(স্বামী শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দজী মহারাজ লিখিত হিন্দী হইতে অনূদিত।)

পূর্ব্বানুবৃত্ত।

যখন ধর্ম্মাচরণ দ্বারাই মনুষ্যের মুক্তি লাভ হয়, তখন জীবকে উন্নত করিতে ঊর্দ্ধগতি-শীল সৃষ্টিক্রমের কারণতা কি ভাবে হয়? এবং যখন প্রত্যক্ষরূপ স্থিতি কালেও জীব উত্ত-রোত্তর অধোগামী হইতে হইতে প্রায়শঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গমন করিয়া, কৃতাদি যুগচতুষ্টয় সৃষ্টি করে, তবে পুনরায় সৃষ্টিক্রম যে ঊর্দ্ধগতিশীল তাহা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? এই সকল আশঙ্কা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই সকল আশঙ্কা নিম্ন লিখিত প্রকারে দূর করুন।

মনুষ্যকে গর্ভে ধারণকারিণী মাতার সকল চেষ্টাই জগজ্জননী প্রকৃতি মাতার সম্পূর্ণরূপে অনুরূপ হইয়া থাকে। মাতা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিনী হউন, খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী হউন, মুসলমানী হউন অথবা অন্য যে কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী হউন, পুত্র যখন কিছু বুঝিতে আরম্ভ করে এবং তাহার মধ্যে যখন স্বাধীনতার শক্তিও আগমন করে, তখন তিনি তাহার লালন পালন পরিত্যাগ করেন না, এবং তাহার সম্বন্ধে যে আপনার এক প্রকার কর্ত্তব্য আছে, তাহা সমাপ্ত করিবার জন্য পুত্রের নিকট হইতে দূরে থাকিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। বালক কিছু জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত সে সময় মাতা "সে আপনা আপনি নিজের ক্রমোন্নতি করিয়া লইবে" এরূপ জানিয়া পুত্রের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, এরূপ বিবেচনা করেন যে, এক্ষণে আমার পুত্র প্রতিনিয়ত উন্নত হইবে, এক্ষণে ইহাকে কাছে বাইসবার অথবা ইহাকে ভাল করিয়া দেখিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। কারণ এই বালক আপনার হিতাহিত জ্ঞান লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত সকল ধর্ম্মের পিতৃরূপী সনাতন ধর্ম্মের আচরণকারিণী মাতা পুত্রকে যজ্ঞোপবীত সংস্কার সময় পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। কারণ যে বালককে তিনি লালন পালন করিয়াছেন, দিবারাত্রি আপনার নিকট রক্ষা করিয়াছেন, অতি যত্ন পূর্ব্বক প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার উন্নতির নিমিত্ত দত্তচিত্ত ছিলেন, সেই প্রিয় পুত্রকে আপনার গৃহেও রাখেন না, অধিকন্তু কয়েকবর্ষের নিমিত্ত তাহাকে প্রসন্ন চিত্তে আপনার গ্রাম হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করেন, এবং সেই প্রসন্নতার সূচিকা শিক্ষা সর্ব্ব প্রথমে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী রূপে অবস্থিত থাকিয়া গুরুর আশ্রমে বাস করিবার জন্য বিদায় করেন। কারণে যে কথা হয়, কার্য্যে ঠিক সেই কথা হইয়া থাকে, অতএব সনাতন ধর্ম্মের যে কারণভূত, সনাতন ধর্ম্ম তাহার পালয়িত্রী সকলের আদি কারণ ভূত, এবং সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিনী মাতার কারণভূতা প্রকৃতি মাতা আপন পুত্ররূপী অসংখ্য জীবকে চিজ্জড়গ্রন্থিরূপী প্রাথমিক অবস্থা হইতে উন্নত করিতে করিতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সম্পন্ন মনুষ্যযোনি পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়া দিয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত হন, ঠিক সেইরূপ পুত্রের উপনয়ন সংস্কার অবস্থায় উপস্থিত হইলেই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিনী মাতা নিশ্চিন্ত হইয়া হইয়া থাকেন। প্রকৃতি মাতার এই রূপ নিশ্চিন্ত হওয়ার অর্থ এরূপ হওয়া উচিত নহে যে "মনুষ্য মাতা অপেক্ষা প্রকৃতিমাতার সম্বন্ধ কিছু ছোট" কারণ মনুষ্যের মধ্যে যখন কিছু জ্ঞান লাভ হয়, তখন তাহারা আপনাদিগকে কিছু স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে, অর্থাৎ মনে করে যে, আমি সকল কার্য্যই করিতে পারি, যখন তাহাদিগের মধ্যে হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি বিদ্যমান থাকে, যখন তাহারা সদসৎ উভয় প্রকার পন্থার মধ্যে এক একটী অবলম্বন করিবার সামর্থ্য লাভ করে, যখন তাহাদিগের সন্মার্গে সহায়তা প্রদানকারী শাস্ত্র এবং গুরু লাভ হয়, সেই সময়ে আমার পুত্র ক্রমোন্নত হউক, সে সন্মার্গাবলম্বন করুক এবং শাস্ত্র ও গুরুদেবের উপর শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে ক্রমে আপনার জ্ঞানোন্নতি করুক, সে ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে প্রাণী মাত্রের সুখের কারণ হউক,

এবং যথার্থ সুখ ভোগ করিয়া পরিশেষে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হউক, এই প্রকার কৃপা প্রকৃতি-মাতার হওয়াই জীবসমূহের উর্দ্ধগতিশীল করা এবং প্রকৃতি মাতার সেই কৃপা হইতেই মনুষ্য ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অবশ্য এ বিষয়েও মনোযোগ করা কর্ত্তব্য যে তখনই মনুষ্য মাতার কৃপা প্রাপ্ত হয়, যখন যে সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকারের মধ্যে প্রত্যেক প্রকার মার্গাবলম্বন করিবার শক্তি থাকিতেও কেবল মাতার সদ্বাসনাসমূহের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধরক্ষাকারী সন্মার্গ অবলম্বন করে অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ করে। যদিও ধর্ম্মাচরণ হইতেই মনুষ্য মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে এরূপ বলা যায়, তথাপি সেই ধর্ম্মাচরণ মাতার অভীষ্ট, অতএব সেই ধর্ম্মাচরণই সম্পূর্ণরূপে মাতার সেবা। এরূপ ধর্ম্মাচরণ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মাতার ভাবি প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন কৃপা প্রাপ্তিই মনুষ্যের উর্দ্ধগতির কারণ ইহাতে সন্দেহ নাই।

মনুষ্যের উর্দ্ধগতির সহিত ধর্ম্মাচরণের সম্বন্ধ পরম্পরারূপ হইতে হইয়া থাকে, অতএব উহা গৌণ সম্বন্ধ। কিন্তু প্রকৃতি মাতার সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, কারণ ধর্ম্মাচরণ হইতে প্রকৃতি মাতার কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাঁহার কৃপা হইতে মনুষ্য ক্রমোন্নতি লাভ করিতে করিতে মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ এইরূপ সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া "ধর্ম্মাচরণ হইতে সৃষ্টি হয় না, তজ্জন্য মাতার কৃপা হইতেই হইয়া থাকে" এরূপ বলা হয়। প্রথমে আমি সিদ্ধ করিব যে ঈশ্বর, ভগবতী এবং ধর্ম্ম অথবা ব্রহ্মাণ্ডযুক্ত চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তৃত প্রকৃতিমাতা এবং ধর্ম্ম এই তিনের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ইহার দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইবে যে, ধর্ম্ম প্রকৃতিমাতা অথবা ভগবানেরই স্বরূপ, কিন্তু প্রত্যেক যোনির, প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার বিভিন্ন, অতএব ধর্ম্মও বিভিন্ন এবং দেশকাল পাত্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারাও ধর্ম্মের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এখানে এ আশঙ্কাও হইতে পারে না যে, অধর্ম্মকে প্রকৃতি মাতার স্বরূপ কেন বলা হয় নাই। কারণ অধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে কোনও পদার্থই নহে; সংসারে যত কার্য্য হইয়া থাকে সে সকলই ধর্ম্ম স্বরূপ এবং ঐ সমস্ত প্রকৃতি মাতারই স্বরূপ। কেবল যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিবার অধিকারী নহে, যদি সেই ব্যক্তি অনধিকার চর্চ্চার ন্যায় ঐ কার্য্য করে, তবে তাহার পক্ষে সেই কার্য্য অধর্ম্মরূপী। অতএব অধর্ম্ম অধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করা হয়, কিন্তু উক্ত কার্য্যের অধিকারীর পক্ষে উহাই ধর্ম্ম। সেই ব্যক্তিই অধর্ম্ম কার্য্য করিয়া থাকে, যাহার মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিবার এবং করিবার শক্তি বিদ্যমান আছে। যাহার মধ্যে এরূপ শক্তি নাই, সে কখনও অধর্ম্ম কার্য্য করিতে পারে না। ক্ষুদ্র জীব হইতে মনুষ্য যোনির নিম্নস্থ পর্য্যন্ত যে কোন যোনির সমস্ত জীবের কিঞ্চিন্মাত্রও অধর্ম্মাচরণ করিবার শক্তি নাই, অর্থাৎ অধিকারের বিরুদ্ধ চেষ্টা কেহই করিতে পারে না, এবং প্রকৃতি মাতার সর্ব্বথা অধীনতায় উন্নত হইতে হইতে মনুষ্য যোনি পর্য্যন্ত সেই মাতার দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন ধর্ম্ম প্রকৃতি মাতার স্বরূপ, তখন প্রকৃতি মাতার অধীন হওয়াই ধর্ম্মাচরণ করা। অতএব মনুষ্য

যোনির নিম্নস্তরস্থ যোনিজাত জীবও এক প্রকারে ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে এবং এই নিমিত্ত মাতার কৃপা তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত করে, এবং মনুষ্যযোনি পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়া দেয়। যদি এই প্রকারে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার শক্তি সম্পন্ন মনুষ্য প্রকৃতি মাতার স্বরূপ ধর্ম্মাচরণ করে, তবে প্রকৃতিমাতা যে প্রকারে তাহাকে মনুষ্য যোনি পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রমশঃ আপনার কৃপার দ্বারা তাহাকে ক্রমশঃ উন্নত করিতে করিতে যে মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রদান করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহার মধ্যে কথা এই যে, মনুষ্য যোনিতে জ্ঞান এবং স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্তি বশতঃ মনুষ্য ইচ্ছা করিলে ধর্ম্মাচরণরূপ প্রকৃতি মাতার সেবা করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হয়, এবং উক্ত মাতার কৃপায় পরমানন্দ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে। আর যদি ইচ্ছা না করে তবে পাপাচরণের দ্বারা তাহারা যার পরনাই দুঃখ পাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, ধর্ম্মাচরণের সহিত মনুষ্য যোনির এবং তাহার উর্দ্ধতন যোনির জীবের সহিত সম্বন্ধ আছে, সৃষ্টিক্রম এবং প্রকৃতি প্রবাহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। সৃষ্টিক্রম এবং প্রকৃতি প্রবাহের দ্বারা জীব মনুষ্য যোনি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে এবং মনুষ্যযোনিতে তাহাদিগের সদসদ্ জ্ঞান শক্তি লাভ হয়। যদি তাহারা সন্মার্গাবলম্বন পূর্ব্বক পরিচালিত হয়, তবে ক্রমোন্নতি করিতে করিতে পরিশেষে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। সদসদ্ জ্ঞান শক্তি প্রাপ্ত হইয়াও যে জীব অসন্মার্গে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই প্রবৃত্তির কারণ সৃষ্টিক্রম বা প্রকৃতি প্রবাহ নহে - ইহাই উহার কারণ। সৃষ্টিক্রম এবং প্রকৃতি প্রবাহ তাহা হইলেই উহার কারণ হইতে পারিত, যদি উহাদিগের মধ্যে সন্মার্গের জ্ঞানশক্তি সৃষ্টিক্রম এবং প্রকৃতি প্রবাহের দিক হইতে প্রদত্ত না হইত। যখন ঐশীশক্তি তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তখন সৃষ্টিক্রম এবং প্রকৃতি প্রবাহের উপর কোনও ভার নাই। যদি থাকে তবে এই মাত্র আছে যে, যে কৃপাদৃষ্টির দ্বারা ঐ সকল জীব মনুষ্য যোনি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে, সেই কৃপা দৃষ্টির দ্বারা যদি তাহারা সন্মার্গ গমন করে, তবে ক্রমে তাহারা মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ—)

একখানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার।

পূর্ব্বকালে বেদের তিন কাণ্ডানুসারে ব্রহ্ম মীমাংসা, ভক্তি মীমাংসা এবং কর্ম্ম মীমাংসা এই তিন দর্শন শাস্ত্রের বহুগ্রন্থ প্রচলিত ছিল। ঐ সকল দর্শনের মধ্যে কেবল ভগবান বেদব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্র; মহর্ষি জৈমিনী কৃত কর্ম্মসূত্র (পূর্ব্ব মীমাংসা) এবং মহর্ষি শাণ্ডিল্য কৃত একখানি ক্ষুদ্র ভক্তিসূত্র উপলব্ধ হইয়া থাকে। প্রথম দুইটী শাস্ত্র প্রায়ই সম্পূর্ণ, কিন্তু উপাসনা সম্বন্ধীয় ভক্তিসূত্র কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত কর্ম্ম মীমাংসা দর্শনের

নামও লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিদ্বৎসমাজে সপ্ত দর্শনের স্থলে প্রায় ষড়দর্শন শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে মহর্ষি ব্যাস, ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, শেষ, নারদ প্রভৃতি যে সকল পূজ্যপাদ আচার্য্যের সূত্র উপাসনাকাণ্ড বিষয়ে প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে শেষকৃত সূত্র যাহার প্রথম সূত্র "অথাতো দৈবী মীমাংসা" ছিল, এবং তাহাতে যে কয়েক শত সূত্র ছিল, তাহাও অত্যন্ত প্রসংশনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। শ্রীশেষকৃত দর্শনের কয়েকটী সূত্র আজিও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে, আজিও ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ (স্বাধ্যায়) পাঠের সময় সপ্ত দর্শন প্রসঙ্গে ঐ সূত্র পঠিত হইয়া থাকে। আমাদিগের উপাসনা সম্বন্ধীয় এই দর্শনের লোপ হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থসমূহের উদ্ধার, অপ্রকাশিত এবং লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ সংগ্রহ এবং প্রকাশ প্রভৃতি পরমাবশ্যকীয় কার্য্যাবলীর উপর সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় নির্ভর করিতেছে। বহু যত্নের পর আমরা উপাসনা সম্বন্ধীয় প্রায় আড়াই শত সূত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা চারিভাগে বিভক্ত। যথা—রসপাদ, উৎপত্তি পাদ, স্থিতি পাদ এবং লয় পাদ। আমরা ক্রমে ধর্ম্ম প্রচারকে সেই সকল সূত্র রত্ন অনুবাদ সহ প্রকাশ করিতেছি। আশাকরি সমগ্র বিদ্বজ্জনমণ্ডলী বিশেষতঃ দার্শনিক জ্ঞান পিপাসুগণ অবশ্য প্রসন্ন হইবেন। এই সকল সূত্রের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রম প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময় ঐ সকল প্রমাদ দূরীভূত করিবার যত্ন করা যাইবে।

রস-পাদ।

(১) অথাতো ভক্তি মীমাংসা।

অনন্তর ভক্তি মীমাংসার বিষয় কথিত হইতেছে।

(২) রসরূপঃ পরমাত্মা জড়রূপা মায়া।

পরমাত্মা রসরূপী এবং মায়া জড়রূপিণী।

(৩) রসো জ্ঞানময়ো জড়শ্চাঽজ্ঞানময়ঃ।

রস জ্ঞানময় এবং জড় অজ্ঞানময়।

(৪) জ্ঞানরূপত্বাৎ স এক এবাঽজ্ঞানরূপত্বাচ্চ সাঽনন্তা।

জ্ঞানরূপী হওয়ায় পরমাত্মা একই হন এবং অজ্ঞান রূপিনী হওয়ায় মায়া অনন্তরূপিণী।

(৫) সৃষ্টেরতীতো বুদ্ধেশ্চপরঃ স ভক্তি লভ্যঃ।

পরমাত্মা সৃষ্টির অতীত এবং বুদ্ধির পরপারে স্থিত এই নিমিত্ত কেবল ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৬) সাঽনুরাগ রূপা।

সা (ভক্তি) অনুরাগ রূপা।

(৭) স্নেহপ্রেমশ্রদ্ধাঽতিরেকাদলৌকিকেশ্বরাঽনুরাগরূপা।

স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা—এই সকলের লৌকিক এবং অলৌকিক ভাবময় ঈশ্বরানুরাগকে ভক্তি বলে।

(৮) সা দ্বিধা গৌণী পরা চ।

ভক্তি দ্বিবিধ—গৌণী এবং পরা।

(৯) স্বরূপদ্যোতকত্বাৎ পূর্ণানন্দদা পরা।

পরাভক্তি স্বরূপ প্রকাশিনী এবং পূর্ণানন্দদায়িনী।

(১০) বৈধীরাগাত্মিকাভেদভিন্না সাধনলভ্যা গৌণী।

গৌণীভক্তি সাধ্য; উহা দুই ভাগে বিভক্ত বৈধী এবং রাগাত্মিকা।

(১১) বিধিসাধ্যমানা বৈধী সোপানরূপা।

যাহা বিধিপূর্ব্বক করা হয় তাহার নাম বৈধী উহা ভক্তিমার্গের প্রথম সোপান স্বরূপ।

(১২) রসানুভাবিকাঽনন্দশান্তিদা রাগাত্মিকা।

রাগাত্মিকা ভক্তি রসানুভাবিকা এবং আনন্দ ও শান্তিদায়িনী।

(ক্রমশঃ।)

বর্ণ নির্ণয়।

সাধারণতঃ অনেকের ধারণা যে, ক্রিয়ার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব সুরক্ষিত হইয়া থাকে, অন্যথ ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হয়। এই ধারণা ধর্ম্মমূলক কি না? এই প্রশ্ন মীমাংসায় প্রথমে জাতির নিত্যতা আছে কি না তাহার সিদ্ধান্ত হইলে এই সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। জাতি শব্দের শব্দার্থ "জাতাবেকত্বং নিত্যত্বং সর্ব্ব সমবায়িত্বং" অর্থাৎ জাতিতে একত্ব থাকিবে, নিত্যসিদ্ধ হইবে এবং দ্রব্যগুণ কর্ম্মের যে ঘনিষ্ট নিত্য সম্বন্ধ তাহা জাতির লক্ষণেও সাধ্য হইবে। যথা মনুষ্য মধ্যে স্ত্রী-পুং-নপুংসক উক্ত হইলে গুণকর্ম্মের নিত্যসম্বন্ধ নিমিত্ত স্ত্রী স্ত্রীজাতি, পুং পুরুষ-জাতি এবং নপুংসক সেই নপুংসক জাতিই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্ত্রী কখনও পুরুষ হইতে পারে না, অথবা পুরুষ কখনও স্ত্রী কিংবা নপুংসক হয় না, শত শত অপকার্য্য করিলেও জাতির ব্যভিচার ঘটে না, দেহ পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে।

আশ্রমধর্ম্ম যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্রব্যগুণ কর্ম্মের যে ঘনিষ্টতা সূচীত হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রী-পুং-নপুংসকের ন্যায় তাহার পার্থক্যও সূচীত হইয়াছে। মনুর ১০ম অধ্যায় যে "অধ্যাপনমধ্যায়নং যজনং যাজনং তথা। দান প্রতিগ্রহশ্চৈব

ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥" ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গীতায় "শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্। প্রধান ক্ষত্রিয়ে কর্ম্ম প্রজানাং পরিপালনম্ ॥" যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় "কুসীদ কৃষিবাণিজ্যং পশুপালনং বিশঃস্মৃতং।" ইহাই বৈশ্যধর্ম্ম। মনুর ১০ম অধ্যায়ে শূদ্রধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, "স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্ত সঃ। জাত ব্রাহ্মণ শব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা ॥" ধর্ম্মশাস্ত্রে এই রূপই বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্মপথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি একে অন্যের ধর্ম্ম অনুসরণ করেন, কিংবা স্বধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য না করেন, তবে শাস্ত্রকারগণ তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, অতঃপর তাহাই বিবৃত হইতেছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বর্ণধর্ম্মানুকথনে "ক্ষত্রাণি বৈশ্যানি চ সেবমানঃ পরে চ লোকে বিষয়ং প্রযাতি।" ত্রিসন্ধ্যা-উপাসনা-বিরত ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দাবাদও যথেষ্ট আছে; যথা দক্ষ "সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যং অনর্হঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্মং ন তস্য ফলমশ্নুতে।" রাজধর্ম্মে প্রজাপীড়ন দোষ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন " প্রজাপীড়ন সন্তাপ সমুদ্ভূতো হুতাশনঃ। রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণান্ না দগ্ধা বিনিবর্ত্ততে ॥" মনু সংহিতার ১ম অধ্যায়ে দেখা যায় "মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া। সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ ॥" "বেদাক্ষর বিচারেণ শূদ্রো যাতি অধোগতি ॥" উপরি উক্ত প্রমাণের দ্বারা স্থির হইতেছে যে, একে অন্যের বিহিত ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে ইহ জীবনে সে নিন্দিত হইয়া থাকে, এবং দেহান্তরে ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত জীবিতাবস্থায় সে ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন, অথবা ক্রিয়ার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য।

এতৎপ্রসঙ্গে প্রথমে ব্রাহ্মণ শব্দের লক্ষণ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। "বেদং বেত্তি যঃ স এব ব্রাহ্মণঃ" অথবা "ব্রহ্মঃ জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদবেত্তা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইবে, অথবা যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইবেন, না যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিবে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণপদ বাচ্য হইবে? পূর্ব্বে মনু সংহিতা ও মহাভারতের প্রমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, বেদাক্ষর বিচারে শূদ্র অধোগতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বেদাক্ষর বিচারে শূদ্র সর্ব্বদা অনধিকারী, পক্ষান্তরে বিপ্রসেবার দ্বারা তাহার স্বর্গ ও মুক্তি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং বেদ বিচারে অনধিকারিত্ব নিবন্ধন ক্রিয়ার দ্বারা (বেদাদি বিচার, আহুতি প্রদান প্রভৃতি) শূদ্র কখনও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না, অন্যথা ঋষিবাক্য অমর্য্যাদা জনিত মহান পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। কারণ ঋষিরাই বিধান করিয়া গিয়াছেন, এবং বিজ্ঞানের দ্বারা ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে জানিবার উপায় ক্রিয়ামূলক বেদাধ্যয়ন, তদ্বিষয়ের পুনঃপুনঃ শ্রবণ ও ধ্যানাদি অথবা সমাধি সাধনা এবং গুরূপদেশ। তদ্ভিন্ন আপনার ইচ্ছা মাত্রেই ব্রহ্ম জানিবার বিষয় নহেন. তবে ক্রিয়ায় অনধিকারী ব্যক্তি কিরূপে ব্রহ্ম জানিবে? বেদান্তবাদীদিগের মতে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে কেহ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী হয় না। এই নিমিত্ত মহর্ষি বেদব্যাস

শারীরক মীমাংসার প্রথম সূত্রে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত অথ শব্দের অনন্তরার্থ ইহা পূজাপাদ ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্থির করিয়াছেন অতএব ব্রহ্ম জানা ক্রিয় মূলক। উক্ত ক্রিয়ার অধিকার ব্রাহ্মণের নিমিত্তই নির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরস জাত ব্যক্তির পক্ষে গায়ত্রী দীক্ষার দ্বারা তাহার দ্বিজত্ব লাভ হইয়া থাকে. ইহা সহজেই উপলব্ধ হইতেছে। এই নিমিত্ত স্মৃতিকার ব্যবস্থা করিলেন "জন্মনা ব্রাহ্মণঃ জ্ঞেয় সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।" অতএব গুণকর্ম্ম ক্রিয়ার দ্বারা বর্ণ স্থির হইয়াছে। ঐ বর্ণ জাতির পরিচায়ক এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ অগ্রজন্মা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন তাই শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণবর্ণ সম্বন্ধে বহুবিধ বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি জাতিগত বিষয় না হইত তবে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণাশ্রমের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা হইত না। সুতরাং স্ত্রী-পুং-নপুংসকাদির ন্যায় বর্ণাশ্রম নির্দ্দেশে জাতির নিত্যতা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে ভগবান মনু বলেন "শ্রুতিস্মৃত্যুদিত ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমং সুখম্।"

বর্ণধর্ম্ম বহির্ভূত হইয়া যাহারা সর্ব্বথা নিন্দিত হইয়া আসিতেছে তাহারা বর্ণসঙ্কর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। গীতায় অর্জ্জুন বলিয়াছেন—"সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ।" সংকর জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ব্যভিচারোৎপন্ন, দ্বিতীয় কর্ম্ম সাংকর্য্য দ্বারা পতিত। এই নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—'পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ" অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনধিকারী হইয়াও ঋষি বাক্যের অমর্য্যাদা সাধন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তিতা বশতঃ যাহারা পিতৃপিতামহাদিগের অবলম্বিত পন্থা পরিত্যাগ করে, তাহারা যুগপৎ ঋষিবাক্য হেলন ও পিতৃপিতামহগণের মূর্খত্ব প্রতিপাদন পুরঃসর আপনাদিগের পাতিত্ব আপনারাই প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান কালে কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়, বারুই, কৈবর্ত্ত, বণিক, স্বর্ণ বণিকগণ আপনাদিগকে বৈশ্য প্রতিপাদন পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই যজ্ঞোপবীত গ্রহণের উদ্দেশ্য অহঙ্কার বিমূঢ়তা বশতঃ আপনাদিগকে মহাজ্ঞানী মনে করিয়া বেদাধিকার লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি তাঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হন এবং পুরুষানুক্রমে ব্রাত্যদিগের প্রায়শ্চিত্তের বিধান যদি কোন ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে থাকে, তবে তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করুন তাহাতে সমাজের কোন ক্ষতি নাই—বরং তাঁহাদিগের নষ্ট গৌরবের পুনঃ প্রাপ্তি হইলে তাঁহাদের সহিত সমাজের শক্তি বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অর্থবলে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ নাম-

ধারী সংস্কৃতজ্ঞ জীব বিশেষের দ্বারা অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক প্রস্তুত করাইয়া অথবা উল্লিখিত জীব বিশেষ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া যদি তাঁহারা ঋষিবাক্য খণ্ডন করিতে অগ্রসর হন, তবে তাঁহাদিগের ন্যায় পিতৃদ্রোহী, ঋষিদ্রোহী, শাস্ত্রদ্রোহী অর্থাৎ এক কথায় স্বদেশদ্রোহী ও আত্মদ্রোহী জগতের আর কোন স্থানে থাকিতে পারে না কারণ হিন্দু ধর্ম্মই ভারতবর্ষের একমাত্র স্বদেশী পদার্থ—এইনিমিত্ত ভারত বর্ষের আর একটী নাম হিন্দুস্থান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ঋষিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্ম্ম পরিচালিত হইতেছে, যাঁহারা পাশ্চাত্য আলোকের ধাঁধায় অন্ধ হইয়া সেই অভ্রান্ত ঋষি বাক্য খণ্ডন করিতে চান, অর্থাৎ আপনাদিগেরই পূর্ব্ব পুরুষগণকে আপনাদিগের অপেক্ষা নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিতে চান, যদি তাহা দেশদ্রোহিতা না হয়, তবে আর দেশ-দ্রোহিতা কাহাকে বলিব? কেবল তাহাই নহে ইহাতে যে ব্রাত্যতা স্বীকার করা তাঁহারা সৎ শূদ্র জাতি হইতে বংশপরম্পরা ক্রমে বর্ণসংকর জাতির মধ্যে গণনীয় হইতে যাইতেছেন, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্র চৈতন্য হইতেছে না। যে সকল ব্রাহ্মণতনয় কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের কোন এক অভিনব সম্প্রদায়ের কুহকে পড়িয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পৌত্র প্রপৌত্রগণ যে রূপ পুনরায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণে সম্পূর্ণ রূপে অনধিকারী, পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের গণনা যেরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্যতীত অপর জাতির মধ্যে হইয়া থাকে, যে সকল শূদ্র আপনাদিগকে ব্রাত্য স্বীকার করিয়া সেই দলে মিশিতে চান, তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি পাশ্চাত্য শিক্ষায় কিরূপ বিকৃত হইয়াছে ইহা প্রকাশ করা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। কারণ যাঁহাদের পিতৃপিতা-মহগণ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া গৌরবের সহিত পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপযুক্ত বংশধরগণ যদি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রতিপন্ন করিতে অগ্র-সর হন, তবে প্রকারান্তরে বর্ণ ধর্ম্মের ও সঙ্গে সঙ্গে ঋষিবাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয়।

উদাহরণ স্থলে কায়স্থজাতির সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতে পারে। কূর্ম্ম পুরাণে দেখা যায় "আদৌ প্রজাপতে র্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ। বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ ঊর্ব্বো র্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাদাৎ শূদ্রস্য সম্ভবঃ ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ। হিমনাম সুতস্তস্য ধাত্রীপস্তস্য পুত্রকঃ। কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সম্ভব লিপি কারকঃ। কায়স্থস্য ত্রয়পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে। চিত্রগুপ্ত চিত্র-সেনো বিচিত্রশ্চ তথৈবচ। চিত্রগুপ্ত গতঃ স্বর্গে বিচিত্র নাগসন্নিধৌ। চিত্রসেন

পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্র প্রবক্ষতে।" কায়স্থ শব্দ অভিধানমূলক নহে, ঐতিহাসিক কায়স্থ হইতেই শূদ্র বংশীয় কায়স্থগণের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং কায়স্থগণ কখনও ক্ষত্রিয় ছিলেন না, পক্ষান্তরে শূদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এ অবস্থায় আপনাদিগের মৌলিকতা রক্ষা করিবার প্রতি যত্নশীল না হইয়া ব্রাত্য বা বর্ণসংকর সপ্রমাণ করিতে তাঁহারা কেন যে সচেষ্ট হইয়াছেন, একথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? *

শ্রীবিনোদ লাল পাকড়াশী।

কোকিল কূজন বা দুঃখের গাথা

(পূর্ব্বানুবৃত্ত, ধর্ম্ম প্রচারকের ১৭৯ পৃষ্ঠা হইতে)

"কর্ম্মবাদী কারা নয়? দেখ একবার
কর্ম্ম কর্ম্মফলে ভরা জগত সংসার।
তোদের আচার্য্য যারা
কর্ম্মফলবাদী তারা
প্রকাশ্যে যদিও সবে না করে প্রচার,
কর্ম্মদেবে সদা কিন্তু করে নমস্কার॥১৬৩
"আচার্য্যের মহাচার্য্য পুরুষ রতন
শত্রু হস্তে ক্রুশ মধ্যে যবে নির্য্যাতন
দুর্জ্জন পাপের তরে
নিতান্ত বিনয় করে
প্রার্থনা করিল যিশু, ধন্য সেই জন,
আচার্য্য বেদেতে সেই অমূল্য রতন।১৬৪
"কহিল ভক্তির সহ ওহে দয়াময়,
এই যে দুর্জ্জন সবে অতি দুরাশয়,
দুষ্টবুদ্ধি বশী-ভূত,
পাপ কার্য্যে সদারত,
করিল কঠোর এই পাপ অভিনয়,
জানেনা দুর্জ্জন ওরা পাপ ভাল নয়।১৬৫
"ক্ষমা কর তুমি নাথ ক্ষমিলাম আমি,
ক্ষমাময় তুমি প্রভো ত্রিভুবন স্বামী;
এই যে যিশুর বাক্য
দেখ না হয় কি ঐক্য
কর্ম্মফলবাদসহ, দেখিবি এখনি
কর্ম্মফল বাদে ভরা অখিল অবনী।১৬৬
"সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম কথা জগতে প্রচার
বলত হইবে কিসে সু-কু-র বিচার
ফল হতে গুণাগুণ
হয়ে থাকে নির্ব্বাচন
তাইত করমফল নহে ফক্কিকার
কর্ম্মফল বাদ সূত্র কে বলে অসার?।১৬৭
"করিলে করম তার ফল সুনিশ্চিত;
ফলভোগ জীব ভাগ্যে বিধির বিহিত

* এই প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল দায়ী নহেন
ধ, প্র, সং।

ফল ভোগ যতক্ষণ
নাহি হবে সমাপন
ভুগিতে কর্ম্মের ফল হইবে নিশ্চিত,
গমনাগমন ভবে কে করে রহিত। ১৬৮
"খৃষ্টীয় জগত করে এ কথা বিশ্বাস
তাদের শাস্ত্রেও আছে ইহার আভাস,
বিভিন্নতা এই তবে
পুন পুন জন্ম হবে
এ কথা মানেনা তারা, তাদের বিশ্বাস,
হয় না জনম পুন দেহ হলে নাশ। ১৬৯
"তাদের বিশ্বাস এই, হইলে মরণ
ভূগর্ভে প্রোথিত গর্ত্তে থাকি জীবগণ
শেষ বিচারের তরে
রহিবে প্রতীক্ষা করে
সেই দিন কর্ম্মফল হবে নির্দ্ধারণ
ভুগিবে আপন ফল যাহার যেমন। ১৭০
"মানবের ভাগ্য যদি হইবে এমন,
কে আর লভিতে চাবে মানব জনম,?
ঘোর অন্ধকার ময়
শুনিতেই ভয় হয়
নির্ব্বাত সেস্থলে হায়, তথায় শয়ন,
অনন্ত কালের তরে, বিধি বিড়ম্বন। ১৭১
"এই কি সুন্দর সেই শান্তি নিকেতন?
এই কি আলোক পূর্ণ অলোক ভবন?
এই কি আনন্দময়,
অনন্ত জীবন হয়,
দেবতাদুর্লভ শান্তি অমূল্য রতন?
এই কি জীবন লক্ষ্য জীবন কারণ? ১৭২
"এ যুক্তি মুক্তির তরে প্রকৃষ্ট তনয়
পক্ষপাত দোষযুক্ত হয়েছে নিশ্চয়
কবে বা বিচার হবে,
কেবা জানে কেবা কবে,
অশ্ব কিম্বা শতাব্দান্তে যাবে যমালয়?
অথবা বিচার দিনে কেহ হবে লয়। ১৭৩
"ভাল মন্দ দেখি সব করিলে বিচার,
তবেত বুঝিবে হিন্দু যুক্তি কত সার?
পরের কথায় ভুলি,
হায়রে কাঞ্চন ফেলি,
কাচের আদর এত ওরে কুলাঙ্গার?
কর্ম্মফল বাদ সূত্র নহেরে অসার। ১৭৪
"জীবাত্মার অধোগতি জন্ম নীচ কুলে,
হয়ে থাকে সদাকাল কুকর্ম্মের ফলে,
এ সূত্র হিন্দুরা মানে,
তাই বুঝি হেয় জ্ঞানে,
পরিচয় সবে নাহি দেও হিন্দু বলে?
সভ্যতা হইবে নাশ কথা ব্যক্ত হলে। ১৭৫
"বিশেষতঃ সভ্য দেশ হয়েছে এখন,
তোদের জীবন লক্ষ্য, তোরা যে অধম,
সেই সভ্য দেশ সবে
প্রকাশ করিছে ভবে
জীবাত্মা মানব তরে নিজস্ব রতন;
নীচ জন্তু আত্মাশূন্য, যুক্তিবিলক্ষণ। ১৭৬
"কি দোষ করিল তারা কহনা সবায়,
যেই অপরাধে সবে আত্মা শূন্য হয়!
মিথ্যা কথা বলে তারা,
হিংসা দ্বেষে সদা ভরা,
পরশ্রী কাতর সবে, পরের নিন্দায়
জীবন যাপন করে, কিম্বা ছলনায়। ১৭৭
"পরমুখ প্রেক্ষী তারা পরের গোলাম,
পর ধর্ম্ম রত সবে, হরে শির প্রাণ,

পররাজ্য লালসায়
বিগ্রহ করিছে হায়
ডাকাতি পরের ঘরে, নাশে পর মাম,
জগতে করিছে তারা কোন অকল্যাণ?
"রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা তোদের যেমন,
তাদেরো সেরূপ আছে তোদের মতন;
হস্তপদ চক্ষু কর্ণ
নানা রূপ নানা বর্ণ,
তোদেরো যেমন আছে তাদেরো তেমন,
তবে কেন আত্মা-শূন্য হবে জন্তুগণ? ১৭৯
"সুখ দুখ জ্ঞান আছে তোদের সমান,
প্রণয় বিচ্ছেদ তথা আছে বিদ্যমান,
কান্না আছে আছে হাসি,
আছে ভালবাসাবাসি,
বিরহ বিলাপ আছে, আছে দুখ গান,
মায়া মোহ সব আছে আত্ম পর জ্ঞান।
"আছে সব, কিন্তু নহে পরিস্ফুট অতি
কুকর্ম্মের ফলে হয় এরূপ দুর্গতি!
নতুবা যে ভগবান,
কৃপা করি প্রাণ দান
মানব তোদের দিল, সেই মহামতি
প্রাণ দানে রচিলেন যত নীচজাতি। ১৮১
"মানব ইতর প্রাণী সকলি সমান
শুধুমাত্র কর্ম্ম ফল আছে ব্যবধান,
পীযুষ নবনীময়
দধি কিহে তাহা নয়?
উভয়ে রয়েছে হবি সদা বর্ত্তমান
দধি অম্লময়, দুগ্ধ অমৃত সমান। ১৮২
"পূর্ব্বজন্ম পর জন্ম যথা কর্ম্মফল,
নহেরে অসার যুক্তি, নহেরে বিফল,
সুকর্ম্মে উন্নতি হয়,
কুকর্ম্মে সেরূপ নয়,
অধোদিকে সদা গতি কুকর্ম্মের ফল,
তাইত সংসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মই কেবল ১৮৩
"কর্ম্মহেতু লভে সবে স্বরগের সুখ,
কর্ম্মহেতু ভোগে সবে নরকের দুখ,
কর্ম্মহেতু নরগণ
হারায়ে অমূল্য ধন
মানব জীবন হায়, বিধাতা বিমুখ,
নীচজন্ম পায় সবে, ভোগে কত দুখ। ১৮৪
"হেথা নাই স্বাধীনতা রমনীর তরে
তাইকি রয়েছ সবে সদা নত শিরে?
তাইকি মলিন মুখ?
অহো কি দারুণ দুখ!
রমণী জীবন লক্ষ্য, বদ্ধ কারাগারে,
বীরের পরাণ তাহা সহিতে কি পারে!!
"বাজারে যায়না তারা নাহি যায় হাটে,
সুখসেব্য বায়ু হেতু নাহি যায় মাঠে,
নাহি চড়ে টমটম,
নাদেয় চুরুটে দম?
দ্বিচক্র যানেতে চড়ি কভু নাহি ছোটে,
দেখিয়া বীরের প্রাণ সদাকাল ফাটে!!
"বলেতে নাচেনা তারা না করে মর্দ্দন
পরপুরুষের হাত, অসভ্য কেমন!
বসিয়া পরের পাশে
মৃদু মন্দ নাহি হাসে,
নাহি করে পর মুখে সস্নেহ চুম্বন,
স্বাধীনতা হীনতায় কুশিক্ষা এমন! ১৮৭
"পতি ছাড়ি পত্যন্তর না করে গ্রহণ
না করে লাভিতে শান্তি বাগান ভ্রমণ

থিয়েটারে নাহি যায়
এ দুখ কি সহা যায়?
বিদ্যার বিপনি তারা জানে না কেমন
কি রূপে লভিবে পাশ অমূল্য রতন? ১৮৮
"তাদের দুখের কথা স্মরণ করিয়া
হিমময় হিমাচল যায়রে গলিয়া!
বানেতে বাড়বানল,
সাগরে শুখায় জল,
সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য্য যায়রে ডুবিয়া
উষায় নিশারপতি যায় লুকাইয়া! ১৮৯
"নিজ স্তন্য দুগ্ধ দানে শিশুর জীবন,
রক্ষা করে সদা তারা এমনি অধম!
এমনি করম ভোগ,
আহো কি দারুণ রোগ!
আপন হস্তেতে ভোজ্য করিয়া রন্ধন,
পতি পুত্রে সমাদরে করায় ভোজন! ১৯০
"ভোজন করাতে তারা অন্নদা রূপিনী,
আপনা পাসরি যায় মমতা এমনি!
স্বাধীনতা হীনতায়
এসব ঘটেছে হায়!
নতুবা হিন্দুর ঘরে হিন্দুর রমণী
ঠিক যেন ভগবতী জগত জননী! ১৯১
"শ্বশুর শাশুড়ী সবে পিতা মাতা জ্ঞানে,
শ্রদ্ধা ভক্তি সহ সেবা করে কায়মনে,
এমন গোলামী করা
কোথা আছে হেথা ছাড়া?
এরূপ কুশিক্ষা আর আছে কোনস্থানে?
রমণী অধীনা হেথা নাহি সহে প্রাণে! ১৯২
"পতির মঙ্গল হেতু করিয়া যতন,
সাবিত্রী সুব্রত সদা করে উদ্‌যাপন।
কিন্তু কি দুখের কথা
পতি তরে এত ব্যথা
পতি কি এতই প্রিয় অমূল্য রতন?
নাহি মিলে যথা তথা, কহে কোন জন?
"বিনামামার্জ্জিত-পতি-পাদোদক-পান
ললনা-ললাট-লেখা ঘোর অকল্যাণ,
ধূলি ধূসরিত পাও
তাই ধুয়ে জল খাও
কেননা হইবে তবে দুর্ব্বল সন্তান?
স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু হায়, কেঁদে উঠে প্রাণ। ১৯৪
"পিয়ার্স সাবান মাখি অঙ্গের বরণ
না করে উজ্জ্বল তারা, মাখি "পমেটম"
না করে বিন্যাস কেশ
এমনি অধম দেশ
শ্রমহর সুধারসে, করি পরিশ্রম
নাহি করে শ্রম দূর, অসভ্য এমন। ১৯৫
"সকালে বিকালে তারা নাহি করে পান
আসাম-সঞ্জাত দ্রব্য অতি অনুপম।
না পিয়ে কাফির কাপ
কাট্‌লেট্ সহ চাপ্
ভোজনান্তে করে যত্নে মুখ প্রক্ষালন
এমনি অসভ্য হায় এমনি অধম। ১৯৬
"নাহি খায় "ম্যাঙ্গোফিস" করি সমাদর
সভ্যতা সুলভ যাহা, এমনি বর্ব্বর,
না চুমে কুকুর মুখ
কত যে কহিব দুখ?
ভাবিলে দুখের কথা ক্রোধে কলেবর
ঝাউ বৃক্ষ সম কাঁপে যবে বহে ঝড়। ১৯৭
"শোনরে দুর্ম্মতি সবে শোন কুলাঙ্গার,
এই দুখে কর সবে এত হাহাকার,

পরানুকরণ দাস	কল্পনা কল্পিত দুঃখে দুখী অনিবার,
তাই এত হা হুতাশ	এ দুঃখত দুঃখ নয় অজীর্ণ উদ্‌গার। ১৯৮

ক্রমশঃ— শ্রী ——— ———

সতীত্ব ও নারীশিক্ষা। *

——:000:——

যে দেশে পতিনিন্দা শুনিয়া শিবানী সতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল. দেবাদিদেব ত্রিগুণাতীত মহাদেব যাঁহার শোকে উন্মত্ত হইয়া মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া ভারতময় ছুটিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তজ্জন্য সতীর গলিত মৃতদেহের অংশ একান্ন স্থানে পতিত হওয়াতে সেই সকল স্থান একান্ন মহাপীঠ রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; যে সকল মহাপীঠে যুগযুগান্তর ধরিয়া একান্ন দেবীমূর্ত্তির পূজা হইতেছে; যতকাল পুণ্যভূমি ভারতভূমি থাকিবে, ততকাল মহাপীঠ সকলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিবে এবং ততকাল ধর্ম্মপ্রাণ সহস্র সহস্র হিন্দু নর নারী সেই সকল মহাতীর্থে মহাদেবীর পূজার্চ্চনা করিবেন ও মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবেন; যে দেশে কঠোর ব্রতপরায়ণা সাবিত্রী সাধনা বলে, পুণ্যবলে, ধর্ম্ম-রাজ যমকে প্রসন্ন করিয়া মৃত পতিকে জীবিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যে দেশে সসাগরা ধরার অধীশ্বর দশরথের পুত্রবধূ সীতা দেবী অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সুখ, হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া বল্কলধারিণী হইয়া পতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনানুগমন করিয়াছিলেন; অট্টালিকার পরিবর্ত্তে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া স্বর্ণপালঙ্কের দুগ্ধফেণনিভ শয্যার স্থলে পর্ণশয্যায় শয়নে অপার শান্তি পরম আনন্দ অনুভব করিয়া, যিনি চিরদিনের জন্য নারীজাতিকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—সুখ, সাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি, আনন্দ, সম্পদে নহে, ঐশ্বর্য্যে নহে, অলঙ্কারে নহে, ভোগে নহে, পরন্তু পতিসেবায়, পতির আনুগত্যে, পতির অবস্থানুসরণে, পতির যত্নে, পতির প্রেমে; যে দেশে দময়ন্তী সতী স্বয়ম্বর প্রথায়ও স্বর্গীয়, মহান, আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, ভারতে সতীত্বের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন, যে স্বয়ম্বর প্রথার সহিত লালসা, বাসনা, কামনার সংস্পর্শও নাই; যে সতীত্বের নিকট সকল প্রকার প্রভাব, সর্ব্ববিধ মোহ, প্রলোভন, গুণগরিমা বিধ্বস্ত, দেবশক্তি,

---

* সন ১৩১৩ সালের ১০ই পৌষ শ্রীভারত ধর্ম্ম মহা মণ্ডলের বিরাট অধিবেশনে টাউন হলে পঠিত।

দেশসম্পদও নশ্বরাত্মার মানব শক্তির নিকট সঙ্কুচিত ও পরাভূত, আজ কালের বশে সেই দেশে সতী মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে হইতেছে।

ব্রহ্মা এই ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণুরও পুনঃ পুনঃ অবতার এই ভারতভূমিতে। সতীর লীলাক্ষেত্রও এই ভারত। পৃথিবীর আর কোন্ দেশে কি সতীর এরূপ উচ্চ, মহান্ আদর্শ পাওয়া যায়? "কায়-মনোবাক্যে" সতী কথাটী হিন্দুর নিজস্ব। সে ভাব অনুভব করিতে কয়জনে সক্ষম? দেহে সতী থাকিলে অথবা দেহ ও বাক্যে সতী থাকিলেও সতী নামের যোগ্য হয় না। মনে সতীই প্রকৃত সতী। সমগ্র জীবন যাঁহার পতিধ্যান, পতি-জ্ঞান, যিনি পতি প্রেমে তন্ময়, যাঁহার প্রতি শিরায়, প্রতি লোমকূপে পতির রূপ বিরাজিত, তিনিই প্রকৃত সতী; ভারতে কায়মনোবাক্যে সতীই সতী নামে অভিহিতা।

হিন্দু সতীর আর একটী লক্ষণ এই:—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

অর্থাৎ স্বামী বিপন্ন হইলে যিনি নিজেকে বিপন্না জ্ঞান করেন, স্বামী আনন্দিত হইলে আনন্দিতা হন, স্বামী প্রবাসে যাইলে যিনি মলিনা ও কৃশা হন এবং স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন তিনিই যথার্থ পতিব্রতা।

এরূপ সুন্দর, এরূপ মধুর দৃষ্টান্ত কি জগতের আর কোন স্থলে পাওয়া যায়? এক হিন্দু নারী ব্যতীত অন্য কোন নারী কি স্বামী প্রবাসে থাকিলে মলিনা বা কৃশা হন, বা স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণে যাইতে পারেন?

যোগবলে, তপঃপ্রভাবে, ঋষিগণ ভূতশক্তিকে আয়ত্ত করিতেন, রৌদ্রাতপ, শীতবর্ষা, নির্ব্বিকারে সহ্য করিতেন, কিন্তু সতী নারী—যে সতী তেজোবলে অগ্নিতে আত্ম-সমর্পণ করিতেন, সে তেজের নিকট অগ্নির তেজ বোধ হয় জলের মত শীতল মনে হইত। নহিলে মুসলমান বাদসাহগণের অত্যাচার ভয়ে, শত শত রাজপুত-মহিলা হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে সোণার দেহ বিসর্জ্জন দিতেন কিরূপে? পৃথিবীর কোন দেশের কোন ইতিহাসে এ রূপ একটী দৃষ্টান্তও কেহ দেখাইতে পারিবেন কি?

রাজপুত মহিলাগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সত্বেও ইংরাজরাজ ভারত হইতে সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। স্বভাবতঃ একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেহে লাগিলে

আমরা কতই কাতর হই, দেহের কোনও এক ক্ষুদ্র অংশ দগ্ধ হইলে জ্বালা যন্ত্রণায় কত আর্ত্তনাদ করি; কিন্তু এই ভারতে আমাদেরই মত রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া যুগযুগান্তর হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু নারী পতির চিতায় আত্মদেহ সমর্পণ করিয়াছেন; জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, আর্ত্তনাদ নাই, কাতরতার কোন প্রকার অভিব্যক্তি নাই, মৃত দেহের ন্যায় জীবন্ত দেহ ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল, যেন জড়ে চেতনে কোনও ভেদ নাই। অনেক ইংরাজ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট স্বচক্ষে সবিস্ময়ে এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া-গিয়াছেন, অবসরাভাবে এস্থলে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ইংরাজ-রাজ যদি হিন্দুনারী-প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন তবে, আইন বলে চির-দিনের প্রথা উঠাইয়া দিতেন না। বিবাহকালে হিন্দু দম্পতী দেবতাকে সাক্ষী করিয়া যে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সংস্কার করিতেন:—

ওঁ যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥

অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি। মাংসৈর্মাংসানি ত্বচাত্বচম্ ॥

অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, চর্ম্মে চর্ম্মে এক হইক, প্রকৃত হিন্দু সতীর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালিত আচরিত হইত। পতির মৃত্যুতে পতিদেহের মাংস অস্থি প্রভৃতি যে রূপ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইত, সতীর দেহও যেন তদ্রূপ হইয়া যাইত, নচেৎ জ্বলন্ত চিতায় নিঃশব্দে, নীরবে, দগ্ধ হওয়া কি সম্ভব হইত? কেবল তাহা নহে, পতির শোকে পতিব্রতা এতাদৃশী বিহ্বলা হইতেন, পতির সহিত পরলোকে মিলিত হইবার আশায় এতদূর উৎ-কণ্ঠিতা হইতেন যে, দৈহিক যন্ত্রণা যন্ত্রণা বলিয়াই অনুভূত হইত না, অপরিসীম মানসিক বেদনা কর্ত্তৃক সে যাতনা অভিভূত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইত। আরও একটী সূক্ষ্ম ক্রিয়া হইত, জন্মান্তরবাদী হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন জাতি বিশ্বাস করেন না, যে মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয় প্রাণবায়ুর সহিত দেহান্তর আশ্রয় করে; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥

(গীতা—১৫অ—৮ম শ্লোক)

যেমন বায়ু গমন কালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায় তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লয় ও

অন্য দেহ প্রবেশ কালে উক্ত ইন্দ্রিয় শক্তি সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

পতিপ্রেমে তন্ময়া হিন্দু সতী পতির অস্তিত্বে নিজ অস্তিত্ব অনুভব করিতেন, তদভাবে নিজে মৃতবৎ হইয়া যাইতেন। জ্বালা, যন্ত্রণা, সুখ, দুঃখ, ভোগ করিবার কর্ত্তা মন ও বুদ্ধির সহিত চলিয়া গেলে, ইন্দ্রিয় গুলির তন্মাত্রও দেহত্যাগ করে, স্থূলদেহে তখন যাতনা বেদনার অনুভূতিও বিনষ্ট হয়, তাই যে সকল হিন্দু সতীর দেহ মাত্র ভিন্ন, হৃদয়, মন, আত্মা পতির সহিত একীভূত হইত, পতির চিতানলে স্থূলদেহ দগ্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে আদৌ দুরূহ ব্যাপার ছিলনা; যে পুত্র কন্যাগণের জন্য লোকে প্রাণ দিতে পারে, সে পুত্র কন্যাগণকে সদ্য পিতৃহীন দেখিয়াও যে মাতার মনে মমতার উদ্রেক হইত না, তিনি পতির বিয়োগ মুহূর্ত্ত হইতেই সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। এ সকল সূক্ষ্মতত্ব বিদেশী রাজার প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। বরং এরূপ আইন করা উচিত ছিল যে, যে স্থলে উত্তেজনা, প্ররোচনা, বা বলপ্রয়োগ করিয়া সহমৃতা করানো হইবে সে স্থলে আইন মত দণ্ড দেওয়া যাইবে। সহমরণের প্রথা দেশব্যাপী ছিল না বটে, অধিকাংশ হিন্দু বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই অবলম্বন করিতেন। কোন কোন দেশীয় রাজার রাজ্যে আজও সহমরণ প্রথা আছে। ইংরাজ রাজ্যেও মধ্যে মধ্যে সতীর সহমরণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, অনুমৃতার সংখ্যা আরও অধিক। সহমরণের প্রথা উঠিয়া গিয়া সতীর একটী উচ্চ আদর্শ, নারী চরিত্র গঠনের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অপসারিত হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্রে সহমরণের ব্যবস্থা থাকিলেও সংসার রক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্মের আদর্শ সমুজ্জ্বল রাখিবার নিমিত্ত বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর আসন সহমৃতার অপেক্ষা উচ্চতর। কারণ সহমৃতার ধর্ম্ম সকাম এবং ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম্ম নিষ্কাম। পতি বিয়োগে সহমরণোন্মত্তা সতীর শরীর ও মনের যে অবস্থা ঘটিত, প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীরও সেই অবস্থা ঘটে, কিন্তু তাঁহার এতদূর ধৈর্য্য, এতদূর সহিষ্ণুতা যে তিনি সন্তান সন্ততির মুখ চাহিয়া, সংসার ভাসিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া, পাষাণ বুকে করিয়া সারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। ব্রহ্মচারিণী অনুদিন অনুক্ষণ মনশ্চক্ষে স্বামীদর্শন লাভ করেন, স্বামী-সেবা, স্বামী-প্রেমে তন্ময়া থাকেন; শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁহার পতিই ধ্যান, পতিই জ্ঞান, পতিই চিন্তা। তাহাতেই তাঁহার অপার আনন্দ, অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, পরম শান্তি। সমুদ্রাপেক্ষা গভীরতর শোক, হিমা-

লয়াপেক্ষা গুরুতর পাষাণভার যন্ত্রণার উপশমের জন্য হিন্দুসমাজ ব্যবস্থা করিয়াছেন——হিন্দু বিধবা হিন্দু গৃহের কর্ত্রী, হিন্দুসংসার প্রতিপালিকা, দেবার্চ্চনা, ব্রত, উপবাস, তাঁহার নিত্য কার্য্য; আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পরিবারবর্গের রোগের পরিচর্য্যা, একাদিক্রমে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ করিয়া রোগীর শুশ্রূষা কেবল মাত্র সংযতা, জিতেন্দ্রিয়া হিন্দুবিধবা ব্যতীত অন্য কোন নারীর বা পুরুষের শক্তি, সামর্থ্য, অধ্যবসায় বা উৎসাহে হইতে পারে না। কেবল তাহা নহে, অনেক সংক্রামক ব্যাধি হিন্দু বিধবাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রত্যেক হিন্দু সংসারে আজও যে নিত্য দেবসেবা হয়, গৃহবিগ্রহের পূজা হয়, সে সমস্ত সতী ব্রহ্মচারিণী হিন্দু বিধবার প্রভাবে ও চেষ্টায়। ইঁহারা না থাকিলে অনেক পরিবারে দোল দুর্গোৎসব, ক্রিয়া কলাপ বন্ধ হইয়া যাইত। গৃহস্থের অতিথি সেবা, গো সেবা, মুষ্টিভিক্ষা লোপ পাইত। এক কথায় ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের সুন্দর ব্যবস্থায় সতী, ব্রহ্মচারিণী, পরোপকারে পরসেবায় নিষ্কামকর্ম্মে ও নিষ্কাম ধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করেন। মানব সহস্র সহস্র জন্ম সাধনার ফলে যে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়, যে দৃশ্য বড়ই দুর্লভ, সতী ব্রহ্মচারিণীতে সেই নিষ্কাম ভাব পরিস্ফুট। সংসারের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও সংসারে উদাসিনী; সংসারের সুখ, শান্তি, সুশৃঙ্খলার জন্য এত চিন্তিত থাকিয়াও এমন গভীর বৈরাগ্য; দুই বিসদৃশ ভাবের এমন সুন্দর সামঞ্জস্য তাঁহাদেরই সাধ্যায়ত্ত। যে অবস্থায় সুখ, সাধ, বাসনা, কামনা, পতির অনুগামী হইয়াছে, ইন্দ্রিয়নিচয় অন্তর্মুখী, এরূপ বৈরাগ্য, এরূপ উদাসীনতা, এরূপ নিষ্কাম ভাব সেই অবস্থাতেই সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক।

যে সমাজের প্রকৃতি এইরূপ, যুগযুগান্তর হইতে যে সমাজ সতীত্বের পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, কালধর্ম্মে বিজাতীয় অনুকরণ প্রভাবে সে সমাজে একটা গণ্ডগোল উঠিয়াছে, মনটা কেমন বিভ্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল আজ "সতীত্ব ও নারীশিক্ষা" সম্বন্ধে দু' চারি কথা বলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুষমার পরিপূর্ণ চিত্রখানি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে যাইতেছে দেখিয়া, একটী আদর্শ মুছিয়া ফেলিয়াছে, আবার আর একটী আদর্শ মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াস দেখিয়া আমাদিগকে এই কার্য্যের ভার লইতে হইয়াছে। কলির শাসান যুগধর্ম্মে সতীত্বও হীনপ্রভ হইয়াছে; সতীর সংখ্যা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে; বাসনা কামনা ভোগ বিলাস রাহুর ন্যায় যেন সতীভূমিকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। বাসনা কামনা পূরণে, লালসা আকাঙ্ক্ষা অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়, রোগ, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা শতদিক হইতে আক্রমণ করে, জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠে, দেহ রোগের আধার হয়, আয়ু ক্ষয় হয়, অকাল মৃত্যু ঘটে, এসব দেখিয়া শুনিয়াও আমরা

বিভ্রান্ত হইতেছি। কি দুর্ব্বুদ্ধি, কি অপরিণামদর্শিতা! গৃহে অগ্নি লাগিলে সুশীতল বারি সেচনে তাহা নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিয়া, কুম্ভপূর্ণ করিয়া ঘৃত ঢালিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইন্দ্রিয় দমনের চেষ্টা না করিয়া ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থের পরামর্শ দিতেছ, সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা না করিয়া সতীত্ব নষ্টের জন্য প্রাণপণ করিতেছ। হিন্দু বিধবার বিবাহ সংযমের ত ব্যবস্থা নহে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থেরই বিধিবদ্ধ প্রণালী। সমাজে যে পাপস্রোতের প্রবাহ দেখিয়া তোমরা ভয়ে, আতঙ্কে বিভ্রান্ত হইয়াছ, যে মহাপাপ মোচনের জন্য এত সচেষ্ট হইয়াছ, বিবাহে সে মহাপাপ বিন্দুমাত্র কমিবে না। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রে আছে, তোমরা বলিয়াছ বলিয়াই এ পাপ বাড়িতেছে, এত অনিষ্ট, এত অনর্থ হইতেছে। তোমরা যে দয়া পরবশ হইয়া বল, যে সব বালবিধবা রজোদর্শনের পূর্ব্বে পতিহীনা হইয়াছে, তাহাদের আবার বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা তোমাদের বিষম ভ্রম। সমস্ত জীবনটা সুখ, সাধ, ভোগে বঞ্চিত হইবে বলিয়া যদি তাহার বিবাহের ব্যবস্থা হয়, তবে অল্পদিন যে স্বামী-সহবাস করিয়াছে তাহারও ত সমস্ত জীবনটা পড়িয়া রহিল; ৪।৫ বৎসর যে ভোগ করিয়াছে, তাহারও জীবনের ত অনেক বাকি। তবে কেবল, যে বিধবা রজোদর্শনের পূর্ব্বে পতিহীনা হইয়াছে, তাহারই পক্ষে এ ব্যবস্থা কেন? পাপাচারের ভয়, নরহত্যার আশঙ্কা বালবিধবার পক্ষে যত যুবতী বিধবার পক্ষে আবার ততোধিক। তবে বিবাহের সীমা নির্দ্দেশ কোথায় করিবে, কিরূপে করিবে? বিধবা-বিবাহ দিয়া সমাজের ইষ্ট সাধন হইবে, ইহা যদি বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সকল বিধবার বিবাহ দেওয়া উচিত। তাহা ত পারিবে না। তবে কেন বিধাতার উপর কলম চালাইতে যাইতেছ? জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে অদৃষ্টবশে যাহাদের বৈধব্য ঘটিয়াছে, সেই প্রারব্ধ ফল খণ্ডন করা তোমার সাধ্য কি? পুরুষকারের দ্বারা সঞ্চিত ও ভবিষ্য কর্ম্ম খণ্ডন করা যায়, কিন্তু প্রারব্ধ ফল খণ্ডন করা বা রোধ করা বিধাতারই অসাধ্য, তা' মানব শক্তির কা কথা।

সতীর সতীত্ব রক্ষার উপায়, প্রবৃত্তির পথ নহে, নিবৃত্তির পথ। সতীর যথার্থ সুখ, শান্তি তৃপ্তি, আনন্দ, ভোগবিলাসে নহে, সংযমে। প্রথমেই বলিয়া রাখি, এই নিবৃত্তির পথ, এবং ভোগ বিলাস পরিহার করিয়া সংযমী হওয়া কেবল নারীর কর্ত্তব্য নহে, পুরুষেরও অপরিহার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দু সমাজ অগ্রে পুরুষের পক্ষে সে ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষার সূত্রপাত হইতে পুরুষকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত; তপস্যা যোগাভ্যাস পুরুষেরই কার্য্য নারীর নহে। কঠোরতার ব্যবস্থা, সংযমের ব্যবস্থা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ব্যবস্থা কেবল নারীর জন্য নহে, পুরুষেরও জন্য। যাহারা বলে হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দু সমাজ পক্ষপাতী, তাহারা সত্যের অপলাপ করে এবং অনভিজ্ঞতা ও বিবেকহীনতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে মাত্র। শাস্ত্র বা সমাজের কোন দোষ নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুজাতি অধঃপতিত, প্রায় সহস্র বৎসরের কুসংসর্গে অনেকে ইন্দ্রিয় পরায়ণ, উচ্ছৃঙ্খল এবং যথেচ্ছাচারী। সতীর মর্য্যাদা তাঁহারা বুঝেন না, পদে পদে সতীকে নির্য্যাতন, সতীর অবমাননা করেন। সেই মহাপাপ আমাদের রোগ, শোক, অকাল মৃত্যু, দুঃখ, দারিদ্র্য ও অশেষ যন্ত্রণার অন্যতম কারণ।

এখন সংক্ষেপে প্রকৃত নারীশিক্ষার কথা বলি। এই আর্য্যভূমি, পুণ্যভূমি, কর্ম্মভূমি ভারতে কর্ম্মই শিক্ষার মূলাধার, সকল শিক্ষাই কর্ম্মজনিত। কর্ম্মই এখানে পূজিত, সম্মানিত; রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত কর্ম্মীরই গৌরব করেন, কর্ম্মীর দ্বারাই পরিচালিত, কর্ম্মীরই অধীন। এখানে চরিত্রহীন বিদ্বানের স্থান অতি নিম্নে ছিল; কর্ম্ম দেখাইয়া, মনুষ্যত্ব দেখাইয়া, ক্রমে ক্রমে বিদ্যায় শাস্ত্রে ও জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মিত। কর্ম্মবলে, সাধনবলে জ্ঞানী ও ভক্তই ভারতে যুগযুগান্তর হইতে দেবতার ন্যায় পূজিত। তা ছাড়া, কি সাংসারিক, কি সামাজিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, কোনও কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মের জন্য কোনও শিক্ষা ধর্ম্ম ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারিত না। কেবল মাত্র পুঁথিগত বিদ্যা হিন্দু প্রকৃতির বিরোধী, সুতরাং পূর্ব্বকালে নারীশিক্ষাও সেই ভাবে প্রদত্ত হইত। পুরুষ ও নারী উভয়কেই এক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার—উভয়কেই এণ্ট্রেন্স এফ, এ; বি, এ পাশ করাইবার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রাচীন হিন্দুগণের ছিল না। পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিই সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অধিক কি নারীর শারীরিক গঠন প্রণালী ও শরীরিক ধর্ম্ম পুরুষ শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। উপার্জ্জনের ভার, জীবনসংগ্রামের ভার পুরুষের; সংস্থান, সংসার সংরক্ষণ ও পালনের ভার নারীর। কিন্তু হায়রে সাম্যবাদ, হায়রে স্থূল দর্শিতা! ইউরোপ ও আমেরিকায় পুরুষ ও নারীর এক প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইংরাজাধীন ভারতে ও ইংরাজরাজ বঙ্গললনাগণের শিক্ষারও সেইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। উভয় দেশই অপরিণাম দর্শিতার বিষে জরজর। তাহাদের কাহিনী আমাদের দিবার প্রয়োজন নাই, অবসরও নাই। সংবাদ পত্রে, নভেল, কাব্যে, এবং কতক গুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে বিজাতীয় শিক্ষার কি বিষময় ফল ফলিয়াছে, সংক্ষেপে বলিতেছি। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর প্রধান দোষ—লজ্জা-হীনতা, বিলাসিতা, আড়ম্বরপ্রিয়তা ও ভোগপরায়ণতা। লজ্জা সতীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ, প্রধান সৌন্দর্য্য ও পরম গৌরবের বৃত্তি। অধিক কি লজ্জাবলেই সতীনারী আত্ম রক্ষায় সক্ষম হন। সংযম অভ্যাসের উপাদানই লজ্জা। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে আছেঃ—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

জগৎ রক্ষার জন্য, সংসারে ধর্ম্মরক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়া স্বয়ং দেবী ভগবতী দয়া করিয়া সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে লজ্জারূপে অবস্থিতা। তাহা না হইলে মানব পশুর অধম হইত, সোনার সংসার মহাশ্মশানে পরিণত হইত। বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা শিখিয়া, মনকে স্বাধীনতা দিতে শিখিয়া, বাসনার দাসী হইয়া, শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে দিন দিন লজ্জার হ্রাস হইতেছে; তাহাতে আমাদের সমাজে যে কি অনিষ্ট হইতেছে তাহার বর্ণনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

সংসারের জন্য কষ্ট-সহিষ্ণুতা, সুখ, সাধ, ভোগে আত্মবঞ্চনা, প্রতিপদে ত্যাগ-স্বীকার ও নিঃস্বার্থভাব হিন্দুললনার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা সেই মহান, স্বর্গীয়ভাব বিনাশ করিতে উদ্যত। একদিকে পুরুষদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে নারীগণের স্বার্থপরতা, আত্মসুখাকাঙ্ক্ষা বিশাল বঙ্গ পরিবারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। পুস্তকের কীট হইয়া, বিলাস-ভোগের কৃমি হইয়া, নারীগণ সন্তান সন্ততির লালন পালন, যত্ন তদারকের অবকাশ পান না। প্রাচীন রমণীরা শিশুরোগ প্রতীকারের কত সহজ সুন্দর উপায়, কত দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব জানিতেন; তাহাতে দরিদ্র দেশের প্রচুর ডাক্তার ও ঔষধ খরচ বাঁচিয়া যাইত; তাহার স্থলে এখন নারীগণকে ইতিহাস, ভূগোল, Mathematics, Science শিখানো হয়——তাহাতে ইহকালও নষ্ট পরকালও নষ্ট। কত গৃহ হইতে এখন আত্মীয়গণের অন্নপূর্ণার ভাব অন্তর্হিত। এখন রাঁধুনীর হাতে খাইয়া অতৃপ্তি, দেহক্ষাণ ও প্রাণে ফূর্ত্তির অভাব হইতেছে। বর্ত্তমান নারীশিক্ষা ফলের এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এখন আবার আমাদের বাঁচিতে হইবে, বাঁচাইতে হইবে; আবার সেই সনাতন পথে ফিরিতে হইবে। পড়াও তাঁহাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণসমূহ। মন যাহাতে কলুষিত হয়, বিকৃত হয়, ইংরাজি ছাঁচে ঢালা এমন নাটক, নভেল, কাব্য কবিতা, আর স্পর্শ করিতে দিওনা। শিখাও তাহাদিগকে পূজার্চ্চনা, গুরুজনসেবা, রোগীর শুশ্রূষা, দীন দরিদ্রে দয়া, অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়-দান। আর বসাইয়া দাও সেই প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী, হিন্দু বিধবা সতীর চরণপ্রান্তে। এমন জ্বলন্ত, জীবন্ত, পরিপূর্ণ, মহান্ দৃষ্টান্ত সংসারে আর কুত্রাপি পাইবে না। ব্রহ্মচারিণীর মত পবিত্র কর্ম্ম সমুদ্রে ডুবাইয়া দাও; তাঁহার ন্যায় নিস্বার্থভাবে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মে জীবনোৎসর্গ, আত্মোৎসর্গ করিতে শিখাও, এ সমস্ত মনকে পবিত্র করিবার ও চিত্তশুদ্ধির অব্যর্থ ও অমোঘ মহৌষধ, ব্রহ্মচারিণীর অনুকরণে সংযতা, জিতেন্দ্রিয়া, পবিব্রতা, সাধ্বী সতী হইবে। নারীশিক্ষার নামান্তরই সতীত্ব। সতী না হইলে সংসারের ধরণী, ভরণী, অধিষ্ঠাত্রী দেবী হওয়া যায় না। প্রকৃত সতী এক জন্মের শিক্ষা ও সাধনার ফল নহে, বহুজন্মের সাধনা, তপস্যা ও সংস্কারের ফলে একটী সতী জন্মে। সোনার ভারত শ্মশানে পরিণত প্রায়; পূর্ব্বের ন্যায় ভারত আবার সতীত্ব গৌরবে পূর্ণ হইলে, সতী নারীতে ভারত মণ্ডিত হইলে সতীর সন্তানগণে মনুষ্যত্ব, পুরুষকার, তেজ, বীর্য্য আবার ফিরিয়া আসিবে,

তাঁহাদের অবনত মস্তক আবার উন্নত হইবে। সোনার ভারত সোনার হইয়া যাইবে।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

রাজনগরে দুর্গোৎসব।

(শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলের রিপোর্টের হিন্দী পত্রের অবিকল বঙ্গানুবাদ।)

এখানে প্রতিবর্ষের আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষায় নবরাত্রি কালে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। যে বাটীতে শ্রীদুর্গাজীর মহোৎসব হইয়াছিল সেই বাটী এখানকার লোকের নিমিত্ত সাক্ষাৎ মণিদ্বীপ তুল্য। উহার অমূল্য অনির্ব্বচনীয় মুক্তামাণিক্যাদি খচিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যাহাতে প্রতি রাত্রে এত পরিমাণে বৈদ্যুতিক আলোক দেওয়া হইত যে, তাহার চন্দ্রমার অনুপম শোভা দর্শনের নিমিত্ত অনেকে প্রতিবিম্বরূপ শরীর ধারণ করিয়া ঐ ভবনে প্রতিরাত্রিতে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত ভবনে অনুপম শ্রীদুর্গামূর্ত্তি স্থাপিত করা হইয়াছিল, এবং প্রতিদিন মহারাজ শ্রী মিথিলেশ স্বয়ং পরমোৎসাহের সহিত পূজা করিয়াছিলেন। উক্ত ভবনে আগমন করিয়া শ্রীদুর্গামূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক লোকের ইন্দ্রভবন বৈকুণ্ঠাদি স্থানে গমন করিবার ইচ্ছা হয় নাই। দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিগণ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। এই দুর্গাপূজা যথার্থ রীতিক্রমে হইয়াছিল। বৈয়াকরণ কেশরী কর্ম্মকাণ্ডীধারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীপরমেশ্বর ঝা ও কর্ম্মকাণ্ডবেত্তা বৈদিক শ্রীসুন্দরলাল ঝা প্রভৃতি বিদ্বানগণ ইহার সাক্ষী ছিলেন। এই পূজায় অলৌকিক সঙ্গীতকারিণী অপ্সরাসমূহ এবং গন্ধর্ব্বগণের বিস্ময়ক সঙ্গীতকারী গায়কগণ বহুল পরিমাণে ছিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গীত হওয়ায় সভাসদ্‌গণ অলৌকিক পরমানন্দ লাভ করিতে করিতে জীবন্মুক্তাবস্থায় উপস্থিত হইতেছিলেন। কদাচিৎ চৈতন্য হওয়ায় মণিদ্বীপাধিবাসিনীর নিকট সকলে এই প্রার্থনা করিতেছিলেন যে, হে দুর্গে হে মাতঃ! শ্রীমান্ মিথিলাধীশ চিরজীবি সুপুত্র সহিত এইরূপ ভবনে রাজসিংহাসনের উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়া আনন্দ লাভ করুন, ইঁহাকে দর্শন করিয়া আমরাও ইহা বুঝিতে পারি যে এই অনুপম মণিদ্বীপে গণেশের সহিত মহাদেব বিরাজ করিতেছেন।

এরূপ সুঅবসর প্রাপ্ত হওয়ায় সনাতন ধর্ম্মের সভা হইয়াছিল। শ্রী ৫ মান্ মিথিলাধীশ স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সভাপতি হওয়া কিছু প্রশংসার বিষয় নহে, পরন্তু যথার্থ। প্রথমতঃ ইনি মৈথিল ব্রাহ্মণ, তাহার উপর আবার শ্রোত্রিয়-বংশকমল-প্রকাশ-দিবাকর, তাহার উপর অনেক শাস্ত্রে পূর্ণজ্ঞানী—নাম রমেশ্বর। অতএব অনেক রাজা এবং মহারাজা ও বহু ভারতবাসী রইসদিগের অনুমতিতে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে

বিশেষ ভাবে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহারা ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট গীতায় স্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আমি অবতার গ্রহণ করি,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

ইত্যাদি।

ইঁহার মধ্যে সমস্তগুণ দেখিয়া মনে হয় যে ইঁহার নাম "রমেশ্বর"—কদাচিৎ সেই ঈশ্বরই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন।

এরূপ সভাপতি প্রাপ্ত হইয়া বেলা দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত বেদবেদাঙ্গবেত্তা পণ্ডিত শ্রীসুন্দরলাল ঝা মহাশয়ের মনোহর বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ব্রহ্মচর্য্য ছিল। বক্তৃতা শুনিয়া সভাসদ্‌গণ সংমুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে সময় সকলের জড়তা এবং আলস্যাদিরূপী অন্ধকার দূর করিবার জন্য উক্ত পণ্ডিতরূপী উদয়াচল হইতে ব্রহ্মচর্য্যরূপী সূর্য্যের প্রথমে উদয় হইয়াছিল।

তদনন্তর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর শ্রীযোগধর মিশ্রের বক্তৃতা হইয়াছিল। ইহার দ্বারা স্ব স্ব আশ্রম ধর্ম্মাচরণের উপর সভাসদ্দিগের উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।

তাহারপর শ্রীদুর্গোৎসব এবং সনাতন ধর্ম্মের উপর বৈয়াকরণ কেশরী মহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপরমেশ্বর ঝা মহাশয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। ইহার দ্বারা সকলের মধ্যে তৎকালে সনাতন ধর্ম্ম প্রত্যক্ষভাবে দেখা গিয়াছিল, অর্থাৎ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। উক্ত পণ্ডিত অনেক বচন দ্বারা প্রমাণ দিয়া সকলকে পরমোৎসাহিত করিয়াছিলেন।

শেষে কবিকুল ভূষণ শ্রীচন্দা ঝা সনাতন ধর্ম্মের উপর মনোহর বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীমান মিথিলেশের এই প্রকার উৎসাহ দেখিয়া মনে হয় যে, অল্পদিনের মধ্যে এই ভারতবর্ষ যথার্থ প্রাচীন স্বরূপ ধারণ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে।

পরিশেষে জয়ধ্বনি হইয়া সভাভঙ্গ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার

দ্বিতীয় শারদীয়োৎসব।

বিগত ৯ই ১০ই এবং ১১ই কার্ত্তিকে উক্ত সভার সাংবৎসরিক উৎসব ৺কাশীধামের ধর্ম্মনিকেতনে সমাধা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনের কার্য্য এইরূপে সম্পন্ন হয়:—শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনুমোদনে

এবং উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতিতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহোপদেশক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার সম্পাদক মহাশয় কোন বিশেষ কারণে স্থানান্তর গমন করাতে, প্রচার বিভাগের সম্পাদক উৎসব সম্বন্ধে বলেন যে, "স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ মহোদয়ের সময়ে এতৎসভার বাৎসরিক উৎসব সমাধা হইত। কিন্তু কোন্ মাসে এবং কি ভাবে তাহা সম্পন্ন হইত তাহা অবগত নহি। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের চেষ্টায় ও সাহায্যে উক্ত সভা নব জীবন লাভ করিলে পর, বিগত বৎসরে ৺দুর্গাপূজার পর প্রথম শারদীয়োৎসব সমাধা হইয়াছিল। অদ্য দ্বিতীয় উৎসব আরম্ভ হইল। তিনি আরো বলিলেন যে কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন যে দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে সভার উৎসব হওয়া সঙ্গত ছিল। তৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আদ্যাশক্তির পূজা কি শেষ হইয়াছে? দেবগণ যখন, সঙ্কটে পড়িতেন, তখন মহাদেবীর পূজা করিতেন। কিন্তু আমরা যে সর্ব্বদাই বিপদের মধ্যে পড়িয়া আছি। মহামারী ও দুর্ভিক্ষ যে আমাদের নিত্য সহচর। আবার আমরা নানা পাপে কলুষিত। আমাদের সর্ব্বদাই আদ্যাশক্তির পূজা করিতে হইবে, এবং দেবগণের ন্যায় বলিতে হইবে, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। ইত্যাদি, এবং প্রতিদিন শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদের সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে হইবে।" তদনন্তর শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটী কবিতা পাঠ করিয়া সমবেত সভ্যগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অক্ষয় কুমার কাব্য-সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়, সংস্কৃত ভাষায় দুর্গোৎসব সম্বন্ধে একটী মৌখিক বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় দুর্গাপূজা আলোচনা করিয়া, অনেক স্থানে মায়ের প্রকৃত পূজা না হইয়া তাঁহাকে অবমাননা করা হয়, ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। পরে হিন্দী ভাষায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্যোতিঃস্বরূপ শর্ম্মা উপদেশক মহাশয় দুর্গোৎসব বিষয়ে একটী উত্তম বক্তৃতা করিলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বক্তাদিগকে যথাযোগ্য প্রশংসা করিয়া, প্রথম দিবসের কার্য্য শেষ করিলেন। পরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় দিবসের কার্য্য এই রূপে সমাধা হয়:—প্রথমে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন বিদ্যানিধি মহাশয় রাবণ বধ বিষয়ে কথকতা করেন। অপরাহ্ণ তিনটার সময় অধিবেশন আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু, সভ্যগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারাতে অনেক বিলম্বে কার্য্যারম্ভ হয়। এই নিমিত্ত বিদ্যানিধি মহাশয়কে অতি সংক্ষেপে কথকতা করিতে হয়। সুতরাং শ্রোতৃগণ মনের সাধে রামনাম সুধা পান করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বরচিত কয়েকটি সংগীত, বিশেষতঃ শেষ সংগীতটী শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কথকতা শেষ হইলে পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ওজস্বনী ভাষায়, প্রথমে সংস্কৃত এবং শেষে হিন্দীতে ৺দুর্গাপূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃগণকে পরিতৃপ্ত করেন। তাহার পর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অক্ষয় কুমার কাব্য-সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সংস্কৃতে ওজস্বিনী ভাষায় বলেন যে, ধর্ম্মকে

অবলম্বন না করিলে কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম ব্যতীত নীতি ফলপ্রদ হয় না। শ্রোতৃগণের সাধু সাধু শব্দ এবং ঘন ঘন করতালি বক্তৃতার সারবত্তা সপ্রমাণ করিল। তদনন্তর সভা ভঙ্গ হয়।

তৃতীয় দিবসের কার্য্য এই রূপে সমাধা হয়:—শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, দিনাজপুরের উকীল, শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমোদনে এবং সমবেত সভ্যগণের সম্মতিতে, শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ মৈত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

দুর্গা পূজার মর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ করিবার পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দেবতাগণের কথায় "যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ,নমস্তস্যৈ নমোনমঃ"—আদ্যাশক্তিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, "বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শক্তির বড় অভাব হইয়াছে। ধর্ম্মবলে আমাদের বলীয়ান হওয়া চাই। প্রাচীন কালে ঋষিগণ ধর্ম্মবলের আবশ্যকতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেন। তাই তাঁহারা ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য বিশেষ রূপে যত্নবান ছিলেন। এই ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা কেবল ভারতবর্ষকে নহে সমগ্র-পৃথিবীকে সজীব রাখিয়াছিলেন। যখন. মহাতেজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ দেবের নিকট পরাভূত হইলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, ধিক্‌বল ক্ষত্রিয় বল, ব্রহ্ম বলই প্রকৃত বল। এই বলিয়া তিনি ঘোর তপস্যা করিয়া, শেষে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বাহুবলে রাবণকে জয় করিতে না পারিয়া আদ্যাশক্তির প্রসাদ লাভ করিয়া, রাবণকে বধ করিয়া, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আসুন আমরাও আদ্যাশক্তির পূজা করি। কিন্তু আমরা ত তাঁহার পূজা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহি। আমাদিগকে তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, তবেত আমরা মহাদেবীর প্রসাদ পাইতে সক্ষম হইব।" তিনি আবার আদ্যাশক্তির নিকট বুদ্ধি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে "আমাদের মধ্যে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাই বালকগণ ভাই ভাই এক ঠাঁই বলিতেছে, কিন্তু পিতা, মাতা ও অন্য গুরুজনকে মানিতেছে না এবং প্রকৃত রাজভক্তিও আমাদের মধ্যে নাই, মহাদেবী আমাদের শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।" ইহার পর তিনি প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্য-রত্ন মহোপদেশক মহাশয় সুললিত সংস্কৃত ভাষায় একটী কবিতায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং দুর্গা পূজার মাহাত্ম্য ও আদ্যাশক্তির মহিমা বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃগণকে মোহিত করিলেন। অবশেষে, শ্রীমহামণ্ডলের উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর অগ্নিহোত্রী মহাশয় হিন্দী ভাষায়, প্রথমে লোকের সাহেবী চাল চলনের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিলেন, এবং তাহার পর শ্রীরাম চন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃগণকে কখন হাস্যরসে হাসাইলেন, কখন প্রেমরসে কাঁদাইলেন। সর্ব্বশেষে, শ্রীযুক্ত হরি প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি এবং সম্পাদককে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হইল।

বর্ষ সমালোচনা।

শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথের কৃপায় ধর্ম্মপ্রচারক সপ্তবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিল। গত বর্ষে শ্রীমহামণ্ডলের বঙ্গীয় সভাসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হওয়ায় ধর্ম্মপ্রচারক গত বর্ষে আরও অনেক সহৃদয় মহোদয়ের নিকট ধর্ম্মপ্রচারক পরিচিত হইয়াছে। গত বর্ষে আমাদিগের অনেক ক্রুটী হইয়াছে, কিন্তু শ্রীমহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়গণ সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক সে সকল ক্রুটী মর্জ্জনা করিয়াছেন। এ বৎসর যাহাতে সেরূপ ক্রুটী না হয় তদ্বিষয়ে আমরা সবিশেষ লক্ষ্য রাখিব।

মহামণ্ডলের কার্য্য।—ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মালয় সংস্কার, বিদ্যাপ্রচার, পুস্তক সংগ্রহ ও অনুসন্ধান এবং শাস্ত্রপ্রকাশ করা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্য। সকল কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকের নিমিত্ত একটী করিয়া স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। গতবর্ষে সকলেরই কার্য্য সন্তোষজনক হইয়াছে। শাখা সভা সমূহ এবং হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণের পরামর্শানুসারে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদিত করিবার নিমিত্ত ১১ জন বৈতনিক উপদেশ নিযুক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশিত হইল—

ধর্ম্মোপদেশকদিগের নাম।	কোন মণ্ডলে কার্য্য করিতেছেন।
শ্রীযুক্ত পং বাবুরাম শর্ম্মা মহোপদেশক।	পঞ্জাবধর্ম্মমণ্ডল।
,, গুরুদত্ত শর্ম্মা উপদেশক।	ঐ
,, শ্রবণ লাল শর্ম্মা উপদেশক।	রাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল।
,, গৌরী শঙ্কর অগ্নিহোত্রী উপদেশক।	ব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল।
,, রাম চন্দ্র শর্ম্মা মহাপোদেশক।	ঐ
,, সোনে লাল ঝা উপদেশক।	জনক ধর্ম্মমণ্ডল।
,, রাম কিশোর দুবে কাব্যতীর্থ উপদেশক।	ঐ
,, হর সুন্দর সাংখ্যতীর্থ মহোপদেশক।	বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল।
,, অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন মহোপদেশক।	ঐ
,, স্বামী যোগানন্দ সাধু।	ঐ
,, দামোদর শাস্ত্রী।	প্রধান কার্য্যালয় কাশী।
,, জ্যোতিঃ স্বরূপ শর্ম্মা	ঐ

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রবণলালজী উপদেশক রাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বা-

পেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি রাজপুতানার শত শত গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বহু সংখ্যক ধর্ম্মাত্মাকে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাধারণ এবং সহায়ক সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এবং কতিপয় স্থানে সংস্কৃত সনাতন ধর্ম্মপাঠশালা, নূতন সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপন পূর্ব্বক মহামণ্ডলের শাখাসভা রূপে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা যে সকল ধর্ম্মাত্মা শ্রীমহামণ্ডলের সভ্য হইয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রাও রাজা মুকুন্দদেব পাটনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। উক্ত ধর্ম্মাত্মা রাজা বহাদুর উপদেশক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলে বার্ষিক সহায়তা দিবার দান পত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাবলীতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার দুইবার ৫৲ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বৈতনিক উপদেশকদিগের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাম শর্ম্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বক্তা। পঞ্জাব প্রান্তে মনোমুগ্ধ কর হৃদয় গ্রাহী ধর্ম্মবক্তৃতা দিয়া তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসা প্রাপ্ত হইতেছেন। পঞ্জাবের সকল সভাই বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাকে বক্তৃতা প্রদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া থাকেন। তাঁহার পরিশ্রমও প্রশংসনীয়।

পীলীভিত নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মা অতি অল্পদিন নিযুক্ত হইলেও এই অল্পদিনে তিনি বিশেষ সন্তোষজনক কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরী শঙ্কর অগ্নিহোত্রী নেপালে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় কতিপয় স্থানে তিনি প্রচার কার্য্যে অনেকের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন বঙ্গদেশে অতি উত্তম রূপে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, ধর্ম্মশীল এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাবশালী বক্তৃতা করিতে পারেন। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন ও অনেক কার্য্য করিয়াছেন।

অবৈতনিক ধর্ম্মোপদেশক।—বৈতনিক উপদেশক ব্যতীত শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের অনেকগুলি অবৈতনিক ধর্ম্মোপদেশক আছেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাবে সমগ্র ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী নিয়মিত রূপে প্রধান কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়না। তথাপি সময়ে সময়ে অন্যান্য সংবাদ পত্রে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

মুরাদাবাদ নিবাসী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীজ্বয়ালা প্রসাদ মিশ্র বিদ্যাবারিধি মহাশয় গতবৎসরে অনেক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এবং কয়েক স্থানে দয়ানন্দীদিগকে শাস্ত্রার্থে পরাভূত করিয়াছেন। তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সুবক্তা।

মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশ দত্ত বাজপেয়ী বিদ্যানিধি শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর আলোয়ারের রাজ পণ্ডিত। তিনিও গত বৎসর সময়ে সময়ে ধর্ম্মপ্রচারবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

লাহোর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গা দত্ত শর্ম্মা বিদ্যারত্ন উত্তরাখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর কৌম্বলের রাজপণ্ডিত। অবৈতনিক উপদেশকদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মহামণ্ডলের আর্থিক সাহায্য লাভে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর কৌম্বল বড়ই ধার্ম্মিক এবং সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ও এক জন কর্ত্তব্যপরায়ন সুযোগ্য নৃপতি। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুখে শ্রীমহামণ্ডলের [illegible] কারী ধর্ম্ম কার্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীমহামণ্ডলে মাসিক ২৫৲টাকা প্রদান করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সময়ানুসারে আরও সাহায্য করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতও হইয়াছেন।

মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গা দত্ত পন্থ কূর্ম্মাচলভূষণ মহাশয়ের চেষ্টায় গতবৎসর হরিদ্বারে পঞ্চাব্রহ্মচারী-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করিয়া তিনি অতি দক্ষতার সহিত প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি এক জন বিশেষ সুবক্তা।

মথুরা নিবাসী মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী গত বৎসর কলিকাতা অঞ্চলে অতি যোগ্যতার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছেন এবং বহুসংখ্যক দয়ানন্দিকে ধর্ম্মার্থে পরাস্ত করিয়াছেন।

বেরেলি নিবসী মহোপদেশক পণ্ডিত গোবিন্দ রাম শাস্ত্রী কিরাঞ্চী অঞ্চলে এবং অন্যান্য প্রান্তে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোকুল চন্দ্র শর্ম্মা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একজন মহামহোপদেশক এবং মিরটের সনাতন ধর্ম্মপাঠশালার অধ্যাপক। তিনি কয়েক স্থানে দয়ানন্দী সম্প্রদায়কে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন। তিনি "ধর্ম্ম পত্র" নামক পত্রের সম্পাদক এবং উক্ত সভার "সংস্কার ভানু" নামক মাসিক পত্র, তাঁহার সম্পাদকতায় সম্পাদিত হয়।

এতদ্ব্যতীত কপূরথালা নিবাসী মহামহোপদেশক পণ্ডিত রঘুবর দয়াল বেদান্তভূষণ, অমৃতসর নিবাসী মহামহোপদেশক পঞ্জাবভূষণ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বুলাকীরাম শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর, অমৃতসর নিবাসী মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নন্দকিশোর দেবশর্ম্মা, লাহোরের প্রোফেসর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণেশদত্ত শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ভারত রত্ন পণ্ডিত শামদাস শাস্ত্রী, ভিওয়ানি নিবাসী মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী প্রভৃতিও সময়ে সময়ে অনেক সভায় পদার্পণ করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

ধর্ম্মালয় সংস্কার।

এই কার্য্য তিনটী বিভাগে বিভক্ত। ১ম, মন্দির সদাব্রতাদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিদর্শন, ২য়, আয়ব্যয়ের পরীক্ষা এবং ৩য়, ব্যবস্থা পরিদর্শন। প্রথম বিভাগের কার্য্য অতি প্রযত্ন পূর্ব্বক পরিচালিত হইতেছে। কাশীস্থ প্রধান কার্য্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত কাশীস্থ প্রধান প্রধান দেবালয়ের ও অন্ন সত্রের সূচী প্রস্তুত করিতেছেন। এপর্য্যন্ত কাশীর ৫১টী মন্দির এবং ১৭০টী অন্ন সত্রের সূচী প্রস্তুত হইয়াছে। প্রায় তিন সহস্র বিদ্যার্থী এবং দরিদ্র ব্যক্তি ঐ সকল অন্নসত্রে প্রত্যহ আহার প্রাপ্ত হয়। ওদিকে মথুরা পুরীতে ব্রহ্মাবর্ত্ত মণ্ডলের কার্য্যালয়ের পর্য্যবেক্ষণে তত্রত্য মন্দির এবং অন্নসত্রের সূচী প্রস্তুত হইতেছে।

বিদ্যা প্রচার।

প্রাচীন বিদ্যাপীঠ সমূহ, দেশান্তরীয় সংস্কৃত পাঠশালা সমূহের সুব্যবস্থা ও ঐসকলের সহায়তা প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন চলিতেছে। এই কাশীধামে অনেক পাঠশালা সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী বেদবেদাঙ্গাদি প্রাচীন প্রণালীসারে অধ্যয়ন করে। কিন্তু তাহাতে বিদ্যার্থীদিগের বহু সময় অতিবাহিত হয়। এই নিমিত্ত কাশীধামস্থ পাঠশালাগুলির সংস্কার করা স্থির হইয়াছে এবং পাঠ্যপুস্তক ও আবশ্যক শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছে। কাশীস্থ দ্বারবঙ্গ পাঠশালা, নাগোয়া পাঠশালা, ভাস্কর পাঠশালা প্রভৃতির সংস্কার হইতেছে। দ্বারবঙ্গ পাঠশালার নিমিত্ত প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর দ্বারবঙ্গ মহোদয় মাসিক ২০০৲ টাকা হইতে ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। এই পাঠশালার সংস্কার হইলেই তদনুসারে অন্যান্য পাঠশালারও সংস্কার হইবে। অপর কয়েকটী পাঠশালাতেও মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। ওদিকে মিথিলা পীঠোদ্ধারের নিমিত্ত দ্বারবঙ্গে একটী উচ্চ সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনার্থ শ্রীযুক্ত মিথিলেশ বাহাদুর মাসিক ৩৫০৲ টাকা ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। উপযুক্ত পণ্ডিতের অনুসন্ধান চলিতেছে। কাশীস্থ পাঠশালা সমূহেরও একটী সূচী প্রস্তুত হইতেছে, এপর্য্যন্ত ৩২টী পাঠশালার সূচী প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ এজন্য বিশেষ রূপ যত্ন করিতেছেন।

পুস্তক সংগ্রহ ও অনুসন্ধান।

দ্বারবঙ্গ, কাশী ও ইটোয়াতে এইবিভাগের কার্য্য হইতেছে। শ্রী ১০৮ স্বামী ব্রহ্ম নাথ জী মহারাজের অসাধারণ প্রতিভায় ইটোয়ার পুস্তক ভাণ্ডারে বহু সংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত হইতেছে এবং শ্রীশারদা মণ্ডলের পুস্তকালয়ে ২৫৮ খানি ভাষ্য সহিত বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি পুরাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রণয়ন।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চারিবেদের বৈদিক গৃহ্য সূত্রানুসারে ষোড়শ সংস্কারের মূল্য ভাষ্য টিপ্পনী এবং পদ্ধতিযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, এতদ্ব্যতীত

স্মৃতিসংগ্রহ নামক গ্রন্থ অষ্টাবিংশস্মৃতি হইতে সংগ্রহ করা হইতেছে। তন্মধ্যে, মনুস্মৃতিই মুখ্য এবং অন্যান্য স্মৃতির প্রমাণও টিপ্পনীরূপে প্রদত্ত হইবে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী বিশেষ পরিশ্রম সহকারে এই দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন।

শাস্ত্র প্রকাশ।

"নিগমাগম পুস্তক ভাণ্ডার" দ্বারা এই বিভাগের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। গত বৎসর হিন্দী ভাষায় শ্রীমহামণ্ডল রহস্য ও হিন্দী ভাষার টীকা টিপ্পনীসহ কল্কীপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডল রহস্যের বঙ্গানুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, এবং সদাচার সোপানের বঙ্গানুবাদ ও বঙ্গ ভাষায় সাধন সোপান প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সদাচার সোপানের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের অব্যবস্থায় অনেক কার্য্যে অসুবিধা হইতেছে এই নিমিত্ত একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ যথা সময়ে সভ্য মহোদয়দিগকে অবগত করা হইয়াছে। উহার মূলধন দুই লক্ষ টাকা। এই সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইলে মহামণ্ডলের মুদ্রণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

প্রধান কার্য্যালয়।

ভারতের সমস্ত সভা, শাস্ত্রীয় মণ্ডলী, পাঠশালা, দেবালয়, গোরক্ষিণী সভা এবং পাঁচ প্রকার সভা ও সর্ব্বসাধারণ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসিদ্ধ এবং স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ ও রাজা মহারাজগণ ও শেঠ সাহুকারগণের নিকট আবশ্যকতানুসারে পত্র ব্যবহার, উপদেশকাদির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, হিন্দী, বাঙ্গালা ও উর্দ্দু ভাষার তিন খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিবার ভার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ের উপর ন্যস্ত আছে। এতদ্ব্যতীত মারাঠী, গুজরাটী, তামিল প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় শ্রীমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য প্রচারার্থ আরও পাঁচখানি মুখপত্র প্রকাশিত করা স্থির হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে প্রান্তীয় কার্য্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল পত্র প্রকাশিত হইবে। এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদনার্থ উপযুক্ত ডেপুটী কলেক্টর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহাশয় আপনার ধর্ম্ম বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত সময়ের পূর্ব্বেই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রধানাধ্যক্ষের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত শ্রমশীল এবং পরমোৎসাহী, প্রতিদিন নিয়মিত রূপে মহামণ্ডলের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রতিনিধি সভার প্রধান মন্ত্রী তাহিরপুর নরেশ শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রায়ই কার্য্যালয়ে আসিয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন। বেথিয়া রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সরকারী ম্যানেজার গবর্ণমেণ্ট পেনসনর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সিংহ মহাশয় মহামণ্ডলের অডিটর (হিসাব পরিদর্শক) এবং অন্যান্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রত্যেক কার্য্যবিভাগই স্বতন্ত্র। শ্রীশারদামণ্ডল এবং মাসিক পত্র সম্পাদক কার্য্যালয় প্রধান কার্য্যালয়ের সম্মুখেই অবস্থিত। অনেকগুলি কার্য্যকারী কার্য্যালয়ে কার্য্য করিয়া

থাকেন। আফিসে তিনজন চাপরাশী নিযুক্ত আছে। সকলেই উৎসাহ সহকারে আপনাপন কার্য্য সম্পাদন করেন।

গত বৎসর কার্য্যালয় হইতে প্রায় ৮ হাজার পত্রাদি প্রেরিত হইয়াছে, এবং প্রায় ৪ হাজার পত্র বাহির হইতে আসিয়াছে। শাখা সভাসমূহের মধ্যে প্রায় ৪ শত সভা এ পর্য্যন্ত নূতন ফরম পূরণ করিয়া মহামণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যেসকল দেবমন্দির, ধর্ম্মসভা, সনাতন ধর্ম্মপুস্তকালয়, সংস্কৃত পাঠশালা, মঠ, ধর্ম্মশালা মহামণ্ডলের সহিত সংযুক্ত, তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে মহামণ্ডলের তিন খানি মাসিক পত্রের যে খানি তাঁহাদিগের অভিলাষ সেই খানি প্রেরিত হয়।

অধিবেশন।

গতবৎসর মহামণ্ডলের অধিবেশন কলিকাতা রাজধানীতে হইয়াছে। আগামী বর্ষে কোন্ স্থানে অধিবেশন হইবে তাহা আজিও স্থির হয় নাই। তবে কয়েকজন স্বাধীন নৃপতি আপন আপন রাজ্যে এবং কয়েকটী প্রান্তীয় কার্য্যালয় আপন আপন প্রান্তে অধিবেশনের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। যথা সময়ে অধিবেশন সংবাদ প্রকাশিত হইবে।

উপদেশক ভ্রমণ।

মণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় শ্রীহট্ট কটক, দিনাজপুর, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার বহু স্থানে ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা বহু সংখ্যক সভা সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং ঐ সকল জেলার অনেক স্থানে সনাতন ধর্ম্ম সভা স্থাপন পূর্ব্বক ঐ সকল সভা মহামণ্ডলের শাখাসভা রূপে পরিণত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবুরাম জী মহোপদেশক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল বিগত আগষ্ট মাসে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত মণ্ডলান্তর্গত বুলন্দ সহর, পরীক্ষিতগড়, মুজঃফরনগর জেলার অন্তর্গত মীরাপুর এবং মীরট অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। মীরাপুরে একটী নূতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে এবং তথা হইতে উপদেশক ফণ্ডের সহায়তার্থ ১২১ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পরীক্ষিতগড়ের সভাটী পুরাতন। উহার রেজিষ্টারি ইত্যাদি বিষয়ে কোন গোলযোগ নাই। সভার একটী পাঠশালাও আছে। তথায় ভক্তি, মূর্ত্তি এবং শ্রাদ্ধ বিষয়ে তাঁহার তিনটী বক্তৃতা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ সকলেই উৎসাহিত হইয়াছিলেন। তাহাতে উপদেশক ফণ্ডে আরও ১৲ চাঁদা বৃদ্ধি হইয়াছে

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর অগ্নিহোত্রী উপদেশক শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল বিগত আগষ্ট মাসে আজমগড়, গোরখপুর, বস্তি, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর, লক্ষ্ণৌ

ফতেপুর জেলার অন্তর্গত কড়ংর, শৃঙ্গীরামপুর, ফরক্কাবাদ অন্তর্গত কায়েমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। গোরখপুর সভাটী তাঁহার চেষ্টায় শ্রীমহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। শৃঙ্গীরামপুরে একটী নূতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সভার পক্ষ হইতে শ্রীমহামণ্ডলের সহায়ার্থ ৪২৲ টাকা এককালীন দান এবং উপদেশক ফণ্ডে ৬০৲ টাকা সভাপতি ও অধ্যক্ষের হস্তাক্ষরযুক্ত দান পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই বদান্যতার নিমিত্ত উক্ত ধর্ম্মসভা ধন্যবাদার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গতিনাথ ঝা গত বৎসর কার্ত্তিক মাস হইতে বিগত আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত পূর্ণিয়া, দ্বারবঙ্গ, মুঙ্গের, মুজঃফরপুর প্রভৃতি জেলায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় কয়েকটী স্থানে সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেক লোক সামাজিক কুপ্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে। গংঘটীতে শ্রীমহামণ্ডলের নূতন শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সভার কার্য্য প্রশংসনীয়।

উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রবণ লাল শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী ভানপুর, ঝালাওয়ারের অন্তর্গত পাঁচপাহাড়, ইন্দোরের গরোঠ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ভানপুরে ভক্তি, পাতিব্রত এবং ধর্ম্মের উপর তিনি ৬টী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে প্রত্যহ প্রায় ৫০০ শ্রোতা আগমন করিতেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমহামণ্ডলের ২৫ জন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। গরোঠে ভক্তি, অহিংসা এবং সনাতন ধর্ম্মের উপর তাঁহার ৭টী বক্তৃতা হয়; সেখানেও ৩১ জন ধর্ম্মাত্মা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

দেওরী জেলা নিবাসী ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীদত্ত স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া আপন ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়াছেন যে তিনি মধ্য প্রদেশের বহু স্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং নূতন ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সকল সভার মধ্যে নরসিংহপুর, বিহেলারা, কারলী এবং খুরদং সভা শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের শাখা সভা। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা মির্জ্জাপুরের অন্তর্গত চুনারগড়ে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। তিনি তথায় দুই দিবস অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সনাতন ধর্ম্মের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ

সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হন। ৩৮ জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। তথা হইতে তিনি কট্‌নী মুড়োয়ারা গমন করেন।

মহামণ্ডল সংবাদ।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সঞ্চার কার্য্যালয় (ডেপুটেশন) শ্রীযুক্ত স্বামী জ্ঞানানন্দ জী মহারাজের আজ্ঞাধীন হইয়া উদয়পুরে গমন করেন। বিগত প্রয়াগ বিবেশন কালে শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ আর্য্য-কুলকমল দিবাকর হিন্দু সূর্য্য মেবাড়াধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর উদয়পুরকে যে এক বিশেষ মানপত্র দিবার কথা ছিল তাহা এবং যাহাতে শ্রীমহামণ্ডলের সংরক্ষক শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি ও প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের স্বাক্ষর আছে এই দুই খানি মান পত্র প্রদান করা হইয়াছে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শ্রীভারতধর্ম্ম পাঠশালার বিচক্ষণ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর বুধবার রাত্রিকালে অকস্মাৎ কাশীলাভ করিয়াছেন। এই সংবাদে কাশীবাসী পণ্ডিত মাত্রেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলের উদ্যোগ আজমীরে একটী এরূপ বাটী নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে যাহাতে প্রান্তীয় কার্য্যালয় শ্রীমহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত শাখাসভা এবং সংস্কৃত বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় থাকিতে পারে। স্থানের অনুসন্ধান হইতেছে। উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হওয়া গেলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

সংপ্রতি আরও দুইটী সতী রমণীর সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একটী রমণী লাহোরে এবং অপর রমণী লক্ষ্ণৌ নগরে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে এক অপূর্ব্ব অস্ত্র ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক মান্যগণ্য ব্যক্তি ক্রীড়া দেখিতে আসিয়াছিলেন রাণা শ্রীযুক্ত সুলতান সিংহ ও তাঁহার পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত শূরসিংহ এই ক্রীড়া প্রদর্শক। আগ্নেয়াস্ত্রের (বন্দুকের) এরূপ অব্যর্থ লক্ষ্য ইতঃপূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অধিকাংশ ক্রীড়া কুমার সাহেবই প্রদর্শন করেন। অবশ্য কুমার বাহাদুর পিতার নিকট হইতে এই অদ্ভুদ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মৎস্যবেধ দেখিয়া মহাভারতের বন্দুকধারী তৃতীয় পাণ্ডব, কুন্দোত্তোলন দেখিয়া বন্দুকধারী দ্রোণাচার্য্য এবং আবদ্ধ চক্ষে শব্দবেধ দেখিয়া বন্দুকধারী দশরথের কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না। রাণা সাহেবের মুখে প্রকাশ যে, তিনি প্রথমে এই সমস্ত ক্রীড়া ধনুর্ব্বাণের দ্বারাই সম্পাদন করিতেন, কিন্তু বন্দুকের দ্বারা ইহা কিছু সহজসাধ্য বলিয়াই তিনি ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করেন না। রাণা সাহেব

এবং তাঁহার পুত্র কাশীর অন্যান্য স্থানেও এই ক্রীড়া দেখাইয়া কাশীবাসী জন সাধারণকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছেন।

দান প্রাপ্তি।

—:০০০:—

জুন ইং ১৯০৭।

মাসিক সহায়তা।

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা স্যর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মিথিলাধিপ ১৫০৲

এ, এল, এ, স্যর অরুণাচেলম চেটিয়রজী মহাশয় জমীদার দেবকোট মান্দ্রাজ ৩০৲

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর ইন্দ্রমহেন্দ্র মেজর স্যর প্রতাপসিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, ভারতমার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি ২৫০৲

বিশেষ সহায়তা।

শ্রীযুক্ত নিমবালিয়া হরিসভার অধ্যক্ষ মহাশয় মাজু হাবড়া ১৲

শ্রীযুক্ত ঋদ্ধি লাল অগ্রওয়াল অকবরপুর ২৲

সাধারণ সভ্য বাবদ ৭৮।০

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

জুন ইং ১৯০৭ ইং।

জমা		খরচ	
রোকড় বাকী	৮৭৮।৶২	ডাক টিকিট খরচ খাতে	২৪।৵০
সাধারণ সভ্য খাতে	৭৮।০	ছাপাই বিভাগ খাতে	১৩২৸৶৫
মাসিক সহায়তা খাতে	৪৩০৲	বৃত্তি খাতে	২৪১৵০
বিশেষ সহায়তা খাতে	৩৲	শ্রীশারদামণ্ডল খাতে	২০/০
		শ্রীদেবসেবা খাতে	৬॥/০

ফেরৎ ডাক টিকিট খাতে	১।৶০
হিসাব তলব খাতে	২৪৲
মোট জমা	১৪১৫॥/২

কৈফিয়ৎ ——— ১৪১৫॥/২

জমা ——— ৬৮৯৸৵

খরচ ——— ৭২৫॥৶২

বাকী মঃ সাতশত পঁচিশ টাকা এগার আনা দুই পাই মাত্র।

কার্য্যালয়ে ——— ১৯৮॥/১৫

বেনারস ব্যাঙ্ক ——— ৫২৭/৫ পাই

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ।

বিদ্যাপ্রচার খাতে	২০৲
অনাথালয় খাতে	১০৲
ষ্টেশনারি খাতে	।৵০
ফর্ণিচার খাতে	১৪॥৵০
অধিবেশন খাতে	২৪৲
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্তমণ্ডল খাতে	৩০৲
শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	২৫৲
শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	২৫৲
শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল খাতে	৬০৲
মুৎফরিক্ক খরচ খাতে	১০।৶০
হিসাব তলব	৪৫৵১৫
মোট খরচ	৬৮৯৸৵০

পং শ্রীকাশীপ্রসাদ ত্রিপাঠী, মুনীম।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৮।

২৮শ ভাগ। ৩য় সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ। { সন ১৩১৪ সাল। ইং ১৯০৭ খৃঃ।

হস্তামলক স্তোত্রম্।

কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি।
এতন্ময়োক্তং বদ চার্ভক ত্বং মৎ প্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি॥ ১॥

(কোন সময়ে হস্তামলক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শিশু পিতৃসমভিব্যাহারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হন; তাঁহাকে দেখিয়াই শঙ্কর স্বামী বুঝিতে পারেন যে এই বালক পূর্ব্ব জন্মে যোগী ছিলেন। অতঃপর সেই বালককে আপনার শিষ্য করিবার অভিপ্রায় করিয়া তাঁহাকে উল্লিখিত প্রশ্ন করেন।) হে শিশু তুমি কে? কাহার পুত্র? কোথায় যাইতেছ? তোমার নাম কি? কোথা হইতে আসিতেছ? আমাকে এই সকল পরিচয় প্রদান কর। তোমাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে।

হস্তামলক উবাচ।

নাহং মনুষ্যো ন চ দেব যক্ষৌ ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ॥ ২॥

হস্তামলক উত্তর করিলেন—আমি মনুষ্য নহি, দেবতা অথবা যক্ষ নহি, অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তাহাও নহি—অথবা আমি ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনবাসী বা ভিক্ষুও নহি—আমি নিজবোধস্বরূপ অর্থাৎ আত্মা।

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদি প্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ ।
রবির্লোকচেষ্টা নিমিত্তং যথায় স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩ ॥

সূর্য্য যেরূপ লোক চেষ্টার কারণ সেই প্রকার মন চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তির কারণ, সর্ব্বপ্রকার উপাধিহীন এবং আকাশ তুল্য আমি নিত্যজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা।

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি ।
প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪ ॥

অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় যাহা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ নিশ্চল ও অদ্বিতীয়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া জড় প্রকৃতি মন এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ আপনাপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা।

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু ।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা ॥৫॥

যে প্রকার দর্পণে দৃশ্যমান প্রতিবিম্ব প্রকৃত পক্ষে মুখ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, সেই প্রকার বুদ্ধিরূপ দর্পণে আত্মার প্রতিবিম্ব স্বরূপ আভাসই জীব, আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা।

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্ ।
তথাধীবিয়োগ নিরাভাসকো যঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৬ ॥

যে প্রকার দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয় এবং কেবল কল্পনাহীন মুখই থাকিয়া যায়, সেই প্রকার বুদ্ধির অভাবে যাহা আভাসহীন হইয়া বিদ্যমান থাকে আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

মনশ্চক্ষুরাদের্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো মনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদিঃ ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭ ॥

যাহা মন, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত; যাহা মনেরও মন এবং চক্ষুরও চক্ষু অথচ মন এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই আমি।

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু ।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮

যে অদ্বিতীয় পদার্থ নির্ম্মল চিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং পাত্র-স্থিতজলমধ্যবর্ত্তী প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় যে প্রকাশ স্বরূপ পদার্থ নানা বুদ্ধিতে নানা রূপে প্রতীয়মান হন আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

যথানেকচক্ষুঃ প্রকাশো রবির্ন ক্রমেণ প্রকাশো করোতি প্রকাশ্যম্।
অনেকাধিয়ো যস্তথৈক প্রবোধঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৯ ॥

যে প্রকার বহু চক্ষু প্রকাশক সূর্য্য নেত্র সমূহকে ক্রমে প্রকাশিত করে, সেই প্রকার যিনি এক হইয়াও এক হইতে বহুবুদ্ধি প্রকাশ করেন আমি সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা।

বিবস্বৎ প্রভাতং যথারূপমক্ষং প্রগৃহ্ণাতি নাভাবমেবং বিবস্বান্।
তথাভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১০ ॥

যে প্রকার নেত্র সূর্য্যালোকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, সেই প্রকার সূর্য্য যাঁহার জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হইয়া নেত্র সমূহকে প্রকাশিত করে আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

যথা সূর্য্য একোঽপস্বনেকশ্চলাসু স্থিরাস্বপ্যনন্যদ্বিভাব্যস্বরূপঃ।
চলাসু প্রভিন্নাসুধীষ্বেক এবং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥

নানা প্রকার জলে সূর্য্যের বিবিধ প্রকার প্রতিবিম্বের ন্যায় যিনি নানা প্রকার বুদ্ধিতে নানা রূপে প্রতীয়মান হন আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা।

ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে যাতি মূঢ়ঃ।
তথাবদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১২ ॥

অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তি যে প্রকার স্বয়ং মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে করে সেই প্রকার মূঢ়দৃষ্টি মনুষ্য যাঁহাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১৩ ॥

যিনি একমাত্র সমস্ত বস্তুতে অনুভবসিদ্ধ অর্থাৎ ব্যাপক ভাবে অবস্থিত, কিন্তু সমস্ত বস্তুই যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং স্বচ্ছ স্বরূপ আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা।

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং তথা ভেদতা বুদ্ধি ভেদেষু তেঽপি।
যথা চন্দ্রিকাণাং জলে চঞ্চলত্বং তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো ॥ ১৪ ॥

যে রূপ বিশুদ্ধ স্ফটিকাদি মণি বিভিন্ন বর্ণের বস্তু সংযোগে বিভিন্ন বর্ণের বলিয়া বোধ হয় সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির দ্বারা ভেদরূপে ভাসমান হয়, যে রূপ অস্থির জলে চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব চঞ্চলতা যুক্ত দেখা যায় সেই প্রকার বুদ্ধি ভেদে সর্ব্বব্যাপী ভগবানের চাঞ্চল্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্য কৃত হস্তামলক।

এক খানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার।

রসপাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

১৩। তদ্‌জ্ঞানাম্মত্তস্তব্ধাহত্মারামশ্চ।
ভক্তিলাভ হইলে মত্ত স্তব্ধ এবং আত্মারাম হইয়া যায়।

১৪। ভাবগম্য ঈশ্বরঃ শব্দোদ্ভাশ্চ ভাবস্তস্মান্নামরূপাত্মকং কার্য্যব্রহ্ম।

ভগবান্ ভাবগম্য। ভাব শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কার্য্য ব্রহ্ম নাম রূপাত্মক।

১৫। ভাবময় দৃশ্যস্য চতুর্দ্দশবিধত্বয়া সপ্তজ্ঞানভূময়ঃ সপ্তাহজ্ঞানাভূময়ঃ।

ভাবময় দৃশ্য চতুর্দ্দশভাগে বিভক্ত, এই নিমিত্ত সপ্তজ্ঞান ভূমি এবং সপ্তম-জ্ঞান ভূমি।

১৬। রসজ্ঞানমপি চতুর্দ্দশধা, তত্র সপ্তমুখ্যাঃ সপ্ত গৌণা।

রসের বোধও চতুর্দ্দশবিধ। ঐ সকলের মধ্যে সপ্ত রস মুখ্য এবং সপ্তরস গৌণ

১৭। হাস্যাদয়োগৌণাঃ দাস্যাহসক্তি সখ্যাহসক্তি কান্তাহসক্তি বাৎসল্যা-হসক্ত্যাহত্মনিবেদনাহসক্তি তন্ময়াহসক্তয়শ্চ মুখ্যাঃ।

হাস্যাদি সাত গৌণ এবং দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, তন্ময়াসক্তি এই সাতটা মুখ্য।

১৮। রস রূপ এবাহয়ং ভবতি ভাবনিমজ্জনাৎ।

ভাবের মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে ভক্ত যথাক্রমে রসরূপ হইয়া যায়।

১৯। পরামুখ্য রসসন্নিবর্শাদুন্নত তাতুসর্ব্বরসাশ্রয়া।

সকল রসেরই অবলম্বনে ভক্ত উন্নত হইতে পারে কিন্তু শুদ্ধরস পরাভক্তির সহায়ক।

২০। পরানাভো ব্রহ্মসদ্ভাবিকাতন্ময়া সক্তুন্মজ্জনিমত্তনাৎ।

অদ্বৈত ভাবদায়ক তন্ময়ভাবসাগরে ডুবিয়া ভক্ত পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকে।

২১। সর্ব্বেষামেকত্রৈব পরাবসানম্।

সকল রসের একই পরিসমাপ্তি।

২২। তদ্ভক্তির্নিঃশ্রেয়সকরা।

উহার ভক্তি নিঃশ্রেয়স্কর।

২৩। ঋষিদেবপিতৃণাং ভক্তিরভ্যুদয়প্রদা।

ঋষি দেবতা এবং পিতৃগণের ভক্তি অভ্যুদয়কর।

২৪। অন্যেষামবরা।

অন্য ভক্তি নিম্ন কক্ষের।

২৫। ভক্তোঽমৃতত্বং তদাস্বাদাদনবপাতঃ।

ভক্তি প্রাপ্ত হইলে পর জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, উহার আস্বাদন পাইলে আর পতন হয় না।

২৬। অকাম্যা সা নিরোধরূপাৎ।

ভক্তি কামনাপূরিকা নহে, কারণ উহা নিরোধরূপিণী।

২৭। স্বয়ং ফলরূপত্বাৎ সর্ব্বফলপ্রদা।

উহা সর্ব্বফলপ্রদা কারণ উহা স্বয়ং ফলরূপা।

২৮। নাঽসৌ জ্ঞানং জ্ঞানসত্ত্বেঽপি দ্বিষতস্তদসত্বাৎ।

ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানবিশেষকে ভক্তি বলা যায় না; কারণ দ্বেষকারী ব্যক্তির মধ্যে ও জ্ঞান থাকে কিন্তু প্রীতি থাকে না।

২৯। স্বরূপজ্ঞানাৎপরপর্য্যায়াসা।

স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্তির নামই পরাভক্তি।

৩০। তদাবির্ভাবতটস্থজ্ঞানলয়ঃ।

পূর্ণরূপে ভক্তির আবির্ভাব হইলে তটস্থ জ্ঞানের লয় হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি।

—:o:—

(২)

মহাভারতে দেখা যায় যে, জয়দ্রথ বধের দিন মহাবীর অঙ্গরাজ কর্ণ তৃতীয় পাণ্ডব ব্যতীত একে একে যুধিষ্ঠির, ভীম এবং নকুল সহদেবকে পরাজিত এবং বিশেষরূপে লাঞ্ছিত করেন। পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবীর সহিত পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বশতঃ সম্ভবতঃ মহাবীর কর্ণ সেই দিনই অর্জ্জুন ব্যতীত পাণ্ডব চতুষ্টয়কে বধ করেন নাই, কিন্তু সে দিন সকলকেই কর্ণের নিকট এরূপ লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল যে, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে মৃত্যুও সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মর্ম্মে ঐ লাঞ্ছনার যন্ত্রণা এরূপ তীব্র ভাবে অনুভূত হইয়াছিল যে, তাঁহার ন্যায় ত্যাগশীল মহাত্মাও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন, এবং শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা করিতেছিলেন যে, যখন অর্জ্জুন তাঁহাকে কর্ণের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি ইহার প্রতিকার করিয়া শিবিরে আসিবেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে অর্জ্জুনের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তৃতীয় পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। যুধিষ্ঠির মনে করিলেন, অর্জ্জুন নিশ্চয়ই কর্ণকে বধ করিয়া জ্যেষ্ঠের অবমাননার প্রতিশোধ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যখন শ্রবণ করিলেন যে, অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করেন নাই, অথবা পাণ্ডব চতুষ্টয়ের লাঞ্ছনার প্রতিফল প্রদান করিতেও অক্ষম হইয়াছেন, তখন তিনি অর্জ্জুনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, যে গাণ্ডীব ত্রিভুবন ধ্বংস করিতে সমর্থ, সেই মহাধনু যখন কর্ণকে বধ বা তাহাকে শাসন করিতেও অক্ষম হইয়াছে, তখন তাহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; অতএব অর্জ্জুন এই মুহূর্ত্তেই গাণ্ডীব ধনু দূরে নিক্ষেপ করুন।

অর্জ্জুনেরও প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিতে বলিবে, তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিবেন। সুতরাং তদনুসারে তিনি জ্যেষ্ঠের প্রাণবধে উদ্যত হইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত; অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই অন্যথা হইবার নহে, অথচ যুধিষ্ঠিরের প্রাণ রক্ষা করাও আবশ্যক। তখন তিনি অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সখে! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতার মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। সুতরাং আজ তুমি আপনার

প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গিয়া জ্যেষ্ঠহত্যা অর্থাৎ পিতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে বসিয়াছ। এই জ্যেষ্ঠহত্যা পাপের যাহা প্রায়শ্চিত্ত, তাহা তুমি অবশ্যই বিদিত আছ। অতএব তোমার মত বিদ্বান বুদ্ধিমানের নির্ব্বোধ বালকের ন্যায় কার্য্য করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। সুতরাং এ অবস্থায় বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য কর।"

তখন অর্জ্জুন বলিলেন "হে চক্রিন্! আমি বুঝিতে পারিতেছিনা, আজ তুমি আমাদিগকে কোন চক্রের মধ্যে ফেলিয়াছ। আমার প্রতিজ্ঞা তুমি অবশ্যই অবগত আছ। যাহা হউক অদ্য আমি অবশ্যই আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব। ভাল, আমি মহারাজের প্রাণনাশ চেষ্টার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজ আমি আপন প্রাণ বিনষ্ট করিব।" এই বলিয়া তৃতীয় পাণ্ডব আপনার প্রাণ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত গাণ্ডীবে অমোঘাস্ত্র সন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ ও তাঁহাকে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিবার নিমিত্ত তূণীরে হস্ত প্রদান করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে ভাবিলেন যে তাঁহার সামান্য ধৈর্য্যচ্যুতি বশতঃ আজ পৃথিবী হইতে বুঝি বা পাণ্ডবদিগের নাম বিলুপ্ত হয়। কারণ এক মাত্র অর্জ্জুনের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়াই পাণ্ডবেরা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থমা কৃপাচার্য্য শল্য প্রভৃতি মহাবীর প্রমুখ কৌরবদিগের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যদি সেই অর্জ্জুনের অভাব হয়, তবে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন আপন প্রতিজ্ঞানুসারে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নকুল ও সহদেবও সমর শয্যায় শায়িত হইবে। সুতরাং তিনি অনন্যোপায় হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন, এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "হে ভগবান্! তোমার আবার একি খেলা দেখিতেছি?—একি দুর্ঘটনা উপস্থিত করিলে? এখন আমার উত্তমরূপ শিক্ষা হইয়াছে। এখন আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, নায়কের ধৈর্য্যচ্যুতি হইলেই এই রূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়—এখন আমার চৈতন্য হইয়াছে। অতএব হে মধুসূদন! আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া এখন পাণ্ডবদিগের প্রাণ রক্ষা কর।" এই বলিয়া যুধিষ্টির শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ পূর্ব্বক বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থিরভাবে যুধিষ্টিরের বাক্যাবলি শ্রবণপূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন "দাদা! স্থির হউন! আমি তৃতীয় পাণ্ডবকে সান্ত্বনা করিতেছি।" এই বলিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন "হে অর্জ্জুন! তুমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, যে ব্যক্তি তোমাকেগাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিবে,

তাহার প্রাণ বধ, নতুবা আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তখন তোমার আত্মহত্যা ব্যতীত অন্য উপায় দেখিতেছি না, বিশেষতঃ যখন তুমি তোমার পিতৃতুল্য ধর্ম্ম-রাজের প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন তোমার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত। অতএব তোমাকে আত্মপ্রাণ বিনষ্ট করিতেই হইবে। কিন্তু হে পার্থ! যাহাতে তোমার দেহত্যাগ ব্যতীত মৃত্যু হয়, অর্থাৎ তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, অথচ তোমার প্রাণ দেহত্যাগ না করে, আমি এমন একটা উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, মৃত্যু এক প্রকার নহে—অত্যন্ত অপমান ও দারিদ্র্য প্রভৃতি কতিপয় অবস্থাকে মৃত্যু বলে। কিন্তু আপনার মুখে আত্ম-গৌরব প্রকাশ করার নাম মৃত্যু। অতএব তুমি আপনার মুখে আত্মগৌরব প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার দেহত্যাগ ব্যতীত প্রতিজ্ঞা রক্ষা অর্থাৎ মৃত্যু হইবে।" ভগবানের বাক্যে অর্জ্জুন আপনার মুখে আপনার কীর্ত্তি কাহিনী প্রকাশ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞার সহিত স্বীয় জীবন ও পঞ্চ পাণ্ডবের উপস্থিত সর্ব্বনাশ নিবৃত্ত করিলেন।

উপাখ্যানটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও উহা উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, বর্ত্তমান কালে আধুনিক ভারতবাসীর উপর উক্ত উপাখ্যানটীর প্রমাণ বর্ণে বর্ণে উপলব্ধ হইতেছে। প্রবাদ আছে স্ত্রীকর্ত্তা, বহু কর্ত্তা ও শিশুকর্ত্তার কর্ম্ম করিতে নাই। কারণ উক্ত ত্রিবিধ কর্ত্তার মধ্যে কাহারও মতের স্থিরতা থাকে না, প্রতিক্ষণেই মতের পরিবর্ত্তন হইলে কার্য্যের ক্ষতি ব্যতীত তাহা কিছুতেই সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হয় না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় স্থির-মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট মহাজ্ঞানীও কর্ণ কর্ত্তৃক দারুণ লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়া অতি অল্প সময়ের নিমিত্ত ধৈর্য্যচ্যুতি বশতঃ আপনার সহিত পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ বিনষ্ট করিতে বসিয়াছিলেন—আর যাঁহারা স্ত্রীলোক, তাহাদের ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতা কত অধিক, বিশেষতঃ লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইবার পর স্ত্রীলোকে কতক্ষণ সহিষ্ণুতা রক্ষায় সক্ষম থাকেন, তাহা ভুক্তভোগীরাই বুঝিতে-পারিবেন—এহেন রমণী যে ক্ষেত্রে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন সে ক্ষেত্রের কার্য্য যে কিরূপ সুশৃঙ্খলে সংসাধিত হয় তাহা যাঁহারা স্ত্রীলোকের অধীনতায় কার্য্য করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারাই সে বিষয়ে কিছু অধিক ব্যুৎপন্ন। আর বহুনায়ক ও শিশুনায়ক সম্বন্ধে অধিক কথা না বলাই ভাল। এপর্য্যন্ত বহুনায়-কের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া কত ধর্ম্মসভা, কত বিদ্বৎসভা, কত জ্ঞানালোচনার সভা, কত সামাজিক সভা অতীতের করাল কবলে অবস্থিত আছে তাহার সংখ্যা হয়

না এবং অপরিণতমস্তিষ্ক বালকের হস্তে পড়িয়া কত রাজত্ব, কত জমীদারী কত সংসার যে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই।

অনেকের বিশ্বাস, ভারতে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই; কারণ স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে হাটে বাজারে যাইতে পারে না—ইচ্ছা করিলে অপর পুরুষের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতে পারে না ইত্যাদি। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা—হিন্দুপরিবারের অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, এমন সংসার প্রায়ই দেখা যায় না, যে সংসারে স্ত্রীলোকের কর্ত্তৃত্বে "কর্ত্তা" নামধারী অর্থাৎ "উপার্জ্জন-কারী জীববিশেষ" পর্য্যন্ত পরিচালিত হন না। এমন কি আপনার বেশভূষা খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতিও গৃহকর্ত্রীর আদেশে সম্পাদিত হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল সংসারের শৃঙ্খলা দেখিলে চক্ষুঃস্থির হইতে হয়। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, ঐ সকল সংসারের বালক বালিকাগণ গৃহের প্রকৃত কর্ত্তা অর্থাৎ উপার্জ্জনকারী পুরুষনামধারী জীব বিশেষকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে এবং কালে সেই সকল বালক বালিকাগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া যুগপৎ আপনার এবং সংসারের সর্ব্বনাশ সাধিত করে। সুতরাং কোন রাজত্বেরই হউক, বা সভারই হউক, অথবা সংসারেরই হউক, নায়ক হইতে হইলে কিরূপ ধৈর্য্যশীল হওয়া কর্ত্তব্য এবং সামান্য কালের নিমিত্ত তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইবার সম্ভাবনা, উল্লিখিত উপাখ্যানটীতে তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আর অধুনা ভারতবর্ষের মধ্যে এমন সংসার প্রায় দেখা যায় না যেখানে এক কথায় ধৈর্য্যহারা স্ত্রীলোকে কর্ত্তৃত্ব করে না, এমন সভা সমিতি বা রাজত্ব নাই যাহার বহুকর্ত্তা না আছে, আর বর্ত্তমান স্বদেশী-আন্দোলনের কর্ত্তাদিগের অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখিয়া ভারতবর্ষের গতি উন্নতি অথবা ধ্বংসের প্রতি অগ্রসর, তাহাই বিবেচ্য।

তাহার পর উল্লিখিত উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশটীর বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—অধিকাংশ ভারতবাসীই মৃত। অর্থাৎ এমন ভারতবাসীই দেখা যায় না—বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা কলমে অথবা মুখে আত্মগৌরব প্রকাশ না করেন। ঐ যে দাতা দ্বারদেশে উপস্থিত মুষ্টিভিক্ষুকদিগকে দৌবারিক বর্গের দ্বারা বিতাড়িত করিয়া কুইন্স মেমোরিয়লের নিমিত্ত সহস্র, দ্বিসহস্র বা ... টাকা দান করিতেছেন, নিশ্চয় জানিও যে, সংবাদ পত্রে—বিশেষতঃ বিলাতের সকল প্রধান সংবাদ পত্রে আত্মগৌরব ঘোষণা এবং তদুপলক্ষে ইংরাজ জাতির প্রসন্নতা-লাভজনিত "রায় বাহাদুর" বা "রাজা বাহাদুর" প্রভৃতি উপাধি লাভই উঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—ঐ যে পণ্ডিত সভার মধ্যে বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র-সম্বন্ধে ঘোরতর কূটতর্কজাল উপস্থিত করিয়াছেন—"ন্যায়ের ফাঁকি"তে সরল ব্যক্তির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনার

খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, বিদ্যালোচনা বা শাস্ত্রের গভীরতত্ত্ব পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক নূতন তথ্যের উদ্ঘাটন উঁহার উদ্দেশ্য নহে—লোকের নিকট "মস্ত পণ্ডিত" এই গৌরবটি লাভ করিবার জন্যই তিনি হয়ত শাস্ত্রের মধ্যেও ২।৪টী স্বচরিত অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক সন্নিবেশ পূর্ব্বক সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ঐ যে "বি এ" "এম এ" উপাধিধারী উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বক্ষবিস্ফারণপূর্ব্বক সবুট-পদধ্বনিতে এবং অনবরত ইংরাজী শব্দোচ্চারণে রাজপথ নিনাদিত করিয়া যাইতেছেন, নিশ্চয় জানিও যে, উহা তাঁহার আত্মগৌরব খ্যাপনের বিজ্ঞাপন ব্যতীত আর কিছুই নয়। পূর্ব্বকালে ব্যাস, শুকদেব, সূত প্রভৃতি মহাজ্ঞানী মহাপণ্ডিতগণই বক্তৃতা করিতেন—সে সকল বক্তৃতার উদ্দেশ্য লোকোপকার, অজ্ঞানজন সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার—কিন্তু বর্ত্তমান কালে অজাতশ্মশ্রু বালকও বক্তৃতা করিবার জন্য—অর্থাৎ উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পুলপিটে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন—বলা বাহুল্য, উহাতে শ্রোতৃবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধি যত হউক আর না হউক—নিজের করতালি ও ধন্যবাদ লাভই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই রূপে গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার বা লেখক, শিল্পী প্রভৃতি যাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তাঁহাকেই আপনার মুখে আপনার গৌরব প্রকাশ করিতে দেখা যায়। সুতরাং ভগবানের নির্দেশানুসারে কি দাতা, কি পণ্ডিত, কি গ্রাজুয়েট বা শিক্ষিত, কি বক্তা, কি গ্রন্থকার, কি লেখক, কি শিল্পী—অধিকাংশই যে সজীব মৃতদেহধারী অর্থাৎ জড় পদার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান ভারতবাসীর অবস্থা দেখিলে ভগবানের বাক্যের এবং ব্যবস্থার অমোঘতা সম্বন্ধে বোধহয় কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্দেহ থাকিবে না। তাই ভারতবাসীর দুর্দ্দশাও এত অধিক। নতুবা কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলেরই লাঞ্ছনা তাহারা এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে সহ্য করিতে কখনই পারিত না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি পবিত্র ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিদাহ-তুল্য দুর্ব্বাক্য-রঞ্জিত-প্রসাদভোজী হইয়াও আত্মগৌরব প্রকাশে অস্থির হয়, তাহার দেহ প্রাণহীন শবদেহ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? সুতরাং ইহা ভারতবাসীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি অথবা বুদ্ধিনাশের লক্ষণ কি না, তাহাও বিশেষ বিবেচ্য।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

ধর্ম্ম স্বরূপ।

(শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত হিন্দী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

পূর্ব্বানুবৃত্ত।

যদিও উপরি লিখিত যুক্তি দ্বারা চারি প্রকার আশঙ্কার উত্তর এক প্রকার দেওয়া হইয়াছে, তথাপি এক একটী প্রশ্নের উত্তর আরও স্পষ্ট রূপে দেওয়া যাইতেছে।

মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ করিলে মুক্তিলাভ করিবে, যদি এরূপ স্বীকার করা যায়, তবে সৃষ্টি-

ক্রমের ঊর্দ্ধগতিশীল হওয়ার কোন বাধা হইতে পারে না। কারণ মনুষ্য অধর্ম্মাচরণ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং অধর্ম্মের সহিত সৃষ্টিক্রমের কোন সম্বন্ধ নাই, এমন কি সৃষ্টিক্রমের মধ্যে অধর্ম্মের কোন সত্তাই নাই. অধর্ম্মের সম্বন্ধ কেবলমাত্র মনুষ্যযোনি এবং উপরিতন যোনিজাত জীবের সহিত আছে। সৃষ্টিক্রম যখন তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, যদি তাহা পাইয়াও তাহারা অধর্ম্মাচরণ করে, তবে সেই সকল জীবেরই তাহা কর্ম্মফল, সেই কর্ম্মফল হইতে সৃষ্টিক্রমের ঊর্দ্ধগতিশীল হওয়ার কোন বাধা হয় না। জীব সমূহ অধর্ম্মাচরণ করিতে থাকিলেও ধর্ম্মাচরণকারী জীব উন্নতই হইয়া থাকে, সৃষ্টিক্রমের স্বভাবই এইরূপ। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রসন্ন হইয়া প্রকৃতি মাতা যেরূপ মনুষ্যকে উন্নত করিয়া থাকেন, সেই প্রকার অধর্ম্মাচরণ দ্বারা অপ্রসন্ন হইয়া প্রকৃতি মাতা তাহাকে অবনত করিবেন, এরূপ আশঙ্কা কখনই করা উচিত নহে, কারণ যেরূপ আপনার পুত্রের শুভ কর্ম্মের দ্বারা মাতা তাহার উন্নতি নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ করেন, সেই প্রকার তাহার অপকার্য্যের দ্বারা অপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে দুরাশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, এরূপ কখনও হয় না। মাতার প্রাকৃতিক স্বভাবই এই রূপ যে, পুত্র যতই অধর্ম্মাচরণ করুক না কেন, সেই অধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত পুত্রের অমঙ্গল কামনার ভাব মাতার অন্তঃকরণে উদয় হইতেই পারে না। ইহার মর্ম্ম এই যে, প্রকৃতি মাতা অধর্ম্মাচরণকারীকে নিম্নগামী করেন না, অথবা তাহার নিম্নগামী হইবার নিমিত্ত সহায়তা করেন না যে,যাহার দ্বারা সে অল্প নিম্নগামী হয়. পরন্তু তাহার পাপাচরণই তাহাকে নিম্নগামী করে এবং যে পাপকর্ম্মের দ্বারা তাহার পতন হয়, সেই পাপকর্ম্ম সমূহের ভোগ হইলেই যে স্থান হইতে তাহার পতন হইয়াছিল, সে পুনরায় আপনার সেই পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়। যথার্থ সৃষ্টিক্রমের কি অপূর্ব্ব শক্তিই আছে, যে তাহার দ্বারা মনুষ্য যত উন্নত হইয়া যায়, সেই উন্নতি তাহার অটল সিদ্ধান্তানুসারে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না; এই নিমিত্তই উহাকে যথার্থ সৃষ্টিক্রম বলা হইল। স্থিতির অবস্থায় যে অধোগতিশীল সৃষ্টিক্রম আপনার কার্য্য করিয়া থাকে, এবং জীবের পতনও তাহার মধ্যে গণনা হয় বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ উহা জীবের অধোগতি করাইলেও নিরন্তর অধোগতি করায় না, এবং তাহার পূর্ব্বাবস্থা হইতেও তাহাকে নিম্নগামী করিতে পারে না। এই কারণে পাপীর পাপাচরণ হইতে নিম্নগামী হইবার সময় তাহাকে পতিত হইতে না দেওয়া ও পড়িবার সময় কিছু সহায়তা দিয়া অল্প পড়িতে দেওয়া মাতার পক্ষে সম্ভব নহে, ধর্ম্মরূপিণী মাতার পাপের এবং তাহার ফলের সহিত সম্বন্ধ নাই যে, উহাকে মনুষ্যজীব অথবা তাহার উপরের জীবই সম্পাদন করিয়া থাকে, অথবা সেই জীবই ফল ভোগ করে। মনুষ্য যোনির নিম্ন যোনির জীবসমূহকে পূর্ণ সহায় দিয়া স্থান সম্পন্ন মনুষ্য যোনি পর্য্যন্ত উপস্থিত করা এবং মনুষ্য যোনিতে যে ধর্ম্মাচরণ করে তাহাকে ক্রমশঃ উন্নত করিতে করিতে মুক্তি পদে উপস্থিত করা ইহাই মাতার কার্য্য এবং ইহাই সৃষ্টিক্রম।

ধর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হইলে এবং পাপের দ্বারা পতন হইলেও জীবের ঊর্দ্ধগতিশীল সৃষ্টি-

ক্রমের সহিত সম্বন্ধ আছে। কারণ সেই সৃষ্টিক্রম জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার বুদ্ধি মনুষ্য যোনি-তেই দিয়াছে, এবং সেই সকলের দ্বারাই তাহারা ধর্ম্মাচরণ করে, এবং ধর্ম্মাচরণ করিলেই তাহার প্রকৃতি মাতার এবং ভগবানের কৃপাপ্রাপ্তি ঘটে এবং সেই কৃপা হইতে সে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। এই সম্বন্ধ কি সামান্য? কখনই নহে। সৃষ্টিক্রমের সম্বন্ধ বিনা সে কখনই উন্নত এবং মুক্ত হইতে পারে না। সৃষ্টিক্রমই শ্রীভগবানের ধর্ম্মাত্মার উপর কৃপা-করা এবং সেই কৃপা তাহাকে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করে। যদিও পাপাচরণ দ্বারা জীবের অধোগতি প্রাপ্ত হইবার সহিত যথার্থ সৃষ্টিক্রমের সম্বন্ধ নাই, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তথাপি সেই পাপী জীবের পতন হইলেও যথার্থ সৃষ্টিক্রমের দ্বারা প্রাপ্ত তাহার শ্রেষ্ঠ অবস্থার কিঞ্চিৎ মাত্রও ভেদ পড়ে না, এবং সেই পাপাচরণের ফলরূপ দুঃখভোগ করিয়া পুনরায় সে সেই অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং তথায় উপস্থিত হইয়া যদি সে ইচ্ছা করে তবে যথার্থ সৃষ্টিক্রমের দ্বারা প্রকৃতি মাতার অথবা ভগবানের কৃপাসম্পাদন করিয়া মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, পাপ করিবার সময় এবং তাহার ফল ভোগসমূহ ভুগিবার সহিত যথার্থ সৃষ্টিক্রমের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও জীবের আন্তরিক সম্বন্ধ এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইয়া আছে যে, সেই সকল ভোগ অবসান হইবার পর প্রত্যক্ষ ভাসমান হইয়া থাকে।

ধর্ম্মাত্মার ধর্ম্মাচরণে যথার্থ সৃষ্টিক্রমই কারণ, কারণ উহাই তাহাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান প্রদান করিয়াছে। ধর্ম্মাত্মার উন্নত এবং মুক্ত করাইবারও যথার্থ সৃষ্টিক্রম পরম্পরারূপে কারণ। কারণ সেই প্রকৃতি মাতা অথবা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত করাইয়া জীবকে পরম্পরা রূপে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করে।

প্রত্যক্ষরূপে জীবের অধোগতি প্রাপ্ত হইতে স্থিতির অবস্থায় দেখা যায়, এবং তাহাদি-গেরা দ্বারা অধোগতিশীল কালের সৃষ্টিও হয়। সেই সৃষ্টি বাস্তবিক সৃষ্টিক্রমের সহিত কোনও সম্বন্ধ রক্ষা করে না। অতএব অধোগতিশীল হইলেও উহা উর্দ্ধগতিশীল সৃষ্টি ক্রমকে কোন প্রকার বাধা দিতে পারে না। অধোগতিশীল সৃষ্টিক্রম ঐ সকল মনুষ্য যোনি এবং উহার উর্দ্ধতন যোনির জীব সমূহের দ্বারা সম্পাদিত, যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হইলেও পাপ করিয়াছে অত-এব উহা বাস্তবিক সৃষ্টিক্রম নহে। কারণ যে সকল জীবকে সৃষ্টিক্রম ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান দিয়াছে, যদি ঐ সকল জীব ধর্ম্ম না করিয়া অধর্ম্ম করিতে করিতে অধোগতিশীল এক নূতন সৃষ্টিক্রমের সৃষ্টি করে তবে সেই সৃষ্টি তাহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত, বাস্তবিক সৃষ্টিক্রম নহে। বাস্তবিক সৃষ্টিক্রম ত পাপাচরণ দ্বারা অধোগতিশীল এক নূতন সৃষ্টি ক্রমের পাপীদিগের দ্বারা সংগঠিত হইলেও আপনার উর্দ্ধগতিশীলতার দ্বারাই জীবসমূহকে উন্নত করিয়া থাকে। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, উর্দ্ধগতিশীল সৃষ্টিক্রম এবং অধোগতিশীল সৃষ্টিক্রম এই দুইটী বাস্তবিক সৃষ্টিক্রমের দুইগতি তবে তাহা মূর্খতা বুঝিতে হইবে। কারণ, মীমাংসা কালে একটি অপরটী হইতে বিরুদ্ধ দুইটী বৃত্তি একটি আধারে ত্রিকালের মধ্যেও স্থান পাইতে পারেনা। এক কথা ইহাও আছে যে, এই অধোগতিশীল সৃষ্টিক্রমকে সৃষ্টিক্রমই বলিতে পারা যায়না।

কারণ যাহা অবিরত হইয়া থাকে তাহাকে ক্রম বলে। কিন্তু এই সৃষ্টিক্রমে সেরূপ হয় না, ইহাতে যে ব্যক্তি অল্প পাপ চরণ করে সেই ব্যক্তি উহ এক যোনির নিম্নেই পতিত হয় এবং যে ব্যক্তি অনেক পাপাচরণ করে সে বহু যোনি উলঙ্ঘন করিয়া অনেক নিম্ন যোনিতে চলিয়া যায়। এখন ইহার পূর্ব্বে প্রায় এরূপ ক্রম নাই যাহাতে দুই প্রকারে জীব পুনর্ব্বার তাহার নিম্নেও পতিত হয়। কারণ যে জীব মনুষ্য যোনি পর্য্যন্তের কোন যোনিতে পতিত হয় সে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানবান হওয়ায় প্রায় ইহাই সম্ভব যে দুঃখ ভোগ করিয়া, যে স্থান হইতে সে পতিত হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হইবে, যে যোনিতে সে উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিম্ন যোনিতে কদাপি পতিত হইবেনা। ইহার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে এই সৃষ্টিক্রম একেবারে সৃষ্টিক্রম নামেই অভিহিত হইতে পারেনা। কেবল মাত্র উর্দ্ধগতি শীল বাস্তবিক সৃষ্টিক্রমকেই সৃষ্টিক্রম বলা যাইতে পারে। স্থিতি কালে ভাবি দুইটি সৃষ্টিক্রমের মধ্য হইতে অধোগতিশীল সৃষ্টিক্রমে এক কথা বিশেষ আছে, যাহার মর্ম্ম বিবিধ প্রকার মনুষ্যের জানিবার আবশ্যক; উহাতে অধোগতি শীল হইতে হইতে একেবারে উর্দ্ধগতি শীলও অতি অল্প সময়ের নিমিত্ত হইয়া যায়। কারণ কৃতযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বারবার অধোগতিশীল সেই সৃষ্টিক্রম যুগচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বাস্তবিক ইহা কি, যদি মনুষ্য বিচার করে তবে জানিতে পারে যে, যেরূপ পাপাচরণ দ্বারা অধোগতিশীল জীব যখন আপনার পাপাচরণ নিমিত্ত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে তখন পুনর্ব্বার যে স্থান হইতে সে পতিত হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হয়, ঠিক সেই প্রকার আপনার পাপাচরণ দ্বারা উত্তরোত্তর অবনত যুগচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিতে করিতে বহু সংখ্যক জীব আপনাদিগের পাপাচরণ নিমিত্ত দুঃখভোগ এক মুহূর্ত্তেই পূর্ণ করে এবং তাহার পরক্ষণে পুনর্ব্বার যেস্থান হইতে পতিত হইয়াছিল সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইতে কলিযুগের শেষে একেবারে সত্য যুগের সৃষ্টি করিয়া বসে। যেরূপ আমি এই সৃষ্টিক্রমের নামই সৃষ্টিক্রম নহে ইহা সিদ্ধ করিয়া ইহার অধোগতি শীলতা অনবরত না হইবার নিমিত্ত উহা বাস্তবিক নহে ইহা সিদ্ধ করিয়াছি, সে প্রকার ইহার এই উর্দ্ধগতিশীলতাও বাস্তবিক নাই। কারণ যেরূপ পাপাচরণ নিমিত্ত দুঃখভোগ করিয়া জীব যেস্থান হইতে অধঃপতিত হইয়াছিল, তথায় পুনর্ব্বার উপস্থিত হওয়া উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হওয়া নহে, সেইরূপ একেবারে অসংখ্য জীবের দুঃখ ভোগ সমাপ্ত হইলে যেস্থান হইতে পতিত হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হওয়াও উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হওয়া ইহা স্বীকার করিতে পারাযায় না। যদিও প্রত্যক্ষ রূপে জীব যেস্থান হইতে পতিত হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হওয়া তাহার উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হওয়া বলিয়া বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই উর্দ্ধগতি অবাস্তবিক সৃষ্টিক্রমের নিমিত্ত হয় না, ইহা বাস্তবিক সৃষ্টিক্রমের দ্বারা প্রথম হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল অবাস্তবিক সৃষ্টিক্রম উহাকে পাপাচরণ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল, তাই পাপাচরণ জন্য দুঃখভোগের অবসান হইলেই বস্তবিক সৃষ্টিক্রমের দ্বারা প্রথম প্রাপ্ত হওয়া উর্দ্ধগতিকে জীব আপনা আপনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে যথার্থ সৃষ্টিক্রমে জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে, যুগচতুষ্টয়ের সৃষ্টির সহিত অথবা কলিযুগের পর একেবারে সত্য যুগের সৃষ্টি হইবার সহিত উহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। এই সকল

উপদ্রব ,পাপী জীব দিগের পাপাচরণ জন্য, অধোগতির সহিত পাপাচরণ জন্য দুঃখভোগ পূর্ণ হওয়ার সহিত সম্বন্ধ রক্ষাকরে। কেবল মাত্র প্রলয় এবং মহা প্রলয়ে যথার্থ সৃষ্টিক্রমের লয় হইয়া পুনরায় সৃষ্টির সময় উহাদিগের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ঐসকল জীবের কোন হানি বা লাভ হয় না; এই নিমিত্ত লয় এবং সৃষ্টির সম্বন্ধ পূর্ব্বে বাহুল্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্থিতির সময় পাপী জীব যুগচতুষ্টয়ের সৃষ্টি এবং পুনরায় একেবারে সত্য যুগের সৃষ্টি এক প্রকার করিয়া থাকে, কিন্তু যথার্থ সৃষ্টিক্রমের জীবসমূহের ক্রম উহাদিগের বিপরীত ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে তাহারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া থাকে এবং অবশেষে মুক্তিপদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির

দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশন।

১৯০৭ সাল ৩০শে জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার সময় কলিকাতা ১৮নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটস্থিত শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল গৃহে উক্ত মণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়-গণ উপস্থিত ছিলেনঃ—

১। পণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহাশয়।

২। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এফ্, আর, জি, এস, মহাশয়।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু সরোজ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল শাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, মহাশয়।

৫। কুমার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।

৬। শ্রীযুত বাবু হরিনাথ সিংহ মহাশয়।

৭। শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

স্থায়ী সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত অন্যতম সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল। তদনন্তর নিম্ন লিখিত মন্তব্য গুলি যথাযথ ভাবে প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও অনুমোদিত হইয়া সমিতি কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইল।

প্রথম মন্তব্য—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লাল মোহন বিদ্যানিধি মহাশয়কে বার্ষিক ৫০৲

টাকা বৃত্তিতে বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের মহোপদেশক নিয়োগ করা হউক।

দ্বিতীয় মন্তব্য—হরিদ্বার সনাতনধর্ম্ম কনফারেন্স হইতে বঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের পক্ষ হইতে ধর্ম্মবক্তৃতা পাঠাইবার জন্য আহূত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমতি পাওয়ার সময় সংক্ষেপ নিবন্ধন পণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহোদয় সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লাল মোহন বিদ্যানিধি মহাশয়কে নিজ হইতে ২০৲ টাকা পাথেয় দিয়া হরিদ্বার পাঠাইয়া দেন এবং অধিবেশনে তিনি উক্ত ২০৲ ও আরও ১০৲ টাকা টাকা পাথেয় মঞ্জুর করিবার জন্য কমিটীর অনুমতি প্রার্থনা করিলে কমিটি তাঁহার উভয় প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন।

তৃতীয় মন্তব্য—উপদেশকগণের কার্য্যবিবরণী আলোচিত ও তৎসংশ্রবে পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্য রত্ন মহাশয়ের পত্র পাঠ ও তাঁহার কার্য্যাবলী আলোচিত হইলে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে বঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের নামে সংগৃহীত যে টাকা তাঁহার নিকট আছে উহা হইতে পাথেয় লইয়া অবিলম্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়া টাকা কড়ির হিসাব দিবেন এবং এপর্য্যন্ত তিনি যতগুলি হরিসভা বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহার ধারা বাহিক একটী বিবরণী দিবেন। বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ৫০।১ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাটীতে সাংখ্য রত্ন মহাশয়ের কলিকাতা অবস্থান কালীন স্থান দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

চতুর্থ মন্তব্য—নূতন নিয়মানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইল যে আপাততঃ উহা স্থগিত থাকুক।

বিবিধ।

(১) শ্রীযুক্ত রাম রাম সংযমী মহাশয় তাঁহার বৃত্তি ৫৲ টাকা স্থলে ১০৲ টাকা বৃদ্ধি করণার্থ প্রার্থনা জানাইলে সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত বাবু সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট দিলে তদনুযায়ী কার্য্য হইবে।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধি

ও আয় বৰ্দ্ধনাৰ্থ সতত যত্নশীল বলিয়া সমিতি কর্তৃক তাঁহাকে অন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(৩) অতঃপর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গধৰ্ম্মমণ্ডলের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন এবং স্থির হইল যে অতঃপর মণ্ডলের সমস্ত টাকা কড়ি তাঁহার নিকট থাকিবে ও সম্পাদকের অনুমোদিত নিদর্শন পত্রানুসারে (Voucher) সমস্ত ব্যয় নিষ্পন্ন হইবে। বিনা নিদর্শনে কোন ব্যয় হইবে না।

(৪) শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গধৰ্ম্মমণ্ডলের আয় ব্যয় পরিদর্শনার্থ ত্রৈমাসিক অডিটার নিযুক্ত হইলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

৫ই আগষ্ট ১৯০৭।
১৮ নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
ম্যানেজার বঙ্গধৰ্ম্মমণ্ডল।

শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভার মন্তব্য।

বিগত ৩রা অক্টোবর ইং ১৯০৭ বৃহস্পতিবার অপরাহ্লে কাশীস্থ কাশ্মীর ভবনে প্রধান কার্য্যালয়ে শ্রীমহামণ্ডলের ম্যানেজিং সব কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে নিম্ন লিখিত মন্তব্যগুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। পূর্ব্ব কমিটির কার্য্যাবলী পাঠ করা হইল, এবং উহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইল। অনন্তর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহিরপুর নরেশ শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধৰ্ম্মমণ্ডল এবং শ্রীরাজস্থান ধৰ্ম্মমণ্ডলের বিগত ১১ই এবং ২২শে আগষ্টের মন্তব্য পাঠ করা হইল, এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উহা স্বীকার করা হইল। উহার মধ্যে যে নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার বিষয় আছে, তদ্বিষয়ে উক্ত মণ্ডলের কার্য্যালয়কে জিজ্ঞাসা করা হউক যে, তাঁহারা পদ স্বীকার করিয়াছেন কি না; তৎপরে এই সকল নাম প্রতিনিধি সভার সভ্য মহোদয়দিগের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুমোদন লওয়া হউক।

৩। মাননীয় মিথিলেশ শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ শ্রীমহামণ্ডলকে যে যে দান পত্র প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে তিনি স্বতই আপনার রাজধানী দ্বারবঙ্গে শ্রীমিথি-

উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর অগ্নিহোত্রী বিগত সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীবঙ্গাবর্ত্ত ধর্ম্ম-মণ্ডলের অন্তর্গত কায়মগঞ্জে শ্রাদ্ধ, অবতার ও মূর্ত্তি পূজার উপর তিনটী, আতাইপুর জদীদ নামক স্থানে শ্রাদ্ধ এবং সাকার উপাসনার উপর দুইটী, কম্পিলা নামক স্থানে কর্ম্ম, নিরাকার খণ্ডন, এবং সাকারের উপর ৩টী বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ ১০০।১৫০ শ্রোতার আগমন হইত। কতিপয় সজ্জন শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলে মাসিক এবং বার্ষিক সহায়তা দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আশা করি, ঐ সকল মহাশয় আপনাপন প্রতিজ্ঞানুসারে শীঘ্র প্রধান কার্য্যালয়ে সহায়তা প্রেরণ পূর্ব্বক ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত স্বামী আনারাম সাগর বিগত সেপ্টেম্বর মাসে সীতামারী, সমস্তিপুর, বাঁকীপুরের অন্তর্গত ছোট এবং বড় দীঘাপুর, লাল গঞ্জের অন্তর্গত হথিয়ান সরায় নামক স্থানে এবং মুজঃফর পুরে গোরক্ষা, মূর্ত্তিপূজা, অবতার, পুরাণ মণ্ডন, মুক্তি, স্ত্রীশিক্ষা, এবং দ্বৈতাদ্বৈত বিষয়ে বড়ই প্রভাবশালী বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রভাবে সীতামারীতে শ্রীজানকী হিন্দু সংস্কৃত পাঠশালা, সমস্তিপুরে গোরক্ষিণী সভা, হথিয়ান সরায়ে নূতন সনাতন হিন্দু ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। সমস্তিপুরের গোরক্ষিণী সভায় ৫ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়া গোশালা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত ভারতে ৫২ লক্ষ সন্ন্যাসী বাস করেন। যদি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্তত পক্ষে এক সহস্র সন্ন্যাসীও স্বামীজীর পন্থানুবর্ত্তন করেন, তবে ভারতের ধর্ম্মোন্নতি হইতে কয়দিন লাগে?

শাখাসভা সংবাদ।

আলোয়ারের সনাতন ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রদত্ত শর্ম্মা আপনার সভার বার্ষিকোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ তাহার সারাংশ প্রকাশিত হইল। বিগত ২৭শে হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উৎসব হইয়াছিল। সভামণ্ডপ অত্যন্ত রমণীয় ভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীদরবার হইতে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য মিলিয়াছিল। প্রথম দিবস প্রাতঃকালে দেব পূজা এবং হবন কার্য্য সমাধা হয়, এবং সায়ংকালে ভজন সঙ্গীত এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি পণ্ডিত গণেশদত্ত শাস্ত্রী মহোপদেশক শ্রীমহামণ্ডল ও আলোয়ার রাজের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট মঙ্গলাচরণ করিয়া প্রোগ্রাম পাঠ করেন। তৎ পশ্চাৎ হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস মথুরানিবাসী শ্রীযুক্ত শব্দবারিধি পণ্ডিত বামনাচার্য্য শাস্ত্রী মহোপদেশক শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল, সংস্কৃত ভাষায় সুললিত বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া উপ-

স্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই প্রফুল্ল হইয়াছিলেন। তাহার পর বিদ্যাবাগীশ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোবিন্দরাম শাস্ত্রী মহোপদেশক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল সংস্কার সম্বন্ধে ১॥০ ঘণ্টা করিয়া অতি সারগর্ভ প্রশংসোৎপাদক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, উপস্থিত সভাসদ্‌গণ সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। তৃতীয় দিবস শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যমুনাদত্ত শাস্ত্রীজী "সংস্কৃত শিক্ষার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোবিন্দরাম শাস্ত্রী "শ্রীকৃষ্ণ লীলা" সম্বন্ধে অনুপম প্রভাবশালী বক্তৃতা করেন। চতুর্থ দিবস শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বামনাচার্য্য শাস্ত্রী "অবতার" বিষয়ে একঘণ্টা কাল শাস্ত্রতত্ত্বগর্ভ পরম প্রশংসনীয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোবিন্দরাম শাস্ত্রী তৃতীয়দিবসের বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ সমাপন করেন। অবশেষে সভার অধ্যক্ষ মহাশয় বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর ঠাকুর দুর্জ্জন সিংহ সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চুনীলালজী এবং মহোপদেশকদিগকে ধন্যবাদ করিয়া সভাভঙ্গ এবং উৎসব সমাপ্ত হয়।

মুঙ্গের হইতে একব্যক্তি উক্ত সভার অধ্যক্ষ মহাশয়কে নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে, স্বামী আত্মারামজীর তথায় গমনের পর বক্তৃতা করিতে আগমন পর্য্যন্ত সভার ব্যবস্থা পৃথক্ ছিল না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সাধারণের সহিত অধ্যক্ষ মহাশয়ের অমনোযোগিতায় ৩০ বৎসরের সভাটী আজ লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে।

৺কাশীধামে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কয়েকটী শাখাসভা ইতঃপূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে এবং আরও কয়েকটী স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে। বিগত অনন্ত চতুর্দ্দশীর দিন ভাদৈনী অঞ্চলে যে শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে, উহাতে নিয়মিত রূপে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য চলিতেছে, প্রতি চতুর্দ্দশীতে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। উক্ত সভার ধর্ম্মোৎসাহী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিজয়ানন্দ ত্রিপাঠি এবং সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মোহনদাসজী সভার উন্নতি সাধনে বিশেষ মনোযোগী আছেন। আশা করি তাঁহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উত্তরোত্তর ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর কাশীরাজের রাজধানী রামনগরেও শ্রীমহামণ্ডলের একটি শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ আচার্য্য মহাশয় উক্ত সভার সভাপতি। গত আগস্ট মাসে প্রধান কার্য্যালয়ের

দ্যাবিদ্যাপীঠ উদ্ধারের প্রারম্ভিক কার্য্যরূপে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন, এই নিমি- শ্রীযুক্ত নৃপবরকে অনেকানেক ধন্যবাদ করা হউক। শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয়কে লিখিয়া উক্ত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের রিপোর্ট চাহিয়া লওয়া হউক।

৪। আজমীরের শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয়ের সুব্যবস্থার নিমিত্ত ঠাকুর শ্রীযুক্ত হরিচরণ সিংহজীকে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা মঞ্জুর করা হইল।

৫। শ্রীযুক্ত অনারেবল রায় বাহাদুর লালা নিহালচাঁদজী মহাশয়, প্রধানাধ্যক্ষজী মহাশয়, রাজাবাহাদুর আওয়াগড় এবং বাবু জ্বালাপ্রসাদজী ডিপুটি কলেক্টর প্রভৃতির দ্বারা যে চারি জার্ণেল দেবালয় সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত উক্ত মহাশয়দিগকে এবং চাঁদাদাতাদিগকে ধন্যবাদ করা হউক। ইহা মহামণ্ডলের ধর্ম্মালয় সংস্কার বিভাগের কার্য্য।

৬। নাসিকের মহাপরিষদের অধিবেশনের রিপোর্ট উপস্থাপিত করা হইল এবং আনন্দ প্রকাশ করা হইল। মহাপরিষদ দক্ষিণ প্রান্তের যে যে যোগ্য ব্যক্তিকে ধর্ম্ম এবং বিদ্যা সম্বন্ধীয় উপাধি দ্বারা ভূষিত করিবার নিমিত্ত শ্রীমহামণ্ডলের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহোদয়ের নিকট অনুরোধ করা হউক।

৭। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের বিগত ২১ শে সেপ্টেম্বর তারিখের সার্কুলার পাঠ করা হইল। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে এই সার্কুলার সমস্ত শাখাসভা ও ধর্ম্মবক্তাদিগের নিকট পাঠান হউক।

৮। হরিদ্বার, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রধান কেন্দ্র। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডলের ডেপুটেশনের সহিত শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত মহাতীর্থে শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যকেন্দ্র স্থাপন করিবার নিমিত্ত যে কিছু যত্ন হইয়াছে, তাহা শুনিয়া প্রসন্নতা প্রাপ্ত হওয়া গেল।

৯। পরম মাননীয় শ্রীযুক্ত ভারত সম্রাট উদারতা এবং করুণা দেখাইয়া ভারতীয় প্রজার প্লেগ ইত্যাদির দ্বারা দুঃখের নিমিত্ত যে সহানুভূতি সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত হিন্দুজাতির বিরাটসভা শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অনেকানেক ধন্যবাদ দেওয়া হউক এবং এই ধন্যবাদের সূচনা মাননীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হউক।

১০। শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি শ্রীমিথিলেশকে মাননীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যোগ্যতানুসারে তাঁহার বংশপরম্পরাগত মহারাজা বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন, [illegible] তন্নিমিত্ত শ্রীমিথিলেশকে হর্ষ প্রকাশ সংবাদ দেওয়া হউক এবং গবর্ণমেণ্ট যে যোগ্যপাত্রে যোগ্যসম্মান প্রদান করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত মাননীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible]-

বাদ দেওয় হউক। এই মন্তব্য অনুসারে শ্রীমিথিলেশ বাহাদুর এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র পাঠান হউক।

১১। যত শীঘ্র হয় প্রবন্ধকারিণী সভার অধিবেশন করা হইবে এবং এপর্য্যন্ত এই কমিটি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা উপস্থাপিত করা হইবে। আগামী অধিবেশনে বজেট মঞ্জুর করাইবার নিমিত্ত উপস্থাপিত করা হইবে।

উপদেশক ভ্রমণ।

—:০০০:—

উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রবণ লাল জী বিগত সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরাজস্থান ধর্ম্ম-মণ্ডলের অন্তর্গত ঝালাওয়ারের গঙ্গাধর রাজ্যে ভক্তি, ধর্ম্ম এবং মূর্ত্তি পূজার উপর পাঁচ দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ ৪চারি শত শ্রোতা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। অতঃপর তিনি আজমগড়ে ধর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে ৪চারি দিন বক্তৃতা করেন, তাহাতে প্রত্যহ প্রায় ১৫০ শ্রোতা একত্রিত হইতেন। তথায় ২১ জন সহৃদয় ব্যক্তি মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। তাহার পর দেওয়াসের অন্তর্গত আগোঠ নামক স্থানে ধর্ম্ম, অহিংসা,সত্য,দান এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে তাঁহার ছয়টী বক্তৃতা হয়, প্রায় ৩ শত শ্রোতা প্রত্যহ তাঁহারা বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতেন। তথায় মহামণ্ডলের ২৪ জন নূতন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত খচরোদ নামক স্থানে উক্ত উপদেশক মহাশয় ৫টি বক্তৃতা করেন, প্রত্যহ প্রায় ৭ শত শ্রোতা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। জাবরহো নামক স্থানে ধর্ম্ম, ভক্তি, বিদ্যা এবং অহিংসা সম্বন্ধে তাঁহার ৬টী বক্তৃতা হয়। তাহাতে প্রত্যহ এক সহস্র লোক একত্রিত হইত। ঐ স্থানে মহামণ্ডলের ৮১জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যমুনা দত্ত শর্ম্মা গত সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত আগরায় শ্রীসনাতন ধর্ম্মসঞ্জীবনী সভায় শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। আগরার অন্তর্গত অছনেরা নামক স্থানে তিনি ভক্তি, সনাতন ধর্ম্ম এবং মূর্ত্তি পূজার উপর তিনটী বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ ২০০ শত শ্রোতার সমাগম হইত। ঐ স্থানে শ্রীমহামণ্ডলের ১০জন নূতন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ স্থানের শ্রীজীবরাম পূজারী বড়ই ধর্ম্মোৎসাহী। ঐ স্থান হইতে উপদেশক মহাশয় ধোলপুরে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সোনেলাল ঝা শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত শম্ভুনাথ নামক স্থানে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে ২ দিন, বুঢ় নগরে রাম নাম সম্বন্ধে একদিন, সজুআউ এবং চতরিয়ায় সদাচার সম্বন্ধে, করমৌলীতে বিদ্যাসম্বন্ধে এবং খড়কা নামক স্থানে রাম নাম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

জি সি এস আই, জি সি আই ই, ওচ্ছা রাজাধিপতি মহাশয় আপনার ধর্ম্ম রক্ষায় দৃঢ়ব্রত। একাধারে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সদাচার, স্বধর্ম্মানুরাগ, সাধনায় প্রবৃত্তি, দানে আশক্তি এবং সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি বহু প্রশংসনীয় গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান আছে। এক্ষণে শ্রীমহামণ্ডলের সঞ্চার কার্য্যালয় (ডেপুটেশন) টিকম গড়ে অবস্থান করিতেছে। শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ স্বয়ং স্বহস্তে উক্ত স্বধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত টিকমগড় নরেশকে শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে সংরক্ষক মানপত্র প্রদান করিয়াছেন। যথাযোগ্য সম্মানের সহিত শ্রীদরবারেও তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। আশা করি, এই জাতীয় সম্মান প্রাপ্তির দ্বারা নৃপবরের ধর্ম্মোৎসাহ আরও অধিক বৃদ্ধি হইবে। শ্রীভগবান এরূপ ধার্ম্মিক নরপতিকে দীর্ঘায়ু করুন।

বর্ত্তমান ধার্ম্মিকবর টীকমগড় নরেশের ধর্ম্মপত্নী পরম ধার্ম্মিকা শ্রীমতী রাণী শ্রীমহারাণী শ্রীসরাই মহেন্দ্র মহারাণী বৃষভানু কুমারীজু দেবী অল্পদিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের রাজকুলকামিনীদিগের মধ্যে পরলোকপ্রাপ্তা মহারাণী আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। শ্রীমতী কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া জনকপুর তীর্থে একটী অতি বিশাল দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত প্রাচীন তীর্থের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এই প্রকার অযোধ্যা তীর্থেও এক বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ধার্ম্মিক সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি, পুত্র, কন্যা, বিশাল রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যাদির দ্বারা পূর্ণ রাজ প্রাসাদ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেও শ্রীমতী ফলমূল ভক্ষণ করিয়াই থাকিতেন, এবং দিবারাত্রি হরিকথা শ্রবণ, দান, এবং ধর্ম্মাদি কার্য্যে মগ্না এবং লিপ্তা থাকিতেন। বুন্দেলখণ্ড কি, সমস্ত ভারতবর্ষে যে, তাঁহার চরিত্র আদর্শ স্থানীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমহামণ্ডলের বিগত প্রয়াগাধিবেশনে শ্রীমতীকে "ধর্ম্মলক্ষ্মী" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহার স্বর্গারোহণ হওয়ায় ধর্ম্মোপাধি প্রাপ্তির সুখ অনুভূত হয় নাই। যাহা হউক এক্ষণে শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ স্বয়ং টিকমগড়ে উপস্থিত হইয়া উক্ত ধর্ম্মোপাধির সনন্দও শ্রীযুক্ত উচ্ছা নরেশকে প্রদান করিয়াছেন। আশা করি শ্রীমহামণ্ডলের এই গুণগ্রাহিতাশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য রাজমহিষীগণের এবং কুলাঙ্গনাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মোৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় ৺কাশীধামে সংস্থাপিত হইবার পর হইতেই এস্থানে প্রতিনিয়ত সনাতনধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য অতি সাফল্যের সহিত

চলিতেছে। পরন্তু এবৎসর কিছু বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। এই বিশেষত্ব শ্রীমহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহাশয় কর্ত্তৃক বৈতনিক ধর্ম্মোপদেশক নিয়োগ নিমিত্ত সুব্যবস্থার দ্বারাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহামণ্ডলের সুযোগ্য কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে দুইজন ধর্ম্মোপদেশক আছেন। এক ব্যক্তি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিগমাগম চন্দ্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্যোতিঃস্বরূপ শর্ম্মা। ইঁহারা প্রত্যেক হিন্দু সভায় এবং মেলায় উপস্থিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপদেশকগণ, যে সময়ে কোন কারণোপলক্ষে প্রধান কার্য্যালয়ে আগমন করেন, তাঁহাদিগেরও ২।৪টী বক্তৃতা অবশ্যই হইয়া থাকে। এই রূপে পবিত্রধাম কাশীর অধিবাসিগণ ধর্ম্মামৃত পান করিয়া বিশেষরূপে ধর্ম্মতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দিত হন। বিগত আশ্বিন মাসে লক্ষ্মী-কুণ্ডের মেলায় উপরিউক্ত মহোদয়দ্বয় কুণ্ডের তীরে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদরজী শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হনুমানজী সাকার উপাসনা সম্বন্ধে বড়ই প্রভাবশালী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের জনতা বহুল পরিমাণে হইয়াছিল, এমন কি অনেকে বসিবার স্থান পর্য্যন্ত পান নাই। তাহার পর কাশীস্থ শঙ্খোদ্ধার মহল্লায় বিহারী জীর মন্দিরে কাশীবাসী বহু সংখ্যক সাধু সজ্জনের উপস্থিতি এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবাচার্য্য জীর সভাপতিত্বে ভাদৌনা দেব সভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়ানন্দ তেওয়ারী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্যোতিঃস্বরূপ শর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদর শর্ম্মা সাধুদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, এবং মোহান্ত মোহনদাসজী ও মোহান্ত রামগোলাম দাসজীর অনুমোদনানুসারে ঐ স্থানে "সাধু সভা" স্থাপিত হয়। আচার্য্যজী উক্ত সভার স্থায়ী সভাপতি এবং মোহন্ত জগমোহন শরণজী উহার অধ্যক্ষ হইতে স্বীকার করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় উপাসনাবিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীবিহারী জীর জয়ধ্বনি দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীভগবান সাধুদিগের সুমতি প্রদান করুন যে, সর্ব্বত্র সকলেই ধর্ম্মোদ্ধারে তৎপর হন।

গ্রন্থ সমালোচনা।

—— ।০। ——

হিন্দু ধর্ম্ম। (হিন্দু শাস্ত্র সংগ্রহ পুস্তক) দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীদীননাথ গঙ্গো-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী এবং পীলীভীত নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্রজী উপদেশক শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের বিদ্যালয়ে তথা প্রধান রইস শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিনারায়ণ জীর সভাপতিত্বে অবতার এবং ভক্তি-বিষয়ে অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই ভক্তি-গদগদ এবং রোমাঞ্চ কলেবর হইয়া উপদেশক মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ প্রদান এবং প্রশংসা করিয়াছেন।

বিগত আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশীর দিন খয়রা জেলার অন্তর্গত সির্জ্জাপুরের সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের আদেশ ক্রমে প্রধান কার্য্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী এবং নিগমাগম চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। উপদেশক মহাশয়দিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সভার কর্তৃপক্ষগণ বিশেষরূপে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উপদেশকগণ বড়ই আদরের সহিত সভার কর্তৃপক্ষ প্রেরিত হাতীর উপর উঠিয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হন। সভামণ্ডপ অতি রমণীয় ভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বক্তৃতা শুনিতে প্রায় ৫০০ শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত ঠাকুর গোকুল প্রসাদ সিংহ পীড়িত থাকায় জনৈক বৃদ্ধ পণ্ডিত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মঙ্গলাচরণ হইবার পর, মহামণ্ডল কার্য্যালয়ের ধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী "নিত্যাবৃত্তি" সম্বন্ধে একটী অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপশ্চাৎ শ্রীযুক্ত মোহান্ত মোহন দাসজী "সাকার নিরূপণ" সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা উক্ত সভার অধ্যক্ষ করেন। অনন্তর চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় "মূর্ত্তি পূজা"র উপর একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দয়ানন্দীদিগের কূট প্রশ্নের সমাধান শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং দয়ানন্দীদিগকে ধিক্কার প্রদান করিতে থাকেন। দ্বিতীয় দিবস শ্রীযুক্ত ঠাকুর সাহেবের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় সভাস্থ সকলেই শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রূপে বিশেষ কষ্টের সহিত উৎসব সমাপ্ত হয়।

মহামণ্ডল সংবাদ।

শ্রীযুক্ত স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ একটী অতি আবশ্যকীয় কার্য্যে উপস্থিত

তথায় হঠাৎ উদয়পুর হইতে শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে আগমন করেন। উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে প্রায় ১ মাস সময় ব্যয়িত হয়। অতঃপর তিনি সভার কার্য্যের ধর্ম্ম কার্য্যে যোগদান করেন। এক্ষণে সভার কার্য্যের সহিত তিনি শ্রীযুক্ত ওর্চ্ছানরেশের রাজধানী টিকমগড়ে অবস্থিতি করিতেছে। পরম ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত নৃপতিবর উদয়পুরাধিপতির ন্যায় সংরক্ষক মানপত্র শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজের করকমল হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজ আরও কিছু দিন টিকমগড়ে অবস্থান করিবেন।

বুন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত চরখারি রাজ্যটী নিতান্ত অল্প প্রসিদ্ধ নহে। টিকমগড়াধিপতি ছত্রশাল বংশাবতংস শ্রীযুক্ত মন্মথান্‌সিংহ দেবজুবাহাদুর বড়ই ধার্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত, গোব্রাহ্মণ পালক, এবং প্রজা পালক। তাঁহার রাজ্যে প্রতিবর্ষে কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গিরিবরধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের গোবর্দ্ধন ধারণ মহোৎসব অতি উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত ভক্তি ভাবে সম্পাদিত হয়। রত্নসাগর নামক এক বৃহৎ সরোবরের অনতিদূরে একটী সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে এই মহামেলা হইয়া থাকে। বহুদূর দেশ হইতে বহু সংখ্যক ব্যক্তি মেলা দেখিতে এবং পণ্য বিক্রয়ার্থ আগমন করে। তথায় একটী বৃহৎ বাজার বসে। বহুদূরস্থিত নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র সাধু মহাত্মা ঐ স্থানে উপস্থিত হন। এবারেও এতদুপলক্ষে একটী উদ্যানে সুবিশাল বিতানের মধ্যবর্ত্তী একটী মনোহর মণ্ডপে ভগবানের অষ্টধাতু-নির্ম্মিত মহাকৃতি যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবানের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সংস্থাপিত। এইরূপে ১৫ দিন পর্য্যন্ত অহর্নিশ আনন্দস্রোত চলিয়াছিল। স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর আপনার সদস্যবর্গ সমভিব্যাহারে প্রত্যহ উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। বড় বড় পণ্ডিতও ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, এবং আপনাপন বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক রাজা কর্ত্তৃক সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বর্ত্তমান মহারাজা এবং তাঁহার পিতৃ-শ্রীযুক্ত কুমার দেব সিংহ দেবজু বাহাদুর হিন্দী ভাষায় অতি সুললিত কবিতা প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং হিন্দী ভাষার কবিদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে উদয়পুরের হিন্দুসূর্য্য রাজকুল যেরূপ স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ এবং আজিও পর্য্যন্ত উদয়পুরের নরপতিগণ যেরূপ স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে বদ্ধ পরিকর আছেন, টিকমগড়ের নরপতি শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমহারাজা শ্রীসবাই মহেন্দ্র মহারাজা স্যর প্রতাপ বাহাদুর সিংহজুদেব সবামদরাজ হায় বুন্দেল খণ্ড

পাধ্যায় সঙ্কলিত ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতায় হিন্দুসভা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০।

যথা সময়ে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের সমালোচনা ধর্ম্ম প্রচারকে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় ভাগ বাহির হইয়াছে। গ্রন্থ সংকলনকর্ত্তা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, "কাশী প্রবাসী ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ এবং ইয়ংমেনস্ গীতা (Young Men's Gita) প্রণেতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এবং প্রয়াগের মুয়র সেণ্ট্রাল কালেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক (Professor) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আদিত্য রাম ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত দেখিয়া আবশ্যক মত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।" গ্রন্থ সংকলন কর্ত্তা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় ধর্ম্ম প্রচারকের পাঠকবর্গের নিকট অধিক করিয়া দিতে হইবে না। কারণ তৎকর্ত্তৃক রচিত বহুল পরিমাণে গদ্য পদ্যময় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ ধর্ম্ম প্রচারকের কলেবর পরিপুষ্ট করে। বিশেষতঃ এই বৃদ্ধ বয়সেও গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও ইহার পরিপুষ্টি ও উন্নতি কল্পে প্রতিনিয়ত কঠোর পরিশ্রম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়ে বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে লেখনী ধারণ করেন। আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চাকারীদিগের মধ্যে একমাত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ই জীবিত থাকিয়া অতীত কালের স্মৃতি জাগরুক করিয়া দিতেছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার রচিত কোন প্রবন্ধ বা পুস্তক দেখিলে আমাদিগের মনে যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দ উদিত হয়। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহোদয় আমাদিগের বিশেষ পরিচিত এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। ইংরাজী উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও বেদান্ত শাস্ত্রে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আছে, এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতা সম্বন্ধে সমালোচনা করাই বাহুল্য। সুতরাং যখন উল্লিখিত দুইজন মহাত্মা বিশেষ পরিশ্রম সহকারে এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন, তখন পুস্তক খানি যে, ক্ষুদ্র কলেবর হইলেও সমাজের বিশেষতঃ আধুনিক সমাজের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবারই

ইহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত পুস্তকের গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থের প্রথমেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় তত্ত্ব সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রীয় যুক্তি সহ বহু প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়টী পাঠ করিলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যায়। তাহার পর অধ্যায়ে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা আছে। গীতা, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রণীত আত্মবোধ, ছান্দোগ্য, মাণ্ডুক্যাদি কয়েকখানি উপনিষদ্, মনু সংহিতা, শিব সংহিতা, অধ্যাত্ম রামায়ণ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়া আত্মজ্ঞান কি, কি উপায়ে উহা লাভ করিতে পারা যায়, এবং উহা লাভ করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা অতি বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, কেন, কঠ, তেজো বিন্দু, ধ্যান বিন্দু, বৃহদারণ্যক, অথর্ব্বশিখ, গীতা প্রভৃতি উপনিষদ্, বিষ্ণুপুরাণ, শিবসংহিতা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত, ঋগ্বেদ সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে বহুল পরিমাণে বচন ও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এবং আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে মন্তব্য দুইটী অধ্যায় অতি সুন্দর ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে হিন্দুসাধারণে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য-শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক ও আপনাদিগের গৃহতত্ত্বানভিজ্ঞতা নিবন্ধন বৈদেশিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার পক্ষপাতী বহুসংখ্যক হিন্দুসন্তান বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবাসীর ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি কিরূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ভিত্তি সমূহের উপর সংস্থাপিত। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন, তাঁহার কৃপায় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চীরায়ু লাভ করিয়া জন সাধারণের এবং অধঃপতিত বঙ্গ-সন্তানদিগকে আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনার দ্বারা ধর্ম্মোন্নতির সহিত আত্মোন্নতি সম্পাদনে প্রণোদিত করেন।

প্রকৃতি রহস্য। শ্রীবিহারী মিত্র প্রণীত। বংশের সহিত আত্মপরিচয় এবং বর্ত্তমান কালের কায়স্থগণকে উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থকার অতি বিদ্রূপাত্মিকা ভাষায় সমগ্র বঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান রীতিনীতির উপর তীব্র ব্যাঙ্গোক্তিচ্ছলে অনেক শিক্ষণীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে আদ্যোপান্ত সরস গ্রাম্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কায়স্থ জাতির উপর গ্রন্থকার নির্ভীক ভাবে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে যেরূপ শিক্ষিত সমাজের বর্ত্তমান ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নিতান্তই বিদ্রূপ সূচক হইলেও শিক্ষা প্রদ।

মহারাজার দান।

——:০০০:——

ধর্ম্মপ্রচারকের পাঠকবর্গ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে বঙ্গীয় সংস্কৃত বিদ্যার্থী-দিগের এই প্রাচীন বিদ্যাপীঠ ৺কাশীধামে অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিবার অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত এখানে একটী বঙ্গীয় ছাত্র নিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে ছাত্র নিবাসটী চিরস্থায়ী হয় ও বিদ্যার্থিগণ বিনাক্লেশে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারে, এই নিমিত্ত শ্রীমহামণ্ডল হইতে বঙ্গের মহামান্য রাজন্যবর্গ, জমিদার, কাশীস্থ অন্নসত্রাধিপতি এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য প্রার্থনা পূর্ব্বক আবেদন করা হইয়াছিল। এক্ষণে সেই আবেদনের সুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, দিনাজপুরের ধর্ম্মপ্রাণ, বিদ্যোৎসাহী, সহৃদয় শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর ছাত্রনিবাসে বার্ষিক ৬০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং এবৎসরের সাহায্য ৬০৲ টাকা শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক বদান্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকৃত সাত্ত্বিক দানের নিমিত্ত যে মহারাজা বাহাদুর ধন্যবাদার্হ, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা মহারাজের দীর্ঘজীবন এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উন্নতি প্রার্থনা করি। আশা করি, বঙ্গের রাজন্যবর্গ ও ধনি-সন্তানগণ মহারাজা বাহাদুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক আপনাদিগের দানধর্ম্ম সার্থক এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত বিদ্যার্থী-দিগের চিরদিনের অভাব দূরীভূত করিয়া ঐহিক অক্ষয় কীর্ত্তি এবং পারত্রিক মঙ্গল উপার্জ্জনে উপেক্ষা করিবেন না।

শুভ সংবাদ।

আমরা অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মিথিলেশ বাহাদুর সম্প্রতি একটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর কি ধনে, কি মানে, কি বিদ্যায়, কি প্রকৃতিতে, কি ধর্ম্মনিষ্ঠায়, কি বদান্যতায় বর্ত্তমান সময়ের রাজন্যবর্গের মধ্যে আদর্শ স্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীভগবানের অনুকম্পায় পুত্রমুখ-সন্দর্শন ব্যতীত তাঁহার কোন বিষয়ের কোনও রূপ অভাব ছিল না—তাহাও এক্ষণে পূর্ণ হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি, পরম ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত মিথিলেশ বাহাদুরের নব কুমার বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে পিতৃ-ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় পিতার গুণাবলী প্রাপ্তি পুরঃসর পিতৃ-গৌরব অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করুন।

দান প্রাপ্তি।

নিম্নলিখিত মহাশয়গণ কৃপাপূর্ব্বক বিগত জুলাই (ই° ১৯০৭) মাসে সহায়তা প্রেরণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মাসিক সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস্ শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা ইন্দ্র মহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর জি সি এস আই, ভারতমার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি ২৫০৲

হিজ হাইনেস্ শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহজী বাহাদুর কে সি আই ই, মিথিলাধিপতি ১৫০৲

বার্ষিক সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত দুখীরামজী তেলী, জোহান্সবর্গ, ট্রান্সভাল, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫৲

বিশেষ সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরজী মাথুর, ফতেগড় ৪৲

সনাতন ধর্ম্মসভা, বেরেলী

মাঃ শ্রীযুক্ত স্বামী যোগানন্দজী ধর্ম্মোপদেশক হইতে প্রাপ্ত ৬৲

দঃ সনাতন ধর্ম্মসভা নরসিংহপুর

মাঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রজী মহোপদেশক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে প্রাপ্ত ১০৲

শ্রীযুক্ত মান্যবর রাজা বলবন্ত সিংহ বাহাদুর সি, আই, ই আওয়াগড়াধিপতি ৭৫৲

শ্রীযুক্ত অনারেবল রায় বাহাদুর লালা নিহাল চন্দ্রজী সাহেব ২৫৲

মাঃ শ্রীপণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী উপদেশক ৫৪৲

সনাতনধর্ম্ম সভা বহরাইচ হইতে উপহার প্রাপ্ত ২১৲

শ্রীযুক্ত জোখীরাম নম্বরদার করিয়ামই ১৮৲

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামসেবক পাণ্ডে মহাশয়, অধ্যক্ষ সনাতন ধর্ম্মসভা বহরাইচ দঃ ভেট ৫৲

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ পাঠক মহাশয় জেলালাবাদ, দঃ ভেট ৫৲

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিধারী লালজী শুকুল মহাশয় সাণ্ডিলা হইতে দঃ রাহা খরচ ২৲

শ্রীযুক্ত অযোধ্যা প্রসাদ মহাশয়, উকীল শিবরাম	১৲
শ্রীযুক্ত চৌধুরী প্যারী লালজী মাদবপুর	১৲
শ্রীযুক্ত চৌধুরী শিবচরণ সিংহ মহাশয়, লম্বরদার জরিফ, নগর	১৲
সাধারণ সভা খাতে	১০৮৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চৌবে গোবর্দ্ধন দাসজী মহাশয় মাং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রবণ লালজী উপদেশক ২৫৲

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

জুলাই ইং ১৯০৭ ইং।

জমা	
রোকড় বাকী	৭২৫।৶২
সাধারণ সভা খাতে	১০৮৲
মাসিক সহায়তা খাতে	৪০০৲
বার্ষিক সহায়তা খাতে	১৫৲
এক কালীন দান খাতে	২৫৲
বিশেষ সহায়তা খাতে	১৭৪৲
ব্যাঙ্ক খাতে	১৩'৮
ফেরৎ ডাক টিকিট খাতে	৸৴৬
ছাপাই বিভাগ খাতে	৭৶০
বুকডিপো খাতে	৪৮/৩
মুংফরিক্কা খাতে	৯৲
হিসাব তলব খাতে	১৯৫৷৷৵৩
মোট জমা	১৭০.৸/১০

কৈফিয়ৎ———

জমা	১৭০১৸/১০
খরচ	১০৯৬'৶০

খরচ	
ডাক টিকিট খরচ খাতে	২৫৷৷/৯
ছাপাই বিভাগ খাতে	২৬৮ ৶০
বৃত্তি খাতে	১৯৩৲
শ্রীশারদামণ্ডল খাতে	২০৲
শ্রীদেবসেবা খাতে	৬৸৬
অতিথি সৎকার খাতে	৭৩৷৷৵৩
উপদেশক বৃত্তি খাতে	৫৩'৯
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	১১৬/৩
বিদ্যা প্রচার খাতে	২০৲
ষ্টেশনারি খাতে	৸০
অনাথালয় খাতে	৫৲
শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় কলিকাতা খাতে	৩৪৲
শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় আজমির খাতে	২৫৲
শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	৭৫৲
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় মথুরা খাতে	৩০৲

বাকী	৬০৫৶১০	শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় লাহোর খাতে	২৫৲
মঃ ছয়শত পাঁচ টাকা [illegible] আনা দশ পাই মাত্র।		মুৎফরিক্কা খরচ খাতে	১১৮৯
বেনারস ব্যাঙ্কে	৪২২৮/৪	হিসাব তলব খাতে	১১৩৲
প্রধান কার্য্যালয়ে	১৬২॥/৬	মোট খরচ	১০৯৬৷৴০

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ।

দঃ শ্রীকাশীপ্রসাদ ত্রিপাঠী, মুনীম।

বিজ্ঞাপন।

শ্রী শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার।

৺কাশীধামে বহুসংখ্যক অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও অনাথা ও বিধবাদিগের সহায়তার নিমিত্ত এখানে কোন ব্যবস্থা নাই। ইহাতে অনাথ অক্ষম, দীনহীন এবং কাঙ্গালিনী ও সহায় সম্পত্তি হীনা বিধবাদিগকে সময় সময় অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু এপর্য্যন্ত এবিষয়ে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। কয়েক মাস হইতে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় "শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার" নামে ৺কাশীধামে একটী দান ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থানের এই চিরদিনের অভাবটী দূর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। গত চৈত্রমাস হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল বদান্য মহাত্মা এই ভাণ্ডারে সাহায্য প্রদান করিতেছেন এবং করিবেন, বার্ষিক রিপোর্টে এবং মহামণ্ডলের মুখপত্র সমূহে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশিত হইবে। এই দান ভাণ্ডারে যে সকল অর্থাদি প্রেরিত হয় তাহা দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ ব্যতীত রোগীর সেবা, নির্ধন বা জরাগ্রস্থ ব্যক্তির সেবা, এবং নির্ধন বিদ্যার্থীদিগের সহায়তার নিমিত্ত ব্যয়িত হইয়া থাকে। যে সকল সহৃদয় ধর্ম্মাত্মা এই ভাণ্ডারে দান করিয়া প্রকৃত সাত্ত্বিক দান জনিত পুণ্য ও যশোলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উহা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে প্রধান সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরীর নামে পাঠাইবেন। শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

সত্বর হউন! সত্বর হউন!! সত্বর হউন!!!

পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহ মুদ্র যন্ত্রের উন্নতির সহিত কি রাজনীতি, কি সাহিত্য, কি ব্যবসায়, সকল বিষয়ের যে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত

আছেন। বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে সাহিত্য এবং ব্যবসায়াদি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার এক মাত্র কারণ পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহের ন্যায় সাহিত্য এবং ব্যবসায়ের এক মাত্র পৃষ্ঠপোষক মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির প্রতি এখনও পর্য্যন্ত ভারতবাসীর দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয় নাই। ব্যবসায়ের প্রধান সহায় সময়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং সাহিত্য ক্ষেত্রের উন্নতি বিষয়ে প্রধান অবলম্বন বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার এই উভয় কার্য্যই মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। বিশেষতঃ ভারতের মুদ্রণ কার্য্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহ অপেক্ষা বহুব্যয়সাধ্য, অথচ প্রায়ই শোচনীয় রূপে জঘন্য। এই নিমিত্ত প্রায়ই এখানকার ব্যবসায়ে ক্ষতি এবং সাহিত্যজীবীদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের এই চির অভাব দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীভারত ধর্ম্মমণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইহার সংরক্ষক ও সহায়ক ভারতের স্বাধীন নৃপতিবর্গ, রাজা, মহারাজা ও জমিদারদিগের উৎসাহে এবং সাহায্যে দুই লক্ষ টাকা মূলধনে সম্ভুয়সমুত্থান প্রথায় (Joint Stock Companey) কাশীধামে "শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশ সমিতি লিমিটেড" নামক একটি সমিতি স্থাপিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫ টাকা এবং ইহা ৮হাজার অংশে বিভক্ত। যে সকল মহাশয় এই সমিতির অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা যে কেবল আর্থিক লাভে লাভবান হইবেন, তাহা নহে, পরন্তু জাতীয় উন্নতি এবং পবিত্র সনাতনধর্ম্মোন্নতি কার্য্যেও সহায়ক হইয়া কি ইহকাল কি পরকাল উভয়েরই উন্নতিসাধন করিবেন সন্দেহ নাই। এই সমিতির অনেক অংশই শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংরক্ষক, সহায়ক এবং পৃষ্ঠপোষক মহাশয়গণ গ্রহণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট অংশের নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র শীঘ্র প্রেরণ করুন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ও এই সমিতির অনুষ্ঠান পত্রের নিমিত্ত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীরাজ নারায়ণ শিবপুরী প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল, মহাশয়ের নিকট পত্র লিখুন।

বিশেষ প্রয়োজন।

—:o:—

বহুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা আর্টষ্টুডিও (Calcutta Art Studeo) দ্বারা "দুর্গাদেবের ছবি" প্রকাশিত হয়। ঐ ছবি এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। যদি কোন দোকানে উহা পাওয়া যায় বা কোন ধর্ম্মানুরাগী কোন ধর্ম্ম কার্য্যালয়ের জন্য উহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উচিত মূল্য দিয়া আমরা উহা লইতে প্রস্তুত আছি। উহা পাইলে আমরা উপকার মনে করিব।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি,

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

সাধারণ সভ্য মহোদয়দিগের প্রতি।

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদিগের এক মাত্র বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের বার্ষিক সহায়তার নিমিত্ত সাধারণ সভ্যদিগের নিকট হইতে বৎসরে কেবল একটী মাত্র টাকা লওয়া হয় এবং মহামণ্ডলের মুখপত্র তাঁহাদিগের নিকট বিনামূল্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অনেক সভ্য মহাশয় ২।৩ বৎসরেরও সাহায্য বাকী রাখিয়াছেন। সভ্য মহাশয়দিগের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহাদের সাহায্যের টাকা অতি সাত্ত্বিক ভাবে ধর্ম্ম কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। অতএব নিবেদন, সভ্য মহোদয়গণ কৃপা করিয়া যত শীঘ্র পারেন, মহামণ্ডলের প্রাপ্য টাকা প্রেরণ পূর্ব্বক আপনাদিগের জাতীয় শক্তি রক্ষার সহায়তা করুন। রাজা মহারাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু সাধারণের উন্নতি সংসাধনার্থই শ্রীমহামণ্ডলের অভ্যুদয় হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু সাধারণের বিশেষ মনোযোগ ব্যতীত এরূপ বিরাট ব্যাপার কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্য সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এবং ইহা যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এ অবস্থায় সাধারণ সভ্য মহোদয়দিগের অতি সামান্য দেয় সাহায্য যদি সময়ে প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে এই বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? অতএব আশা করি, সভ্য মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য অবধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না।

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

কাশ-কুলিশ।

সর্ব্বপ্রকার কাশির অমোঘ ও বিশেষ পরীক্ষিত মহৌষধ।

এই সুখসেব্য মহৌষধ ব্যবহার কালে কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। তিন সপ্তাহ ব্যবহারে যত দিনের এবং যেপ্রকার কাশির পীড়া হউক না কেন, প্রায়ই আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ইহা বহু পরীক্ষিত। গর্ভবতী রমণী এবং অতি অল্পবয়স্ক শিশুকেও এই নির্দ্দোষ মহৌষধ ব্যবহার করাইতে পারা যায়। কেবল মাত্র দেশীয় পদার্থে এই ঔষধ প্রস্তুত। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১৷৷০। এক মাস ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ৫৲; ব্যবহারের নিয়ম ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা ঔষধের সহিত দেওয়া হয়।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

ম্যানেজার ভগবান কোং

বাঙ্গালীটোলা, বেনারস্ সিটি।

শ্রীহরিঃ।

অষ্টবিংশ ভাগ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। পৌষ, মাঘ ১৩১৪ সাল।

ধর্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের

মাসিক মুখপত্র।

প্রবন্ধ সূচী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	প্রার্থনা (শ্রীহরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন)	৮৯
২।	তত্ত্বকথা	৯০
৩।	বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি) ...	৯১, ১৩২
৪।	স্বদেশ সেবা (শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়)	৯৬
৫।	বিচিত্র দর্শন (পূর্ব্বানুবৃত্ত) শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৯৮
৬।	ধর্ম্মস্বরূপ (পূর্ব্বানুবৃত্ত) শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজ...	১০১, ১৩১
৭।	ভারতের আদ্যসহধর্ম্মিণী (শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম) ...	১০৩, ১৩৭
৮।	কোকিল কূজন বা ত্রথের গাথা পূর্ব্বানুবৃত্ত)	১০৮
৯।	শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভার মন্তব্য	১১১
১০।	এক খানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার (পূর্ব্বানুবৃত্ত) ...	১১২
১১।	বর্ণনির্ণয়ের প্রতিবাদ শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ, ...	১১৩
১২।	মহামণ্ডল সংবাদ	১১৭
১৩।	গ্রন্থ সমালোচনা	১১৯, ১৪১
১৪।	ষোড়শ পঞ্জরিকা স্তোত্রম্ (শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি বিদ্যানিধি অনূদিত	১২৮
১৫।	সনাতনধর্ম্মের সার্ব্বভৌমরূপ	১২৫
১৬।	সদ্গতি এবং জীবন্মুক্তি	১৪৬
১৭।	উপদেশক ভ্রমণ	১৪৫
১৮।	শ্রীমহামণ্ডলের অধিবেশন	১৪৭
১৯।	সাধারণ সভ্যের তালিকা	১৫২

৺কাশীধাম।

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে শ্রীমহাদেব শর্ম্ম-কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ এবং ছাপাই বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত।

ইং জানুয়ারি ১৯০৮।

☞ মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রকে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

ধর্ম্ম প্রচারক সংক্রান্ত নিয়ম।

১। ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মুখপত্র। ইহাতে মহামণ্ডলের কার্য্যালয়াদি সম্বন্ধীয় সম্বাদ প্রভৃতি এবং ধর্ম্ম, বিদ্যা ও সদাচার বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে রাজনীতি অথবা সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় না। মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রকেই বিনামূল্যে প্রদত্ত হয়।

২। ইহাতে প্রকাশিত কোন বিষয়ের জন্য নিম্নে মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকিলেই তজ্জন্য মহামণ্ডল দায়ী হইবেন।

৩। মহামণ্ডলের সংরক্ষক, প্রতিনিধি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার সভ্য এবং ধর্ম্মমণ্ডল, ধর্ম্ম মণ্ডলী ও শাখাসভা সকলকে ধর্ম্ম-প্রচারক বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

৪। উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভাল প্রবন্ধ লওয়া হয়।

৫। ধর্ম্ম-প্রচারক সংক্রান্ত কোন কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে অথবা ঠিকানাদির পরিবর্ত্তন করাইতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয়।

৬। বিজ্ঞাপনদাতাদিগের সুবিধার জন্য বিজ্ঞাপনের দর যথা সম্ভব কম করা হইল।

৭। বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম;—

		প্রতিপৃষ্ঠা,	অর্দ্ধপৃষ্ঠা,	সিকিপৃষ্ঠা,	প্রতিপংক্তি
এক বৎসরের জন্য প্রতি বার		৪৲	২॥০	১॥০	।০
ছয় মাসের জন্য	”	৪॥০	৩৲	২৲	।/০
তিন মাসের জন্য	”	৫৲	৩॥০	২।০	।৵০
এক মাসের জন্য	”	৬৲	৪৲	৩৲	॥০

ক্রোড়পত্র দিবার নিয়ম।

প্রতিবারের জন্য ৪৲। বিজ্ঞাপন ১ তোলার অধিক হইলে প্রতি বিজ্ঞাপনে ৫ পয়সা অধিক দিতে হইবে। অশ্লীল ও মাদক দ্রব্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়, তবে গবর্ণমেণ্ট ও এদেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে বিজ্ঞাপনের মূল্য বিল করিয়া আদায় করা হয় বলিয়া তাহা পশ্চাতে দিলেও চলে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য প্রধান কার্য্যালয়ে সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

প্রধান কার্য্যালয়। } কার্য্যাধ্যক্ষ,
কাশীধাম। } ধর্ম্ম-প্রচারক।

বিজ্ঞাপন!

যে সকল ধর্ম্মোৎসাহী মহাশয় আপনাদিগের অভাব সংকোচপূর্ব্বক মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যোগদান করিয়া ধর্ম্মসেবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপনাদিগের যোগ্যতার প্রশংসা পত্র সহ শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহাশয়ের নামে আবেদন পত্র প্রেরণ করুন। কারণ বিবিধ বিভাগের নিমিত্ত শীঘ্রই অনেক গুলি কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইবে। কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৮।

২৮শ ভাগ
৪র্থ সংখ্যা

পৌষ।

সন ১৩১৪ সাল
ইং ১৯০৭ খৃঃ।

প্রার্থনা।

বদ কর্হি হরিষ্যসি চিত্ততমস্তব পাদযুগং সুখশান্তিকরং।
অবলম্বয়তি স্বতএব মনঃ, ভবদুঃখনিবারিণি দক্ষসুতে। ১।
পরলোকগতি র্মমকা গিরিজে! প্রভবিষ্যতি মে মনসীতি মুহুঃ।
সমুদেতি কদা করুণা তবসা, ভবদুঃখনিবারিণি দক্ষসুতে। ২।
দয়য়াদ্যদৃশা ন হি পশ্যসি মামিহ সংসৃতিসাগরমগ্নমহো।
নিজ পুত্রমিতিপ্রবিধায় হৃদি ভবদুঃখনিবারিণি দক্ষসুতে। ৩।
তব ভীষণমূর্ত্তিরতিপ্রবলা খলু বৈরিজনে তব ভক্তজনে
নমুসৈব তনুর্মহতী সরলা ভবদুঃখনিবারিণি দক্ষসুতে। ৪।
অবগন্তুমিহার্হতি কোঽপি নহি তবতত্ত্বমহো তপসা গিরিজে!।
দয়য়া যদি তে নহি সংযতহৃৎ ভবদুঃখনিবারিণি দক্ষসুতে। ৫।
নরমুণ্ডবিনির্ম্মিত শোভনতো গলদেশ বিভূষণ তোঽত্র নরঃ।
নহিবক্তুমলং তব সুন্দরতাং ভবদুঃখনিবারণি! দক্ষসুতে! ৬।
শবহস্তবিনির্ম্মিত মেখলয়া তবরূপ সুগৌরবমত্র শিবে।
নহিবক্তুমলং মনু কোঽপিনরঃ ভবদুঃখনিবারিণি দক্ষসুতে। ৭।
বপুষা বচসা মনসা তপসা সহসা নহি সা সুখশান্তিকরী।
সমুদেতি শিবে তব সৌম্যতনুর্বহুভাগ্যমৃতে ভবদুঃখহরে। ৮।
স্তুতিরত্র ভবে তব পাদতলে হর সুন্দরতঃ প্রণতেন কৃতা,
ত্বয়িমান সমস্ত চ নিত্যমহো পরিতিষ্ঠতু তেঽস্থ নিবেদনকং। ৯।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলমহোপদেশক
শ্রীহরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্নেন।

তত্ত্বকথা।

ত্রিভাব।—পরমাত্মার চিন্তা করিবার পক্ষে তিনটী ভাব আছে। যথা—অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত। সৃষ্টির অতীত নিষ্ক্রিয় গুণাতীত নির্গুণ ভাবের নাম ব্রহ্মভাব। যখন পরমাত্মার দৃষ্টি হইতে সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের কার্য্য হইতে থাকে, সেই সকল ভাবকে ঈশ্বর ভাব বলে এবং অনন্ত বিরাটরূপী স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত যে ভগবানের রূপ, তাহার নাম বিরাট রূপ। ব্রহ্মরূপ অধ্যাত্ম, ঈশ্বররূপ অধিদৈব এবং বিরাট পুরুষ অধিভূত ভাবের দ্বারা জানা যায়। পরমাত্মার প্রথম অধ্যাত্মরূপ, স্বরূপ লক্ষণ দ্বারাই জানা যায় এবং তাঁহার অধিদৈব ও অধিভূত রূপ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বিদিত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত জ্ঞান দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

ঋষি।—যে প্রকার এই সংসারে লৌকিক সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা পরিচালন নিমিত্ত অনেক বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপ্রতিনিধির প্রয়োজন হয়, সেই রূপ জগৎ কর্ত্তা পরমাত্মার এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সুরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার বহু সংখ্যক প্রতিনিধির আবশ্যক হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ আধ্যাত্মিক সুব্যবস্থার অধিষ্ঠাতা: জ্ঞান প্রকাশ করা তাঁহাদিগের কার্য্য। মহর্ষিগণ নিত্য। তাঁহাদিগের অবতারও হইয়া থাকে।

দেবতা।—এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিদৈব কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত দেবদেবীগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। সমষ্টি এবং ব্যষ্টি কর্ম্মকে ফলোন্মুক্ত করা, জীব সমূহের সদসৎ কর্ম্মানুসারে তাহাদিগের ফলভোগ প্রদান করা, এবং ব্রহ্মাণ্ডের অধিদৈব ক্রিয়াকে নিয়মিত রূপে সুসম্পন্ন করা ইঁহাদিগের কার্য্য। তিনটী দেব এবং তাঁহাদিগের শক্তি তিনটী দেবী প্রধান। প্রধান পদানুসারে ৩৩টী দেবতা আছেন এবং বিস্তার রূপে বহুসংখ্যক। দেবতা নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দ্বিবিধ। যেরূপ ইন্দ্রাদি দেবতা নিত্য এবং বন দেবতা ও গৃহ দেবতা নৈমিত্তিক। দেবদেবীদিগেরও অবতার হইয়া থাকে।

পিতর।—ব্রহ্মাণ্ডের আধিভৌতিক অংশের সুরক্ষা নিমিত্ত পিতরগণ নিযুক্ত। বেদ সমূহে নিত্য পিতরগণের বর্ণনা আছে; ঋতু স্বরূপেও বেদে পিতরদিগের স্তুতি করা হইয়াছে। ঋতুদিগের যথাকালে যথারূপে আবির্ভাব হওয়া এই সকল পিতরগণের কার্য্যাধীন। স্বাস্থ্য, বল বীর্য্য পিতৃগণের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের যে সকল পরলোকগত পিতৃগণ পিতর লোকে গমন পূর্ব্বক বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নৈমিত্তিক পিতর বলা যায়। নিত্যপিতৃগণ নিত্যরূপে অবস্থিত, কিন্তু নৈমিত্তিক পিতরদিগকে আপনাপন কর্ম্মানুসারে পিতৃলোক হইতে উর্দ্ধলোক ও অধোলোকে গমন করিতে হয়।

বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

(৩)

গীতায় শ্রীভগবান উপদেশচ্ছলে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

গীতা। ৩ অ। ১২।১৩ শ্লোঃ।

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে ভোগ সকল প্রদান করিবেন, অতএব যে ব্যক্তি দেবদত্ত ভোগ্য সকল দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া উপভোগ করে, সে চোর। সাধু ব্যক্তিরা যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন দ্বারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি কেবল আপনাদিগের জন্য পাকাদি করে, সেই পাপাত্মারা পাপই ভোজন করে।

মৎস্য সূক্তে দেখা যায়,—

অনিবেদ্যং ন ভুঞ্জীত মৎস্য মাংসাদিকঞ্চ যৎ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্॥

অর্থাৎ মৎস্য মাংসাদি যে কিছু আহার্য্য নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করা উচিত নহে, কারণ যে অন্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করা না হয়, তাহা বিষ্ঠা এবং যে জল (দুগ্ধাদি পানীয়) নিবেদিত করা না হয় তাহা মূত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। অর্থাৎ মলমূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধ যুক্ত না হইলেও অথবা আস্বাদনের কোনও রূপ বিকৃতি না ঘটিলেও অনিবেদিত পদার্থ আহার করিলে, তাহা শরীরে মল মূত্র আহারের ক্রিয়া হইয়া থাকে, শাস্ত্রকারগণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াই এইরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে, আধুনিক ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ভারতবাসীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত উল্লিখিত ভগবদুক্তি ও অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের বৈজ্ঞানিক রহস্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন, সেই জন্য এমন ব্রাহ্মণ বাটী দেখা যাইত না, যে বাটীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, কালীমূর্ত্তি প্রভৃতি অথবা অন্ততঃ একটী করিয়া শালগ্রাম শিলা বা বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত না ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও আপনাপন বাটীতে শালগ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া (অন্ততঃ গৃহস্বামী) পূজার পূর্ব্বে আহার করিতেন না; দেবসেবার কোনও রূপ অসুবিধা হয় এবং পাছে অনিবেদিত পদার্থ ভক্ষণ করিয়া বংশধরগণ মলমূত্রসেবী হয়, এই আশঙ্কায় অনেকে আপনার সম্পত্তি দেবোত্তর এবং বংশধরদিগকে সেবায়েৎ হইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য ভারতবাসীদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, তাঁহাদিগের নির্ব্বোধ পূর্ব্বপুরুষগণ নিতান্ত কুসংস্কারপূর্ণ বর্ব্বর ছিলেন, তাই বাটীতে এক একটা পাথরের মূর্ত্তি অনর্থক রাখিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতিরা মনে করেন যে, স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণ আপনাদের অর্থ প্রাপ্তির পথ সুগম করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নির্ব্বোধ পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই কুমতি প্রদান করিয়াছে। এই নিমিত্ত কোন কোন বুদ্ধিমান সেই সকল বিগ্রহকে সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কেহবা কোন দেবালয়ে, কেহবা গুরু পুরোহিত বা অন্য কোন ব্রাহ্মণের নিকট গছাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছেন; আর কেহবা বিগ্রহকে "ভোজন কণ্টক" নাম প্রদান করিয়া অতি বিরক্তির সহিত সেবা করিতেছেন।

অতি কুক্ষণে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কৃত বোধোদয়ের মধ্যে লিখিয়াছেলেন, "পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না ইত্যাদি" এবং মিশনারিদিগের কুহকে পড়িয়া নির্ব্বোধ ভারতবাসীদিগের স্বধর্ম্মত্যাগ-নিবারণের নিমিত্ত মহাত্মা রামমোহন রায় অতি কুক্ষণে উপনিষদ-প্রবর্ত্তিত বেদের জ্ঞানকাণ্ড সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অবশ্যই "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" নীতির পক্ষপাতী হইয়া অর্থাৎ হিন্দু সন্তানমাত্রকেই তাঁহাদিগের ন্যায় বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া বোধোদয়ের মধ্যে পুত্তলিকার চক্ষু সত্ত্বে অন্ধ এবং ভারতবাসী হিন্দু পৌত্তলিক নহে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাতে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদিগেরই গৃহদেবতা পুত্তলিকা এবং তাঁহাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষগণ পৌত্তলিক ছিলেন।

এতৎ প্রসঙ্গে একটী আখ্যায়িকা মনে পড়িল। একব্যক্তি তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে সুশিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত উভয়কেই হিন্দুর পরম পবিত্র গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে রামায়ণ মহাভারত পাঠে তাহার কি জ্ঞানলাভ হইয়াছে। পুত্র উত্তর করিল যে জগতে রমণীর ন্যায় উৎকৃষ্ট ভোগ্য পদার্থ আর কিছুই নাই। কারণ রাবণের ন্যায় বুদ্ধিমান রাজা এবং মহাবীর একটী মাত্র রমণীর নিমিত্ত রাজ্য এবং বংশ সমস্তই বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অতএব আমাদেরও রাবণের ন্যায় "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। পুত্রের জ্ঞানোন্নতি দর্শনে ঐ ব্যক্তির জ্ঞান লোপ হইল। তিনি পুত্রকে মহাভারত পাঠের ফল জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহসী হইলেন না। অতঃপর তিনি কন্যাকে ডাকিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠে তাহার কিরূপ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কন্যা তখন বিদুষী—সে পিতাকে হাসিতে হাসিতে বলিল যে, কুন্তী বিবাহিত পতি ব্যতীত চারিটী পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রবধূ দ্রৌপদীও একসঙ্গে পাঁচটী স্বামী লইয়া সুখে ও আনন্দ চিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করায় তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছেন, অতএব স্ত্রীলোক মাত্রেরই তাঁহাদিগের পন্থাবলম্বন করা উচিত, কারণ মহাভারতেরই অপর স্থানে আছে,--"বেদাঃ বিভিন্নাঃ

স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" সুতরাং তাহাকে যেন দ্রৌপদীর ন্যায় পাঁচটী স্বামীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। পুত্র ও কন্যার বাক্য শুনিয়া পিতার একেবারে চক্ষুঃস্থির হইল। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন পুত্র এবং মহাবুদ্ধিমতী কন্যা রামায়ণ ও মহাভারত হইতে এরূপ অভূতপূর্ব্ব সারসংগ্রহ করিবে! বালকদিগকে চেতন এবং অচেতন পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল বালকদিগের শিক্ষোপযোগী "বোধোদয়" নামক পুস্তকে পুত্তলিকার উদাহরণ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বালকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে ইহাতে বালকদিগের পিতা বা শিক্ষকদিগের জ্ঞান বিকৃতি সম্পাদিত হইবে। শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এত অধিক জানিলে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকদিগকে চেতনাচেতনের পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিতেন। এইরূপ হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মোদঘাটনে নিতান্ত অক্ষম অথচ আত্মমত সমর্থন দ্বারা নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিবৈপরীত্য-সম্পাদক মিশনারিদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত মহাত্মা রামমোহন রায় উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও ভারতমাতার অদৃষ্ট-বৈগুণ্য-বশতঃ "শিব গড়িতে বানরের" উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ ভারতবাসীদিগের বিষয়ে যাহাদিগের (মিশনরিদিগের) ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্ত্তন নিমিত্ত তিনি বেদান্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এমন কি এখন সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে ভারতবাসীদিগের উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে এক বিশেষ গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধিমান ভারত সন্তানগণ আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে পৌত্তলিক স্থির করিয়া লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়াছেন, তাই আপনাদিগের পিতৃপিতামহগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবাসী শিক্ষিত-সম্প্রদায় অনিবেদিত পদার্থ ভক্ষণ জনিত বিষ্ঠামূত্র-ভক্ষণের সুস্পষ্ট ফল সদ্য সদ্য ভোগ করিতেছেন।

আজকাল বৈজ্ঞানিক যুক্তির বাহুল্য বশতঃ অজ্ঞানতা-বৃদ্ধির দিনে অনেকে প্রমাণ ব্যতীত কোন কথাই গ্রাহ্য করেন না। অনেকে হয়ত বিদ্রূপ করিয়া বলিবেন "অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা এবং পানীয় মূত্র" তাহার প্রমাণ কি? তা—প্রমাণের নিমিত্ত অধিক দূর যাইতে হইবে না। ভারতবাসীর "শ্ববৃত্তি-প্রিয়তাই" ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চাকুরীর বা দাসত্বের অন্য একটী নাম শ্ব-বৃত্তি অর্থাৎ কুকুরবৃত্তি ইহা মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল যে ভারতবাসী চাকুরী অর্থাৎ কুকুরবৃত্তির নিমিত্ত লালায়িত ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বা সংবাদ পত্রাদির আন্দোলন আলোচনা বল, আর পাশ্চাত্যদিগের সহিত প্রতিযোগিতাই বল—এক চাকুরী বা শ্ববৃত্তি লাভই প্রধান আন্দোলনের বিষয়। আজ যদি ভারতবাসী মোটা চাকুরী গুলি পায়, তবে সমস্ত আন্দোলনই অচিরে বন্ধ হইবে।

এখন দেখিতে হইবে এই জঘন্য কুকুর বৃত্তিতে ঘৃণার পরিবর্ত্তে ভারতবাসীর অত্যধিক

আপত্তি হইবার কারণ কি? কোন কোন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন মহোদয় বলিবেন যে, ভারতের দারিদ্র্যই ইহার একমাত্র কারণ। কিন্তু তাঁহাদিগকে একবার পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুরের" গল্পটী পড়িতে অনুরোধ করি। অতএব অভাবই যে চাকুরী-প্রিয়তার একমাত্র কারণ তাহা বলা যায় না। কারণ এমনও অনেক দেখা যায় যে অনেক ধনী সন্তানও "মুনসেফী" "জজিয়তি" "অপিসের বড় বাবুগিরি" "তহশিলদারী" প্রভৃতি "বড় বড় শ্ববৃত্তি" করিয়া আপনাদিগকে মহা গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। সুতরাং দরিদ্রতা শ্ববৃত্তি-প্রিয়তার অন্যতম গৌণ কারণ হইলেও প্রবৃত্তিই যে এই শ্ববৃত্তির মুখ্য কারণ, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে কথা এই যে, শ্ববৃত্তিকে শাস্ত্রকারগণ এরূপ ঘৃণা করিয়াছেন কেন? বিলাতী কুকুরের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু দেশীয় কুকুরের স্বভাব-সম্বন্ধে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা দেখিয়া কুকুরের ন্যায় নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট জীব জগতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এ বিষয়েও তাহার বিন্দুমাত্র দোষ নাই তাহাও স্বীকার করি। কারণ কুকুরের চরিত্র গত বৈচিত্র্য হইতেই তাহার প্রবৃত্তি ঐরূপ নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈচিত্র্যটী এই যে, একটা কুকুরকে সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন আকণ্ঠ ভক্ষণ করাইলেও অন্ততঃ একবার মল মূত্রের আঘ্রাণও করিবে। তাই শাস্ত্রকারগণ শ্ববৃত্তির নিন্দা এত অধিক পরিমাণে করিয়াছেন। কথিত আছে—আদিম মনুষ্যগণ অরণ্য বিনষ্ট করিয়া তথায় আপনাদিগের বাসোপযোগী নগর নির্ম্মাণ কালে পশুরাজ সিংহদিগকে আপনাদিগের বশতাপন্ন করিয়াছিল। তদবধি সেই সিংহদিগের বংশধরগণই সারমেয় নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাত্রিকালে আমাদিগের বাসস্থান রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত সারমেয়গণ "গ্রাম্য-সিংহ" নামে অভিহিত হইয়া আমাদিগের প্রসাদ-ভোজী রূপে বাস করে এবং প্রসাদের অভাব বা অপ্রাপ্তিবশতঃ আমাদিগের মলমূত্রের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে।

বলা বাহুল্য, যে জীব যেরূপ আহার করে, তাহার স্বভাব বা প্রকৃতিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। পিতৃশ্রাদ্ধ, বিবাহ, পূজা, পুরশ্চরণ ও ব্রতাদি অনুষ্ঠান কালে অনুষ্ঠাতার হবিষ্যান্ন অথবা নিরামিষ আহার্য্য গ্রহণ করিবার প্রথা হিন্দুশাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ, পবিত্র আহার্য্য গ্রহণ করিলে চিত্তবৃত্তিও পবিত্র হইবে এবং সেই পবিত্র চিত্তবৃত্তির দ্বারা পবিত্র কার্য্য করিলে তাহা সুসিদ্ধ হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে এই নিমিত্ত পবিত্রাহার এবং প্রসাদ ভক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা দেখা যায়। যে হিন্দুসন্তান একথা বিশ্বাস না করেন, তাঁহাকে একবার ৺জগন্নাথ পুরী শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতে অনুরোধ করি। যাহা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান, যাহার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, হিন্দু শাস্ত্রের প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে তাহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তবে সেই সকল প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে হয়। হিন্দুর ন্যায় প্রত্যক্ষবাদী জাতি পৃথিবীতে আর কোন স্থানে আছে কিনা সন্দেহ। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যজাতির দৃষ্টি স্থূল এবং বুদ্ধি জড়ভাব প্রাপ্ত বলিয়া তাঁহারা স্থূল বিজ্ঞান অর্থাৎ (Light) নক্ষত্রাদি বা বায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন, কিন্তু

হিন্দু ঐ সকলকে জড় অর্থাৎ চৈতন্যবিহীন বা অসার পদার্থ বলিয়া উপেক্ষা পূর্ব্বক পূর্ণজ্ঞানময় একমাত্র পরমার্থ তত্ত্বে মনোনিবেশ করিতেন। কিন্তু একথা আধুনিক সভ্যতাভিমানী পণ্ডিতম্মন্য নব্য সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব। কারণ যে মস্তিষ্ক ভূতাত্ম বা অধীনতা প্রাপ্তির লালসায় সতত অস্থির, সে মস্তিষ্ক মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার ভাব বা সংসার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্রহ্মভাব কিরূপে প্রবেশ করিবে? এই নিমিত্ত হিন্দুসন্তান মহান্ ব্রহ্মভাব ধারণ করিতে না পারিয়া ক্রমে অনার্য্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া পড়িতেছে এবং যতই তাহারা অনার্য্য ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, ততই অনার্য্যগণ তাহাদিগের উপর কি বিস্তারে, কি বুদ্ধিতে, কি জ্ঞানে, কি ধনে, কি বীর্য্যে সকল বিষয়েই আধিপত্য করিতেছে। জাতীয় চরিত্র বিনষ্ট হওয়ায় পশুরাজ সিংহের বংশধরগণ যেরূপ গ্রাম্যসিংহ সরমানন্দনরূপে মনুষ্যের প্রসাদ ভোজী হইয়াছে, অতঃপর পবিত্র আর্য্যবংশধরগণকেও যে সেইরূপ জাতীয় চরিত্র বিহীন হইয়া কালে ম্লেচ্ছ-প্রসাদ-ভোজী বর্ব্বর জাতিতে পরিণত হইতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আর্য্য ঋষিগণ এই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান পরীক্ষা করিয়াই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষিদ্ধ এবং প্রসাদভক্ষণ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এমন কি আপনার উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত ভক্ষণ করা হিন্দুশাস্ত্রে মহাপাপ।

আজ কাল কোন সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত ব্যক্তি একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন এবং বুঝিবার সামর্থ তাঁহাদিগের নাই। কিন্তু বস্তুশক্তি আপন র কার্য্য করিবেই করিবে। বিষপানে জীবন বিনষ্ট বা শরীরে অনিষ্ট হয় একথা বিশ্বাস কর আর নাই কর, বিষপান করিলে শরীরে বিষক্রিয়া হইবেই হইবে। অধুনা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বিকৃত মস্তিষ্ক, আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া ধারণাকারী শিক্ষিত সম্প্রদায় গীতাস্থ ভগবানের বাক্য বা মৎস্যসূক্তের শাসন অযুক্ত বলিয়া পিরুর হোটেলেই হউক বা পাচক ব্রাহ্মণ দ্বারাই হউক অথবা স্ত্রী কন্যার দ্বারাই হউক, আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত পাক করাইয়া যাহা ভোজন করিতেছেন এবং গৃহ দেবতা অথবা ইষ্টদেবতাকে নিবেদন না করিয়া যে সকল বস্তু আহার করিয়া থাকেন, সেই সকল অন্ন ও পানীয় তাঁহাদিগের শরীরে মলমূত্রের ক্রিয়া উৎপন্ন করে, আর তাঁহারা তাহারই ফলে নিজে স্বতঃই প্রবৃত্তি-প্রিয় হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের বংশধরগণও সেই মলমূত্রোৎপন্ন বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করায় প্রবৃত্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব লাভের উপায়ান্তর দেখিতে পায় না। সুতরাং আধুনিক ভারতবাসিগণ পিতৃপিতামহ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বা শালগ্রামশিলা প্রভৃতির সেবা বন্ধ করিয়া আত্মোদর-সেবা-পরায়ণ হওয়ায় শাস্ত্রানুসারে অনিবেদিত পদার্থরূপ মল মূত্র ভোজন-পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছেন অথবা "ভোজনকণ্টকের" হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করায় ক্রমে নষ্টবুদ্ধি হইয়া ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা এই সময় ভাবিয়া দেখা উচিত। কারণ এই জীবন সঙ্কটের দিনে ভারতবাসীর অবনতির প্রকৃত কারণ যতই উপেক্ষিত হইবে, ভারতবাসী ততই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বল, স্বদেশী আন্দোলন বল, দেশীয় তাঁত চালাইয়া কাপড় প্রস্তুত করাই বল, গবর্ণমেন্টের প্রসাদ লাভ বা অসন্তোষই বল, আর বর্ত্তমান কালের যাহা

কিছু বলনা কেন, যতদিন জাতীয় শরীরে প্রকৃত পীড়ার আবিষ্কার ও তাহার প্রতীকার চেষ্টা না হইবে, ততদিন ভারতবাসী ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, কারণ—১০০।১২০ হইতে লোকের পরমায়ু ৫০।৬০ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে,—ইহা যেন শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে রাখিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হন।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

—o—

স্বদেশ সেবা।

পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণের বিচার-পূত সিদ্ধান্ত 'প্রেম ব্যতীত সেবা হয় না'। স্থূলদৃষ্টি অদূরদর্শীর নিকট এই সিদ্ধান্ত অসমীচীন ও অরুচিকর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ ঋষিগণের বাক্যে শ্রদ্ধালু, তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদিগের যুক্তির স্বরূপাববোধে সম্যক ক্ষমবান না হইলেও ঐ যুক্ত্যাভাসের পক্ষপাতী নহেন। অতএব স্বদেশপ্রেম ব্যতিরেকে স্বদেশ সেবা অসম্ভব, ইহা আর্য্যসন্ততির পক্ষে বিচারসিদ্ধ কথা। ভারতবাসী যদি ভারতাখ্য স্বীয় স্বদেশ-সেবারূপ মহাব্রতানুষ্ঠানে ব্রতী হইতে চাহেন, তবে তাঁহার ঐ স্বদেশের প্রতি শুদ্ধ অহৈতুক প্রেম থাকা আবশ্যক; যে হেতু যে প্রেমে স্বার্থরূপ আবিলতার গন্ধ আছে, যে প্রেমের উদ্ভব কোন হেতু অপেক্ষা করিয়া, সেই প্রেম-মহীরুহে বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। যদি প্রকৃত ভারত সন্তান নামের যোগ্যতা অর্জ্জনে স্পৃহবান হইয়া থাক, যদি বস্তুতঃ ভারত মাতার প্রাণস্পর্শী দুঃখ ব্যাকুলতার সহিত সহানুভূতি যোগে যুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে প্রথমতঃ মন প্রাণ এক করিয়া, মনেমুখে এক করিয়া ঐ অহৈতুক প্রেমরূপ ধনে ধনী হইবার নিমিত্ত যত্নপর হও।

সমষ্টির সত্তাতেই ব্যষ্টির সত্তা—অতএব সমষ্টির কল্যাণেই ব্যষ্টির কল্যাণ, এই স্থির বিচার-সহ সিদ্ধান্তে আস্থাবান হইয়া তদুদ্দেশ্য সাধন কল্পে বীর্য্য ব্যয় করাই ব্যষ্টির এক মাত্র কর্ত্তব্য—শুধু কর্ত্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু-পালনে অমরত্ব। লেখকের মনে হয়, যে জাতীয় জীবন গঠনের ইহাই মূল সূত্র। অতএব স্বদেশ কল্যাণার্থীর এই নীতির আদর্শে জীবন গঠন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ লক্ষ্য পথের পথিক হইবার অধিকার লাভ করিতে হইলে ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার-সাধন একান্ত প্রয়োজনীয়। যথাসম্ভব ভারতকে পুনর্ব্বার সেই পুরাতন মহাজন নিষেবিত পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। জাতীয় সাহিত্য-মুকুরে জাতীয় চরিত্রের পরিস্ফুট প্রতিবিম্ব এই সত্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতকে জাতীয় সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই রূপ যেদিন ভারতের ধনবান ব্যক্তি মাত্রেই মনে করিতে শিখিবেন যে, যে ধনে তাঁহার স্বত্বাধিকার আছে বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা ভ্রম বিলাস মাত্র বরং তাহা সাধারণ প্রজাহিতার্থে

তাঁহার নিকটে গচ্ছিত রহিয়াছে, যে দিন ভারতের বিদ্যাবান্ ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ ভাবিতে শিখিবেন যে, তাঁহার বিদ্যার্জ্জন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নহে, পরন্তু তাঁহার বিদ্যাশক্তি যথোচিত বিকীরণ রূপ প্রয়োজন সাধনে নিয়োজিত হইবার জন্য; যেদিন ভারতের শক্তিমান ব্যক্তি মাত্রেরই মনোমধ্যে এই ভাব উদিত হইবে যে, তাঁহার শক্তি সঞ্চারিত হইবার জন্য—সেই দিনই ভারতের এক শুভ দিন। যে ক্ষণে বিলাসের আপাত মনোরম পরিণাম গান অঙ্কে শায়িত ব্যক্তিও এই রূপে ভাবিবার অবসর পাইবেন যে, তাঁহার দুষ্পূরণীয়া ভোগ লালসার তৃপ্তিসাধনকল্পে যাহারা শ্রম এবং সময় ব্যয় করিয়াছে, তাহারা কীদৃশ অবস্থায় বর্ত্তমান এবং এই ভাবের আবেগে তিনি অশ্রুবেগ সম্বরণে অশক্ত হইবেন, ভারতের ললাটে সে এক মহেন্দ্র ক্ষণ। এই শুভ মুহূর্ত্ত রবি যে দিন ভারত গগনে উদিত হইবে, সেই দিন বুঝিব যে ভারত যথার্থ কল্যাণ পথের সন্ধান পাইয়াছে। সেই দিন বুঝিব যে, যে ভারত একদা আধ্যাত্মিকতার লীলাক্ষেত্র ছিল, সেই ভারত মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের, প্রকৃত সভ্যতার অভিমুখে অগ্রসর হইবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে। মননশীল না হইলে মৃত্যুর করাল কবল হইতে ভারতের উদ্ধার আশা ব্যর্থ নিশ্চিত। হে ভারতি! তুমি কি আর্য্যবংশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কূট-নীতি-বহুল স্বার্থপর প্রতীচ্য সভ্যতানুগত বিলাস পিশাচের বজ্রমুষ্টি হইতে অব্যাহতি লাভ-কল্পে ব্যয়িত বীর্য্য হইতে কৃত-প্রযত্ন হইবে না? যে রাজবলে বলীয়ান হইয়া ভারত একদা জগতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং যে শক্তি-মন্দাকিনীর গতিমান্দ্যে অন্য লোকে অবজ্ঞাত ও নিগৃহীত, সেই ধর্ম্ম-শক্তির উদ্বোধন ব্যতিরেকে ভারতের মৃত্যু অনিবার্য্য।

যে ধর্ম্ম-শক্তির আধারত্ব হেতু তোমার বিশ্বাচার্য্যত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, হে ভারত! পুনর্ব্বার সেই ধর্ম্ম শক্তি জাগরিত কর, দেখিবে যে প্রতীচ্য জগতের কা কথা, সমগ্র জগৎ তোমার পরিচর্য্যার্থ অবনত শিরে দণ্ডায়মান। যেদিন ভারতের নর নারী এই তথ্য উপলব্ধি করিবেন যে, ভারতশক্তি জড় নহে, চেতন ভারতের প্রাণ ব্যষ্টিতে নহে—সমষ্টিতে ভারতের শান্তি ভোগে নহে—ত্যাগে, ভারতের মুক্তি ভেদে নহে—অভেদে—সেইদিন ভারত যথার্থই প্রবুদ্ধ, সেই দিন ভারত প্রকৃতই অমৃতত্বের অধিকারী। এই অবসরে বলিয়া রাখা আবশ্যক, ভারতেতিহাসের বিশেষ কথা এই যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত ভৌতিক ঐহিক উন্নতির সাহায্য অসম্ভব নহে।

পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মোহন বংশীধ্বনি ব্রজবধূগণের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহাদিগের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহারা স্ব স্ব ব্যষ্টিগত কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণারাম হৃষীকেশ-সুখে সুখিনী হইয়া প্রেমাবেগে তদভিমুখে ছুটিয়াছিলেন, তদ্রূপ যেদিন ভারতের পবিত্র নাম শ্রুতি পথের পথিক হইবামাত্র ভারত সন্তানের হৃদয়ে ত্যাগের ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিবে এবং সেই

ভাবের প্রেরণায় স্বদেশানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসী স্বদেশ সেবার নিমিত্ত উপযুক্ত হইবেন, সেইদিন দেখিবে ভারতবর্ষ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

বিচিত্র দর্পণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য।

৮ম চিত্র।

ঐ দেখ গ্রন্থকার রচনা কৌশল,
বিমোহিত করিছেন মানব সকল।
নানা উপদেশে গ্রন্থ করিয়া পূরিত,
তুষিছেন পাঠকের মোহ-মুগ্ধ-চিত।
কভু স্বভাবের ভাব করিয়া বর্ণন,
করিছেন মানবের মানস রঞ্জন।
প্রকৃতির চারু সজ্জা করি বিচিত্রিত,
ভাবুকের মন-পদ্ম করি বিকসিত,
বিশ্বভূপতির যত মহিমা অপার,
করিছেন সকলের সমক্ষে প্রচার;
কভু কত হিত কথা করিয়া ব্যাখ্যান,
ধর্ম্মপথে চলিবারে দিতেছেন জ্ঞান;
কভু বা নরকদণ্ড করিয়া বর্ণন,
সশঙ্কিত করিছেন পাপীদের মন;
মিথ্যাবাদী, প্রতারক, লম্পট দুর্জ্জন,
সুরাপায়ী, আর আর দুরাচারিগণ,
মনুজ সমাজে যারা কণ্টকের প্রায়,
করিছে বিচ্ছিন্ন, প্রেম-পদ্ম-কলিকায়,
তাদের কুকার্য্যাবলি করিয়া বর্ণনা,
করিছেন তাহাদের কত উত্তেজনা।
গ্রন্থমধ্যে এ সকল করিয়া পঠন,
কাহার না পুলকেতে পূর্ণ হয় মন?
কিন্তু মন এদিকেতে এসো একবার,
এখনি দেখিতে পাবে বিচিত্র ব্যাপার।
পড়িয়া যাঁহার গ্রন্থ পাইয়াছ জ্ঞান,
শত সাধুবাদ যাঁরে করিছ প্রদান,
নানাগুণে বিভূষিত জানিয়া যাঁহায়,
সহবাস করিবারে পাও সদুপায়।
সেই গুণাকর আর মান্য গ্রন্থকার,
গুপ্ত-ভাবে করিছেন কত অত্যাচার!
যে জঘন্য দোষ হ'তে হইতে ব'র্জ্জিত,
উপদেশ দিয়াছেন যিনি সুবিহিত,
সেই দোষে আপনিই হ'য়ে কলুষিত,
হ'তেছেন সকলের নিকটে ঘৃণিত!!
ওহে গ্রন্থকার, একি তব আচরণ?
আপনি হইয়া নানা দোষের ভাজন,
লজ্জিত না হও তুমি ক্ষণেক কারণ,
করিবারে অন্যজনে জ্ঞান বিতরণ?
হাজার হউক দোষী জ্ঞানহীন জন,
তোমা হ'তে দোষী কেহ নহে কদাচন;
বিজ্ঞান আলোকে তব পূরিত অন্তর,
তুমি আরো হবে নানা গুণের আকর,
দেখিয়া দৃষ্টান্ত তব বোধহীন জন,
সুপথে করিবে সদা পদ বিক্ষেপণ,
তা না হ'য়ে হেরে তব বিপরীত ভাব,
হইবে তাদের মনে ভাবের অভাব।
তোমারে করিয়া লক্ষ্য কথায় কথায়,
যথাচারী হবে তারা যথায় তথায়।
তোমার রচিত গ্রন্থ পড়িবে না আর,
অগ্রাহ্য করিবে সবে বচন তোমার।

অতএব হও নিজে ধাৰ্ম্মিক সুজন,
আপনার চরিত্রকে কর সংশোধন।
তবে অন্যে উপদেশ করিলে প্রদান,
করিবে আগ্রহ সহ সবে প্রণিধান।

৯ম চিত্র।

অই দেখ চলিছেন অধ্যাপক কত,
নানা ভাবে ধরি সবে বেশ নানা মত,
চূড়ামণি আদি আখ্যা করিয়া ধারণ,
করিছেন ধরাধামে সুখেতে ভ্রমণ।
কিন্তু মন জ্ঞাত হ'লে গোপনীয় ভাব,
একেবারে হবে তব ভাবের অভাব।
অবিদ্যা-সাগর কেহ, শঠ-শিরোমণি,
বিদ্যা অভিমানী আর নট-চূড়ামণি।
ষড় দরশন বিনি করি দরশন,
করেছেন ঈশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ।
তাঁহারো দেখিতে পাই বিচিত্র ব্যভার,
ভণ্ডামীতে পরিপূর্ণ হৃদয় ভাণ্ডার।
অপরে বাহ্যিক ভাব জানাবার তরে।
করেন কতই ভাণ নির্ভয় অন্তরে।
পূজার সহিত কোন সম্বন্ধই নাই,
ভালেতে তিলক তবু সুশোভন চাই।
"করি না শূদ্রের দান কখন গ্রহণ,"
এই বলে হয়ে থাকে কত অস্ফালন।
কিন্তু কোন হীন ব্যক্তি অতি কদাচারী,
হোটেলেতে খান যিনি কিছু না বিচারি,
বিখ্যাত পণ্ডিতগণে করি নিমন্ত্রণ,
দেন যদি মন পূরে দক্ষিণা ভোজন,
তাহা হলে দুই হস্ত করি প্রসারণ,
বিলম্ব কি হয় তাহা করিতে গ্রহণ?
দেখিবারে চাও যদি মহা পরিপাটি,
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যাও ধনীদের বাটী,
পণ্ডিত মণ্ডলী যথা করি অবস্থান,
লইতে অত্যুচ্চ দান সবে যত্নবান,
দেখ দেখ মল্লযুদ্ধ হতেছে কেমন,
শোন শোন হইতেছে অকথ্য কথন,
পণ্ডিতে পণ্ডিতে দেখ হতেছে বিচার,
মীমাংসার বিনিময়ে ভীষণ ব্যাপার,
নানা মত অঙ্গ ভঙ্গী হস্ত প্রসারণ,
[illegible] কত কঠিন বচন।
বিদায় হতেছে যথা অধ্যাপকগণ.
সে দিকেও একবার দৃষ্টি কর মন,
আমি অতি সুপণ্ডিত বাক্য ইত্যাকার,
মুখ হতে বিনির্গত হতেছে সবার,
ধনের লোভেতে সবে অজ্ঞান এমন,
করে নিজ গুণ ব্যাখ্যা সবার সদন।
তোমাদের ব্যবহার করি বিলোকন,
বিস্ময়েতে পরিপূর্ণ হইয়াছে মন,
শাস্ত্র-অধ্যয়নে কাল করিয়াছ গত,
হিতাহিত বিবেচনা আছে ভালমত,
মুনি ঋষি আদি করি মহাজনগণ,
কি প্রকার করিতেন জীবন যাপন,
আচার ব্যভার আর আহার বিহার,
এই সব তাঁহাদের ছিল কি প্রকার,
সবিশেষ রূপে সবে আছ অবগত,
তবে কেন কাৰ্য্য কর অবোধের মত?
বন্য ফল মূল আদি করিয়া ভক্ষণ,
করিতেন ঋষিগণ জীবন যাপন,
শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ করিয়া গ্রহণ,
করিতেন শিষ্যগণে জ্ঞান বিতরণ,
ধৰ্ম্ম আর নীতি শাস্ত্র আলোচনা করি,
যাপিতেন মহানন্দে দিবা বিভাবরী;
কিন্তু হায়! এ কেমন করি বিলোকন?

বিপরীত ভাব ধরে ঋষিপুত্রগণ,
বিদ্যা অভিমানী, কেহ লোভী অতিশয়,
দারুণ কপটে কারো দূষিত হৃদয়,
কেহ কেহ ধর্ম্ম রূপ কাচ আবরণে
করেন কুকার্য্য কত গোপনে গোপনে,
কেহ কেহ স্বীয়াভীষ্ট করিতে সাধন,
শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ করেন গোপন!

১০ম চিত্র।

পণ্ডিতের হীন ভাব করি আলোকন,
করিতেছি ধীরে ধীরে পদ সঞ্চালন,
হেনকালে দেখি এক কুটীর ভিতরে,
কতিপয় বিপ্রসুত পাঠাভ্যাস করে।
নিকটে যাইয়া আমি করি আকর্ণন,
আনন্দে করিছে তারা শাস্ত্র অধ্যয়ন।
আমাকে দেখিতে পেয়ে পণ্ডিত সুজন,
সাদরেতে করিলেন প্রিয়-সম্ভাষণ।
পাইয়া আমার কাছে আত্ম-পরিচয়,
হইল তাঁহার মনে আনন্দ উদয়।
অনুরোধ করিলেন আমারে তখন,
করিতে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ।
আনন্দে তথায় আমি করি অবস্থিতি,
জানিলাম সে টোলের নিয়ম পদ্ধতি।
পণ্ডিতের ব্যবহার করিয়া লোকন,
হইল আমার মন আনন্দে মগন,
পূর্ব্বকার কদ দৃশ্য হ'লো অন্তর্হিত,
অপরূপ ভাবে হ'লো অন্তর পূরিত,
প্রাচীন ঋষির ভাব হইল স্মরণ,
করিলাম আচার্য্যের চরণ বন্দন।
চতুষ্পাঠী রাখিয়াছে পূর্ব্বকার ভাব,
আমার অন্তরে ইহা হ'লো আবির্ভাব।
পণ্ডিতের আত্ম-ত্যাগ করি বিলোকন,
হইল আমার মন আনন্দে মগন,
পূজা আর ক্রিয়াদিতে যা হয় অর্জ্জন,
তাহা হ'তে ছাত্রগণে করেন পালন,
নিজের কষ্টের দিকে না করি লোকন,
ছাত্রদের সুখেতে রাখেন সর্ব্বক্ষণ,
সাহিত্য দর্শন আদি পড়া'য়ে যতনে,
বিতরেন জ্ঞান-সুধা তাহাদের মনে।
ছাত্রগণ প্রাপ্ত হ'য়ে চারু উপদেশ,
ধর্ম্ম আর শাস্ত্রে হয় পণ্ডিত বিশেষ।
প্রভাতে উঠিয়া করি অঙ্গ প্রক্ষালন,
করেন নদীতে গিয়া স্নান সমাপন।
তার পর পুষ্প আদি করিয়া চয়ন,
করেন প্রসন্ন মনে দেবতা অর্চ্চন।
এই সব অনুষ্ঠান করি সমাপন,
করেন আনন্দ মনে শাস্ত্র অধ্যয়ন।
রাঁধিয়া তাহার পর অন্ন ও ব্যঞ্জন,
মনের আনন্দে তাহা করেন ভোজন।
ডাল ভাত, ঝোল ভাত, খাদ্যের ব্যাপার,
ইহাতে না দেখিলাম কোন অত্যাচার।
মোটামুটি বসনেতে অঙ্গ আবরণ,
কিছুমাত্র সৌখিনতা না করি লোকন।
ছাত্রদের নম্রতার পেলাম প্রমাণ,
গুরু, গুরুপত্নী প্রতি সদা ভক্তিমান।
গুরুর নিস্বার্থ ভাব শিষ্যের বিনয়,
হেরিয়া হইল মম প্রফুল্ল হৃদয়।
কিন্তু ভিতরের ভাব হইয়া বিদিত,
হইল আমার মন ক্ষোভে বিষাদিত।
ধনিগণ পুণ্যকার্য্যে নহে প্রায় রত,
সেই হেতু পণ্ডিতের আয় নাহি তত।
ইঁহাদের দৈন্য দশা করি বিলোকন,
অতি অল্প ছাত্র আসে করিতে পঠন।

কাজেই টোলের সংখ্যা হইতেছে হ্রাস,
ইংরাজী শিখিতে দেখি সবার প্রয়াস।
সেই হেতু আর্য্য-ভাব হতেছে বিলয়,
বিলাসিতাব্যাপ্ত তাই হ'লো দেশময়।

ক্রমশঃ— শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ধর্ম্মস্বরূপ।

(স্বামী শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দজী মহারাজ লিখিত হিন্দি ভাষার বঙ্গানুবাদ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ইহার মর্ম্ম এই যে, উর্দ্ধগতিশীল যথার্থ সৃষ্টিক্রমের সহিত অধোগতিশীল অবাস্তবিক সৃষ্টিক্রমের কোন সম্বন্ধ নাই এবং অকিঞ্চিৎ স্বরূপ সৃষ্টি এবং লয়ের অধোগতিশীল অথবা উর্দ্ধগতিশীল কোনও প্রকারের সৃষ্টিক্রমের জীবের উন্নতি এবং অবনতি কিছুই হইতে পারে না। অতএব স্থিতির সময়ে মনুষ্যযোনি এবং উহার উপরের যোনির জীবসমূহের উর্দ্ধগতিশীল সৃষ্টিক্রম অর্থাৎ কেবল ধর্ম্মের আনন্দই লাভ করিতে করিতে পরমানন্দ সুখ-লাভ করা উচিত। অধোগতিশীল সৃষ্টিক্রম অর্থাৎ অধর্ম্মের আশ্রয় কখনও গ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ যেরূপে উর্দ্ধগতিশীল সৃষ্টিক্রমদ্বারা প্রথমে আনন্দ এবং ক্রমশঃ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই প্রকারে অধোগতিশীল সৃষ্টিক্রম মনুষ্যকে দুঃখভাগী করিয়া থাকে, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। শাস্ত্রসমূহের মধ্যে দুই প্রকার সৃষ্টির বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম আধ্যাত্মিক সৃষ্টিক্রম, যথা—ব্রহ্ম হইতে মায়া, মায়া হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি। দ্বিতীয় সৃষ্টিক্রমে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কারণবারির মধ্যে অণ্ড, তন্মধ্যে বিষ্ণু, তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা, তদনন্তর সনক সনন্দনাদি কুমার চতুষ্টয় এবং তৎপশ্চাৎ সপ্তর্ষি প্রভৃতি। উল্লিখিত উর্দ্ধগতিশীল এবং অধোগতিশীল সৃষ্টিক্রমরূপ দুই প্রকারের শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানের আপ্তপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিবার অর্থ এই যে, এই দুই প্রকারের সৃষ্টিক্রম যথেষ্ট হইবে।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রতিপাদিত ধর্ম্ম কোন ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা বিচার করিতে করিতে নিশ্চয় হইবে যে প্রকৃতি মাতার যে স্বাভাবিক অর্থাৎ যথেষ্ট চেষ্টা আছে, তাহার প্রতিকূল চেষ্টা না করিলেই জীবের তাহা ধর্ম্মাচরণ করা হইবে। নদীর প্রবল প্রবাহ মধ্যে পতিত কোন মনুষ্য যদি সম্পূর্ণ স্থির হইয়া অর্থাৎ হস্ত পদ সঞ্চালন না করিয়া স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, তবে প্রথমে ভাসিয়া যাইবার সময় তাহার সুখ প্রতীত হইয়া থাকে এবং পরিশেষে প্রবাহরহিত সমুদ্রে উপস্থিত হইবার পর সে পরম সুখ অনুভব করে। আর যদি সে প্রবাহ হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত হস্ত পদ সঞ্চালন করে, তবে সেই প্রবল প্রবাহ দ্বারা সে একদিকে চলিয়া যায় এবং প্রবাহের প্রতিকূলে চলিতে থাকে;

সেই সময়ে সে নদীমধ্যবর্ত্তী অসংখ্য জীবকে দুঃখপ্রদ মনে করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকে। প্রবল প্রবাহের মধ্যে প্রবাহিত জীব প্রবাহের অনুকূলে প্রবাহিত হয়, এই নিমিত্ত জলজন্তুগণ উহাকে সুখদ মনে করে। কারণ এই সকল জীবও কেহ অধিক এবং কেহ বা অল্প বেগের দ্বারা সেই বেগের অনুকূলে প্রবাহিত হয়; কিন্তু যখন কেহ ঐ প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, তবে যদিও ঐ জীব তাহাকে কোন দুঃখ দেয় না তথাপি সে এই কারণে আপনা আপনিই দুঃখিত হইয়া থাকে যে যে দিকে আমি যাইতেছি সে দিকে কেহ যাইতেছে না কেন? এবং প্রবাহ হইতে চলিতে থাকে অতএব যত ইচ্ছা ততই বাহুবল প্রয়োগ করিলেও চলিতে পারে না। উহার চলিতে না পারিবার কারণ এই যে প্রবাহের প্রতিকূলে গমন তাহা সে বুঝিতে পারে না পরন্তু ঐ সকল জীবকে কারণ মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। ঠিক সেই প্রকার ধার্ম্মিক এবং অধার্ম্মিক জীবসমূহকে অর্থাৎ প্রকৃতি মাতার অনুকূল গমনকারী জীবদিগকেও বুঝিতে হইবে। প্রকৃতি মাতার প্রাকৃতিক প্রবল প্রবাহ মধ্যে নিপতিত জীব মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াও যদি সে পুনরায় সেই প্রকার নিশ্চেষ্টরূপে বহিতে থাকে অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ করে, তবে জ্ঞানানন্দ প্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে পরব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে উপস্থিত হইয়া যাহার পশ্চাতে দুঃখ কদাপি সম্ভব থাকে না, সেই পরমজ্ঞানরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুক্ত হইয়া যায়, এবং যদি সেই জীব মনুষ্য যোনিতে অথবা তাহার উর্দ্ধতন যোনিতে কোনও প্রাকৃতিক প্রবাহের মধ্য হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত হস্তপদ সঞ্চালন করিতে থাকে অর্থাৎ পাপ করিতে থাকে, তবে সে সেই প্রবাহ হইতে পৃথক্ হইয়া অর্থাৎ ধর্ম্মবিমুখ হইয়া অধর্ম্মাচরণ দ্বারা সেই প্রবাহের প্রতিকূল চলিতে থাকে অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং প্রাকৃতিক প্রবাহরূপিণী নদীর অসংখ্য জীবই ত্রিতাপপ্রদ এইরূপ বিপরীত মানিতে মানিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকে। ফলতঃ নিবৃত্তিমার্গে গমনকারী জীব প্রবৃত্তিমার্গে গমনকারী জীবদিগকে দেখিতে পারে না এবং তাহা হইতে তাহাদিগের ক্লেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে নিবৃত্তিমার্গে গমনকারী মহাপুরুষগণ প্রবৃত্তিমার্গে গমনকারী জীবদিগের অধোগতি দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া থাকেন। ইহা হইতে সিদ্ধ হইল যে উর্দ্ধগতি-শীল প্রকৃতিমাতার যে চেষ্টা তাহাকেই ধর্ম্ম বলে এবং উহার বর্ণন অথবা উহার আশয়ের বর্ণনা যাহা আজ্ঞারূপে করা হইয়াছে উহাই ধর্ম্মশাস্ত্র। যখন চেষ্টা প্রকৃতি মাতার এবং উহাকে আমি ধর্ম্ম বলিতেছি, তখন সেই ধর্ম্ম প্রকৃতি মাতার হইল অর্থাৎ সেই ধর্ম্মের আধারভূতা ধর্ম্মিণী প্রকৃতিমাতা হইয়াছেন। এইরূপে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীর মধ্যে কোন ভেদ নাই, কারণ দুই একই পদার্থ—দুই কখনও বিমুক্ত হইতে পারে না। যেখানে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে তথায় বিনা আধারে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, এই নিমিত্ত ধর্ম্মীও উহার সহিত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যেখানে ধর্ম্মীর বর্ণনা হইয়াছে, সেখানে ধর্ম্মী বিনা ধর্ম্ম এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না, এই নিমিত্ত ধর্ম্মের বর্ণনা শেষ হইল। উক্ত প্রকারে

প্রকৃত মাতারই স্বরূপ হওয়ার জন্য ধর্ম্ম প্রকৃতি হইতে কোন পৃথক্ বস্তু নহে। জড়রূপা প্রকৃতির মধ্যে যে চেষ্টা হয় তাহার মধ্যে সর্ব্বব্যাপক চৈতন্য কারণ। অতএব চেষ্টারূপ ধর্ম্ম সেই প্রকৃতিবিশিষ্ট চৈতন্যের ইহা বলা যাইতে পারে এবং চৈতন্যের মধ্যে কোনও চেষ্টা হইবার সম্ভাবনা নাই; চেষ্টা প্রকৃতির মধ্যে হইয়া থাকে এই নিমিত্ত চেষ্টারূপ ধর্ম্ম প্রকৃতিরই হয়। ইহাও বলা যাইতে পারে যে জগৎপিতার ধর্ম্ম বল অথবা জগন্মাতার ধর্ম্ম বল, উভয়ই এক। শাস্ত্রকারগণও এই ধর্ম্মকে নানা প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্র সমূহের সিদ্ধান্ত এই যে, কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কারণের মধ্যে যাহা বিদ্যমান থাকে ঠিক তাহাই বিস্তৃত হইয়া কার্য্যরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। বেদ, স্মৃতি পুরাণ এবং তন্ত্রাদির কারণস্বরূপ এবং বেদের কারণ ওঁকার। সুতরাং যে ওঁকার অথবা বেদের আধারের উপর শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই ওঁকার বেদে অবশ্যই ইহার আদি কারণ বিদ্যমান আছে, কারণ যে এক কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় যদি সেই কার্য্য বহুরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাসমানও হয় তবে তাহা একই। এক কারণ হইতে উৎপন্ন অনেক কার্য্য বাস্তবিক একই হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

ভারতের আর্য্য-সহধর্ম্মিণী।

দ্বিধাকৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভূঃ॥
তপস্তপ্ত্বা সৃজদ্যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তাং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥

মনুসংহিতা।

অনুবাদ। সেই প্রভু আপন দেহ দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশ পুরুষ ও অর্দ্ধাংশ নারী হইলেন। এই উভয়ের সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ সৃষ্ট হইল। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে নির্ম্মাণ করিলেন, আমাকে সেই সর্ব্বস্রষ্টা মনু বলিয়া জানিবে।

মানবদিগের আদি বেদার্থ প্রকাশক ভগবান্ মনু উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ভগবানের শরীর হইতে স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন হইয়া এই জগতের সমস্ত মানবজাতির আদি পুরুষ মনুকে সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং সৃষ্টির আদি হইতে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী পুরুষ লইয়াই সংসার। সাংখ্য মতে

প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকলও তন্মতের পোষকতায় প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে।

যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইয়েরই সহযোগে সৃষ্টিকার্য্য হইতেছে, তেমনি সংসার নির্ব্বাহ কার্য্যেও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সহায়তার প্রয়োজন। কেবল সংসার নির্ব্বাহ কার্য্য বলিলে কথাটি ঠিক হয় না। দেবতাগণের দেবত্ব নির্ব্বাহ কার্য্যও দেবীগণসহ মিলনে। তাই ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী সহ ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণ ও কৈলাসে উমা মহেশ্বর বিরাজিত থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। স্ত্রী ও পুরুষরূপী পরমাত্মা সমভাবে অর্চ্চনার যোগ্য, তাই হিন্দু গৃহে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি একত্র স্থাপিত হয়, তাই শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির সহিত গৌরী পীঠ নির্ম্মিত হয়, তাই ভক্ত হিন্দুগণ মাতৃভাবে ও পিতৃভাবে পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে জানেন। প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির মাহাত্ম্য অধিক, ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই বুঝি হিন্দুদিগের মধ্যে অগ্রে রাধার নাম উচ্চারণ করিয়া পরে কৃষ্ণের নাম, অগ্রে সীতার নাম উচ্চারণ করিয়া পরে রামের নাম, ও অগ্রে উমার নামোচ্চারণ করিয়া পরে মহেশ্বরের নাম উচ্চারণের অনুশাসন বিষয়ে শাস্ত্রে বর্ত্তমান আছে। পুরাণ ও সংহিতার মতে কীর্ত্তিত আছে, যদি মাতা ও পিতা একত্রে বর্ত্তমান থাকেন, তবে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পরে পিতাকে প্রণাম করিবে। ষড়ঙ্গ বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ এক অঙ্গ। সেই ব্যাকরণ শাস্ত্রেও দ্বন্দ্ব সমাস প্রকরণ বলিবার সময় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক পদের মধ্যে স্ত্রীবাচক পদটী পূর্ব্বে প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকাতে স্ত্রীজাতির পূজিতত্বই প্রকটিত রহিয়াছে। তন্ত্র বিশেষে লিখিত আছে "ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শক্তিই সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তিই পালন করেন, রুদ্রের রুদ্রাণী শক্তিই নাশ করেন। ঐ সকল শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রেত তুল্য।" দেবগণের দেবত্বই যখন দেবীগণসহ মিলনাত্মক, তখন নারীদিগের সমবেত শক্তি ভিন্ন যে এই সংসারের নরত্ব অপূর্ণ থাকে তাহা কি আর বলিতে হয়?

যত দিন মনুষ্য বিবাহিত না হয় তত দিন সে শাস্ত্রানুসারে ও সমাজের নিয়মানুসারে অপূর্ণ বা অর্দ্ধ শরীর থাকে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের কোন কোন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে তাহাদের পরিচয় প্রদানের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। মনে করুন কাহারা তিন ভাই বা চারি ভাই, কিন্তু একজন বিবাহ করে নাই। সেই ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তোমরা কয় ভাই? তদুত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে 'আমরা আড়াই ভাই কি সাড়ে তিন ভাই।' এখানে এ কথা বলা বাহুল্য যে অবিবাহিত ভাইটিকে অর্দ্ধেক ধরিয়া তাহারা ঐরূপ পরিচয় দেয়। যদিও সর্ব্বত্র ঐরূপ পরিচয় প্রদানের রীতি নাই, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সর্ব্বত্রই অবিবাহিত পুরুষ, অর্দ্ধ শরীর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

পত্নী ভিন্ন যে গৃহস্থ, সংসার ধর্ম্ম পালনের অযোগ্য, এ বিষয়ে শাস্ত্রের অনেক স্থলে যথেষ্ট অনুশাসন আছে। শকুন্তলা হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইয়া যখন জানিলেন যে,

তাঁহার কথা দুষ্মন্তের মনে নাই, তখন তিনি দুঃখিত চিত্তা হইয়া রাজাকে বিবিধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ কথন উপলক্ষে পত্নীর উপযোগিতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যামূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যামূলং তরিষ্যতঃ ॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্ত শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতা প্রিয়ম্বদাঃ।
পিতরঃ ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ ॥
কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস স্তস্মাদ্দারা পরাগতিঃ ॥

আদি পর্ব্ব।

অনুবাদ। মনুষ্যের ভার্য্যাই অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল। যাহাদের ভার্য্যা আছে, তাহাদেরই ক্রিয়া কলাপ হইয়া থাকে, যাহাদের ভার্য্যা আছে তাহারাই গৃহমেধী। যাহাদের ভার্য্যা আছে তাহারাই আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতে পারে, যাহাদের ভার্য্যা আছে তাহারাই লক্ষ্মীমান্। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা নির্জ্জন স্থানে সৎপরামর্শ দান করে বলিয়া সখা তুল্য, ধর্ম্ম কার্য্যে পিতার তুল্য, পীড়িতাবস্থায় সেবাশুশ্রূষা করেন বলিয়া মাতার তুল্য। দুর্গম কান্তারে পথিক স্বামীর বিশ্রামস্থল। যাহার ভার্য্যা আছে তাহাকেই সকলে বিশ্বাস করে, অতএব ভার্য্যাই মনুষ্যের পরমাগতি।

দেশবিশেষে স্ত্রী, স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বলিয়া বিবেচিত হয় না। কোন কোন দেশে পুরুষ স্ত্রীকে কেবল দাসীর ন্যায় জ্ঞান করে। কোন কোন দেশে পুরুষ স্ত্রী কেবল উপভোগ সামগ্রী বলিয়া বিবেচিতা হয়। কোন কোন দেশে স্ত্রী, রাজ নিয়মানুসারে চুক্তিবদ্ধ হইয়া স্বামী গ্রহণ করে এবং ইচ্ছা করিলে আবার সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বিবাহ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্নও হইতে পারে। কোন কোন দেশে স্ত্রী জাতি গতযৌবন হইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় বা বৃদ্ধত্বের সমকালে উত্তরাধিকারিণী হইবার অভিপ্রায়ে বা সেই প্রৌঢ়াদি অবস্থায় প্রতিপালিতা হইবার কল্পনায় স্বামী মনোনীত করিয়া লয়। ঐ সকল দেশে প্রকৃত বিবাহের উদ্দেশ্য ও স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যথারীতি ভাবে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্র মতে স্ত্রীর সহিত বহুপ্রকার সম্বন্ধ আছে। কৈকেয়ীর মুখে রামবনবাস রূপ নিষ্ঠুর প্রার্থনা শুনিয়া মহারাজ দশরথ কৌশল্যাকে উদ্দেশ করিয়া এই রূপ বলিয়াছিলেন ;

যদাযদায় কৌশাল্যা দাসীবচ্চ সখী বচ।
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে॥
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ম্বদা।
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব॥

অযোধ্যাকাণ্ডম্।

অনুবাদ। যখন যখন যেরূপ ভাবে সেবা করা প্রয়োজন হইত, তখন তখনই কৌশল্যা আমাকে সখীবৎ, ভার্য্যাবৎ, ভগিনীবৎ ও মাতৃবৎ সেবা করিত। আহা! অমি তোর জন্য প্রিয়কামা, প্রিয়পুত্রা, প্রিয়ম্বদা ও সংকারযোগ্যা সেই দেবীকে সৎকার করি নাই।

স্ত্রী কর্তৃক এইরূপ বহু প্রকারের বহু প্রয়োজন সাধিত হয় বলিয়া এবং সুশিক্ষা ভিন্ন ঐ সকল প্রয়োজন সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া আমাদের দেশে বহুকাল হইতে স্ত্রী শিক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত আছে। সেই স্ত্রী শিক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত আছে বলিয়াই এ দেশে ঘরে ঘরে সুগৃহিণী ও পতিব্রতা নারী বর্ত্তমান থাকিয়া গৃহ উজ্জ্বল করিতেছে। সুগৃহিণী হইতে গৃহস্থের যে শান্তি, যে সুখ, যে সুবিধা ও যে পবিত্রতা লাভ হয়, সংসারের কোন পদার্থের বিনিময়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংসাররূপ আতপতাপে তাপিত গৃহস্থকে শান্তি ছায়া দানদ্বারা পরিতৃপ্তি করিতে সুগৃহিনীই সমর্থা। শিশুসন্তানগণকে যথারীতি পালন সুশিক্ষাদান করিতে সুগৃহিনীর কর্ত্তৃত্বই এক মাত্র উপযোগী। পরিবারের মধ্যে শান্তি ভাব স্থির রাখিতে, সংসারিক বিষয় সকলকে যথারীতি সুশৃঙ্খল ভাবে পরিপালন করিতে, সুগৃহিনীর কর্ত্তৃত্বই এক মাত্র নির্ভরার্হ। আপন আপন গৃহে প্রত্যেক গৃহস্থই রাজা, প্রত্যেক গৃহস্থই রাণী ও প্রত্যেক গৃহস্থালয় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রাজ্যে গৃহস্থ অর্থ চিন্তাদি বাহিরের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকেন, স্ত্রী অন্তঃপুরে কর্ত্তৃত্ব করেন। অন্তঃপুর বিভাগের কর্ত্তৃত্ব স্ত্রীর প্রতি ন্যস্ত না থাকিলে বহু দাস দাসী স্বত্বেও গৃহস্থ স্থানান্তর হইতে ক্লান্তভাবে গৃহাগত হইয়া যথোচিত পরিচর্য্যা দ্বারা আরাম পাইত না, ক্ষুধার সময় সুখাদ্য লাভে পরিতৃপ্ত হইত না, পীড়া হইলে যথোপযুক্তরূপে সেবা শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইত না। এই সকল বিষয়ে আমরা সকলেই প্রত্যক্ষানুভব করিতেছি, সুতরাং বিস্তৃত ভাবে ঐ গুলি লিখিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন। ভগবান্ মনুও গৃহিণীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যানি শুশ্রূষারতিরুত্তমা।
দারাধীন স্তথা সর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ॥

মনুসংহিতা।

অনুবাদ। অপত্যোৎপাদন, গৃহস্থোচিত ধর্ম্মসাধন, শুশ্রূষা, উত্তম রীতি এবং পিতৃ লোকের ও আপনার স্বর্গ গমন কার্য্য এইগুলি স্ত্রীলোকদিগের অধীন বলিয়া জানিবে।

কোন কোন দেশে স্ত্রী ও পুরুষের এরূপ কার্য্যবিভাগ নির্দ্দিষ্ট নাই। সে দেশে রাজকার্য্যালয়ে বা অন্য কোন কার্য্যালয়সমূহে পুরুষ কর্ম্মচারীর ন্যায় স্ত্রীজাতি কর্ম্মচারিণীও যথেষ্ট ভাবে আছে। হাটে, বাটে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই দেখিবে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির মেশামিশি ও সংঘর্ষণ ব্যাপার চলিতেছে। সেখানে অনেক মহিলা আত্মগর্ভজাত সন্তানকে পালন করিতে জানে না। তাহাদের সন্তানগণ ধাত্রীনামে ব্যবসাবলম্বিনী স্ত্রীলোকদিগের হস্তে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। গর্ভধারিণীর সহিত সন্তানের তাদৃশ সংশ্রব আর থাকে না; ভারতের আর্য্যসহধর্ম্মিণীগণ ঐ সকল দেশের শিক্ষিতা স্ত্রীদিগের ন্যায় স্বভাবাপন্ন নহেন। হিন্দুজাতির রীতি অনুসারে পুরুষদিগের সমাজে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির সমাজে স্ত্রীগণ থাকেন। এই নিয়মানুসারে নৃত্যগীতাদি দর্শনস্থলে স্ত্রী-পুরুষদিগের বসিবার পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। কোন কোন স্থলে স্ত্রী পুরুষদিগের স্নানের ঘাটও পৃথক্ পৃথক্ আছে। তীর্থযাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষে পিতা ও স্বামী প্রভৃতি আত্মীয় পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোক-দিগের গমন বিধি আছে। কোন কোন দেশে স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক ভালবাসা প্রকাশের জন্যই হউক অথবা স্ত্রী, পতি ভিন্ন অপর স্থানবাসিনী হইলে অনিষ্টের কারণ আছে বলিয়াই হউক, সর্ব্বত্রই স্ত্রীর সহিত গমনের রীতি আছে। এদেশে ঐরূপ স্ত্রী সঙ্গে লইয়া ভ্রমণের নিয়ম নাই, অথবা সকল ধর্ম্ম কর্ম্মে পত্নী, সহকারিণী হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করেন।

যে দেশে প্রত্যেক স্ত্রীলোক গর্ভস্থ সন্তানকে পালন করিতে জানে না, যে দেশে পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া পতির ধর্ম্মাচরণের নিয়ম নাই, যে দেশে পতিসেবা করা পত্নীর তাদৃশ নিয়মাধীন নহে, যে দেশে কথায় কথায় বিবাহের বন্ধন বা চুক্তি ভঙ্গ হইয়া স্ত্রী স্বামী বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, যে দেশে স্ত্রী পুরুষের কার্য্যভার প্রায় পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট নাই, যে দেশে স্ত্রীপুরুষদিগের আন্তরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বাহ্য সৌন্দর্য্য বা বেশ ভূষার অধিক আদর আছে, যে দেশে স্ত্রীজাতি বা পুরুষজাতির একত্রাবস্থান দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, সে দেশের স্ত্রী শিক্ষার রীতি ও আমাদের দেশের স্ত্রী শিক্ষার রীতি অন্য প্রকার। সেই দেশের রীতিতে প্রাচীনকালের ভারত মহিলাগণ শিক্ষিতা হন নাই। ভিন্ন দেশীয় রীতিতে শিক্ষিতা হইবার জন্যও আর্য্যকুলে হিন্দু রমণীর জন্মলাভ হয় নাই। হিন্দু গৃহস্থগণের মহিলা প্রাচীন রীতিতে শিক্ষিতা হইলে আবার আমাদের দেশে গৃহে গৃহে পবিত্রতা বিরাজ করিবে, প্রত্যেক গৃহ দেবভবন তুল্য হইবে, প্রতিগৃহে লক্ষ্মীরূপিণী গৃহ লক্ষ্মীর আবির্ভাবে গৃহস্থের সুখ ও শান্তি অব্যাহত ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে।

শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম, কাব্যতীর্থ ও পুরাণতীর্থ।

(রাজসাহী।)

কোকিলকূজন বা দুখের গাথা।

(ধর্ম্মপ্রচারকের ৩৫পৃষ্ঠা হইতে পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

হিন্দু গৃহে হিন্দু নারী দুখী অতিশয়,
যে কহে এমন কথা বর্ব্বর নিশ্চয়!
হিন্দু নারী হিন্দু ঘরে,
শচী যথা ইন্দ্রপুরে,
বৈকুণ্ঠে যেরূপ লক্ষ্মী কৈলাস আলয়—
শিবের শিবানী যথা সদা সুখ ময়॥ ১৯৯
গৃহের গৃহিনী সেই গৃহলক্ষ্মী আর,
তাহার অভাবে গৃহ সদা অন্ধকার;
সেই যে গৃহের কর্ত্রী
ঠিক যেন জগদ্ধাত্রী
সংসারচক্রের সেই কেন্দ্র মূলাধার
তাহার বিহনে অহো সংসার অসার! ২০০
জননীরূপিনী যবে হিন্দুর রমণী,
নানারূপে সমাদৃতা যেরূপ ভবানী,
জগতে সেরূপ কোথা
হিন্দুর জননী যথা?
হিন্দুর জননী নহে জগত জননী,
দেবতা দুর্ল্লভ অহো যেন স্নেহখনি॥ ২০১
সেই স্নেহ সে মমতা আছে কি ধরায়?
দেখে এস চারিদিকে যথা চক্ষু যায়।
সে স্নেহ পালিত সুত,
সদা মাতৃ-অনুগত,
মাতৃ-ভক্তিপরায়ণ, দেখিবে সদায়,
ভগবতী জ্ঞানে সদা পূজিছে মাতায়। ২০২
পিতা হ'তে মাতা গুরু হিন্দুর বচন,
বলে কি জগতে হেন অন্য কোন জন?
পিতা মাতা এক স্থানে,
দেখিলে উভয় জনে,
সাদরে বন্দিয়া পুত্র মাতার চরণ,
পিতার চরণ পরে করয়ে বন্দন। ২০৩
নন্দন কাননে যথা পারিজাত শোভা,
নীলিমা আকাশে চন্দ্র যথা মনোলোভা,
সরোজিনী রবিকরে,
যথা শোভে সরোবরে,
শোভে যথা সৌদামিনী প্রকাশিয়া প্রভা,
সুনীল বারিদ কোলে অপরূপ কিবা!। ২০৪
পত্নীরূপে হিন্দু নারী তথা হিন্দু ঘরে,
সতীত্ব প্রভায় দীপ্ত সদায় বিহরে,
স্নেহের মোহন ছবি
প্রেমের পবিত্র দেবী
সরলতা মূর্ত্তিমতী জগত ভিতরে,
আছে কি এমন আর আছে কি সংসারে? ২০৫
কোথা পাবে সেই মুখ সরলতা ময়?
কোথা পাবে সেই ভাব সরম আলয়?
কোথা পাবে ভাল বাসা,
দেবতা বাঞ্ছিত আশা?
কোথা পাবে পবিত্রতা দেবতা বিজয়?
পতি আনুগত্য কোথা দেখ বিশ্ব ময়? ২০৬
সরম সন্নাত অহো সে লাবণ্য কোথা?
দেবতা দুর্ল্লভ সেই কোথায় দীনতা?
কোথা সেই ধর্ম্ম মতি?
কোথায় সতীত্ব জ্যোতি?

বিশ্ব বিমোহন অহো কোথা সে মমতা ?
কোথায় পাইবে আর পাবে সুধু হেতা ! ২০৭
ব্রহ্মচর্য্য কোথা পাবে জগত ভিতর ?
কোথা পাবে হেতা যথা দেবতা নির্ভর ?
হিন্দুর রমণী সম,
কোথা পাবে শম দম,
অপূর্ব্ব সন্তোষ বৃত্তি দেব মুগ্ধ কর ?
কোথা আর পাবে ভিন্ন ভারত ভিতর ? ২০৮
আছে কি জগতে হেন অপূর্ব্ব রতন ?
তাইত হিন্দুর দেশে হিন্দুর বচন ?
ধনবস্ত্র শ্রদ্ধা প্রেমে,
সদা সুধাসম্ভাষণে,
তুষিবে রমণী মন করিয়া যতন,
অপ্রিয় করিবে কভু নাহি আচরণ। ২০৯
পুষ্পের আঘাতে কভু না করি তাড়না,
এরূপে পালিবে সদা আপন ললনা,
এরূপে পালিলে তারে,
দেখিবে তোমার ঘরে,
দেবতা করিছে বাস, স্বর্গের কামনা,
হইবে পালিত তায়, পূরিবে বাসনা। ২১০
হিন্দু গৃহে হিন্দু নারী সুখী অতিশয়,
সদাই স্বাধীনা তারা নাহিক সংশয়,
স্বামীর হৃদয় মাঝে,
মোহন মধুর সাজে,
বিরাজে সদাই তারা তাইত নিশ্চয়,
স্বামীর আশ্রয়ে থাকি দুখী কভু নয়। ২১১
পতি প্রেম পত্নী তরে বৈজয়ন্ত ধাম,
অন্যথা সংসার হায় যেরূপ শ্মশান !
সেই পতি প্রতি তার,
সদা পূর্ণঅধিকার,
তাইত হিন্দুর নারী সতীর সমান
পতি সুখে সদা সুখী নহে কভু ম্লান। ২১২
জীবন সঙ্গিনী সেই, হিন্দুর রমণী,
প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি পতি সোহাগিনী,
সদাকাল পতিপ্রাণা,
সদা পতি পরায়ণা,
পতির অভাবে অহো অতি অভাগিনী,
পতির আশ্রয়ে থাকি নহেরে দুখিনী। ২১৩
পতি পত্নী দুটী মিলি হিন্দুর সংসার,
একের অভাবে অন্য অতীব অসার,
এক বৃন্তে ফুল দুটী,
শোভে কিবা পরিপাটি,
একটী পরাণ যেন দুইটি আকার,
অর্দ্ধনারীশ্বর যেন অতি চমৎকার। ২১৪।
সে ভাব বিচিত্র অতি দেবতা দুর্ল্লভ,
সুধু মাত্র হিন্দু গৃহে অতীব সুলভ।
নতুবা এ চরাচর,
দেখে এস ঘর ঘর,
আছে কি কাহারো ঘরে এহেন বিভব,
এহেন পবিত্র ভাব দেবতা দুর্ল্লভ ? ২১৫
স্বাধীনতা বলি সবে করিছ গর্জ্জন,
জান কি হে স্বাধীনতা হয় কোন ধন ?
জগতে স্বাধীন যারা,
স্ববিধি অধীন তারা,
তারাও স্বাধীন নয় পাখীর মতন,
পাখীও প্রকৃতি বিধি না করে লঙ্ঘন। ২১৬
তোরাও অধীন বটে তারাও অধীন,
তোরা পরাধীন সবে তাহারা স্বাধীন।
জগতে অধীন সবে,
কে আছে স্বাধীন ভবে ?
সুধু মাত্র বৃথা গর্ব্ব আমরা স্বাধীন,
স্বাধীন কেহই নয় সবাই অধীন। ২১৭
সংসার সুখের হেতু সমাজ বন্ধন,
সমাজ শৃঙ্খলা তরে নেতা এক জন,
সেইত দেশের রাজা,
অপর সকলে প্রজা,

রাজা প্রজা শুধুমাত্র সমাজ কারণ,
নতুবা অধীন সবে একই মতন। ২১৮
রাজা হয়ে প্রজা প্রতি করে অত্যাচার,
নিতান্ত নির্দ্দয় সেই অতি দুরাচার,
সে নহে রাজার কর্ম্ম,
সে নহে রাজার ধর্ম্ম,
রাজনীতি তাহা নহে পশু ব্যবহার,
নরেতে পশুত্ব মাত্র তাহাতে প্রচার। ২১৯
পাশব শক্তিতে করি দুর্ব্বল দলন,
যে জন করিছে সদা পরস্ব হরণ,
সে নহে রাজার যোগ্য,
অতিশয় হত ভাগ্য,
মানব কণ্টক সেই অতি অভাজন,
মনুষ্য নামেতে সেই পিশাচ অধম। ২২০
যে জন হইবে রাজা হইবে স্বাধীন,
কভুনা হইবে সেই স্বীয় স্বার্থাধীন,
কাম ক্রোধ রিপু ছয়,
করি সদা পরাজয়,
যে জন করিতে পারে আপন অধীন,
সেইত রাজার যোগ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। ২২১
স্বাধীনতা তার নাম দেব দত্ত ধন,
যে জন লভেছে সেই অমূল্য রতন,
সেইত জগতে ধন্য,
সেইত সবার মান্য,
জগতে পূজিছে সদা তাহার চরণ,
সেইত রাজার যোগ্য নহে অন্য জন। ২২২
স্বীয় স্বার্থ বলিদানে পরার্থ যেজন,
অম্লান বদনে পারে করিতে রক্ষণ,
সেইত রাজার যোগ্য,
সুপ্রসন্ন তার ভাগ্য,
সেই জানে স্বাধীনতা কিরূপ রতন,
অপরে বুঝিবে কিসে তার আস্বাদন? ২২৩

জগত মঙ্গল হেতু নিজ অস্থি দানে,
রক্ষিল দধিচী হেতা যত দেব গণে,
ত্রিলোক মঙ্গল তরে,
চির তরে গেলে ছে'ড়ে,
মুক্তি ক্ষেত্র বারাণসী অম্লান বদনে,
মহর্ষি অগস্ত্য অহো লোপামুদ্রাসনে,
সে রূপ স্বাধীন ভাব করিতে অর্জ্জন;
জগত যদ্যপি করে কদাপি মনন,
এই মর্ত্ত্য ধাম তবে,
অমর নিবাস হবে,
গৃহে গৃহে হবে তবে নন্দন কানন,
হাসিময় হবে ধরা না রবে রোদন। ২২৪
না রবে হতাশ তবে না রবে হুতাশ,
নয়নে না রবে জল নারবে উদাস,
আত্ম পর জ্ঞান তবে,
হেথায় নাহিক রবে,
না বহিবে হেথা তবে নৈরাশ্য বাতাস,
বিচ্ছেদ বিরহ হেতা না করিবে বাস। ২২৫
সেরূপ রতন তরে কর কি যতন?
তবে কেন বৃথা গর্ব্ব বৃথা আস্ফালন!
লভিয়ে পাশব শক্তি,
সাধিবে আপন মুক্তি!
এ যুক্তি অধম অতি জাগ্রত স্বপন!
পঙ্গুর বাসনা যথা পর্ব্বত লঙ্ঘন? ২২৬
মানবে পাশব শক্তি রহে কত দিন!
জলে জল বিম্ব প্রায় জলে হয় লীন!
কালেতে উৎপত্তি হয়,
কালেতে মিশিয়ে যায়,
কালের আহার সব কালের অধীন!
মানবে পাশব শক্তি রহে কত দিন? ২২৭
জগতের ইতিহাস দেখ একবার,
দেখিবে পাশব শক্তি অতীব অসার
দেখা দিয়ে ডুবে যায়,
আকাশে বিজলি প্রায়,
ক্ষণেকের তরে আলো পরে অন্ধকার,
মানবে পাশব শক্তি অতি ফক্কিকার। ২২৮

(ক্রমশঃ)

শ্রী—

শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভার মন্তব্য।

বিগত ৮ই নবেম্বর ইং ১৯০৭ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় কাশ্মীর ভবনে শ্রীমহামণ্ডল প্রবন্ধকারিণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় নিম্ন লিখিত মন্তব্য গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ ভাদুড়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যাবলী পঠিত হয় ও তাহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গবাসী বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস এই দুইজন সভ্যের পদ খালি হওয়ায় শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরীর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ ভাদুড়ীর অনুমোদন ক্রমে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্রজী কালিয়া প্রবন্ধ কারিণী সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

৪। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর দেবশর্ম্মা রায় বাহাদুরের পত্র পঠিত হইল যে তাঁহার অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

৫। পূর্ব্ববর্ষের আয় ব্যয় পাঠ করা হইল এবং আগামী বর্ষের নিমিত্ত বজেট পেশ করা হইল এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়া ট্রষ্টিদিগের নিকট স্বীকৃতির নিমিত্ত প্রেরণ করা নিশ্চয় হইল।

৬। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিশ্চয় হইল যে শ্রীযুক্ত রাজ রাজেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ড মহোদয়ের জন্মদিনোৎসব তারিখ ৯ই নবেম্বর হর্ষোপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহাশয়ের দ্বারা ভারতের প্রধান প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ভাইসরয় মহোদয়কে হর্ষসূচক তার দেওয়া হউক।

৭। কাশী যাত্রীক্লেশ নিবারিণী সভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশ দীক্ষিত মহাশয়ের প্রস্তাবে রেলগাড়ী সমূহে দ্বিজ হিন্দুদিগের নিমিত্ত পৃথক্ গাড়ী রাখিবার প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত ভারতের গবর্ণর জেনারেল মহোদয়ের নিকট হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে ডেপুটেশন পাঠাইবার বিষয়ে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত দীক্ষিতজী ডেপুটেশনের নিমিত্ত প্রতিনিধি সমূহের নাম নির্ণয় করুন। প্রতিনিধিদিগের সূচী আসিলে পুনরায় উহা কমিটিতে উপস্থাপিত করা হইবে।

৮। আজ কাল ভারতের চতুর্দ্দিকে ঘোর অকাল উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ সময়ে বহুসংখ্যক অনাথ হিন্দুবালকের আহারাভাবে প্রাণহীন এবং ধর্ম্মত্যাগ করিবার সম্ভাবনা আছে, এই নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাহায্য নিমিত্ত যথাশক্তি অনাথালয় স্থাপিত করা হউক। এই নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা একটী কমিটী গঠন করা হউক এবং এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহোদয়ের সম্মতি লওয়া হউক। তাঁহার সম্মতি আসিবার পর বেনারসের শ্রীযুক্ত কলেক্টর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক যে এই পরোপকারী কার্য্যের হিতার্থ অর্থের নিমিত্ত লটারি করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন।

৯। সভাপতিকে ধন্যবাদ করিয়া সভাভঙ্গ হইল।

একখানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার।

রসপাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

৩১। নাহনুষ্ঠাত্রননুষ্ঠানবিষয়াজ্ জ্ঞানবৎ।

উক্ত জ্ঞানের পক্ষে অনুষ্ঠাতার অধীন নহে।

৩২। জ্ঞানিনিষ্ঠেতরয়োরতল্লাভ ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ।

জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েই ভক্তিলাভ করিয়া থাকে কারণ উভয়েরই উহার সহিত সম্বন্ধ আছে।

৩৩। সা পরার্দ্ধ্যা নিখিলসাধকাপেক্ষিতত্বাৎ।

উহা সকল সাধকের অপেক্ষিত হওয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৩৪। সর্ব্বধর্ম্মাঙ্গ প্রপন্নাহ শ্রয়াচ।

সকল ধর্ম্মাঙ্গই শরণগ্রহণকারীরও সহায়ক।

৩৫। লঘুদিতায়ামপি মহাকল্মষহানম্।

উক্ত ভক্তির অল্প উদয় হইলেও বড় বড় পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

৩৬। অন্ত্যজায়াপ্যবিক্রিয়তে পারম্পার্য্যাৎ সামান্যবৎ।

অন্ত্যজযোনি পর্য্যন্তেরও ভক্তিতে অধিকার আছে। পরম্পরাক্রমে সকল ভক্ত সমান।

৩৭। বিধিনিষেধগোচরত্বমনুভবাৎ।

অনুভব হওয়ার নিমিত্ত বিধিনিষেধের দ্বারাও উহা অতীব স্বীকৃত হইয়াছে।

৩৮। অবিপক্কভাবানামপিতৎ সালোক্যম্।

অপক্ক অবস্থা হইলেও তত্তৎ দেবতার লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৩৯। ক্রমানুপপত্তিশ্চ।

এই ভক্তির মধ্যে জ্ঞানাদির কোন প্রকার ক্রম নাই।

৪০। কেচিদৈশ্চর্য্যপদাম্ভেদাৎ।

কোন কোন মহর্ষি ভেদ বিচার হইতে উহাকে ঐশ্বর্য্য পদা বলেন।

৪১। আত্মৈকপরাপরেসমত্বাৎ।

কোন কোন আচার্য্য সমবুদ্ধির দ্বারা উহাকে আত্মৈকপরা বলেন।

৪২। উভয়পরমিতরে কার্য্যকারণাভ্যাম্।

কোন কোন আচার্য্য কার্য্য কারণ বিচারে উভয়পরা বলেন।

উৎপত্তি পাদ।

১। ব্রহ্মশক্ত্যোরভেদোঽহং মমেতিবৎ।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই, যেরূপ আমি এবং আমার এরূপ বলিলে অভিন্নতাসিদ্ধ হইয়া থাকে।

২। অনাদ্যনন্তাধ্যাত্মিকীসৃষ্টিঃ।

আধ্যাত্মিক সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্ত।

৩। প্রকৃতেস্তথাত্বম্।

এই নিমিত্ত প্রকৃতিও অনাদি অনন্ত।

৪। আধিদৈবিকাধিভৌতিক সৃষ্টিঃ সাদিসান্তা।

আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সৃষ্টি সাদি এবং অনন্ত।

৫। ততো ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডে নশ্বরে।

এই নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং পিণ্ড নশ্বর।

৬। চিজ্জড়গ্রন্থি র্জীবঃ।

চিৎ এবং জড়ের গ্রন্থিই জীব।

৭। তদ্ভেদাদুভয়ো র্মুক্তিঃ।

চিজ্জড় গ্রন্থিভেদে উভয়েরই মুক্তি হইয়া থাকে।

৮। স বীজদাতা প্রকৃতিশ্চক্ষেত্রম্।

ঈশ্বর বীজদাতা পিতা এবং প্রকৃতি ক্ষেত্ররূপিণী হওয়ায় মাতা।

ক্রমশঃ—

বর্ণনির্ণয়ের প্রতিবাদ।*

গত আশ্বিন কার্ত্তিক যুগ্ম সংখ্যা ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিনোদ লাল পাকড়াশী মহাশয় "বর্ণ নির্ণয়" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "পাকড়াশী" যে কোন জাতির উপাধি বা পদবী তাহা আমরা জানিনা এবং বুঝিতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র বুঝিলাম যে একটী অর্থহীন, অসামঞ্জস শ্লোকের অবতারণা করিয়া লেখক মহাশয় কায়স্থ বিদ্বেষ

---

* প্রবন্ধের মতামতের নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রচারক সম্পাদক বা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কোনই দায়িত্ব নাই। প্রতিবাদ প্রবন্ধে যাহা লেখা আছে তাহাই অবিকল প্রকাশিত করা হইল। ধঃ প্রঃ সং

বিষ উদ্গীরীত করিয়াছেন এবং হিন্দু সমাজগুরু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মন পণ্ডিত মহোদয়গণকে অতি ঘৃণিত ও জঘন্য ভাষায় গালি দিয়া তাঁহাদের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছেন।

পাকড়াশীটি যে জাতীয় জীবই হউন, তিনি কায়স্থ জাতির প্রতি যে ভাবে, যত ইচ্ছা ইতর শব্দ প্রয়োগ করুন তাহাতে চিরসম্মানিত ব্রাহ্মণের চির অবলম্বন ব্রাহ্মণভক্ত বিরাট কায়স্থ জাতির তত ক্ষতি বৃদ্ধির কারণ দেখিনা এবং আমরা তাহা বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া অম্লান বদনে উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিতাম কিন্তু অহংজ্ঞান বিভোর পাকড়াশী মহাশয় যখন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে আক্রমণ করতঃ কায়স্থ বিদ্বেষের পরিচয় ব্যপদেশে আপনার ভবিষ্যদৃষ্টি পরিণাম চিন্তা-আত্মসম্মান জ্ঞান—অতীত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়াছেন তখন আমরা আবশ্যক বোধে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয় গণের সম্মান রক্ষার জন্য পাকড়াশীর প্রবন্ধের অংশ বিশেষের প্রতিবাদ ও তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত করিতেছি। চির ব্রাহ্মণভক্ত কায়স্থগণের মর্ম্মান্তিক যে সকল শব্দ প্রবন্ধ বক্ষে স্থান লাভ করিয়াছে তৎ সমুদয়ের প্রতিবাদ বক্ষ্যমান প্রবন্ধে করিলাম না তবে আবশ্যক হইলে প্রবন্ধের প্রতিছত্রের বিষদ প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিলাম।

পাকড়াশী মহাশয় কায়স্থকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিবার জন্য গরজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিতেছেন :—

আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহোর্বাশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উরোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে।
পাদাৎ শূদ্রস্য সম্ভবস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হিমনাম সুতস্তস্য পুত্রকঃ। + × ”।

মুখ হইতে সপত্নীক বিপ্রগণ ও বাহু ও উরু হইতে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বর্ণ ও বৈশ্য বর্ণের সৃষ্টি হইল এবং ঐ তিন বর্ণের (বিপ্র কিন্তু বর্ণ নহে) সেবক হইয়া শূদ্র পা হইতে জন্ম লাভ করিলেন; পাকড়াশী মহাশয়ের উল্লিখিত শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রজাপতির মুখ, বাহু প্রভৃতি ৪ স্থান হইতে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই ৪টী বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, কোন মনুষ্যের হয় নাই। উদ্ধৃত শ্লোকেরমতে শূদ্র একটী বর্ণ বিশেষ। আমরা—আর আমরাই বা কেন সকলেই জানেন মনুষ্যেরই সন্তান সন্ততি হয় এবং তাহাই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ও ঐশ্বরিক নিয়ম। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণবিশেষের পুত্র কন্যার জন্ম হওয়া আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক, অসম্ভব এবং শূদ্রবর্ণের পুত্র হওয়ার কথা যে বলিতে পারে সেও উন্মত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্মার পাদ সম্ভূত শূদ্রবর্ণের হিম নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল কেমন করিয়া তাহাত আমরা বুঝিলাম না। "বর্ণের" কি গর্ভধারণ বা সন্তান উৎপাদনের

ক্ষমতা স্বভাবসিদ্ধ না যুক্তি সিদ্ধ? মহাশয় বুঝাইয়া দিবেন কি? "শূদ্র" যে কোন ব্যক্তিবিশেষ তাহাত পাকড়াশী মহাশয়ের হিংসা শাস্ত্রের কোথাও লেখা নাই, এবং সাধারণ জন গণেরও কেহ তাহা জানেন না; তবে কায়স্থ জাতিকে গালি দিবার, কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বে দোষারোপ করিবার, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিজ্ঞাপক প্রমাণ সমূহের প্রতি সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সন্দেহ জন্মাইবার এবং শাস্ত্রদর্শী নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি লোকের ঘৃণার উদ্রেক করাইবার জন্য মহামহিম পাকড়াশী প্রবরের গৃহকোণ হইতে যদি রাতারাতি কোন বিশেষ শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহা কিন্তু আমরা জানি না এবং সাধারণ জনগণেরও এখন তাহা অনবগত রহিয়াছে। আর বিনোদ বাবু যদি বর্ণবিশেষ "শূ বর্ণের" হিমনামক পুত্র হওয়ার কথা বলিতে পারেন তাহা হইলে সাধারণে কি বলিতে পারে না যে, পদবী বা উপাধি বিশেষ "পাকড়াশীর" ও বিনোদ লাল নামক পুত্র জন্মিতে পারে! এ সম্বন্ধে বিনোদ বাবু কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ রহিলাম। আর একটি কথা—বিনোদ বাবুর উদ্ধৃত শ্লোকে, বিপ্রের জন্ম হওয়ার কথার কথাই আছে, ব্রাহ্মণের জন্ম হওয়ার কথাই নাই। বিপ্র বলিলে এখানে কাহাকে বুঝাইবে, বুঝিলাম না বুঝাইবে কে? কারণ,

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসে ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥
(স্কন্দপুরাণ)

বিপ্র বলিয়া কোন বর্ণের অস্তিত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না, তবে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিপ্রবর্ণের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা এখানে প্রযুক্ত নহে। স্কন্দপুরাণের উল্লিখিত বচনে বিপ্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেক খানি ব্যবধান দেখা যাইতেছে। পাকড়াশী মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকে ব্রাহ্মণের জন্ম হওয়ার কথা আদৌ পাওয়া যায় না; ইহাতে কিন্তু আমরা নাচার, বিনোদ বাবু অকারণে আমাদের উপর দোষারোপ বা হিংসার মাত্রা বর্দ্ধিত করিলে চলিবেনা। আবার অপর পক্ষে বিনোদ বাবুর উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শব্দগুলি বহুবচনান্তক; তর্কের খাতিরে না হয় ধরিয়া লইলাম এগুলি যখন বহুবচনান্তক শব্দ তখন ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক থাকাও ইহাদের সন্তান সন্ততি হওয়া সম্ভব কিন্তু এক বচনান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের হিমনামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া? প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষের পুত্রজন্মানের ক্ষমতা আছে একথা পাকড়াশী মহাশয়ের শাস্ত্রেই শোভা পায় ও সম্ভব অন্য কোথায় আছে বলিয়া বোধ হয় না। যদি পাকড়াশী মহাশয় বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শব্দ বহুবচনান্তক বা সস্ত্রীক দর্শন দিলেন আর শূদ্র বেচারী কোন্ অপরাধে সঙ্গীহীন বা বিপত্নীক হইয়া পাকড়াশী মহাশয়ের স্কন্ধে ভর করিয়া উদিত হইল? ইহার উত্তর কে দিবে? আর "শূদ্রেণ" শ্বশুর কুলের পরিচয় না দিলে আমরা পাকড়াশী মহাশয়ের শ্লোকটীর উপর নির্ভর করিয়া বলিব যে শূদ্রের হিম নামক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? সুতরাং শূদ্রের শ্বশুর ঠাকুরের নাম জানিবার জন্য আমাদের বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছে।

লেখক এক স্থানে লিখিয়াছেন—"কায়স্থগণ কখনও ক্ষত্রিয় ছিলেন না"। এসম্বন্ধে আমরা আপাততঃ অধিক দূর অগ্রসর হইব না এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া বলিব যে, বিনোদ বাবু বোধ হয় দেবভাষা সংস্কৃতের ধার ধারেণ না. ধারিলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহুকালের প্রাচীন অমরকোষাদি অভিধান প্রণেতাগণের নাম তাঁহার জানা থাকিত, এবং বেদের আর্য্যাছন্দের কর্ত্তা বক্তা কায়স্থ জাতীয় কায়প্রকাশ বর্ম্মণের নাম তাহার অজ্ঞাত থাকিত না। অমরকোষাদি গ্রন্থ যে বহুকালের পুরাতন এবং তাহাদের প্রণেতাগণও যে কায়স্থক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ইহা কি বিনোদ বাবুর কর্ণরন্ধ্রে কখনও প্রবেশ লাভ করে নাই? না জানিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলিতে সাহস করা উচিত হয় নাই। শত শত বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতেন ও এখনও তদ্রূপ পরিচয় দিতেছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য বোধ হয় আর অধিক কথা বলিতে হইবেনা। পাকড়াশী মহাশয় জানিয়া রাখুন, শাস্ত্রানুসারে তিনি কায়স্থকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান কায়স্থ আন্দোলনের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কায়স্থগণ আপনাদিগকে শাস্ত্র সম্মত ক্ষাত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া আসিতেন। লেখক বিনোদ বাবুর অজ্ঞাত বলিয়াই যে, আজ কায়স্থগণ শূদ্র হইবে এমন কোন কথা নাই।

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে,—অর্থবলে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ নাম ধারী-সংস্কৃতজ্ঞ জীববিশেষের দ্বারা অনুরূপ ছন্দের শ্লোক প্রস্তুত করাইয়া + + +"। এই উদ্ধৃত অংশ টুকুতে মুদ্রাঙ্কনের ভুল কি লেখকের বিদ্যার দৌড় জাহির হইতেছে তাহা আমরা বুঝিলাম না তবে প্রকারান্তরে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ মতদাতা পণ্ডিত মহোদয়গণকে. লেখক যে, ঘুষখোর বলিয়াছেন সে বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক বিনোদ বাবু কোন সাহসে বা কাহার প্ররোচনায় ঈদৃশ প্রলাপ উক্তি করিয়া স্বকীয় নাম জাহির করিয়াছেন তাহা আমরা জানিবার ইচ্ছা করিতে পারি কি? কায়স্থগণ অর্থবলে না হয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বশীভূত করিয়াছেন কিন্তু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিজ্ঞাপক শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমূহও কি ঘুষের জোরে বাড়াবাড়ী শাস্ত্র বক্ষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে?

কায়স্থের আন্দোলন আজ নূতন নহে। এই আন্দোলন ব্যপদেশে যে কেবল বঙ্গদেশের পণ্ডিত গণের মত লওয়া হইয়াছে তাহাও নহে;—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মিথিলা, গুজরাট, কর্ণাট, দ্বারবঙ্গ, জম্বু, দ্রাবিড়, বুন্দী, কাশী, কণোজ.কাশ্মীর প্রভৃতি নানাস্থানের প্রায় ২০০ শত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের মত লওয়া হইয়াছে, ইঁহারা কি ঘুসখোর? অন্য স্থানের পণ্ডিতগণের নামোল্লেখ না করিয়া কেবল কাশীধামের কয়েকজন মাত্র পণ্ডিতের নাম নিম্নে লিখিত হইল, পাকড়াশী মহাশয়, "ইঁহারাও কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত এবং প্রকারান্তরে ঘুসখোর" বলিয়াই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের কিরূপ অবমাননা করিয়াছেন তাহা ধর্ম্ম প্রচারক পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। উপসংহারে বক্তব্য যে,—

ব্রহ্মতত্বং ন জানাতি ব্রহ্ম সূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

(অত্রি সংহিতা)

কাশীস্থ পণ্ডিত মহোদয়গণের নাম।

মহামহোপাধ্যায় কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি।
" সুধাকর দ্বিবেদী
" স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী।

পণ্ডিত জগন্নাথ বেদান্তী।
" লক্ষণ ভট, ভট,।
" ভাগবতাচার্য্য স্বামী।
" রাজারাম শাস্ত্রী।
" প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন।
" সুরেন্দ্র লাল গোস্বামী।
" বিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ।
" বিশ্বরাম শর্ম্মা।
" মুকুন্দবল্লভ ভট্টাচার্য্য।

পণ্ডিত দ্বারকাদত্ত ব্যাস।
" কুবেরপতি শর্ম্মা।
" রঘুবর ত্রিবেদী।
" মহাদেব স্মৃতি তীর্থ।
" বামাচরণ তর্কভূষণ।
" হরিহরদত্ত শর্ম্মা।
" হারাণ চন্দ্র ন্যায়রত্ন।
" চন্দ্রকান্ত স্মৃতকণ্ঠ।
" পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ।

প্রভৃতি প্রায় ২০০ দুই শত পণ্ডিত

শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক।
রাজসাহী কায়স্থ সমিতি ঘোড়ামারা। রাজসাহী।

—:*:*:—

মহামণ্ডল সংবাদ।

ফরক্কাবাদ জেলার অন্তর্গত কায়েমগঞ্জ গোশালার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দুলিচাঁদ লালজী উকীল লিখিতেছেন যে, এস্থানে এক বৎসর হইতে একটি গোশালা স্থাপিত হইয়াছে। গত ৯ই জুন বার্ষিক উৎসব হইয়াছিল। গত মে মাস পর্য্যন্ত গোশালার আয় ১৯৮৪৵১০ এবং ব্যয় ১৭৮১।৵৫॥ হইয়াছে। উভয়শালে উপরোক্ত টাকা ব্যতীত ২৫৭৲ টাকার বিচালী আসিয়াছে। ঐ সালে ১৯৩টী গাভী আসিয়াছে, তন্মধ্যে ৩৯টী মরিয়া গিয়াছে। এ সময়ে গোশালায় ১৮৩ গাভী আছে। প্রথমতঃ স্থান সঙ্কীর্ণ, দ্বিতীয়তঃ আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রতিমাসে ১৫০৲ অধিক, এই নিমিত্ত অর্থের বিশেষ আবশ্যক। আতাই পুরের রইস সাহ জগন্নাথজী গোশালাটী টিন দিয়া ঘিরিয়া দিবার কথা বলিয়াছেন। অতএব সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা কিছু সহায়তা করেন।

লুধিয়ানা সনাতন ধর্ম্মসভার সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত তুলসীচাঁদজী লিখিয়াছেন, নগরবাসীরা গোরক্ষার পরমাবশ্যকতা জানিতে পারিয়া তত্রত্য নদী তীরে একটী

গোশালা স্থাপন করিয়াছেন। বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি উহাতে সাহায্য করিয়াছেন। সাধারণে যদি কিছু পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা সেক্রেটারির নামে প্রেরণ করুন।

প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত পস্তা সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ওঙ্কারদত্ত শর্ম্মা লিখিতেছেন, গত বর্ষের শয়নেকাদশীর দিন আমাদিগের সভা স্থাপিত হইয়াছে, এবং তদবধি প্রতি সোমবারে সভার একটী করিয়া অধিবেশন হইয়া থাকে। অত্রত্য অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার সাধন এবং নিয়মিত রূপে দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়া সভা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত সভার সভ্যগণ এক শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথমে এখানে ক্ষত্রিয়দিগের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল না, এক্ষণে সভার চেষ্টায় ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া ছেন।

গোরখপুর হইতে শ্রীযুক্ত হরিচন্দ্র অগ্রওয়াল লিখিতেছেন, বিগত ২৪শে নবেম্বর হইতে চারিদিন অত্রত্য শ্রীবিহারীজীর মন্দিরে শ্রীযুক্ত আত্মারাম সাগর সন্ন্যাসী অতি প্রভাবশালী বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বামীজীর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া গোরখপুরবাসী মনুষ্য সাধারণের হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ পরিপূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ সঙ্গে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রুদ্রদত্ত শর্ম্মাও বিশেষ সারগর্ভ, অনুপম, মধুর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

কাশী দেবসভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিজয়ানন্দ লিখিতেছেন,—বিগত কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন দেব সভার সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশ দত্ত জীর অনুপস্থিতি নিবন্ধন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগমোহন শরণজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মোহন্ত শ্রীযুক্ত মোহন রায়জী এবং শ্রীযুক্ত বিজয়ানন্দজী মূর্ত্তি পূজা এবং তীর্থাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অতঃপর সভাপতির ধন্যবাদ দিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

বিগত ৮ই পৌষ মঙ্গলবার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সম্বন্ধিভূত ৭৩৫ নং শৈশব-শিক্ষয়িত্রী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। সভাক্ষেত্রে শতাধিক শ্রোতার সমুপস্থিতি হইয়াছিল। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মজঃফরপুর এম্, ই, স্কুলের হেড্মাষ্টার মহাশয় এবং হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধিকা মোহন দাস গুপ্ত

প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উৎসাহে উক্তকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ৭৩৪ নং কুন্দনন্দিনী লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধান বিষয়ক প্রস্তাব ও সভাক্ষেত্রে হইয়াছিল।

সময়—প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা।

বিষয়—শিক্ষা ও সৌজন্য।

বক্তা—মহোপদেশক শ্রীহর সুন্দর সাংখ্যরত্ন

বিগত ২২ শে অগ্রহায়ণ পরগণা আতুয়াজাল মৌজা পাইল গাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রচারোদ্দিশ্যে একটী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাতে অনেক সজ্জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন. তন্মধ্যে স্থানীয় জমীদার রসময় চৌধুরী মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সভার কার্য্য অতীব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাসমোহন চৌধুরী শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির বিশেষ ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া গেল। সভার সময় ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা।

বিষয় -মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য কীর্ত্তন, ও সদাচার।

বক্তা—শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীহরসুন্দর ভট্টাচার্য্য সাংখ্যরত্ন।

২৪ শে অগ্রহায়ণ উক্ত স্থানে উক্ত সময় উপযুক্ত সভ্য মহোদয় গণের আগ্রহাতিশয্যে পুনশ্চ অধিবেশন হয়। এই দিবসেও বহু সুশিক্ষিত মহোদয়গণ সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ সংবাদ এই যে, "পতিভক্তি ও বঙ্গমহিলাদের কর্ত্তব্য উপদেশের বিষয় হওয়াতে বহু ভদ্র মহিলারা শুভাগমনে সভার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাহাদের বসিবার জন্য সুচারু রূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

———o———

গ্রন্থ সমালোচনা।

সচিত্র ও সানুবাদ কাশীমুক্তি বিবেক। সচিত্র সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত মূল্য ।৶০। শ্রুতি স্মৃত্যাদি প্রমাণ সহিত পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্য বার্ত্তিক কার মহাত্মার দ্বারা বিরচিত। এই গ্রন্থে শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্যের বিবরণ অর্থাৎ সুবিখ্যাত কর্ম্মকাণ্ডী মণ্ডলমিশ্র কিরূপে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অবতারত্বের প্রমাণ শাস্ত্রানুসারে এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে কাশীর দেশ নির্ণয় ও ক্ষেত্রাদির পরিমান. ক্ষেত্রের নিরূপণ প্রভৃতি বিষয় উপক্রমণিকায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কাশীতে দেহত্যাগ করিলেই যে জীবন্মুক্তি লাভ হয়, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত মস্তিষ্ক পণ্ডিতম্মন্য পাশ্চাত্যবিজ্ঞানালোকান্ধ শিক্ষিত নাম ধারী অনেক নির্ব্বোধ বঙ্গ সন্তান তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যাহাদের মস্তিষ্ক নিতান্ত বিকৃত হয় নাই তাহারা যদি এই গ্রন্থ খানি একবার পাঠ করেন তবে, শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলে

তাঁহাদের যে ভ্রম নিরাকৃত হইবে। এতদ্ব্যতীত বেদান্ত শাস্ত্রের ও যোগশাস্ত্রের অনেক-গভীর রহস্য অবগত হইয়া অনেকে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন। হিন্দুমাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রাপ্তি স্থান ভারতী ভণ্ডার ৺কাশীধাম।

——:০০০:——

ছাত্র সখা। (ছাত্রগণের জন্য মাসিক পত্রিকা)

সম্পাদক—শ্রীমন্মথ নাথ বসু বি, এ। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে ১১ টাকা। এপর্য্যন্ত তিন সংখ্যা বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে তৃতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কেবল ছাত্রগণের নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষায় এক খানিও মাসিক পত্র নাই বিশেষতঃ যাহাতে ছাত্রগণ সমাজ ও ধর্ম্মনীতি অবগত হইয়া উত্তর কালে আপন দিগের সহিত সমাজের উন্নতি করিতে পারে এরূপ মাসিক পত্র বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিতে এপর্য্যন্ত কেহই চেষ্টা করেন নাই। যাঁহারা আজকাল দেশের উন্নতি চিন্তা করেন তাঁহারা আপনাদিগের ভালেই ব্যস্ত সুতরাং যাহাদিগের উপর দেশের ভাবি উন্নতি নির্ভর করে কি উপায়ে তাহারা প্রকৃত দেশহিতৈষণার উপযুক্ত হইতে পারে এ চিন্তা বোধ হয় অনেকেই অন্ততঃ পত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে অনেকে করেন না। এ অবস্থায় ছাত্র সখার ন্যায় কেবল ছাত্রগণের নিমিত্ত এক খানি মাসিক পত্রের আবির্ভাব দেখিলে আমাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। তবে বর্ত্তমান সংখ্যায় যে কয়েকটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলেও ঐ রূপ ভাবের প্রবন্ধ প্রকাশ ছাত্রদিগের কতদূর উপকারী হইবে তাহা বলিতে পারি না এবং ইহাতে "ছাত্র সখা" নামের সার্থকতা সাধন সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। অতএব যাহাতে ছাত্ররা এই পত্রিকার সাহায্যে শম দম তিতিক্ষা প্রভৃতি মনুষ্যত্ব লাভের উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করিতে পারে এরূপ ভাবের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আমাদের বিশ্বাস ইহার দ্বারা ছাত্র সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয়ও যশোভাজন হইয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবেন। আশা করি সম্পাদক মহাশয় ছাত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দানে চরিত্র গঠনে প্রণোদিত করিয়া ছাত্রসখা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৮।

২৮শ ভাগ।	}	মাঘ।	{	সন্ ১৩১৪ সাল।
৫ম সংখ্যা।	}		{	ইং ১৯০৭ খৃঃ।

ষোড়শ পঞ্জরিকা স্তোত্রম্।*

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥

হে মূঢ়! ধনাগম তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর; শরীর, বুদ্ধি এবং মনের সহিত উহার প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণ ভাব প্রদর্শন কর এবং যে ধন আপনার কর্ম্মফল (অদৃষ্ট) বশে প্রাপ্ত হওয়া

---

* কোন সময় জনৈক আধুনিক শিক্ষিত বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে "শঙ্করাচার্য্যের মোহ-মুদ্গারের দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কারণ ইহা পাঠ করিয়াই দেশের লোকে অলস হইয়া গিয়াছে এবং বৈরাগ্য পরায়ণ হওয়ায় (Activity) কার্য্যকারী শক্তি হারাইয়াছে, তাই ভারতের এত অবনতি।" বলা বাহুল্য, মিত্রবরের "স্বামিজীর মুদ্গার" কিছু অসহ্য হইয়াছিল, কারণ উহার নামই "মোহমুদ্গার" অর্থাৎ যে যেরূপ নির্ব্বোধ, এই মুদ্গারের আঘাত তাহারপক্ষে সেইরূপ অসহ্য হইয়া থাকে। সুতরাং এই "মোহ মুদ্গারের প্রত্যেক আঘাত যে বজ্রাঘাতের তুল্য অমোঘ, আধুনিক কালে তাহাই একটু বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান কালে অনেকের বুদ্ধি এরূপ জড়ভাবাপন্ন যে, সন্ন্যাসীর মুদ্গারের আঘাতে সে জড়তা পরিত্যক্ত হইতেছেনা; তাই আধুনিক ভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত প্রাচীন এবং পুরাতন মুদ্গরকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজনেরও চৈতন্য হয় তবে, পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ধ'য়, সেই অর্থ লাভ করিয়াই চিত্ত বিনোদন অর্থাৎ আত্মতৃপ্তি লাভ কর। (কারণ যতই চেষ্টা কর না কেন, তোমার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল হইতে যাহা তোমার প্রাপ্তি অবধারিত আছে, তাহার অধিক যখন এক কপর্দ্দকও কিছুতেই উপার্জ্জন করিতে পারিবে না † তখন কেন অনর্থক ধনাগম তৃষ্ণাদ্বারা শরীর, মন ও বুদ্ধিকে অস্থির কর।)

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুতআয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২ ॥

(যদি বল আমি আপনার নিমিত্ত উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিনা, স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের নিমিত্তই অর্থের প্রয়োজন, তাহার উত্তর এই) তোমার স্ত্রীই বা কে, আর তোমার পুত্রই বা কে? (কারণ যে স্ত্রী বা পুত্রকে তুমি "তোমার" মনে করিয়া তাহাদের প্রতিপালনের জন্য রাত্রি দিন পশুর মত পরিশ্রম করিতেছ,তাহাদিগের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তুমি যতই চেষ্টা করনা কেন, কিছুতেই রাখিতে পারিবেনা, তোমার ক্রন্দনে বা সহস্র অনুরোধেও উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবে। যদি স্ত্রী পুত্র তোমার আপনার হইত তবে, তোমার ভয়েই হউক বা তোমার উপর দয়া করিয়াই হউক অবশ্যই তোমার অনুরোধ শুনিত। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন তুমি কাহাকেই বা তোমার স্ত্রী বা তোমার পুত্র বল? তাই বলিতেছি) এই সংসার বড়ই বিচিত্র (বি=বিকৃত রূপে+চিত্র অর্থাৎ যাহা চক্ষে দেখ বা বুদ্ধির দ্বারা অঙ্কিত কর, সংসারের প্রকৃত চিত্র তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত) অতএব তুমি কার? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর। (কারণ তুমি যে আপনাকে শ্রীযুক্ত—বাবু মনে করিয়া অহঙ্কারে বক্ষঃবিস্ফারণ পূর্ব্বক জগৎকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতেছ, সেই তুমি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কোথায় ছিলে এবং আপনাকে যে পুত্র কন্যার পিতা, পত্নীর পতি মনে করিয়া আনন্দে ও উৎসাহে মত্ত আছ, তোমার অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে পুত্র কন্যাই বল বা পত্নীই বল কেহই তোমাকে রাখিতে পারিবে না, অতএব তুমি কার এবং কোথা হইতে আসিয়াছ সময় থাকিতে চিন্তা কর।)

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩ ॥

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব ত্যাগ কর; কারণ এক মুহূর্ত্তেই কাল সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলে। (অর্থাৎ ২৩ সেকেণ্ডের ভূমিকম্পে বা সামান্য অগ্নি কণিকার বলে তোমার ধন জন সমস্তই পৃথিবীর অন্তস্তলে প্রোথিত বা একেবারে দগ্ধ হইতে পারে অথবা দুইবার দুইটী দমকা ভেদ বা বমন অথবা হঠাৎ বাত বা অন্য কোন পীড়ায় তোমার যৌবন ধ্বংস হইতে পারে, সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর ধন, জন এবং যৌবনের গর্ব্বে যাহারা অস্থির হয়, তাহারা উন্মত্ত বা মূঢ়

† ধর্ম্ম প্রচারক ২৭শ সংখ্যা ৬পৃষ্ঠায় "অদৃষ্ট ও পুরুষকার" শীর্ষক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

অর্থাৎ নির্ব্বোধ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অতএব) এই যে, অখিল জগত ইহা মায়াময় ইহা বিবেচনা করিয়া (যখন নিদ্রিতাবস্থায় বা মৃত্যুকালে কি স্ত্রী, কি পুত্র, কি ধন, কি জন কাহারও সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকে না, * তখন এই বিশ্বসংসার মায়াময় ব্যতীত আর কি বলিব? অতএব) ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া শীঘ্র তন্মধ্যে প্রবেশ কর। (কারণ একবার মায়াতীত ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে আর কখনই মায়া বা ভ্রমে পতিত হইবে না। পক্ষান্তরে সদ্গুরু লাভ হইবার অব্যবহিত পরে অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।)

নলিনীদলগতজলবত্তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥ ৪ ॥

পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অত্যন্ত চঞ্চল (পদ্ম পত্রের উপর জল থাকিলেও পত্রের গায়ে উহা লাগে না, সুতরাং যখন উহা পত্র হইতে পড়িয়া যায়, তখন সেই জলের চিহ্নও তাহাতে লাগিয়া থাকে না, এবং অনবরত বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় উহা চঞ্চল, সেইরূপ জীবন মনুষ্যদেহের মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও উহা শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত লিপ্ত নহে, পক্ষান্তরে অবিরত নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা উহা নিতান্ত চঞ্চল) অতএব মহাত্মাদিগের সৎসঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশই একমাত্র অবলম্বনীয়, কারণ উহাই জীবকে সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিবার একমাত্র নৌকা। (মহাত্মাদিগের মন সতত একমাত্র পরমাত্ম-তত্ত্বে নিবিষ্ট, সুতরাং তাঁহারা মায়াময় পৃথিবীতে অবস্থান করিলেও অর্ণব মধ্যবর্ত্তী নৌকা যেরূপ জলের অতীত, তাঁহারাও সেইরূপ মায়ার উপর ভাসমান অর্থাৎ মায়ার অতীত, তাই সাধুসঙ্গের দ্বারা অতি অল্প কালেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।)

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষ ॥ ৫ ॥

(যদি বল সংসার মায়াময়, তাহা আমি স্বীকার করি না—ভাল, যদি তাহাও স্বীকার না কর, তবে) যখনই জীবের জন্ম হয়, তখনই তাহার মৃত্যু অবধারিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ জীব মাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী), তাহার পরে আবার জননী গর্ভে প্রবেশ করিতে হয়, সংসারে এই দোষই দেখা যায়। (কোন একটী মনুষ্যকে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে এক দিন কোন কাজ কর্ম্ম না দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে, তাহার কিরূপ কষ্ট হয়, ইহা সকলেই পরীক্ষা করিতে পারেন, আর দশমাস কাল মাতৃগর্ভে আবদ্ধ থাকা ও জন্ম সময়ের যন্ত্রণা প্রকাশ করা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ এবং মৃত্যু যন্ত্রণা যে কি ভীষণ, তাহা অল্পকাল নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলেই বুঝিতে পারা যায় সুতরাং সংসার মায়াময় স্বীকার না করিলেও

* ধর্ম্ম প্রচারক ২৬শ ভাগ ২৮৮ পৃষ্ঠা "মনুষ্যের নিজস্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

রাজার গৃহেহ জন্ম গ্রহণ কর, আর ভিখারীর গৃহে জন্ম গ্রহণ কর, ইহা যে অন্ততঃ জন্ম গ্রহণ বা পঞ্চত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত দুঃখময়, সুতরাং প্রত্যক্ষ দোষ দুষ্ট, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে) অতএব হে মানব সংসারে বিষয় ভোগের দ্বারা তোমার কিছুতেই প্রীতি লাভ হইতে পারে না।

দিনযামিনৌ সায়ম্প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ু॥ ৬ ॥

এই সংসারে দিন, রাত্রি, সায়ংকাল, প্রভাত, শীত, বসন্তাদি ঋতু পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে, কাল এইরূপেই ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু জীবের পরমায়ু ইহাতেই ক্ষয় হইয়া থাকে, তথাপি কেহ আশাবায়ু পরিত্যাগ করে না। (কিন্তু তাহারা এরূপ মোহমুগ্ধ যে)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত কম্পিতশোভিত দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং ॥ ৭ ॥

(বরং বয়স বৃদ্ধির সহিত আশা বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, কারণ বৃদ্ধ বয়সে) শরীরের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এমন কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বশে রাখিতে পারিতেছ না, মস্তকের কেশ শ্বেত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মুখবিবর দন্তবিহীন হইয়া গিয়াছে, যে যষ্টির উপর ভর দিয়া গমন করিতেছ, তাহাও কম্পিত হইতেছে, তথাপি আশাভাণ্ড ত্যাগ করিতে পারিতেছ না! (ভোগে অসমর্থ হইলেও এই বৃদ্ধ বয়সে কেবল চক্ষু ও শ্রুতি সুখ লাভ করিবার আশয়ে পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্ত আরও অর্থ বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতেছ—অতএব তুমি মূঢ় না কি? আর কি? কারণ পরমুহূর্ত্তেই যে সকল বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তাহাই প্রাপ্তির ইচ্ছায় তুমি অস্থির।)

সুরবরমন্দিরতরুমূলবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহাদিগের পক্ষে বৃক্ষমূল বাস ও স্বর্গবাস একই পদার্থ, অর্থাৎ যাঁহারা তরুমূলে বাস করিয়াও স্বর্গসুখ অনুভব করেন, ভূমিতল যাঁহাদিগের শয্যা, মৃগচর্ম্ম যাঁহাদিগের বস্ত্র যাঁহারা সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ মনের দ্বারাই হউক অথবা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই হউক, যাঁহারা ভোগের নিমিত্ত কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না, কেবল শরীর রক্ষার্থই আহারাদি করেন, এই সকল দেখিয়া কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যকে সুখকর বোধ না করেন? (গৃহে-বাস করিতে হইলে গৃহ প্রস্তত, তাহার সংস্কারাদির কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম ও মানসিক উৎকণ্ঠাদি ভোগ করিতে হয়, তাহার তুলনায় বৃক্ষমূলে বাস করা স্বর্গ, বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে যাঁহারা সহরে বাটী প্রস্তত করিয়া বাস করেন, মিউনিসিপালিটীর অত্যাচার, সংস্কারাদির নিমিত্ত উদ্বেগ প্রভৃতির বিষয় তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাহার পর ভূমিকম্পাদির দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তেই সেই সাধের বাটী একেবারে ভূমিসাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে, এবং তাহা

হইলেই অনেককে হয়ত তরুমূলই অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তরুমূলে বাস অভ্যাস করিলে তাহাই স্বর্গবাস বলিয়া মনে হয়; শয্যা ব্যতীত অনেকের নিদ্রা হয় না, কিন্তু সেই শয্যা স্থাপন করিবার নিমিত্ত আবার গৃহাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে, সুতরাং একমাত্র শয্যার নিমিত্ত সেই পূর্ব্বোল্লিখিত বিপত্তি উপস্থিত হয়; অতএব যখন নিদ্রা যাইবার নিমিত্তই শয্যার প্রয়োজন, তখন ভূমিতে শয়ন করিয়া নিদ্রার অভ্যাস করিলে সকল উৎপাতই নিবৃত্ত হয়। আর বর্ত্তমান কালের বস্ত্রশিল্প লইয়া ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে, ইহার পরিণামে হয় ভারতবাসী, নয় বিলাতবাসীর যে কি সর্ব্বনাশ ভবিতব্যতার গর্ভে নিহিত আছে, কাহা কে বলিতেপারে? সুতরাং এই বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে আর কোন বিপত্তিই থাকে না। পক্ষান্তরে বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিমিত্ত কেবল বাটী নহে, সেই সকল বস্ত্রাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত সিন্দুকাদিরও প্রয়োজন, অথচ সেই সকল বস্ত্রও অল্প দিনেই নষ্ট হইয়া যায়, এবং নূতন বস্ত্রের নিমিত্ত নূতন উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এই নিমিত্ত গৃহ, শয্যা ও বস্ত্র নিমিত্ত সুখ, সুখই নয়, তাহা অপেক্ষা বৈরাগ্যে বা ত্যাগেই অধিক সুখ।)•

ক্রমশঃ—

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি-অনূদিত।

সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম রূপ।

বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, "ধর্ম্মঞ্চর"—"ধর্ম্মেণ সুখমাসীৎ"—অর্থাৎ ধর্ম্ম সাধন কর, ধর্ম্মের দ্বারাই সুখলাভ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ধর্ম্মে সুখলাভ হইয়া থাকে সে ধর্ম্ম কি? বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতা মহামুনি কণাদ বলিতেছেন যে, "যতোভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স্ সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" অর্থাৎ যাহার দ্বারা লৌকিক সুখ এবং নিঃশ্রেয়স্ সাধন হয় তাহাই ধর্ম্ম। নিঃশ্রেয়স্ সম্বন্ধে দর্শন-কর্ত্তা মহামুনি ইহা লিখিয়াছেন যে, প্রবৃত্তির নাশ হইলে জন্ম নষ্ট হয়, অর্থাৎ আর জন্ম হয় না, জন্মনাশ হইলে দুঃখ নাশ হইয়া থাকে, দুঃখের নাশ হইলে অপবর্গ লাভ হয়, এবং এই অপবর্গেরই অপর নাম নিঃশ্রেয়স্। মহামুনি কণা-

---

• বলা বাহুল্য যে, ইহাতে কাহাকেও উলঙ্গ থাকিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই গৃহ, শয্যা ও বস্ত্রাদির অসারতা প্রতিপন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য। অসার বস্ত্র বা গৃহাদির গর্ব্বে যাহারা অস্থির হয়, তাহাদের অপেক্ষা মূঢ় আর কে আছে? সুতরাং এই মুখপরাঘাতের ব্যবস্থা তাহাদের নিমিত্তই হইয়াছে।

দের বাক্যানুসারে এই নিঃশ্রেয়স্ লাভই ধর্ম্ম সাধনের পরম পুরুষার্থ। এই প্রকার ন্যায় দর্শনকার মহর্ষি গৌতম স্থির করিয়াছেন যে "তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে।" ন্যায়দর্শনে এরূপ লিখিত আছে যে, তত্ত্বজ্ঞান হইতেই মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে দোষ বিনষ্ট হয়, দোষ নষ্ট হইলেই সকল প্রকার দুঃখের শান্তি হইয়া থাকে; এই দুঃখশান্তির নাম পরমপুরুষার্থ। পাতঞ্জল দর্শনকর্ত্তা যোগিরাজ মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন "চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইতেই স্বরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, স্বরূপ প্রাপ্তিই পরম সুখ, এবং এই সুখ লাভই পরম ধর্ম্ম।" এই রূপ সাংখ্যদর্শনকার সিদ্ধশিরোমণি কপিল দেবের সিদ্ধান্তানুসারে "প্রকৃতি পুরুষের সংযোগানুসারে সৃষ্টি হইয়াছে, এই সৃষ্টি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত।" এই দর্শনকার সৃষ্টির বিভাগ গণনা করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এই দর্শনের নাম "সাংখ্য" হইয়াছে। এই সকল তত্ত্ব হইতে অতীত হইলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া যায়, এই দুঃখের নিবৃত্তির নামই পরমধর্ম্ম। এই প্রকার মীমাংসাদর্শনকর্ত্তা মহর্ষি জৈমিনীর মতে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া যায়, চিত্তশুদ্ধি হইতেই আত্মচৈতন্য প্রকাশিত হয়, এবং এই অবস্থা লাভ করাই পরম ধর্ম্ম। অতঃপর এই পাঁচখানি দর্শন দেখিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই পাঁচখানি দর্শনের যাহা সাধন ফল, তাহাই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ এই পাঁচ খানি দর্শন অনুসন্ধান করিতে করিতে বেদান্তের মধ্যে দেখা যায় যে "বেদান্ত দর্শনেই উক্ত মুক্তিরূপ ধর্ম্মের বিশেষ স্বরূপ বিবর্ণিত আছে।" অপৌরুষের বেদসমূহ নানা প্রকার অধিকারীদিগের নিমিত্ত যে বিস্তৃত ধর্ম্মসমূহের প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিস্তৃত অঙ্গের এক এক দিক এই সকল দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যথার্থ বেদসমূহের বিষয়ের উপরেই সকলের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত।

এই সকল দর্শন ব্যতীত সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে অপর একটী মতের বহুল প্রচার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা দ্বৈতবাদ নামে অভিহিত। এই মতেরও কতিপয় দর্শন শাস্ত্র দেখা যায় এবং উহার কতিপয় মতভেদও আছে—যথা শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত ইত্যাদি। যদিও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে, তথাপি মূলবিচারে কিছুই ভেদ নাই। সমস্ত দ্বৈত দর্শনেই এই মতের পোষণ করিয়াছে যে, জীব এবং পরব্রহ্ম স্বতন্ত্র এবং জীবের প্রবৃত্তিই এই যে, তুমি স্বতন্ত্র ভাবেই প্রস্তুত হইয়াছ, এবং সেই সৃষ্টির কারণ-রূপী পরমেশ্বরের দাস্য, বাৎসল্য, পতি এবং সখ্যাদি ভাবসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা

সেবা করাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানিও; যদি কিছু সুখ থাকে, তবে কেবল তাঁহার সেবাতেই আছে। দ্বৈতদর্শন এবং অদ্বৈত দর্শনের মধ্যে যে, আজকাল একটা বিরোধ দেখা যায়, উহা কেবল অজ্ঞান অধিকারীদিগের দোষেই হইয়াছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই উভয় মতের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। এই উভয় মতের আদি আচার্য্য মহর্ষিগণের গ্রন্থ যে সময়ে দেখা যায়, তখন বর্ত্তমান কালের সাম্প্রদায়িক দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই ক্লেশ হয়। অল্প বিচার করিলেই ইহা সিদ্ধান্ত হইবে, অদ্বৈত মতের প্রধান প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান বেদব্যাসই তখন দ্বৈতবাদের প্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা, আর তিনিই যখন "অহং ব্রহ্মোঽস্মি" আদি মহাবাক্যসমূহের প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং পুনরায় তিনিই পুরাণসমূহের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, "বেদে রামায়ণে চৈব, পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥ যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥" অতএব এই উভয় মতের মধ্যে পক্ষাপক্ষ কোথায় রহিল? কেবল অধিকার ভেদেই সাধন ভেদ মাত্র আছে, আর কিছুই নাই। দ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য্য দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন "ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নসূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্" আবার তিনিই বলিয়াছেন, "ওঁ ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেম গুণবর্জ্জিত, অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, উহা কেবল অনুভবের দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং সেই ঈশ্বর প্রেম সেই সময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, যে সময় একান্তী হয়, অর্থাৎ "যখন চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।" যখন এই পরাভক্তি বা অনন্য প্রেমের উপরেই দ্বৈতবাদীদিগের লক্ষ্য এবং তাঁহারাও একথা স্বীকার করেন যে, মুক্তি চারি প্রকার যথা সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য, যে সকলের মধ্যে এক মুক্তির লক্ষণ, অদ্বৈত মতের সিদ্ধান্তরূপেই বর্ণন করা হইয়াছে, তখন এই উভয়মতের বিরোধ কোথায়?

সনাতন ধর্ম্মের নানা দর্শনের মত বিচার করা হইল, এখন দেখা উচিত যে, ধর্ম্মের রূপের কি সিদ্ধান্ত বাহির হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য নানা ধর্ম্মের স্বরূপ যেরূপ সংকুচিত, সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ সেরূপ নহে; অন্যান্য ধর্ম্মসমূহে কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কিছু কিছু নিয়ম এবং সমাজ সম্বন্ধীয় কিছু কিছু নিয়ম পালন করাকেই ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের বিচারে ধর্ম্মাধর্ম্মের অতিরিক্ত পদার্থ এই সংসারে কিছুই নাই এই নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের

ভোজনে, পানে, শয়নে, জাগরণে, উপবেশনে, উত্থানে, কথনে, শ্রবণে ইত্যাদি প্রত্যেক কর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের সম্বন্ধ রক্ষা করা হইয়াছে। বেদ-কথিত যথার্থ ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, ধর্ম্মের নিরুক্তগত অর্থ 'নিয়ম" এবং ধর্ম্মের ধাতুগত অর্থ "ধারণ করা"—এই উভয় অর্থ হইতে ইহাই তাৎপর্য্য বাহির হইতেছে যে "যে নিয়ম এই সৃষ্টিক্রিয়াকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, উহারই নাম ধর্ম্ম।" এখন বিচার করা উচিত যে কোন নিয়ম সৃষ্টিক্রিয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং উহার কোন্ অবস্থাকে ধর্ম্ম এবং কোন্ অবস্থাকে অধর্ম্ম বলা যায়। সৃষ্টির তিনটী গুণ আছে, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণ সৃষ্টির সকল বস্তুর মধ্যে দেখা যায়; রজোগুণ হইতে উৎপত্তি, সত্ত্বগুণ হইতে স্থিতি এবং তমোগুণ হইতে লয়—বিশ্বসংসার এই তিন অবস্থার বশীভূত—এমন কোন পদার্থ সৃষ্টির মধ্যে নাই, যাহা উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়, এই তিন অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে; এই ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহসমূহ হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত এই তিন অবস্থার অধীন। ঐ প্রকার জীব-প্রবাহও এই নিয়মের অধীন হইয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অবস্থা ভেদে জীবের সৃষ্টি স্থিতি এবং মুক্তি বুঝিতে পারা যায়; অহংতত্ত্ব দ্বারা জীব মোহিত হইয়া ধর্ম্ম প্রবাহের মধ্যে প্রবাহিত হয়, পুনরায় সৃষ্টির মধ্যে বহিতে থাকে, তদনন্তর আপ-নার রূপ জানিতে পারিয়া এই মায়া-প্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়—এই তিন অবস্থা জীবেরও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাই ধর্ম্ম, যাহা এই ক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে বাধা না দেয়, এবং তাহাই অধর্ম্ম যাহা এই নিয়মে বাধা প্রদান করে, অর্থাৎ জীব সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে পড়িবার পর ক্রমশঃ আপনার গুণভেদের দ্বারা উন্নত হইতে হইতে মুক্ত হইবে, যাহা এই ক্রমোন্নতিতে বাধা প্রদান করে, তাহাই অধর্ম্ম, এবং যাহা এই বিষয় সরল করিয়া দেয়, তাহাই ধর্ম্মপদবাচ্য হয়। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে বিচার করিয়া দেখুন যে, কি প্রকারে আমাদিগের শয়ন, উপ-বেশন করাকে পর্য্যন্তও ধর্ম্মাধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে। মনে করুন, কোন লোক দিবানিদ্রা ভোগ করিয়া তমোগুণ বৃদ্ধি করিল এবং তমোগুণ যখন জীবের ক্রমো-ন্নতির বাধা প্রদান করে,তখন দিবানিদ্রা অবশ্যই অধর্ম্মের কারণ হইল,কারণ জীবের মধ্যে যতই তমোগুণ অর্থাৎ অজ্ঞান স্পর্শ করিবে, ততই সে জড়তা প্রাপ্ত হইয়া যাইবে, এবং যতই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইবে, ততই সে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি অর্থাৎ লয়ের দিকে অগ্রসর হইবে; দিবানিদ্রা সেই ক্রমোন্নতিতে বাধা প্রদান করিল এবং সরল পথ বন্ধ করিল, এই নিমিত্ত দিবানিদ্রা অধর্ম্মকর কার্য্য হইল।

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের উপর বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভেদের দ্বারা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিষয়ে যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকল এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত; বেদ, উপবেদ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাহা যাহা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিচার করিয়াছেন, সে সকল এই সার্ব্বভৌম ভিত্তির উপর অবস্থিত এবং শাস্ত্রসমূহ "ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মোধরাধারকঃ। ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥" এই কথা বলিয়া ধর্ম্মকে নমস্কার করিয়াছেন।

সনাতন ধর্ম্মের বাক্যই এই যে "ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ। অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রমঃ।" অর্থাৎ যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মকে বাধা প্রদান করে তাহা ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অধর্ম্ম এবং যে ধর্ম্ম অবিরোধী তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। এরূপ গম্ভীর এবং সর্ব্বহিতকারী মহাবাক্য কেবল উদার সনাতন ধর্ম্মের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাহাই সনাতন ধর্ম্ম, যাহা পৃথিবীর কোন ধর্ম্মকে বাধা না দেয়; সনাতন ধর্ম্মের দৃষ্টিতে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীপুরুষদিগের এক সমুদায় বা যাত্রীদিগের এক একটা দল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, যাহারা আপনাপন অধিকার ভেদের নিমিত্ত পৃথক পৃথক মার্গের দ্বারা একই গন্তব্য স্থানের দিকে চলিয়াছে; এই জন্য সনাতনধর্ম্ম কখনও এরূপ উপদেশ দেন না যে, আপন ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম্মই অধর্ম্ম, অতএব সকলেই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হও। যদিও সনাতন ধর্ম্ম স্বীকার করেন যে, জ্ঞানের মধ্যে ছোটবড় আছে, কিন্তু উহার সহিত ইহাও স্বীকৃত হইয়া থাকে যে, যেরূপ অধিকারী, তাহার অর্থ এই যে, অধিকারানুরূপ ধর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম।

সনাতন ধর্ম্মের যত সম্প্রদায় আছে, সেই সকল সম্প্রদায়ের সকলেই এ কথা স্বীকার করেন যে "ধর্ম্মসাধনরূপ পুরুষার্থের ফলই এই যে, জীব পূর্ণ আত্মা হইয়া যায় বা ঈশ্বর সাক্ষাতের অর্থই এই যে, ঈশ্বররূপী হইয়া থাকে।" সকলের লক্ষ্য একদেশীয় হইলেও অধিকারভেদে যে সাধনভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই ভিন্ন ভিন্ন মার্গ বা সম্প্রদায়। এই সকল সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম্মরূপী দেহের অঙ্গ, ইহার মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম কাহাকেও ঘৃণার দৃষ্টিতে দর্শন করেন না। যখন প্রত্যেক মনুষ্যের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য আছে এবং প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির প্রভেদ আছে, তখন একই প্রকারের ধর্ম্ম সকলের নিমিত্ত কি রূপে

উপযুক্ত হইতে পারে? যেরূপ দেশ, কাল, বল এবং প্রকৃতির পার্থক্য বশতঃ একই ব্যাধির ভিন্ন ভিন্ন ঔষধি ভিন্ন ভিন্ন রোগের নিমিত্ত উপকারী, সেই প্রকার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, যোগ্যতা এবং সাধন সামগ্রী প্রভৃতির ভেদ বশতঃ বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন অধিকারও অপরিহার্য; যদি দশজন মনুষ্যের মধ্যে কেহ স্থূল কেহ বা স্থূলতর থাকে, আর তাহারা আপন আপন দেহের নিমিত্ত একই মাপের বস্ত্র পরিধান করে, তবে দুই একজন মনুষ্যের পক্ষে তাহা উপযুক্ত হইলেও অবশিষ্ট মনুষ্যগণ বিবস্ত্র থাকিয়া যাইবে, পরন্তু নানা প্রকার মাপের বস্ত্র ঐ সকল মনুষ্য প্রাপ্ত হইলে, কাহাকেও বস্ত্র বঞ্চিত হইতে হয় না। ধ্যান ধারণাশীল সূক্ষ্ম দ্রষ্টার নিকট কর্ম্মকাণ্ড যে প্রকার আদরণীয় নহে, সেইরূপ দেহাত্মবাদী স্থূল অধিকারীর নিকট জ্ঞানমার্গ দুর্গম এবং অরুচিকর; বিশাল রাজ্যধন এবং ঐশ্বর্য্যের অধিকারী মহারাজাদিগের নিকট বিষয় বৈরাগ্য এবং শমদমাদি পূর্ণ সাধনমার্গ যে প্রকার অপ্রীতিকর হইবে, সেই প্রকার ভাগবত-ধারী, বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসীদিগের নিকট বিষয়সুখপূর্ণ প্রবৃত্তি মার্গ সর্ব্বদা অগ্রাহ্য ও অগ্রহণীয় থাকিবে। এইরূপ অধিকার ভেদে সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে নানা প্রকার সম্প্রদায় ভেদ আছে, কিন্তু যদি এই সকল সম্প্রদায়ের লক্ষ্য যথার্থ ধর্ম্মের প্রতি হয়, তবেই উহাদের মঙ্গলের আশা আছে, এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অধিকারানুসারে উহাদিগের আচারের মধ্যে বহু ভেদ থাকিলেও যদি সকলের গতি আত্মোদ্ধারকরূপ ধর্ম্মের উপরেই হয়, তাহা হইলে কখনই বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। যেরূপ শীত ঋতুর অবসানে বৃক্ষসমূহের পত্রাবলী শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে কিন্তু শীতল, মন্দ সুগন্ধ বসন্ত বায়ু প্রবাহিত হইলেই প্রত্যেক বৃক্ষে নব-পল্লব অঙ্কুরিত হইয়া থাকে; বসন্ত ঋতুর সমাগম হইলেই তরুসমূহে নব পল্লব প্রকাশিত হয়, কিন্তু সকল বৃক্ষে এক প্রকারের পত্র হইবার সম্ভাবনা নাই; সকল বৃক্ষই প্রফুল্লতা আগমন করে, কিন্তু যে যে জাতীয় বৃক্ষ, বসন্ত ঋতুর শক্তির দ্বারা উহাতে সেই জাতীয় পত্র অঙ্কুরিত হয়; সেইরূপ সকল প্রকারের সাম্প্রদায়িক অধিকারীদিগের মধ্যে আত্মোদ্ধারক ধর্ম্মবায়ু প্রবাহিত হইলে সকল সম্প্রদায়ই শান্তিসুখ ভোগ করিতে করিতে আপনাপন গন্তব্যস্থানের দিকে চলিতে থাকিবে এবং পুনরায় সনাতন ধর্ম্ম কল্প বৃক্ষের ন্যায় সকল ভূত হিতকারী হইয়া যাইবে। সনাতন ধর্ম্মই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম; কারণ উহা দেশ কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্ব ব্যাপক ও জীব হিতকারী।

ধর্ম্ম স্বরূপ।

—:000:—

(শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ জী মহারাজ লিখিত হিন্দী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

পূর্ব্বানুবৃত্ত।

বেদ সমূহে ধর্ম্ম শব্দের সহিত কোন শব্দের প্রয়োগ করা যায় না ইহার কারণ এই, যদি ধর্ম্মকে ভগবদ্ধর্ম্ম নাম দেওয়া হয় তবে বাস্তবতঃ কর্ম্মস্বরূপ ধর্ম্মের চৈতন্য স্বরূপ ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না; কারণ ক্রিয়া, চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায় মায়ার মধ্যেই হইয়া থাকে; অতএব এরূপ বলা উচিত বিবেচনা করা যায় না এবং যদি ভগবতীধর্ম্ম বলা যায় তবে জড়রূপা প্রকৃতির মধ্যে ক্রীয়াশীলা সত্ত্বই নাই যে পর্য্যন্ত চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ না হয়, এই নিমিত্ত ক্রিয়ারূপ ধর্ম্মের প্রকৃতির সহিতও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, উক্ত কারণে ধর্ম্মকে ভগবতী ধর্ম্ম বলা যুক্তি সঙ্গত নহে। জড়রূপা প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্যের সম্বন্ধ দ্বারা ক্রিয়া হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ঐ ক্রিয়ার নাম চৈতন্য এবং প্রকৃতি এই উভয়ের মধ্যে একের সহিত সম্বন্ধরক্ষাকারী হওয়া উচিত নয়, উভয়ের সহিত সম্বন্ধরক্ষাকারী হওয়া উচিত, এই নিমিত্ত বেদসমূহে অন্য কোন বিশেষণ শব্দ ইহার সহিত প্রয়োগ না করিয়া কেবল ধর্ম্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্ম শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ স্বভাব। ঐ স্বভাব কোননা কোন প্রকারে হইয়া থাকে অর্থাৎ উহা যাহাতে থাকে উহাও কোন আধার বিশেষ হইয়া থাকে। যদ্যপি ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীর অভেদ আছে তথাপি ধর্ম্মের বর্ণন হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মীরও বর্ণন হইয়া থাকে। ধর্ম্মীর বর্ণনায় উহার নাম নির্দ্দেশ করিয়া বলা হয় যে সে এরূপ এবং ধর্ম্মের বর্ণনায়ও উহার নাম নির্দ্দেশ করিয়া বলা হয় যে উহার ধর্ম্ম এই প্রকার যেরূপ জল শীতল এবং জলের ধর্ম্ম শীতল হওয়া, এই প্রকারে মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর হইতে লইয়া তাঁহার সৃষ্টিক্রমের সকল পদার্থের পৃথক পৃথক স্বাভাবিক গতি আছে তাহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ধর্ম্ম এই জগৎ হইতে কোন পদার্থ পৃথক নহে। স্মরণ থাকে যেরূপে জড়রূপা প্রকৃতি চৈতন্য সংযোগে ক্রিয়াশীলা হইয়া বিস্তৃত হইতে থাকে এবং তাহার সেই বিস্তারের মধ্যে যত ভেদ হয় ঐ সকল উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্যের ধর্ম্মভেদ হওয়ার কারণে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই সেই উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্যরূপী সৃষ্টি পদার্থের ধর্ম্ম অসংখ্য উপাধি হওয়ার কারণে অসংখ্য প্রকারের হইয়া থাকে। যে যে জড় এবং চেতন পদার্থ সমূহের মধ্যে যে যে স্বাভাবিক উর্দ্ধগতিশীলা ক্রিয়া আছে, উহাই উহার ধর্ম্ম এবং উহার অনুকূল আচরণ করাকে ধর্ম্মাচরণ বলে এবং সেই ধর্ম্মাচরণ দ্বারা জীব মুক্তিপদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যোনি এবং উহার উদ্ধতন যোনির জীব সমূহের মধ্যে ঈশ্বরীয় সৃষ্টিক্রমের সদসন্মার্গ বিচার শক্তি এবং ঐ উভয়ের মধ্যে বিধিমার্গে চলিবার শক্তি প্রদত্ত হয় এই উভয় প্রকার শক্তির মধ্য হইতে সদসন্মার্গ বিচার শক্তিকে উক্ত যোনির জীবের মধ্যে অনেক জীব কার্য্যে নিয়োগ না করিয়া স্বাতন্ত্র্যাভিমান দ্বারা যাহা মনে হয় তাহাই করিয়া

থাকে উহাকে অধর্ম্ম বলে এবং উহা দ্বারা অধোগতিশীল এক নূতন সৃষ্টিক্রমের সৃষ্টি, চারিযুগ এবং চতুর্থ কলিযুগের পশ্চাতে একেবারেই সত্যযুগ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক জীব আপনার সেই সদসন্মার্গ বিচার শক্তিকে কার্য্যে আনিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে যে সন্মার্গ-রূপ ধর্ম্মমার্গই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মনুষ্য যোনি এবং উহার উর্দ্ধতন যোনির প্রত্যেক জীবের উন্নত হইতে উন্নত জ্ঞানোপার্জ্জন করিবার প্রথম অবস্থায় ইহা নির্ণয় করার যোগ্য জ্ঞান উহাদের মধ্যে হয়না যে আপনার ধর্ম্ম কি? অতএব উহা উন্নত জ্ঞানবান্ ঋষিদিগের মুখের শব্দের দ্বারা প্রকটিত এবং সেই সকল শব্দের স্থূল মূর্ত্তিরূপ অক্ষর কল্পনা দ্বারা লিখিত শাস্ত্র-সমূহের এবং ঐ সকল শাস্ত্রের পূর্ণজ্ঞানরক্ষাকারী গুরুর জিজ্ঞাসা বুদ্ধির সহিত স্বতই আশ্রয় লইয়া তাঁহার আজ্ঞানুকূল কর্ম্ম করিয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞারূপ স্বধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে মুক্ত হইয়া যায়। মনুষ্য যোনি এবং উহার উর্দ্ধতন যোনির জীবের আপনার প্রথমাবস্থায় আপনার ধর্ম্ম কি, ইহা জানিবারও সমর্থ নাই; কিন্তু জ্ঞানে উত্তরোত্তর উন্নতি করিতে করিতে সেই ধর্ম্মাচরণশীল জীবই আপনার চতুর্থাবস্থা রূপ মুক্তির আসন্ন কালের জীবন্মুক্তাবস্থায় সংসারের যাবদ্ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম রহস্য সমূহ করামলকবৎ দেখিতে থাকে এবং গুরু এবং শাস্ত্রের উপর সমান শ্রদ্ধা রক্ষাকারী ধার্ম্মিক জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা করিবার পর জিজ্ঞাসার তারতম্যানুসারে ঐ ধর্ম্মকে ঐ সকল মহাত্মা সময় সময় প্রকাশিতও করিয়া থাকেন অর্থাৎ যে পরিমাণ এবং যে প্রকার জিজ্ঞাসা হউক সেই পরিমাণ এবং সেই প্রকারের ধর্ম্ম তাঁহারা প্রকাশিত করেন।

ক্রমশঃ -

বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

(৪)

পরম সাধক ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস অনেক দুঃখে বলিয়াছেন "গুরু লাখে লাখে মিলে শিখ্ মিলে না এক।" অর্থাৎ অধুনা কাল মহাত্মো কেহ আর আপনাকে শিষ্য অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হয় না। কলেজ স্কুল বা চতুষ্পাঠী হইতে বাহির হইয়াই প্রথমে মাষ্টারি বা পণ্ডিতি করিয়া একবার গুরুগিরির সখ মিটাইবার সাধ বোধ হয় প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। তাই আজ কাল কলিকাতা বা তাহার ন্যায় সহরে শত শত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং দশ পনর বা কুড়ি টাকা বেতনের শিক্ষকের দ্বারা সেই সকল বিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ায় "শিক্ষিত" অধ্যাপক দিগের "সখ" মিটিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে "সখ মিটাইবার ব্যপদেশে" বিকৃত শিক্ষাদানের গুণে অপরিণত মস্তিষ্ক বালকদিগের ইহকাল পরকাল বিনষ্ট হইতেছে। কারণ, বিদ্যালয়ের বালকগণ ১৫।২০৲ টাকা বেতনের "মাষ্টার" বা "পণ্ডিত" মহাশয়কে সামান্য বেতনের ভৃত্য ব্যতীত আর কিছুই মনে করে না, তবে যে

সকল দরিদ্র ছাত্র বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে অধ্যয়ন করিতে পায়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। ইহার উপর যে সকল ছাত্রের বাটীতে বি এ বা এম এ উপাধিধারী গুপ্তশিক্ষক (?) বা "Private Tutor" আছেন, তাহারাত স্কুলের মাষ্টারকে একটা নির্ব্বোধ জীব বলিয়া মনে করে, আর "গুপ্ত শিক্ষককে" বাটীর গোমস্তা বা সরকার জাতীয় জীব ব্যতীত আর কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং এই সকল কারণে অতি শৈশব কাল হইতেই বালকেরা অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া পড়ে।

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে শ্রেণী পরিবর্ত্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে, নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক অপেক্ষা আপনাকে অধিক শিক্ষিত মনে করাও অধিকাংশ বালকের যেন স্বভাব-সিদ্ধ অভ্যাস। কালে সেই সকল বালক যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ্ এ বি এ বা এম এ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে, তখন বিদ্যালয় বিভাগের শিক্ষকদিগকে নিতান্ত গণ্ডমূর্খ ব্যতীত আর কোন ধারণাই তাহার মনে হয় না; অবশেষে কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রথমেই আপনার পিতা পিতামহ দিগকে Old Fool বা নির্ব্বোধ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত পন্থামাত্রেরই সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হয়। তাই কোন কোন ব্রাহ্মণ সন্তানউপবীত-পরিত্যাগ, বিধবা ভগিনীর পুনর্ব্বিবাহ দান, কেহবা অন্যান্য উপায় অবলম্বনে "স্বনাম পুরুষ ধন্য" হইতে চেষ্টা করেন, সুতরাং আপনাকে ক্ষুদ্র বিবেচনা করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ—অন্ততঃ কাহারও পরামর্শ গ্রহণ তাঁহার পক্ষে বিশেষ ঘৃণাজনক হইয়া পড়ে। তাই এক্ষণে দেখা যায়, সকলেই গুরু, সকলেই অপরকে উপদেশ দিতে অগ্রসর—কিন্তু কে যে কাহার উপদেশ গ্রহণ করে, তাহার ঠিকানা নাই—লাভের মধ্যে এই রূপ "হঠাৎ গুরু"র দলের আধিক্য হওয়ায় দেশময় বিদ্বেষের আধিক্য বশতঃ সকল সমাজেই ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে! বলিতে পারি না, ইহা আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দোষ, অথবা ভারতবাসীর দুরদৃষ্টের প্রত্যক্ষ ফল।

মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় ভারতবাসীর বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর অপর লাভালাভ আর কিছু হউক আর না হউক, আজ কাল ব্রাহ্মণ-নন্দন হইতে অন্ত্যজ জাতীয় ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষিত নামধারী জীব বিশেষের অধিকাংশই বৈদান্তিক, আধ্যাত্মিক, উপনিষদ ও গীতার একান্ত ভক্ত—সুতরাং ব্রাহ্মণ জাতি, বর্ণভেদ প্রভৃতি সামাজিকতার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া আপনাদের অসারতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে স্পর্দ্ধাই করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ইহাতে কেবল যে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত হয় তাহা নহে, ঐ সকল দুর্ব্বুদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির অধস্তন বংশাবলী পর্য্যন্ত এরূপ অসুবিধার মধ্যে পতিত হয় যে, তাহার ফলে কাহাকেও বাসস্থান, কাহাকে বা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মর্য্যাদা রক্ষার ব্যপদেশে সর্ব্বস্বান্ত ও অবশেষে সপরিবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে হয়। এ স্থানে একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই দুর্ব্বুদ্ধির দ্বারা যে লোকের কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে, তাহাই দেখান হইতেছে।

কলিকাতার কোন ধনী চর্ম্মকার (চামার) নন্দন কিঞ্চিৎ ইংরাজীশিক্ষা করিয়া আপনাকে চর্ম্মকার জাতি হইতে উন্নত অনুধাবন পূর্ব্বক উন্নত জাতীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত মিশিতে ইচ্ছা

করিল। সে ব্যক্তি যে আপনার স্বজাতি অর্থাৎ চর্ম্মকার জাতীয় ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিত, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্য মাত্রে চর্ম্মকার জাতিকে অস্পর্শীয় বলিয়া বিবেচনা করে, এই নিমিত্ত চর্ম্মকারনন্দনের অভিলাষ পূর্ণ হইবার বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইল—যাহারা তাহার সহিত মিশিত, তাহারা সমাজের ভয়ে বিশেষ গোপনেই তাহার নিকট আসিত। সুতরাং সে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বাটীতে স্বীয় ব্যয়ে একটা দাতব্য পাঠশালা স্থাপন করিল। অনেকেই জানেন, কলিকাতায় পাঠের ব্যয় অত্যন্ত অধিক; কাজেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর অনেক নিঃস্ব উচ্চশ্রেণীর বালক বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে আসিত। কিছুদিন পরে সরস্বতী পূজার সময় ঐ চর্ম্মকারনন্দন বাটীতে সরস্বতী পূজার আয়োজন করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যালয়ের কোন বালক নিমন্ত্রণে আসিলনা। তখন সে নিরুপায় হইয়া অতি সহজে "ভদ্রলোক" দিগের সহিত মিশিবার নিমিত্ত ধর্ম্মান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। নূতন সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার পর হইতে তাহার বাটীতে নিত্য উৎসব আরম্ভ হইল। তাহার পুত্র কলিকাতার কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে এবং কন্যাটী বেথুন কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে দেখা গেল, ঐ ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার বাটী খানি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে এবং সে কলিকাতার অন্যপল্লীতে কুটিরবাসী হইয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে—বলা বাহুল্য এই অবস্থায় অতি দীনের ন্যায় তাহার মৃত্যু হয়। এখন বর্ণ-বিভাগের দ্বারা হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতার দোহাই দিয়া যতই চর্ব্বাকা বা হা হতোহস্মি কর না কেন, এই যে চর্ম্মকারনন্দনের সর্ব্বনাশ ও অকালমৃত্যু ঘটিল, ইহার একমাত্র কারণ কি তাহার উচ্চাভিলাষ নহে? আর এই ক্ষুদ্র প্রকৃত ঘটনার দ্বারা ভগবানের "পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ" এই অমোঘ বাণীর সার্থকতা কি বর্ণে বর্ণে প্রতিপাদিত হয় নাই? এরূপ ঘটনা যে প্রত্যহ কত হইতেছে, এই আত্মম্ভরিতা বুদ্ধির কল্যাণে যে কত সংসার উচ্ছন্ন যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এতদ্ব্যতীত ইহার দ্বারা আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে—আত্মম্ভরিতা-বুদ্ধির কল্যাণে হিন্দু সমাজের বিশেষতঃ ভারতবাসীর সাধনার মূল মন্ত্র বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছে—এমন কি উপনিষদ বা গীতার দোহাই দিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী পদবীতে আরূঢ় বলিয়া মনে করেন, দুঃখের বিষয় সেই উপনিষদ বা গীতার সকল অংশে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাই আজ কাল সেই "একটী-লাফে-ব্রহ্মবাদী"দের মধ্যে অনেককে "প্রক্ষিপ্তবাদী" দেখা যায়, অর্থাৎ গীতার যে অংশের মধ্যে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির নাই, তাঁহারা সেই অংশটীকে প্রক্ষিপ্ত বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগের অসারতা প্রদর্শন করিয়াও লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন পূর্ব্বক আপনাদিগের দলপুষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ভগবান একস্থানে বলিয়াছেন "অনন্য-

শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনন্যমনা হইয়া আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহার যোগ ক্ষেম বহন করি, অর্থাৎ তাহার অর্থের অভাব দূর এবং সেই অর্থ রক্ষা করি। অন্য স্থানে দেখা যায় "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" অর্থাৎ যেব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল দেয়, সেই ভক্তি উপহার আমি অতি যত্নে গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ আধুনিক গীতাধ্যায়ী বা গীতাভক্ত ভগবানের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাতে সকল বিষয়ে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, অথবা গীতা-ভক্তদিগের মধ্যে কয়জন ব্যক্তি পুষ্পাদির দ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়া থাকেন? যদি বল পূজা করাটা ক্ষুদ্র অধিকারী, অল্পজ্ঞান-বিশিষ্টদিগের নিমিত্ত অবধারিত হইয়াছে, তবে তুমি যে আপনাকে মহাজ্ঞানী বলিয়া মনে কর, তুমি কি ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছ? যদি তাহাই করিতে পারিতে, তবে উদর পূর্ত্তির নিমিত্ত অপরের উপাসনা করিতে কখনই তোমার প্রবৃত্তি হইত না; তোমার ইচ্ছাশক্তিতে যে ভগবানের ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করে, বায়ু প্রবাহিত হয় মৃত্যু পশ্চাদ্ধাবন করে, সেই ভগবানের আদেশে স্বয়ং রত্নাকর তোমার ধন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন, এবং তাহা রক্ষা করিবার ভার তিনি স্বয়ংই করিতেন, তজ্জন্য তোমার উদ্বিগ্ন হইবার বিন্দুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। অতএব তুমি ভগবানের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পার নাই—অথচ গীতা-জ্ঞানের ব্যপদেশে আত্মবঞ্চনাই করিয়াছ, তাই আপনার সহিত জগতের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছ। বলা বাহুল্য ইহাও সেই অহঙ্কারবিমূঢ়তার ফল। তাই ভগবান অন্য স্থলে বলিয়াছেন "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" কিন্তু সে দৃষ্টি তোমার নাই—যতদিন তুমি অহঙ্কার-বিমূঢ় থাকিবে, ততদিন সে দৃষ্টিলাভ করিবার সামর্থ ও তোমার থাকিবে না—কারণ বাল্যকাল হইতে তুমি অহঙ্কার-বৃদ্ধিকারী উপকরণের দ্বারা গঠিত হইয়াছ।

তাই বলিতেছিলাম, ভারতবাসী জনসাধারণের অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, আত্মপ্রতিষ্ঠাভিলাষ, দাম্ভিকতা প্রভৃতি আত্মনাশকারী বৃত্তির বৃদ্ধি হইতেছে, এবং তাহার ফলে দিন দিন কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকলকেই যেরূপ ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল, উদাসচিত্ত, অসহিষ্ণু দেখা যাইতেছে তাহাতে ভারতবাসী দিন দিন উন্নতি অথবা ধ্বংসের পথে অগ্রসর, তাহা যদি সময় থাকিতে চিন্তা এবং তাহার প্রতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয় না হয়, তবে ইহার পর সহস্র প্রতিকার-

চেষ্টাও বিফল হইবে। পূর্ব্বকালে দ্বিজাতিভিন্নগণ গুরুগৃহে বাস এবং শূদ্রবর্গ সেবা-ধর্ম্মপালন দ্বারা সকলেই প্রথমে শিষ্যত্বে অভ্যস্ত হইয়া তাহার পর গুরুগিরিতে প্রবর্ত্তিত হইতেন, তাই নারদ বশিষ্ঠ ব্যাস প্রহ্লাদ শুক্রাচার্য্য পরাশর সাংখ্য লিখিত পতঞ্জলী প্রভৃতি গুরুদিগের আবির্ভাবে ভারতে মহাকল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং প্রাচীনকাল হইতে তাঁহাদেরই গৌরব রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বর্ত্তমান কালে কি ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই প্রথমে গুরুগিরিতে অভ্যস্ত হয়, তাই শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে সকলেই হীনতা মনে করে। বর্ত্তমান কালে উচ্চ হইতে অন্ত্যজ জাতীয় পর্য্যন্ত শিক্ষিত নামধারী প্রায় সমস্ত জীবেরই বিশ্বাস যে তাহার ন্যায় জ্ঞানী, বুদ্ধিমান জগতে আর কেহ থাকিতে পারেনা, সুতরাং সে আবার কাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আপনাকে লোকের নিকট লঘুতা প্রতিপন্ন করিবে? বরং সে গুরুগিরিতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সুলভ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণ-প্রসূত সুতরাং প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বর্ণ বা ব্যাকরণ দুষ্টভাবে বঙ্গভাষায় ভগ্নাক্ষরে মুদ্রিত সংবাদ পত্র বিশেষের উপহার-প্রাপ্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থ নিচয় আলোড়নপূর্ব্বক মাসিক পত্রে বিনামূল্যে প্রবন্ধ-লেখক রূপে অথবা যদি অর্থবল থাকে তবে দৈনিক বা সাপ্তাহিক অথবা অন্ততঃপক্ষে একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক হইয়া বার্ষিক কিছু অর্থ গুরুদক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুগিরির উচ্চ মণ্ডপে আরোহণ করেন। এই রূপে প্রতি বর্ষে যে কত ইংরাজী, ও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রের আবির্ভাব এবং কিছুদিন পরে গ্রাহকাভাবে তিরোভাব হইয়াছে তাহা বিগত ১০।১২ বৎসরের Calcutta Review দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সংবাদ পত্রের গ্রাহকাভাবের কারণ আর কিছুই নহে, শিক্ষিত ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দাও, তাঁহারাত ত্রিজগতকে তৃণতুল্য বিবেচনা করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেন, তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে এক যম বা মৃত্যু এবং তাহার সহচর রোগ ব্যতীত অপর কোন দেবতারই অস্তিত্ব স্বীকার বা সেবা করিতে প্রস্তুত নন বরং বিদ্রূপ করিয়াই থাকেন—অর্দ্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, এমন কি যাহারা লোকের মুখে শ্রবণ ব্যতীত আধুনিক শিক্ষার ধার পর্য্যন্ত ধারে না, তাহারাও গুরু দক্ষিণা দিবার কথা দূরে থাক, বিনামূল্যে উপদেশ শুনিতে চায় না—কারণ তাহারাও স্থান বিশেষে অথবা লোক বিশেষে গুরুগিরি করিবার অভিলাষী। এই রূপে ক্রমে যে গুরুমুখী বিদ্যা প্রচলিত ছিল—যে ভারতের অধিবাসিগণ অতি ভক্তি ভাবে বলিত "অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥" সেই ভারতবর্ষ এখন "গুরু-ভারে"ই অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়িয়াছে, তাই বোধ হয় ক্রমেই অতল জলে ডুবিতেছে, তাই বেশ দেখিলে, নাম শুনিলে, চালচলন ভাষা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, অনেক ভারতবাসীকে অপর কোন দেশের অধিবাসী বলিয়া বোধ হয়। অতল জলের মধ্যে গভীর অন্ধকারে পড়িয়া ভারতবাসী

আত্মদৃষ্টিহীন হইয়াছে এই নিমিত্ত যে ভারতে লক্ষণ, ভীমার্জ্জুন, বসন্ত প্রভৃতি আদর্শ কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান কিরূপে করিতে হয়, তাহা জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন, আজ সেই ভারতে এমন সংসার দেখা যায় না, যেখানে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হয় নাই, এমন জমিদারি দেখা যায় না, যাহা ভ্রাতৃ বিদ্বেষের ফলে অৰ্দ্ধাবশিষ্ট বা নষ্টপ্রায় হয়নাই। যেখানে রামচন্দ্র, পরশুরাম, ভীষ্ম প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মগণ পিতৃভক্তির অনন্ত পরিচয়প্রদানপূর্ব্বক জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াগিয়াছেন, আজ সেই ভারতের অনেক সংসার হইতে পিতা বিতাড়িত, মাতা নিঃসহায়া অবস্থায় কাশীবাসিনী; যে ভারতে গুহক এবং সুগ্রীবের ন্যায় বর্ব্বরগণও আদর্শ মিত্রতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই ভারত বিশ্বাসঘাতকতার পুতিগন্ধময় আবৰ্জ্জনায় পরিবেষ্টিত—বলিতে কি, বিগত দশ পনর বৎসরের মধ্যে দণ্ডবিধি আইনের যে কত নূতন ধারা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা উকিল মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যায়। সুতরাং এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এ সকল ভারতের উন্নতি না অধোগতির লক্ষণ? এ সকল ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃদ্ধির দ্বারা আত্মোন্নতি অথবা বুদ্ধিনাশঘটিত ধ্বংসের লক্ষণ?

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

কোকিল কূজন বা দুখের গাথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ভারতে ভারত নারী নহেরে স্বাধীন,
তাইকি সকলে তোরা বিষাদে মলিন?
কিন্তু ওরে কুলাঙ্গার,
দেখ এসে একবার,
এখনি ঘুচিবে ক্ষোভ ওরে অৰ্ব্বাচীন?
এখনি বুঝিবি সবে ব্যাধি কি কঠিন!
এইত তোদের সেই পরিচিত স্থান,
সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বৈজয়ন্ত ধাম;
বিজ্ঞান-কৌশলে হেতা,
বিদ্যুৎ সেবক যথা,
পালন করিছে সদা মানব বিধান,
বিজ্ঞান বিশদ আজি মনুর সন্তান।
বিদ্যার বিপণি কত কে করে গণন?
বিশ্ববিদ্যালয় হেথা বিশ্ব-বিমোহন,
পিতার সর্ব্বস্ব নাশ,
কিন্তু লাভ হবে "পাশ,"
অদৃশ্য সুশ্রাব্য রত্ন চিত্ত-বিনোদন,
দ্বিপঞ্চবিংশতি মুদ্রা পরেতে অর্জ্জন।
পুরুষ প্রকৃতি তথা নাহিক বিচার,
"পাশ" তরে সকলের সম অধিকার,

সুশীলা সরলা রমা,
বিধুমুখী তিলোত্তমা,
সুখদা সজনী সখা নীরদা নীহার,
প্রিয় প্রাণ নাথ সবে সম অধিকার! ২৩২

এই যে দেখিছ সবে সুন্দর ভবন,
জান কি ইহার নাম? সাম্য-নিকেতন!
এখানে পাতিয়া কল,
সুসভ্য বাবুর দল,
করেছিল কিছু কাল সাম্যতাস্থাপন,
প্রকৃতি পুরুষ ভাব দিয়া বিসর্জ্জন! ২৩৩

"সোঽহং" জ্ঞান লভি সবে যত নারীগণ,
হিন্দুত্ব দলিয়া পদে দিয়া বিসর্জ্জন,
শিকলি কাটা পাখী যথা,
উড়ে যায় যথা তথা,
লাগিল উড়িতে সবে মনের মতন,
কে রোধে তাদের গতি স্বাধীনা এখন?

হিন্দু শাড়ী পরিহরি পরিয়াছে "গন"!
জ্যাকেট আঁটিয়া করে লজ্জা নিবারণ!
সিন্দূর মুছিয়া হায়,
হয়েছে বিধবা প্রায়,
হাতে মাত্র আছে চুড়ী সধবা লক্ষণ!
পায়েতে অপূর্ব্ব জুতা সুন্দর 'ডসন'! ২৩৫

সধবা বিধবা হেথা কবির কল্পনা,
বাতুলের কথা মাত্র পাগল জল্পনা,
নতুবা পুরুষ নামে,
যত দিন ভব ধামে,
রহিবে একটী প্রাণী, বৈধব্য-যন্ত্রণা
সুসভ্য রমণী ভাগে! অসভ্য কল্পনা! ২৩৬

সকলি সধবা হেথা সকলি সধবা!
একটী বিধবা নাহি একটী বিধবা!
বৈজ্ঞানিক বাবুদল,
পেতেছে এমন কল,
শত পতি মরে যদি ভয় তায় কিবা?
সদায় সধবা তারা সদায় সধবা! ২৩৭

পরদেশগত পতিবিরহিণীগণ,
স্বচ্ছন্দ মনেতে এবে করিছে ভ্রমণ,
থাকি সাম্য-নিকেতনে,
সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের গুণে,
পতিবিনা বংশতরে পুত্র উৎপাদন,
করিতে সক্ষম সদা, সুশিক্ষা কেমন! ২৩৮

শিক্ষার গুণের কথা কহিতব্য নয়,
শিক্ষায় স্বাধীন ইচ্ছা হয়েছে উদয়,
স্বাধীন ইচ্ছার বলে,
যদিচ্ছা সকলে চলে,
তাইত বিজ্ঞান বলে সুকৌশলময়,
কুমারী কানীন পুত্র অসম্ভব নয়। ২৩৯

এই শিক্ষা নাহি বলি করিছ রোদন?
এই স্বাধীনতা হেতু মলিন বদন?
ধিক ধিক শত ধিক
আরোধিক ততোধিক
আর্য্যকুলে তোরা হায় অনার্য্যা এমন!
ভুলিয়া আপন শিক্ষা হইলি পতন! ২৪০

আপন জাতীয় শিক্ষা দিয়া বিসর্জ্জন,
লভিছ কেবল মাত্র পরানুকরণ!
কিন্তু এতে নাহি ফল,
কেবল হারায়ে বল
দুর্ব্বল হতেছ সবে বিফল জীবন,
অধম সম্বল মাত্র পরানুকরণ। ২৪১

পরানুকরণে হয় শক্তির বিনাশ,
পরানুকরণে নর হয় পরদাস,
পরানুকরণে হায়,
মনুষ্যত্ব ঘুচে যায়,
জড়ত্ব কেবল বাড়ে মহত্বের হ্রাস,
পরানুকরণে শুধু হয় সর্ব্বনাশ। ২৪২

সাজায়ে সাহেবী সাজে আপন ললনা,
লভিবে কেবল মাত্র নিন্দা বিড়ম্বনা!
সূর্য্যও দেখেনা যায়,
অপরে চুমিবে তায়!

পারিবে সহিতে হেন অকথ্য যাতনা?
কহিলে সভ্যতা যাবে নহিলে লাঞ্ছনা! ২৪৩

এইত স্বাধীন শিক্ষা স্বাধীনতা আর,
এর জন্য দিবা নিশি এত হাহাকার?
এর জন্য আর্য্য ধর্ম্ম,
আর্য্য কুলোচিত কর্ম্ম,
উপেক্ষি সকল হায় করিতে সংহার,
ত্রিদিব-নিবাসী সবে প্রয়াস সবার! ২৪৪

প্রয়াস কেন বা বলি? করেছ নির্ব্বাণ,
ত্রিদিব নিবাসী সবে অদিতি সন্তান,
সুধু পিণ্ডোদক তরে,
অতিশয় কৃপা করে,
রেখেছ একটি মাত্র বৃদ্ধের পরাণ,
তোদের ভয়েতে তিনি সদা ম্রিয়মাণ।২৪৫

রাখবা না রাখ তাঁরে কি বিশ্বাস তার?
যখন তেত্রিশ কোটী দেবের কুমার
নাশি সবে বাক্যবাণে,
লভিয়াছ মর্ত্ত্য ভূমে,
দেবতা গৌরব সেই অমরত্ব সার!
রাখবা না রাখ তাঁরে কি বিশ্বাস তার?২৪৬

অক্ষয় অক্ষয় ময় পঞ্চাশ প্রকার
বাক্যবাণ পূর্ণ তূণ উদর সবার,
রসনা ধনুক তায়,
কিবা ছার তুলনায়,
গাণ্ডিবী গাণ্ডীব অহো কৌরব সংহার!
ত্রয় গুণময়াযুধ সকলি অসার!! ২৪৭

দেবেন্দ্রবিজয় তোরা দেববৃন্দ-জিত,
সুরের পরম শত্রু অসুরের হিত,
বাক্যময় পরাক্রমে,
কে আছে এ ভবধামে,
তোদের সমান বীর! তোরা জগজ্জিত?
কাগেজেতে কুষ্মাণ্ডসম বাক্যেতেপণ্ডিত! ২৪৮

দেবকুল নাশ করি দেবতা-সূদন,
ভেবে দেখ কিবা ফল করিলে অর্জ্জন!
কুল ধর্ম্ম দিয়া ডালি,
প্রকৃতি পুরুষ মিলি,
করিতেছ মহাযুদ্ধ মুদিয়ে নয়ন!
কি ফল লভিলে তায় ভাব কি কখন? ২৪৯

দেব-শত্রু. নিজ মনে কর প্রণিধান,
দেব যুদ্ধে কত ব্যয় পাইবে সন্ধান?
কি ফল লভিলে সবে,
দেবতা মানবা হবে,
বিনাশি সমূলে অহো বৈজয়ন্ত ধাম?
কপিহস্তে যথা লঙ্কা কর্ব্বুর সম্মান! ২৫০

দেবদ্রোহি! দেবযুদ্ধে দিয়া বিসর্জ্জন,
জাতি, ধর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম শ্রাদ্ধাদি তর্পণ,
আপন পৈতৃক নাম,
আপন পৈতৃক ধাম,
রমণীর রমণীয় শীলতা সরম,
লভেছ সুন্দর নাম দেবতা সূদন! ২৫১

লভেছ ব্রেজিল নেত্র সভ্যতা লক্ষণ,
সাধুতা জ্ঞাপক সার্ট বিহীন বন্ধন!
ক্ষৌরকার দুখকর,
গণ্ডকেশ মনোহর,
লভেছ স্বাধীনা নারী পুরুষ মর্দ্দন!
পিরুরহোটেলআর"সাম্যনিকেতন"!২৫২

কিবা ছিল কিবা হল, কিবা হবে আর,
আপন মনেতে ভাবি দেখ এক বার,
শান্তিময় গৃহ নাশি,
লভিলে অশান্তি রাশি,
শ্মশান সমান হল সোণার সংসার,
অমিয় ভাণ্ডার এবে বিষের আগার! ২৫৩

সকলি গিয়াছে হায় ওরে অর্ব্বাচীন,
মত্ততা গেলনা তবু—ব্যাধি কি কঠিন?
অন্নপূর্ণা দেশে হায়,
সকলে নিরন্ন প্রায়,
ক্ষুধায় কাতর সবে বদন মলিন,
তথাপি বীরত্ব কত অন্তঃসার হীন! ২৫৪

পেটেতে নাহিক অন্ন মুখেতে বীরত্ব!
ভুলেছ কি সবে সেই কালিদাস তত্ব?
অন্ন চিন্তা চমৎকার,
অন্ন বিনা হাহাকার,
অন্নের অভাবে যায় সকল মহত্ব,
অন্নহেতু করে সবে অন্যের দাসত্ব! ২৫৫
সেই অন্ন নাহি ঘরে তবু অহঙ্কার?
নিতান্ত লজ্জার কথা ধিক্ শত বার!
অন্ন হেতু প্রাণপণে,
চেষ্টা কর সযতনে,
অন্নের অভাব গেলে লভিবে আবার,
অস্তমিত পূর্ব্বসুখ কহিলাম সার॥ ২৫৬
অন্নের তেজেতে বৃদ্ধি মানসিক বল,
মানসিক বল হতে আকাঙ্ক্ষা প্রবল,
আকাঙ্ক্ষা হইলে বৃদ্ধি,
লভিবে পরম ঋদ্ধি,
কেহ না কহিবে তবে ভারত দুর্ব্বল,
অন্নের অভাবে জেন সুধু অন্য ফল॥ ২৫৭
গোলামি করিয়া করি অর্থ উপার্জ্জন,
অন্নের অভাব সবে করিবে মোচন!
কে শুনেছে কোথা কবে,
গোলামি করিলে হবে,
জাতীয় অন্নের এই অভাব পূরণ?
গোলামি বালুকা বাঁধ রহে কতক্ষণ? ২৫৮
অন্নের অভাব যদি করিবে মোচন,
বাণিজ্য করিতে হবে করিয়ে যতন,
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী,
সভ্য দেশ তার সাক্ষী,
জাতীয় উন্নতি ভিত্তি বাণিজ্য রতন,
বাণিজ্য অভাবে হায় নিশ্চিত পতন।২৫৯
পরদেশজাত দ্রব্য করি আনয়ন,
বেচিয়া বাণিজ্য করে অধম যে জন,
সেরূপ বাণিজ্যে হায়,
ঘুচিবে না অন্ন দায়,
অন্নের অভাব তায় বাড়ে বিলক্ষণ,
বিদেশ-সঞ্জাত দ্রব্য বিলাস কারণ॥ ২৬০
সেরূপ বাণিজ্যে হায় কোন উপকার,
মজুরে মজুরী পায় এই মাত্র সার,
সেওতো গোলামি করা,
আর কিবা তাহা ছাড়া?
সুধুই ভরিয়া দেয় বিদেশী ভাণ্ডার!
অন্নের অভাবে হেথা সেই হাহাকার।২৬১
যেরূপ দেশের দশা তাহাতে এখন,
বিদেশে দেশের শস্য করিলে প্রেরণ,
বাণিজ্য না হবে তায়,
অভাব বাড়িবে হায়,
ভারতে মরিবে প্রজা অন্নের কারণ,
এরূপ কার্য্যেতে নাহি পৌরুষ লক্ষণ॥২৬২
বাণিজ্যের হেতু চাই শিল্পের বিকাশ,
শিল্পের অভাবে দেশ হইবে বিনাশ,
যদ্যপি মঙ্গল চাও,
আর না ডুবিয়া যাও,
শিল্পতরে কর সবে সতত প্রয়াস,
নতুবা পতন ধ্রুব হবে সর্ব্বনাশ॥ ২৬৩
শিহরিয়া কেন উঠ শুনি শিল্প-নাম,
ভারতে শিল্পের কথা এই কি প্রথম?
ভারতের শিল্প কথা,
এখনও রহেছে গাঁথা,
দেখনা চৌদিকে তার শতেক প্রমাণ,
ছিলনা অসার কভু ভারত সন্তান॥ ২৬৪
ছিলনা ভারতে কভু দিগম্বর সাজ,
রঙ্গেতে রঞ্জিয়া দেহ না রাখিত লাজ,
স্বদেশী বসন পরি,
দেবতার বেশ ধরি,
ভারতে ভারতবাসী করিত বিরাজ,
পরমুখপ্রেক্ষী তোরা বস্ত্রহেতু আজ।২৬৫

ক্রমশঃ—

শ্রী—

সঙ্গাতি এবং জীবন্মুক্তি।

চরাচর সমস্ত ভূতের মধ্যে প্রাণধারী শ্রেষ্ঠ, প্রাণধারীদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবী জীব শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে বুদ্ধির আধিক্য বশতঃ মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠ, এবং মনুষ্যগণের মধ্যে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, যাহার আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে। মন ত সকল জীবের মধ্যেই আছে, কিন্তু যে জীবের মন যে রূপ স্থির হইতে পারে, তাহার মধ্যে ততই বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের মধ্যে সত্ত্বগুণের অংশ অধিক থাকায়, তাহাদিগের সামর্থ্য আছে যে তাহারা আপন মনকে এক বিষয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির রাখিতে পারে এবং ইহাই তাহাদিগের শ্রেষ্ঠতার কারণ। কিন্তু যখন সাধনার দ্বারা এরূপ অবস্থা সিদ্ধি হইয়া যায় যে, মন সর্ব্বদা চাঞ্চল্য বিহীন হইতে থাকে, সেই সময় মনুষ্যসমূহের মধ্যে পূর্ণ বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং এই বুদ্ধির পূর্ণতাকে প্রজ্ঞা বলে। শাস্ত্র সমূহে লেখা আছেঃ—

আচার মূলা জাতিঃ স্যাদাচারঃ শাস্ত্রমূলকঃ।
বেদবাক্যং শাস্ত্রমূলং দেব সাধক মূলকঃ॥
ক্রিয়ামূলঃ সাধকশ্চ ক্রিয়াহপি ফলমূলিকা।
ফলমূলং সুখং দেব সুখমানন্দমূলকম্॥
আনন্দো জ্ঞান মূলঞ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়স্য মূলকম্।
তত্ত্বমূলং জ্ঞেয়মাত্রং তত্ত্বং হি ব্রহ্মমূলকম্॥
ব্রহ্মজ্ঞানৈক্যমূলমৈক্যং হি সর্ব্বমূলকম্।
ঐক্যংহি পরমেশান ভাবাতীতং সুনিশ্চিতম্॥
ভাবাতীতাৎ কথং সর্ব্বং প্রকাশ ভাবমাত্রকম্॥

অর্থাৎ আচারই জাতির মূল, প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি, গুণ এবং কর্ম্মের ভেদে জাতি সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সদাচার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতির নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে আছে এবং আপনাপন জাতি অনুসারে সদাচারসমূহ পালন করাই জাতির রক্ষার মূল কারণ। সদাচার শাস্ত্র দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই নিমিত্ত শাস্ত্রই সদাচারের মূল। বেদবাক্যই শাস্ত্রের মূল, কারণ অভ্রান্ত সনাতন ধর্ম্মানুসারে বেদ অপৌরুষেয়, কেবল জীবসমূহের কল্যাণার্থ শ্রীভগবান আপনিই বেদের প্রকাশ করিয়াছেন এবং সনাতন ধর্ম্মে যে সকল শাস্ত্র আছে সে সকলই বেদের অনুযায়ী; ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ আপনাদিগের অভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা বেদমত প্রতিপাদনার্থ নানা শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই নিমিত্ত বেদ ও বেদানুযায়ী সমস্ত শাস্ত্রের মূলেই দেবাদিদেব ভগবান আছেন। যে প্রকার মলয় মারুত বহিবার সময় সার-বিহীন

বংশবৃক্ষ চন্দনে পরিণত হয় না, কিন্তু যে সকল সারবান্ বৃক্ষ সেই পর্ব্বতের উপর থাকে, সে সকল বৃক্ষেই চন্দনের গন্ধ আসিয়া থাকে, সেই প্রকার সাধনবিহীন জড় অন্তঃকরণের মধ্যে ঈশ্বরের নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয় না। কিন্তু সাধকের নির্ম্মল হৃদয়ে স্বতঃই উহার প্রকাশ হইতে থাকে, সাধন ব্যতীত কেবল সাধক হইবার ইচ্ছা করিলেই মনুষ্য ভগবৎ-দয়ার অধিকারী হইতে পারে না, এই নিমিত্ত সাধকই দেবতার মূল। যখন সাধন অথবা ক্রিয়া করিলেই মনুষ্য সাধক নামে অভিহিত হয়, তখন ক্রিয়াই সাধকের মূল। ধর্ম্ম, অর্থ কাম এবং মোক্ষ এই চারিটী ফলের আশা করিয়া অথবা ইহাদিগের মধ্যে কোন না কোনটীর আশা করিয়া জীব ক্রিয়া করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ক্রিয়ার মূল ফল। কিন্তু যদি বিচার করা যায় যে, সেই সকল ফলের ইচ্ছা জীব কেন করে, তবে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, জীব সুখের ইচ্ছায় ভ্রান্ত হইয়া এই চতুর্ব্বর্গরূপী ফলসমূহের ইচ্ছা করে; এই নিমিত্ত ফলের মূল সুখ। বৈষয়িক সুখ এবং দুঃখ হইতে অতীত যে অদ্বৈত রূপ অবস্থা আছে, তাহার নাম যথার্থ আনন্দ, পরমাত্মার যে সৎচিৎ আনন্দ রূপ বর্ণিত হয়, উক্ত আনন্দ ইন্দ্রিয়াদির সুখ দুঃখের অতীত; জীব পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে উক্ত আনন্দের অনুসন্ধান করিতে করিতে ভ্রমের দ্বারা সংসারিক সুখকেই যথার্থ আনন্দ বলিয়া মনে করে, এই নিমিত্ত আনন্দই সুখের মূল; যখন "নেতি নেতি" বিচার দ্বারা জীব আপনার জ্ঞানশক্তির সাহায্যে ইহা নিশ্চয় করিয়া লয় যে, মায়া কল্পিত বৈষয়িক সুখ প্রকৃতপক্ষে সুখ নহে, কারণ ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের সুখ ক্ষণভঙ্গুরই হইয়া থাকে; ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিনটী অবস্থায় স্থায়ী পরমাত্মার যে আনন্দ উহাই যথার্থ আনন্দ; যখন জ্ঞানই এই বিচারের কারণ, তখন জ্ঞান আনন্দের কারণ হইতেছে। লক্ষ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু অবগত হইবার নিমিত্তই জীবের অন্তঃকরণে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত জ্ঞেয়ই জ্ঞানের মূল। পরম তত্ত্বই জ্ঞেয় পদার্থের চরম, এই নিমিত্ত তত্ত্বানুভাবই জ্ঞেয় পদার্থের মূল এবং তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্বই সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম, এই নিমিত্ত ব্রহ্মই সকল তত্ত্বের মূল। সকল শাস্ত্রের মধ্যে, সকল মতের মধ্যে, সকল ক্রিয়ার মধ্যে ও সকল সাধনার মধ্যে ঐক্য রাখাই সকলের মূল. এই প্রকার একতা যুক্ত সার্ব্বভৌম জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের মূল এবং এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভাবাতীত হইলেও নিখিল চরাচর বিশ্বের অনন্ত ভাব প্রকাশক।

এই প্রকারে সকল বিষয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া শান্তিসুখ-ভোগকারী পুরুষকেই মনুষ্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। কোন কোন ব্যক্তি এরূপও বলিয়া থাকেন যে জ্ঞানী পুরুষের আবার বিধি নিষেধ কি? উহারাত যথেচ্ছাচারী অনিয়মবিহারী হইয়া থাকে। এরূপ প্রশ্নের উত্তরে একবার জগদ্‌গুরু আচার্য্য শিরোমণি শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন "যদি জ্ঞানী মহাপুরুষ কদাচারী এবং অশুচী হন তবে সদসৎ বিচারহীন পশু এবং তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মধ্যে প্রভেদ কি রহিল?" অন্তঃকরণে দুই প্রকারের বৃত্তি আছে। ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, কুটিলতা, নিষ্ঠুরতা, দীর্ঘসূত্রতা, অবিনয় প্রভৃতি পাপ-

জনক তমোগুণের বৃত্তিকে ক্লিষ্টবৃত্তি বলে এবং সহিষ্ণুতা, নির্লোভতা, দীনতা, শীলতা, মিষ্টভাষিতা, নিঃস্বার্থপরতা, সরলতা, দয়ালুতা, বিষয় বৈরাগ্য, করুণা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি পুণ্যজনক সত্ত্ব গুণের বৃত্তিকে অক্লিষ্ট বৃত্তি বলে। যখন দিবাকর আপন প্রখর কিরণ দ্বারা সকল ভূতকে প্রকাশিত করে, তখন কি পৃথিবীর স্বাভাবিক শোভা, বন, উপবন, গ্রাম, নগর, নদ, নদী, সাগর, উপসাগর, পর্ব্বত, উপত্যকা প্রভৃতির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়? কখনই নহে; বরং তপন তাপের সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ ঐ সকলের উপর পতিত হইয়া, তাহাদের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণে প্রজ্ঞারূপ পূর্ণজ্ঞান উদিত হওয়ায় উঁহাদের ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা কিছু না থাকিলেও স্বতঃই তাঁহাদের হৃদয় হইতে তমোগুণের পাপজনক ক্লিষ্টবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সত্ত্বগুণের পুণ্যজনক অক্লিষ্ট বৃত্তির দ্বারা তাঁহাদের অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া যায়। যখন মনুষ্য এরূপ শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়, যখন সাধকের মধ্যে সৎই সৎ সকল কথায় দেখা যায়, যখন ঐক্য স্থাপনের দ্বারা আপনাকে চরাচর বিশ্বজগতের সমস্ত বলিয়া বুঝিতে পারে এবং যখন মহাত্মার হৃদয়ে ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম রূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তখনই সেই মনুষ্য সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং এই সদ্গতিই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য।

জীবগণ কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ আছে; এই কর্ম্মই জীবসমূহকে সর্ব্বদাই জীবন মরণরূপ চক্রপথে ভ্রমণ করাইয়া থাকে। জীবের কর্ম্ম তিন ভাগে বিভক্ত। যথা প্রারব্ধ অথবা সঞ্চিত কর্ম্ম, বর্ত্তমান অথবা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম এবং তৃতীয় আরব্ধ অথবা আগামী কর্ম্ম। মনুষ্য যে কিছু কর্ম্ম করে, উহার সংস্কার অর্থাৎ চিহ্ন উহার অন্তঃকরণে থাকিয়া যায়, এবং এই সংস্কার হইতেই পুনরায় জীবসকল ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তকাল হইতে অনন্ত জন্মে যে জীবনে অনন্ত কর্ম্ম করিয়াছে, সেই অতীত কালের কর্ম্মকে প্রারব্ধ বলে। এই অনন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ভিতর হইতে যে, অল্প পরিমাণে কর্ম্ম এই বর্ত্তমান শরীর গ্রহণকালে এই শরীরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফলরূপ এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, এই স্থূল শরীরের সেই কারণরূপী কর্ম্মকে বর্ত্তমান কর্ম্ম বলে। এবং এই জন্মে জীব যে নূতন নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া থাকে, অর্থাৎ যে নূতন সংস্কার একত্রিত হইতে থাকে উহাকে আরব্ধ কর্ম্ম বলে। যখন এই তিন প্রকারের কর্ম্ম হইতে জীব উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখনই উহার মুক্তি হয়; পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম নিষ্কাম অর্থাৎ ইচ্ছারহিত হওয়ায় আরব্ধ কর্ম্ম এবং ভোগ সমাপ্ত হইলেই বর্ত্তমান কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যায়। যখন "নেতি নেতি" বিচারের দ্বারা সাধকের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হয়, এবং সে আপন জ্ঞান প্রভাবে এবং সাধনার দ্বারা এই বিষয়

অনুভব করিয়া লয় যে "আমি স্থূলশরীর নহি, সূক্ষ্মশরীর নহি এবং কারণ শরীর নহি। আমি এই সকল হইতে স্বতন্ত্র কেবল সাক্ষিরূপ অদ্বিতীয় এবং অখণ্ড চৈতন্য" তখনই সে প্রারব্ধ কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। কারণ কর্ম্মের সংস্কার অন্তঃকরণেই থাকিয়া যায়, এবং যখন জ্ঞানশক্তির দ্বারা সাধক অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়, তখন যেখানকার সংস্কার সেই খানেই থাকিয়া যায় এবং সে অনন্ত পূর্ব্বকর্ম্ম হইতে রক্ষা পায়। এবং যখন ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দ্বারা সাধক এরূপ অভ্যাস করিয়া লয় যে, উহার অন্তঃকরণে নূতন বাসনা উঠিতেই না পারে, এবং সে যে কিছু কর্ম্ম করে যদি নিষ্কাম হইয়া করে, তবে উহার চিত্তে সেই অনুষ্ঠিত নূতন কর্ম্মের সংস্কার অর্থাৎ চিহ্ন অঙ্কিত হইতে পারে না, এই প্রকারে সাধক প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী উপায়ের দ্বারা জীব দুই প্রকার কর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান কর্ম্ম যাহার দ্বারা এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, ভোগ ব্যতীত তাহার ক্ষয় হয় না। যে প্রকার কোন ধনুর্ব্বাণধারীর তূণে অসংখ্য বাণ বর্ত্তমান আছে, সে একটী বাণ আপনার ধনুতে যোজনা করিয়াছে, এবং আর একটী বাণ সে আপন লক্ষ্যস্থলে ত্যাগ করিয়াছে, এখন তাহার এইমাত্র অধিকার আছে যে, সে আপনার তূণের অসংখ্যবাণ অপর ধনুতে যোজিত করিয়া বাণ ত্যাগ অথবা নষ্ট না করিতে পারে, কিন্তু যে বাণ সে লক্ষ্য ভেদের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহা নিবৃত্ত করিতে পারে না, সেই বাণ লক্ষ্য স্থলে গিয়াই নিবৃত্ত হইবে। সাধনের এই ক্রমের দ্বারা যখন মহাত্মগণ জ্ঞানের উচ্চ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া আরব্ধ এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়, কিন্তু এই শরীররূপী বর্ত্তমান কর্ম্মভোগের নিমিত্ত এই সংসারকে পবিত্র করিতে করিতে কর্ম্মজগতে কর্ম্ম করাইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের এই অবস্থার নাম জীবন্মুক্তি। এই মহাপুরুষদিগেরই বর্ণনায় বেদ বলিয়াছেন "ইদমিন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তদিন্দ্রজালং পশ্যন্নপি পরমার্থ মিদমিতি ন পশ্যতি, সচক্ষুরচক্ষুরির সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব" এই প্রকার শরীর থাকিলেও শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া মহাপুরুষগণ জগতের কল্যাণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে এইরূপ জীবন্মুক্ত মহর্ষিগণের দ্বারাই জগতের পূর্ণরূপে কল্যাণ হইয়াছে, বর্ত্তমান কালেও যে কিছু অল্পাধিক কল্যাণ হইয়া থাকে, তাহাও এইরূপ বিভূতিযুক্ত পুরুষদিগের দ্বারাই হইয়া থাকে, এবং ভবিষ্যতে সংসারের যে কিছু কল্যাণের আশা আছে, তাহাও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের দ্বারাই হইবে।

এই জীবন্মুক্ত পুরুষগণ দুই প্রকারের হইয়া থাকেন, অর্থাৎ এক ব্রহ্ম কোটির অপর ঈশ্বর কোটির। এই শ্রেষ্ঠ পদবীর যে মহাত্মা কেবল মত্ত হইয়া যান এবং সংসারের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ না রাখেন তাঁহাকেই ব্রহ্ম-কোটির সাধু বলা যাইতে পারে। এই ব্রহ্মকোটির মত্ত এবং শুদ্ধ সাধুদিগের দ্বারা সংসারের কোনও উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে জীবন্মুক্ত ভগবদ্ভক্তগণ শুদ্ধ হইয়া যান না এবং জগতের সহিত নির্লিপ্ত, এবং বিষয়ের সহিত রহিত হইয়া কেবল সংসারের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবৎকার্য্য উদ্ধার করিতে করিতে ঈশ্বরের অষ্টসিদ্ধি ধারণ করিয়া জীবসমূহের কল্যাণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে থাকেন, তাঁহারাই ঈশ্বর কোটির সাধু। ঈশ্বর কোটির মহাত্মাগণ ধর্ম্মোদ্ধারক সমস্ত কর্ম্ম সংসারের কল্যাণার্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু জীবন্মুক্ত হইয়া সকল সময়ে চৈতন্যের মধ্যে অবস্থিত থাকায় সেই সকল কর্ম্মের চিহ্ন তাঁহাদিগের চিত্তে অঙ্কিত হয় না। অনন্তকাল হইতে অনন্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ এই সংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত কেহ অবগত নহে; কিন্তু ঈশ্বর কোটিতে অবস্থিত থাকিয়া যে সকল পরোপকারী মুক্তপুরুষ-গণ সময়ে সময়ে জগতের কল্যাণ করিতে আবির্ভূত হন এবং যাঁহাদিগের অনু-গ্রহে বর্ত্তমান সময়ের সংসারের ত্রিতাপতাপিত জীবদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, কেবল এই দয়ালু মুক্ত পুরুষদিগের কৃপা হইতেই হইয়া থাকে। আমাদিগের পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষি, দেবর্ষি, মুনি এবং আচার্য্যগণ সকলেই এই ঈশ্বরকোটির জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন; সমস্ত জ্ঞানী সমাজের জ্ঞান, কর্ম্ম সমাজের কর্ম্ম, অর্থাৎ বেদের গম্ভীর আশয়ের প্রকাশ এবং বিস্তার এই জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণের দ্বারাই হইয়াছে। এই ঈশ্বর কোটির মুক্ত পুরুষগণের দ্বারাই অতীত কালের ধর্ম্মের উদ্ধার হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালেও অল্পাধিক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে, এবং ভবিষ্যৎ কালে পুনরায় উদ্ধারের আশা আছে।

শ্রীমহামণ্ডলের অধিবেশন।

প্রথম প্রস্তাব হইয়া ছিল যে মহীশূর রাজ্যাধীন বঙ্গলোর নগরে শ্রীমহা-মণ্ডলের অধিবেশন হইবে, এবং বার্ষিক অধিবেশন ও লাহোরে হইবে নিশ্চয় হইয়াছিল—কিন্তু কোনও একটি অপরিহার্য্য কারণেই প্রস্তাবানুসারে অধি-

বেশনের কার্য্য হয় নাই। শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্য অসাধারণ সুতরাং গুরুতর ও বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এদিগে দুর্ভিক্ষের উপদ্রপে সকলেই বিশেষ উৎপীড়িত, এসব কারণেই কর্ম্মকর্ত্তাগণ বাসনানুযায়ী কার্য ঠিক সময় মত সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারিতেছেননা। ধর্ম্মহিতৈষী মহাত্মাগণ ইহাতে বিচলিত না হইয়া যথা বিহিত সম্মতি ও সাহায্য প্রদান করিবেন।

সঞ্চার কার্য্যালয়।

শ্রীমহামণ্ডলের সঞ্চার কার্য্যালয় বুন্দেলখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য ওরছার রাজধানী টিকমগড় নামক গ্রামে পৌঁছিয়া—ওরছাধিপতি শ্রীমান্ মহারাজা বাহাদুরকে মান পত্রাদি প্রদান করিয়া আরো অতিরিক্ত উৎসাহ জনক অনেকটি ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীদরবার ও স্বর্গীয়া মহারাণী মহোদয়ার মানপত্র প্রদানের সংবাদ আমরা যথা সময়েই প্রদান করিয়াছি। এখন সঞ্চার কার্য্যালয় বা ডেপুটেশন শীঘ্রই বুন্দেলখণ্ড হইতে রাজপুতানা যাত্রা করিবেন।

শ্রীদরবার ওরছার দান পত্র।

শ্রীদরবার ওরছা (টিকমগড়) গ্রামের মহারাজা বাহাদুর সুবুদ্ধিমান ও ধর্ম্মোৎসাহী, ইনিই খুব উৎসাহের সহিত শ্রীমহামণ্ডলকে এক খানা দানপত্র প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে—আশানুরূপ একটি এক কালীন দান ও মাসিক সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারকের আগামি কোনও সংখ্যায়, সর্ব্ব সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ও জ্ঞাতার্থ শ্রীমান্ মহারাজা বহাদুরের প্রদত্ত দান পত্রের বিশদ মর্ম্ম প্রকাশিত হইবে। উক্ত মহারাজা বাহাদুর শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলান্তর্ভুক্ত শারদা মণ্ডলের নিয়মানুসারে স্বকীয় রাজ্য মধ্যে একটি বৃহৎ সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহাছাড়া ভারতবর্ষীয় সমস্ত স্বাধীন নৃপতি বৃন্দকে শ্রীমহামণ্ডলে সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য করিবার জন্য স্বতন্ত্র এক খানা প্রস্তাব পত্র প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রাজ্যের বহিঃস্থিত যে সব ধর্ম্মালয় বর্ত্তমান আছে সে সমস্তেরই ভার মহামণ্ডলের উপর অর্পণ করিয়াছেন। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরকে দীর্ঘজীবি করুন এবং অন্যান্য আদর্শ নরপতি গণও ইহার গুণাবলীর অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপালক ও যশোভাগী হউন।

উপদেশক নিয়োগ।

সাজাহানপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীমান্ কানাই লালজী শর্ম্মা এই মাসেই

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ধর্ম্মোপদেশক নিযুক্ত হইলেন। প্রতি মাসে ২৫ টাকা হিসাবে ইহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অবসর প্রাপ্ত মহোপদেশক, মথুরা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীমান বাবুরামজী শর্ম্মা বিশেষ উৎসাহের সহিত মহামণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্যালয় শ্রীপঞ্জাবধর্ম্ম মণ্ডলের অধীনস্থ পঞ্জাব প্রান্তস্থিত ধর্ম্মকার্য্যে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি যতশীঘ্র সম্ভব লাহোরে গিয়া মণ্ডলের কার্য্যকর্ত্তাগণের অভিমত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে তৎপর হইবেন। পঞ্জাব প্রান্তস্থিত যে সকল সভ্য পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য লালায়িত রহিয়াছেন, ধর্ম্মব্যাখ্যান দ্বারা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে উক্ত মহাত্মা সম্পূর্ণ সমর্থ ইহা আমাদের বিশ্বাস। মহোপদেশকজীকে ধর্ম্মব্যাখ্যানে আমন্ত্রণ করিবার যাঁহাদের প্রয়োজন হইবে তাঁহারা শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল লাহোরের সেক্রেটরী মহাশয়ের নামে পত্রাদি লিখিবেন।

উপদেশক ভ্রমণ।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমান্ শ্রবণ লাল জী মহোদয় শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলান্তর্গত স্থান সমূহে সমধিক উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া কার্য্য পটুতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ২০শে অক্টোবর হইতে ৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সইশোর রাজমালোয়াতে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যা, পাতিব্রত্য, অহিংসা ভক্তি, ও বর্ণাশ্রম ইত্যাদি বিষয়ে একাদশটি ব্যাখ্যান দিয়াছেন। প্রায় ২ হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভা, সনাতন ধর্ম্মসভা মহামণ্ডলের শাখা সভা রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। আরোও ৫৮ জন সাধারণ সভ্যের নাম ও তাঁহাদের অগ্রিম বার্ষিক সহায়তা বাবদ ৫৮ টাকা, স্বয়ং মন্ত্রী সভা প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। এ জন্য শেঠ গিরিধারীলালজী ও রঙ্গলালজী এবং সভার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন লালজী মহোদয়গণ বিশেষ ধন্যবাদার্হ। নীমাচেরা রাজকোট প্রদেশে ১০ হইতে ১৩ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও ভক্তি এই বিষয়দ্বয় অবলম্বন করিয়া ৪টি ব্যাখ্যান দিয়াছেন। ২১শে নবেম্বর হইতে ২৭শে নবেম্বর পর্য্যন্ত আজমের অবস্থান করিয়া তত্রত্য বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে আরোও ৫টি ব্যাখ্যান দিয়াছেন, যাহাতে আলোচিত বিষয় ছিল—ভক্তি, মূর্ত্তি-পূজা ও বর্ত্তমান মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এই প্রত্যেক বিষয়েই মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়া সাধারণের বিশেষ প্রীতি ভাজন হইয়াছেন। এখানেও অন্যূন ৩০০ শত

শ্রোতা একত্রিত হইয়াছিলেন। যোধপুরেও তিনি একাক্রমে ১২ দিন অবস্থান করেন, সেখানেও ধর্ম্ম ও ভক্তিবিষয় অবলম্বন করিয়া ১০টি ব্যাখ্যান দেন, প্রায় হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ট্রেজারী অফিসার শ্রীমান্ শুখলালজী ৭৮ জন সাধারণ সভ্যের স্বাক্ষর যুক্ত ফারম পূরণ করিয়া প্রধানকার্য্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। সাধারণ সভ্যদের অগ্রিম দেয় চাঁদা ৭৮ টাকা ও আপনার দেয় এক বৎসরের অগ্রিম সহায়তা বাবদ ১২৲ টাকা, সর্ব্ব শুদ্ধ ৯০ টাকা মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া স্বীয় কার্য্য কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এখান হইতে যেয়া স্থানান্তরে ৩ দিন বক্তৃতা করিয়া পরিশেষে বিকানীর পৌছিয়াছেন, সেখানকার কার্য্য বৃত্তান্ত অবগত হইলে যথা সময় প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীমান্ পণ্ডিত যমুনা দত্তজী শর্ম্মা উপদেশক শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলান্তর্গত অনেক স্থানেই ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। ২৫ অক্টোবর তিনি রুড়কী পৌছেন—এবং তথাকার ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যান দিয়া শ্রোতৃ মণ্ডলীর বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এখানে ২ দিন অবস্থানের পর উপদেশকজী ডেরাডুন পহুঁছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এখাকার ধর্ম্মসভার কার্য্য প্রণালী বড়ই সিথিল হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভার স্থায়ী সভাপতি, মহন্ত লক্ষণ দাসজী, উপদেশক মহোদয়ের যথারীতি অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিয়াছেন তাহাতে অংশ্ব ত্রুটি হয় নাই—কিন্তু ব্যাখ্যানাদির সম্বন্ধে কোনও সুবিধা হইতে পারিল না।

যাহা হৌক ১৪ই নবেম্বর মুরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত সম্ভল সব-ডিভিজনে ৪টি বক্তৃতা করেন—সেখানকার আলোচ্য বিষয় ছিল "সনাতন ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত"। মন্ত্রী শ্রীমান্ পণ্ডিত মুকুন্দরামজী শ্রীমহামণ্ডলের ভূতপূর্ব্ব উপদেশক। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তি বিষয়ে বহুকাল ব্যাপক হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, এবং সভার সিথিলতা দূর করিয়া নবীন উৎসাহে পুনরায় ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সকলেই প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছেন। উপদেশকজী ২০ নবেম্বর গড়মুক্তেশ্বর পৌছিয়া একাক্রমে ৫ দিন, অন্যান্য মহোপদেশক গণের সহিত মিলিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও অন্যান্য স্থানে যথারীতি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। শ্রীমান পণ্ডিত শ্রীধরজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সভা দ্বাবিংশ বর্ষ হইতে সকল প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিবাধে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় বিভিন্ন স্থানের বক্তৃবর্গও আমন্ত্রিত হইয়া বিশেষ

উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচার ও অভিলষিত বিষয় সমূহের আলোচনা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বর্ষেও নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ উপস্থিত থাকিয়া সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় বিষয়ক নানা বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীমান পণ্ডিত বিদ্যাবারিধি জ্বালা প্রসাদজী মিশ্র মহোপদেশক, শ্রীমান পণ্ডিত দুর্গাদত্তজী পন্থ মহোপদেশক, শ্রীমান পণ্ডিত কৃপারামজী ও শ্রীমান পণ্ডিত গোকুল চন্দ্রজী। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ৩ দিন ব্যাপক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ২৭ নবেম্বর চন্দৌসী গিয়াও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় ৩টি ভাবপূর্ণ বক্তৃতা দেন। সভার সংসৃষ্ট পাঠশালার কার্য্য সুচারু রূপেই চলিয়া আসিতেছে তাহা ছাড়া কিছুদিন হইতে একটি গোশালাও স্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে সভার কোনও এক মহাত্মা একহাজার টাকা সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীমান বিদ্যাবারিধি পণ্ডিত গণেশদত্ত জী সাস্ত্রী মহোপদেশক মহামণ্ডলের উপদেশ প্রভাবে ব্যাপারের প্রতি ধর্ম্মবুদ্ধি স্থাপনার্থ সভা গৃহের জন্য সকলের সহিত সমবেত হইয়াছিলেন। এই অনুচিত কার্য্যের দ্বারায় লোকের মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। দুই ই ধর্ম্মকার্য্য বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ধর্ম্মকার্য্যেতে মত বিরোধ হওয়া অবশ্য শুভ লক্ষণ মনে হয় না। যাহা হৌক আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে তথাকার ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ সভার প্রাধান্যত্ব বজায় রাখিয়া আবশ্যকীয় সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, এবং পাঠশালা ও নব প্রতিষ্ঠিত গোশালার সমুন্নতি কল্পে সাধ্যানুসারে প্রযত্ন করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রসংশার্হ হইবেন।

শ্রীমান পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী উপদেশক মহোদয় শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত জালেশ্বর জেলা ইটোয়া, সাহাবাদ জেলা মথুরা, শশিগাঁও জেলা কানপুর, বিন্ধ্যাচল জেলা মুজফ্ফর পুর, উন্নাও, বারাবঙ্কী প্রভৃতি সভা সমূহে উপস্থিত হইয়া যথোপযুক্ত ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। শশিগাঁও, জৌনপুর ও বিন্ধ্যাচলস্থিত সভা সমূহের পক্ষ হইতে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তৎপরতাও সংস্কৃত পাঠশালার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমান পণ্ডিত রামচন্দ্রজী উপদেশক মহাশয় কিছু দিন পূর্ব্বে মধ্য প্রদেশের কোনও স্থানে যথারীতি বক্তৃতা দ্বারায় ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। মুড়পানি নামক স্থানে সনাতন ধর্ম্ম এবং অবতার সম্বন্ধে, কটনী মুড়বারা অঞ্চলে অবতার, শ্রাদ্ধ ও ধর্ম্ম, এবং নৃসিংহপুর গ্রামে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিয়াছেন।

উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সোনা লালজী ঝা মহোদয় জনক ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত জজবার, রতনপুর, সামরি পলুহোলী- উাঠ, উরুথা নীবপুর, মনোঙী, সুগনব, মাধোপুর, সীতামঢ়ী, রিখোলী, জনকপুর, নিরথর, গিরিঝটা, লোহাগী, বৌরীত, মীনাপুর, ও খড়কা প্রভৃতি স্থানে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অবৈতনীক উপদেশক জ্যোতির্বিদ শ্রীমান পণ্ডিত রামদত্তজী নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিশেষ দক্ষতার সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। ছচরৌলি, জিলা অম্বালাছাউনীতে দুটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে আলোচ্য বিষয় ছিল জ্ঞান ও ভক্তি, ইহাছাড়া আম্বালা সহরেও বালশিক্ষা ও ধর্ম্মতত্ত্ব, পাটিয়ালা জিলার অন্তর্গত রাজপুর নামক স্থানে ভক্তি বিষয় রিয়াসত নোনাতে ভক্তি, মূর্ত্তি পূজা ও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এবং রিয়াসত পাটিয়ালায় গোরক্ষা, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ভক্তি সম্বন্ধে যথারীতি বক্তৃতা করিয়াছেন। ছচরৌলিতে একটি নবীন ধর্ম্ম সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের শাখা সভারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। আম্বালা সহরস্থিত ধর্ম্মসভার প্রযত্নে সংস্কৃত পাটশালার কার্য্য যথা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে, উক্ত পাঠশালায় এখনও ৩০ জন বিদ্যার্থী বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতেছেন। পাটিয়ালাস্থিত গোশালায় এখনও ৫০টি গাভী বিশেষ যত্নের সহিত পরিপালিত হইতেছে। উপদেশক মহোদয়ের রিপোর্ট, সমধিক উৎসাহ ও মনোযোগের সহিত তাহার কার্য্য তৎপরতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ আমরা আশাকরি ভবিষ্যতে আরও উৎসাহ সহকারে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যশস্বী হইবেন।

শ্রীমান পণ্ডিত কানাইলাল জী শ্রীমহামণ্ডলের বৈতনিক উপদেশক নিযুক্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই সাধারণের গোচর করিয়াছি। তিনি মহামণ্ডলের অনুমতিমত লক্ষ্মীপুর ধর্ম্মসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সমধিক উৎসাহের সহিত যোগদান ও ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছেন। সভার উৎসব ১৬ই নবেম্বর হইতে ২০ তারিখ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এখানকার রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে কানাই লালজী প্রথমদিন ভারত বর্ষের পুরাতনী ও বর্ত্তমান অবস্থা, সনাতন ধর্ম্মের অবনতির কারণ এবং উদ্ধারের উপায় দ্বিতীয়দিন, সাকার নিরাকার ও প্রতিমা পুজা, তৃতীয়দিন বর্ণব্যবস্থা, চতুর্থদিন ভক্তি, পঞ্চমদিনে পাতিব্রত ধর্ম্ম ও অবতার বিষয়ে সুললিত ভাষায় প্রভাবশালী বক্তৃতা করিয়াছেন, যাহা শুনিয়া উপস্থিত সভা মহোদয় গণ সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। প্রতি দিনেই অন্যূন এক হাজার শ্রোতা সভায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা শুনিতেন।

স্থানাভাবে অনেক শ্রোতাকে দাড়াইয়াই বক্তৃতা শুনিতে হইয়াছিল। উক্ত ধর্ম্মসভার সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটি স্কুলও আছে। এই স্কুলেও মাসিক দেড় শত টাকা খরচ হইয়া থাকে। স্কুল গৃহের ভিতরে একটি পুস্তকালয়ও প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে, শ্রীযুক্ত ডেপুটী কমিশনার সাহেব বাহাদুরও চারি শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য্যের দ্বারায় বিদ্যার প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। এখানকার নারাঙ্গাবাদ মহল্লায় একটি সনাতন ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উক্ত সভার সেক্রেটরী ঠাকুর হরিভক্ত সিংহ খুব উৎসাহী ও পরিশ্রমী, তিনি আবশ্যক মত নিজেই সকলের সহিত মিলিত হইয়া আবশ্যকীয় বিষয় সকলের পরামর্শাদি করিয়া থাকেন। ইহাদের কার্য্য প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে লক্ষ্মীপুর সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মা দিগকে ভূয়সী প্রসংশা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আশা করি ভবিষ্যতে ততোধিক উৎসাহের সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিবেন। উপদেশক মহোদয় এথা হইতে মহতাগড় পৌছিয়া—শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে, ধর্ম্মের গৌরব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্তরাজাবাহাদুর বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের অবৈতনিক উপদেশক জেলা পুরবী করনাল নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণজী মহোদয় প্রধান কার্য্যালয়ের আজ্ঞানুসারে তিসার ধর্ম্মসভার বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে ২৪শে হইতে ২৭ অক্টোবর পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এখানে আরও কএক জন উপদেশক উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্য সমাপনান্তে সভার পক্ষ হইতেই এক দিন সকলকে খুব সমারোহের সহিত ভোজন করান হইয়াছিল।

গ্রন্থ সমালোচনা।

সুকুমারমতি বালকগণের প্রকৃতি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রখরা হইয়া নানাদিকে ধাবিত হইবে বলিয়াই বোধ হয় পূর্ব্বাচার্য্যগণ ন্যায় শাস্ত্র প্রণয়ন ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। বাস্তবিক উক্ত অভিপ্রায় প্রাচীন কাল হইতে যথারীতি কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিতেছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই—তবে কুশাগ্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধিগম্য ন্যায় শাস্ত্র, কোমল প্রকৃতি বালকদের সুখগম্য হইবার কোনও সোপান এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই—ইহাই অভাব বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং উক্ত অভাব কথঞ্চিৎ দূর করণার্থেই আমরা "ন্যায় দর্শ" নামক এক খানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলাম—আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে—ইহা পাঠ করিলে অনায়া সেই প্রথম বিদ্যার্থীগণ ন্যায়শাস্ত্রের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কেবল মাত্র দেড় আনার টিকিট পাঠাইয়া পুস্তক গ্রহণ করুন। সরস্বতী ভাণ্ডার ৺কাশীধাম।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ বার্ষিক এক টাকা চাঁদা দিয়া—শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

শ্রীকমলা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপগড়।
„ তারক নাথ ঘোষ, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রাজনগর।
„ রজনী প্রসাদ নিয়োগী, শ্রীহট্ট।
„ কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশী।
„ হরিজয় ভট্টাচার্য্য উকীল, শ্রীহট্ট।
„ শ্রীনাথ মণ্ডল, রাজনগর।
„ কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামপুর।
„ হেমেন্দ্রনাথ সেন উকীল, কলিকাতা।
„ রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তি বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা।
„ কালীদাস তরফদার, „
„ ডাঃ মহেন্দ্রনাথ আচার্য্য রামনগর, কাশী।
„ কৃষ্ণ চরণ আচার্য, উকীল, বহরমপুর
„ যোগীন্দ্র নারায়ণ সেন, খাগড়া।
„ অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর।
„ ধর্ম্ম সিং, খাগড়া।
„ কালীদাস প্রেমদী, „
„ রামসহায় সিংহ, সুজাগঞ্জ।
„ প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্তার, খাগড়া।
„ বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, „
„ উমেশ নাথ ভট্টাচার্য্য, সায়দাবাদ।
„ কামাক্ষা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, বহরমপুর।
„ নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মধুবনী।
„ অমূল্য কৃষ্ণ ঘোষ, মালপাড়া।
„ শশিভূষণ রায়, বহরমপুর।
„ যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
„ নীলরতন মুখোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ।
„ বিনয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর।
„ প্রতাপচন্দ্র দে, „
„ রামগোপাল পাল, বাজিতপুর।
„ শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায় উকীল, খাগড়া।
„ কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় উকীল, বহরমপুর।
„ প্রমথনাথ ভাদুড়ী উকীল, মুর্শিদাবাদ।
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় উকীল, „
„ রাধিকা চরণ নন্দী, কাশীমবাজার „
„ চারু কৃষ্ণ মজুমদার, ইসলামপুর „
„ কুমার সতীশ চন্দ্র রায়, খাগড়া।
„ অন্নদা চরণ চক্রবর্ত্তী উকীল, „
„ বিনয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, „
„ ভাগবৎ হালদার, কুঞ্জঘাট।
„ শতীশ চন্দ্র পাণ্ডা, খাগড়া।
„ শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক,
„ রাম ? সায়দাবাদ।
„ দ্বারকা নাথ পণ্ডিত, „

ক্রমশঃ

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৮শ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	ফাল্গুন।	সন্ ১৩১৪ সাল। ইং ১৯০৮ খৃঃ।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ভক্তি।

(শ্রীযুক্ত স্বামী দয়ানন্দ জি রচিত)

"রসো বৈ সঃ" বেদ বলেন যে ভগবান রসস্বরূপ। রসরূপ পরমাত্মা, সৃষ্টির অতীত এবং বুদ্ধির অগম্য হইলেও ভক্তিলভ্য। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন "ভক্তিঃ পরানুরক্তি-রীশ্বরে"। ঈশ্বরের প্রতি পরানুরাগকে ভক্তি বলে। "সা অনুরাগরূপা" "স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধাতিরেকাৎ অলৌকিকেশ্বরানুরাগরূপা"। মানবের অনুরাগ যখন পুত্র কন্যাদির প্রতি হয়, তখন তাহাকে স্নেহ বলে। উহা নিম্নগামিনী-প্রীতি। যখন তাহার প্রীতি-প্রবাহ স্ত্রী মিত্রাদির প্রতি সমান অবস্থায় ধাবিত হয়, তখন উহা প্রেমপদবাচ্য এবং পিতামাতাদি গুরুজনের ঊর্দ্ধগামিনী প্রীতির নাম শ্রদ্ধা। এ তিন প্রকার প্রীতিই লৌকিক এবং ব্যষ্টিগত কিন্তু যখন মানব এই সমস্ত প্রীতি ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য মনে করিয়া ব্যষ্টির দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লয় এবং শাখা প্রশাখায় জল সেচন না করিয়া সৃষ্টি-পাদপের মূলীভূত কারণ ভগবানের দিকে প্রীতিস্রোত প্রবাহিত করে, তখনই তাহার আসক্তি সমষ্টিগত অলৌকিক অনুরাগ নামে অভিহিত হয়।

প্রকৃতি স্বভাবতই ঊর্দ্ধগামিনী। এই জন্যই উদ্ভিদ যোনি হইতে মনুষ্য যোনির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জীব প্রকৃতি-প্রবাহের অনুকূল থাকে বলিয়া ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হইলেই জীব অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া প্রকৃতি প্রবাহের বিরুদ্ধাচরণ

করে এবং অধোগতি প্রাপ্ত হয়। মানব ভুলিয়া যায় যে তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বর, ভুলিয়া যায় যে প্রীতি, অনুরাগ কেবল সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মারই এবং সে যে কোন বস্তুতেই আসক্ত হউক না কেন, তাহার আসক্তির কারণ জড় ইন্দ্রিয় নয়, পরন্তু পরমানন্দ পদ। জীবের স্বাভাবিক গতি আত্মাভিমুখিনী। উহা পরমানন্দময় বলিয়াই জীব সেই আনন্দ অন্বেষণ করিতে গিয়া আপাতঃ মধুর, ক্ষণস্থায়ী, পরিণাম-বিষ-ফল-প্রদ বিষয়ে আসক্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন নীচ হইতে, নীচতর যোনি প্রাপ্ত হইয়া মর্ম্মভেদ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু করুণাময়, দীনবন্ধু-ভগবানের এমনই দয়া যে, মানব যখনই বিপদে কাতর হইয়া তাঁহার শরণাগত হয়, তখনই তিনি সমস্ত দোষ ভুলিয়া গিয়া তাহার উপর কৃপা করেন এবং পাপীকে সুপথ দেখান। পুত্র যতই অবাধ্য হইয়া দুরাকাঙ্ক্ষা মাখুক না কেন, যখন সে মা মা বলিয়া রোদন করে, তখন কি আর তাহার স্নেহময়ী জননী থাকিতে পারেন? তাঁহার করুণার মলয় হিল্লোল চিরদিনই বহিতেছে, যখনই মন তরি পক্ষ বিস্তার করে তখনই তাঁহার অসীম করুণার পরিচয় পায়। অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়ার প্রভাবে ছায়াবাজী প্রায় অলীক অনিত্য বিষয় গুলকে নিত্য মনে করিয়া মানব যখন সংসারে বদ্ধ হয় এবং মায়াবিনী মরীচিকা যেমন অবোধ মৃগকে প্রলোভিত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে, সেই রূপ বিষয় মদে মত্ত হইয়া শেষে হাহাকার করিতে থাকে ও দেখে।

বাতান্তর্দীপকশিখালোলং জগতি জীবিতম্।
তড়িৎ স্ফুরণসঙ্কাশা পদার্থ শ্রীর্জগত্রয়ে॥
কাস্তাদৃশো যাসু ন সন্তি দোষাঃ
কাস্তাঃ দিশো যাসু ন দুঃখদাহঃ।
কাস্তাঃ প্রজা যাসু ন ভঙ্গুরত্বম্
কাস্তাঃ ক্রিয়া যাসু ন নাম মায়া॥

তখন কোন্ মোহনবাঁশী হৃদয় গগন নিনাদিত করিয়া বলিয়া দেয় "তুমি যে পথ ভুলিয়াছ"? মানব আশা পিশাচিনীর কুহকে পড়িয়া মনে করে, আমার এই সংসার নাট্যশালা না জানি কত সুখেরই হইবে! কিন্তু কই, ভোগাশাত মিটে না, হবিসা কৃষ্ণবর্ত্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়! জীবন প্রবাহ বহিয়া কাল সিন্ধুর দিকে ধাবিত হইতেছে, প্রমোদের নন্দন কানন শ্মশানে পরিণত হইল, নিরাশার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি অট্টহাসি হাসিয়া চারি দিকে ভীতি উৎপাদন করিতেছে, মানব কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া হাহাকার করিতে থাকে। যাহা-দিগকে সুখের নিদান মনে করিয়া সংসারে বদ্ধ হয়, কই, তাহারা ত আর ফিরিয়া চাহিয়াও দেখে না!

যাবন্নিজোপার্জ্জনসক্ত-
স্তাবন্নিজ পরিবারোরক্তঃ।
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জ্জরদেহে
বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে॥

যখন মানবের এইরূপ ভীষণ, অসহায় অবস্থা হয়, তখন কোন্ হৃদয়াকাশের শশী সুবিমল, স্নিগ্ধ কিরণ দানে তাহার বিষাদ কালিমা নষ্ট করে আর ডাকে "পাপি! আয় আয়, আমিত তোর বন্ধু চিরদিনই আছি, তুই ভুলিয়াছিলি তাই এত কষ্ট!" জড়ত্বের পূর্ণতা হইয়াছে, মন অজ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত, প্রকৃতি পরিণামিনী, কাজেই চৈতন্যের উন্মেষ হয় এবং পাপীর হৃদয়তন্ত্রী কম্পিত হইয়া করুণ প্রার্থনা নিঃসৃত হয় "হে দীনবন্ধো, হে হৃদয়নাথ, হে পতিত পাবন, ভবাব্ধি ঘোরে পতিত আমি, আমাকে উদ্ধার কর দয়াময়, আর পরীক্ষা ক'র না মধুসূদন!

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলম্পতিতম্ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥

এইরূপে যখন ত্রিতাপতাপিত জীব ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, তখনই ভগবানের দয়া হয় এবং তিনি জীবকে সংসার দুঃখদহন হইতে রক্ষা করেন।

ভক্তি মার্গের একটি বিশেষত্ব এই যে, জ্ঞানাদি অন্য অন্য মার্গের সাধক যেমন অনুষ্ঠানাদি দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে, এ মার্গে তাহা হওয়া অসম্ভব। ভক্তিদর্শন বলে "নাঽনুষ্ঠাত্র ন্নুষ্ঠান বিষয়াৎ জ্ঞানবৎ"। ভক্তি কেবল ঈশ্বরের কৃপাবশতঃই হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরের কৃপা হইলেই ভবার্ত্তিহর গুরুর দর্শন হইয়া থাকে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেনঃ—

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥

এইরূপে সাধুগুরুর দর্শন মিলিলে মুমুক্ষু মানব যখন দীন ভাবে তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা করে!

"অপারে মহাদুস্তরে বিপৎ সাগরে মজ্জতা-
দেহভাজাং, ত্বমেকো গতির্দেব ত্রাহি মাং পরমেশ্বর॥"

তখনই অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেব সাধকের উপর কৃপাপরবশ হন ও তাহাকে সাধন মার্গে অগ্রসর করেন।

ভক্তি দ্বিবিধ—গৌণী ও পরা।

গৌণীভক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—যথা বৈধী ও রাগাত্মিকা।

" বিধিসাধ্যমানা বৈধী সোপানরূপা।"

প্রথম অবস্থায় সাধক যখন বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া নিয়মিতরূপে সাধন করিতে করিতে ভক্তি মার্গে অগ্রসর হয়, তখন ঐ ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে। বৈধীভক্তি নবলক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয় যথাঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ভগবানের লীলা মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ, যে স্থানে পুরাণাদি পাঠ হয় তথায় গিয়া হরিনামামৃত পান, হরি ভক্তদের মুখে তাঁহার গুণ গান শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা সাধকের মনের কলুষ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় ও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লেখা আছেঃ—

" ন যত্র বৈকুণ্ঠ কথা সুধাপগান সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবঃ সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥ "

এইরূপে সাধুদিগের সঙ্গ, সেবা ও তাঁহাদের মুখে হরি কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তের মনে যে ভগবদ্ভাবের উদ্রেক হইবে ও ঈশ্বরের কৃপা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এ বিষয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাজা পরীক্ষিত। ব্রহ্মবিষে জর্জ্জরিত দেহ রাজা কেবল সাত দিন মাত্র নামসুধা সেবনেই মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতকে তরণী করিয়া, ভক্তচূড়ামণি শুকদেব স্বয়ং নাবিক হইয়া তাঁহাকে অনায়াসে ভব-সমুদ্র পার করিয়াছিলেন।

ইহার পর হরিগুণ কীর্ত্তন।

ভক্তিশাস্ত্র বলেঃ—

পূজা কোটিগুণং স্তোত্রং স্তোত্রাৎ কোটিগুণং জপঃ।
জপাৎ কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং ন হি॥

রসস্বরূপ ভগবানের রসে রসিক ভক্ত তাঁহার গুণ কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া থাকিতে ভালবাসে। গানের একটি আশ্চর্য্য শক্তি এই যে, যে শব্দাবলী দ্বারা গান প্রকাশিত হয়, মনও সেই সেই শব্দদ্যোতা ভাব দ্বারা ভাবিত হয়। সুতরাং ভক্ত যখন গুণনিধি, আনন্দকন্দ ভগবানের গুণকীর্ত্তন করে, তখন স্বতই তাহার

হৃদয়তন্ত্রী প্রতিধ্বনিত হয় এবং সে আনন্দে বিভোর হইয়া উঠে। আহা! হরিনামের কি অপার মহিমা, নামের হিল্লোলে চারিদিকে যেন আনন্দের প্রস্রবণ ছুটিতে থাকে এবং ত্রিতাপতাপিত, সংসার দুঃখদগ্ধ জীবও ক্ষণকালের জন্য তাহার দুঃখরাশি ভুলিয়া ঐ আনন্দে মাতিয়া উঠে। এই জন্যই ভগবান বেদের মধ্যে সামবেদ এবং এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন:—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

এই ভাবে বিভোর হইয়াই দেবর্ষি নারদ নাচিয়া নাচিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করেন আর তাঁহার মোহনী বীণা হইতে আনন্দ কণা নিঃসৃত হয়;—

জয় কেশব কুরু করুণা দানে কুঞ্জকানন চারি।
সুললিত নটবর শ্যাম মুরলি ধারি॥

হরি বোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার॥

এই ভাবে বিভোর হইয়াই পাগল ভোলা শ্মশানে মশানে ডমরু ধ্বনি করিয়া ফেরেন আর গাহেন:—

ত্রিভুবন ভবনাভিরামকোষং সকল কলঙ্কহরং পরং প্রকাশম্।
অশরণশরণং শরণ্যমীশং হরিমজমচ্যুতমীশ্বরং প্রপদ্যে॥

এই রূপে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধকের মনে স্বভাবতই ভক্তির উন্মেষ হইতে থাকে।

তাহার পর বিষ্ণু স্মরণ।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন:—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

ভগবান সর্ব্বব্যাপক হইলেও ভক্তের হৃদয় তাঁহার লীলাভূমি। এই জন্যই যখন সাধক হৃদি পদ্মাসনে তাঁহার মোহন মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া ধ্যান করে, তখন ভগবান তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। আর তখনই সাধকের মন পদচ-রণে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বিষয় প্রপঞ্চ হইতে সরিয়া আসে। মন-করী অনিত্য বিষয় মদে মত্ত হইয়া সংসার অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে, সতত অনিষ্ট চিন্তায় রত, তাহাকে ভক্তচরণরূপী আলানে আবদ্ধ করিতে না পারিলে জীবনই বৃথা।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধ্য জড়মূঢ়তা।

যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥

আহা তাঁহার নবরাগরঞ্জিত, কোটি শশি বিনিন্দিত মোহন চিদঘনরূপের চিন্তা করিলে শরীর মন পুলকিত হয়, হৃদয়ে আনন্দ প্রবাহ উথলিয়া উঠে, সাধকের ভব ভয় দূর হয়। ঐ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়াই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ মত্ত হস্তীর পদতলে পড়িয়াও রক্ষা পাইয়াছিলেন, বিষ পানও তাঁহার অমৃত পান স্বরূপ হইয়াছিল। কেন হইবে না? ভক্ত যে তাঁহার প্রাণ, তিনি যে চিরদিন ভক্তাধীন, ভক্ত যে তাঁহাকে হৃদয়ের বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে! ভগবান গীতায় বলিয়াছেন:—

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

এইরূপে যখন মনোভৃঙ্গ ভগবৎ পদারবিন্দের মকরন্দ পানে রত হয়, তখনই ভগবানের দয়া হয় এবং তিনি ভক্তকে সাধনমার্গে অগ্রসর করেন।

তাহারপর পাদ সেবন।

ভগবদ্ বিগ্রহাদির সেবা, তাঁহার মন্দিরাদি মার্জ্জনা, ভক্তি ভাবে পুষ্পচন্দন দিয়া তাঁহার পূজা ও তৎপদে প্রণামকে পাদসেবন বলে। ভক্তি শাস্ত্রে আছে:—

যৎ পাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ

সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিৎ ॥

পূতসলিলা, কলনাদিনী জহ্নবী যে চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মশাপদগ্ধ সগরবংশ উদ্ধার করিলেন, যে চরণের শীতল ছায়া আশ্রয় করিয়া যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্রগণ চিরশান্তি লাভ করেন, যে চরণামৃত পানে উন্মত্ত হইয়া পঞ্চানন পঞ্চমুখে দিবানিশি হরিগুণ গান করেন, সেই চরণ যদি ভক্ত হৃদি কমলাসনে ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে কি আর তাহার ভবভয় থাকে! আহা পদাম্বু সরোজের কি অপূর্ব্ব মহিমা! বলি রাজা তাঁহার চরণ লাভাশায় অমরাবতী তুচ্ছ করিয়া পাতালবাসী হইলেন আর সতত চঞ্চলা কমলা ঐ পদের লোভে অচলা হইয়া তাঁহার চিরদাসী হইয়া আছেন!

মনমধুকর এই চরণকমলে যখন রত হয়, তখনই মানব ভক্তি লাভ করিয়া থাকে।

তাহার পর অর্চ্চনা।

পূজা দুই প্রকারের হইয়া থাকে যথা বাহ্য পূজা ও মানস পূজা। পত্র, পুষ্প, চন্দন, ফল, নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার স্থূলরূপের পূজাকে বাহ্যপূজা বলে। ভগবান বলিয়াছেন:—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

আর যখন ভক্ত তাঁহার মনোময় প্রতিমা হৃদিপদ্মাসনে স্থাপন করিয়া পূজা করে, তখন উহার নাম মানস পূজা। ইহা ব্যতীত তদ্বাচক প্রণবাদি মন্ত্র জপও পূজাঙ্গের মধ্যে গণ্য হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি লিখিয়াছেন "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ," "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"। সর্ব্বব্যাপক চেতন সত্তার প্রভাবে কার্য্যকারিণী, ত্রিগুণময়ী, পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির প্রথম স্পন্দন জনিত শব্দ প্রণব হওয়ায়, উহার সহিত ঈশ্বরের বাচ্য বাচক সম্বন্ধ আছে। এজন্য ওঙ্কার জপ ও তদর্থ-ভাবনা করিলে মন শান্ত ও ঈশ্বরে নিরত হয় এবং সাধক ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই পূজায় রত থাকাতেই পৃথুরাজা ঘোর বিপদ সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্তকালে সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন।

তাহার পর বন্দন।

তাঁহার চরণে অন্তরঃ রতি ও ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণামকে বন্দন বলে। ভক্তি-শাস্ত্রে আছে—

> একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
> দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥

দয়াময় ভগবানের দ্বার ভক্তের জন্য চির অবারিত। যখনই ভক্ত তাঁহার শরণাগত হয়, তখনই তিনি তাহার সকল ভয় দূর করিয়া তাহাকে মুক্তি পথের পথিক করেন। কৃষ্ণভক্ত অক্রুর বিপদ সঙ্কুল, কলুষপূর্ণ, কংসপুরীতে থাকিয়া কেবল কৃষ্ণাভিবন্দন প্রভাবেই সমুদয় বিপদমুক্ত হইয়া অন্তে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বৈধী ভক্তির শেষ তিন অঙ্গের নাম দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন। এই তিন ভাবের প্রকৃত স্ফূর্ত্তি ভক্তির রাগাত্মিকা অবস্থায় হইলেও প্রথম অবস্থায় সাধনরূপে অভ্যাস করা যাইতে পারে। এই তিন অবস্থাতেই অহঙ্কার ক্ষীণতার সম্ভাবনা থাকায় ভক্ত ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চকোটির সাধন মার্গে অগ্রসর হয়।

ভক্ত ভগবানের অধীন থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে চাহে। সে বলে "তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র; ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। সে আর কিছু জানে না, জানে কেবল তাহার প্রভু ভগবানকে ডাকিতে। মার্জ্জারশিশু কেবল মিউ, মিউ করিতেই জানে এবং সেই শব্দ শুনিয়া তাহার মাতা যেখানে থাকুক না কেন ছুটিয়া আসে ও আপন ইচ্ছামত শিশুগুলিকে এখানে ওখানে রাখিতে ব্যস্ত হয়। পিতা যদি বালকের হস্তধারণ করেন তবে তাহার পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপে ভগবানের দাস হইয়া ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে অহঙ্কার নিরোধ ও সাধনে উন্নতি হয়।

তাহার পর সখ্যভাবের সাধন।

এ অবস্থায় ভক্ত ঈশ্বরের সহিত মানস ভাব বৃদ্ধি করিতে চাহে। কিসে তাঁহার প্রিয়তমের সন্তুষ্টি হয়, কিসে তিনি সর্ব্বদা তাহার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, এরূপ চিন্তা তাহার

হৃদয়ে জাগরূক থাকে। তৎসম্বন্ধযুক্ত দ্রব্য সকলের আদর, তৎপ্রিয় পদার্থে স্পৃহা ও আসক্তি, তাঁহার ভক্তগণের প্রতি শ্রদ্ধা—এইগুলি এ ভাবের লক্ষণ।

এইরূপ সাধন করিতে করিতে যখন ভক্তহৃদয়ে কায়মনোবাক্যে ভগবৎ সেবা প্রবৃত্তির উদয় হয় তখনই সে আত্মনিবেদন নামক বৈধী ভক্তির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে। তখন সে অহরহঃ ঈশ্বর সেবাতেই নিরত থাকে, শরীর যাহা কিছু করে, তাঁহার জন্যই করে, মন কেবল তাঁহার চিন্তাতেই দিবানিশি মগ্ন থাকে, কথা কেবল তাঁহার সম্বন্ধেই কহিতে ভাল লাগে। কর্ম্মের লক্ষ্য, ধ্যানের লক্ষ্য, চিন্তার লক্ষ্য, আলাপের লক্ষ্য কেবল তিনিই, যেন জগতে আর কিছু নাই।

স ত্বং মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দির মার্জনাদিষু শ্রুতিঃ কুরুম্মাচ্যুত সৎকথাদয়ে॥
মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্য গাত্র স্পর্শঙ্গে সাঙ্গম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমতুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়ারতিঃ॥

এইরূপে সাধক যখন বৈধীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে তখনই ভক্তবৎসল, অন্তর্য্যামী ভগবান তাহার হৃদয়াসনে আসীন হন এবং ভক্তকে তদ্ভাবে বিভোর করিয়া তাহার মনে এক বিমলানন্দ পূর্ণ, চিরশান্তিপ্রদ, অপূর্ব্ব অনুরাগের সঞ্চার করেন। ইহারই নাম রাগাত্মিকা ভক্তি।

(ক্রমশঃ)

বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

(৫)

হিন্দীতে একটী প্রবাদবাক্য আছে যে "আঠ কনৌজী নব চুলা" অর্থাৎ যে স্থানে আট জন কনৌজী একত্র অবস্থান করে, সে স্থানে নয়টী চুল্লী থাকে। কারণ কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কাহারও অন্ন ভক্ষণ করেন না, এমন কি কেহ কাহারও চুল্লী হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া আপনার চুল্লী প্রজ্বলিত করেন না। স্থানে স্থানে এই নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইলেও, যাঁহারা আকিও পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত

নিত্যকার্য্য অর্থাৎ পঞ্চযজ্ঞাদি পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে আজিও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। ম্লেচ্ছ-প্রসাদভোজী, শূ-বৃত্তিপরায়ণ, গোলামি-গৌরবান্ধ, বিকৃতমস্তিষ্ক, আধুনিক শিক্ষিত, পণ্ডিতম্মণ্য, বর্ত্তমানকালের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে ইহা বিসদৃশ এবং কুশাগ্রবুদ্ধির অগম্য হইলেও এই নিয়মের মধ্যে যে গভীর বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রীয় যুক্তি নিহিত আছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন এবং প্রাচীন ঋষিবংশীয় ব্রাহ্মণগণ যে কি রূপে আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ প্রকৃত স্বাধীনতা-রক্ষা-পূর্ব্বক ধর্ম্ম, সমাজ ও ভারতবর্ষকে স্বাধীন ভাবে রক্ষা করিতেন, তাহার অনুধাবন করিয়া বিস্মিত হইবেন।

বলা বাহুল্য, স্বয়ং কোন নিয়ম পালন না করিয়া অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী হইয়া, অপরকে নিয়মপালনে প্রণোদিত করিতে যাওয়া ঘোরতর নির্লজ্জতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান এই নিমিত্ত গীতার মধ্যে বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছেন "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনাঃ।" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, ইতর অর্থাৎ সেই ব্যক্তি হইতে অল্প জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাই পূর্ব্বকালে বশিষ্ট, বেদব্যাস, বাল্মীকি, পরাশর জনক, প্রভৃতি পূর্ণ-ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিগণ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়াও লোকশিক্ষার্থ সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেন। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণের মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, যে দেব কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, যদি তিনি রাজ্য লাভ করিয়া প্রজাপালন এবং রাজ্যরক্ষার্থ মনোনিবেশ করেন, তবে সে কার্য্য কিছুতেই সম্পন্ন হইবে না অর্থাৎ যে রাবণকে নিধন করিবার নিমিত্ত ভগবান ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে; সুতরাং তাঁহারা ভগবান্ রামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত দেবর্ষি নারদকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ, ভগবান রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দেবদিগের নিবেদন অবগত করিলে, ভগবান্ রামচন্দ্র আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াও ব্রাহ্মণের চরণবন্দন করিয়া কৃতাঞ্জলী পুটে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এই রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পূর্ণব্রহ্মরূপে অবগত থাকিলেও স্বহস্তে ব্রাহ্মণদিগের চরণ বন্দনা করিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই আজিও তাঁহাদিগের উপদেশাবলী যোগবাশিষ্ঠ ও ভগবদগীতা

নামে অভিহিত হইয়া জগতের প্রভূত উপকার সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাই তাঁহারা আজিও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। কেবল মুখে ভক্তি নয়, অনেক ব্রাহ্মণের বাটীতে রঘুনাথ শিলা এবং সীতারাম লক্ষ্মণ হনুমানের মূর্ত্তি এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি প্রভৃতি পূজা করা হয়; অনেক ভক্তপ্রাণ সাধকের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক শালগ্রাম শিলার মধ্যে শ্রীনন্দনন্দন, কংসকেশীমর্দ্দন, রাসবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভাবে বিরাজিত আছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব্বকালে যাঁহারা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়া ভারতবাসীর সমাজ, ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনারা যে বংশে, যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুলোচিত আচার প্রতিপালন পূর্ব্বক তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে বংশে, যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুন না, তাঁহারা অগ্রজন্মা জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণগণেরও পূজ্য হইয়া আসিতেছেন। তাই গীতায়ও ভগবান একস্থানে বলিয়াছেন, "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ॥" অর্থাৎ অপরের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হইলেও যে ধর্ম্মে যে অবস্থান করে, অঙ্গহীন হইলেও তাহার পক্ষে তাহাই শ্রেয়স্কর। তাই রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া আজ তাঁহারা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ পূজিত হইতেছেন।

ইতিহাসচর্চ্চাকারীদিগের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, আদি শূর বঙ্গদেশে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাইয়া অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, যে সময় ঐ পাঁচটী ব্রাহ্মণ রাজধানীতে উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদিগের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া রাজার অবিশ্বাস হয়, সেই জন্য তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের অভ্যর্থনা করেন নাই। ব্রাহ্মণগণ রাজার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া আপনাদিগের সামর্থ্য প্রদর্শন নিমিত্ত একটী মৃতবৃক্ষে মন্ত্রঃপূত ধূলি নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা সজীব হইয়া উঠে এবং নবপত্রাদির দ্বারা সুশোভিত হয়। তখন রাজা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ব্রাহ্মণদিগের চরণে পতিত হইয়া আপনার ক্রটীর নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু আজ তাঁহাদিগেরই বংশধরগণকে মাচ্ না মিলাতী মিবাশলাই ব্যতীত রন্ধনাভাবে অনাহারে অবস্থিত এবং দীপপ্রজ্বলন না হওয়ায় অন্ধকারে অবস্থিত থাকিতে হয়। এত গেল বাহিরের অগ্নি—তাঁহাদিগের দেহস্থ

অগ্নিও নির্ব্বাপিত প্রায়—তাই আজকাল কার " বড় লোক (?) বা উচ্চ বেতনের গোলাম হইলেই যেন dispepsia বা অগ্নিমান্দ্য পীড়ার ক্রীতদাস হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রত্যক্ষ ফল বহুমূত্র ও পরিশেষে কার্ব্বঙ্কল বা বিলাতীফোড়া (নূতন ধরণের স্ফোটক) রোগে অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য। অনেকের মতে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমই এই অগ্নিমান্দ্য পীড়ার জনক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে সকল নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি বহু মানসিক পরিশ্রমের ফলে অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে বহুমূত্র রোগে ভবধাম হইতে অকালে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান কালে অজীর্ণ রোগে অথবা বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং অবসর গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এবং যাঁহারা অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া অজীর্ণ রোগের আশঙ্কা বা অল্পায়ু হইবার আশা করিতেছেন, তাঁহারা কি মহর্ষি বিশ্বামিত্র, ভগবান বেদব্যাস অথবা ঋষিদিগের কথা ছাড়িয়া দাও—রামচন্দ্র, ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, কর্ণ, দ্রোণ অথবা প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান যুগের বিক্রমাদিত্য, ভগবান শঙ্করাচার্য্য, এমন কি বাবর, আকবর, ঔরঙ্গজেব, গারিবল্‌দি, সেণ্টপিটর, নেপোলিয়নবোনাপার্ট, নেলসন, ক্রমওয়েল প্রভৃতির অপেক্ষা অধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন অথবা করিতেছেন, অথবা করিবার প্রত্যাশা করেন? কই কখনও কোনও পুস্তকেত পাঠ করিনাই যে, অমুক ঋষি বহুমূত্র রোগে অকাল মৃত্যু লাভ করিয়াছেন অথবা ইহাও কোন পুস্তকে দেখা যায় না যে, কোন পরাক্রান্ত পরিশ্রমী মোগল বাদশাহ বা প্রভুত পরিশ্রমী ইংরাজ বা ফরাসী অধিনায়ক বহুমূত্র রোগে অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন! তবে যে কোন উপায়ে অথবা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করিয়া অজীর্ণ রোগ আনয়ন করা এবং তজ্জনিত বহুমূত্র রোগে অকাল মৃত্যু লাভ করা যদি বর্ত্তমান যুগে বাহাদুরীর পদার্থ হয় সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ বাহাদুরী করিতে যাওয়াও " বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতির " সুস্পষ্ট লক্ষণ।

আজকাল ভারতবর্ষে প্লেগ, ওলাউঠা, টাইফয়েড্ ফিবার বা আন্ত্রিক বিকার জ্বর, টাইফস ফিবার বা সান্নিপাতিক বিকার, প্লোরেমিটেণ্ট ফিবার বা স্বল্প বিরাম জ্বর প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মনুষ্যকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। এমন কি, এই সকল সাংঘাতিক পীড়া এরূপ সাধারণ যে, "আমুকের পীড়া কঠিন " একথা শুনিলেই যেন এই সকল পীড়ার

অন্যতম রোগে আক্রান্ত বলিয়া মনে হয় এবং এই সকল পীড়ার কারণ অবগত হইবার এবং আক্রমণ নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কতই যে নূতন পন্থার প্রবর্ত্তন হইতেছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই; কিন্তু পীড়ার আক্রমণ, সাংঘাতিকতা এবং তজ্জনিত অকালমৃত্যু ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে বই হ্রাস হইতেছে না—এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে, এইরূপ বন্ধ্যা চেষ্টায় ক্রমে পীড়ার প্রাবল্য, সংক্রামকতা, সাংঘাতিকতা এবং মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবে না—কারণ যে পর্য্যন্ত রোগের প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রতীকার চেষ্টায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহার ফল অধিকাংশ স্থানেই বিপরীত হইতে দেখা যায়। যদি কোন আধুনিক শিক্ষিত নাসিকা-সঙ্কোচ-পূর্ব্বক ইহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষ এসিয়ার দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ মেরুর এবং ইংল্যাণ্ড বা অন্যান্য ইউরোপীয় সভ্য প্রদেশ সমূহের অধিকাংশই ইউরোপের উত্তর ভাগে অর্থাৎ উত্তর মেরুর অনতি দূরে অবস্থিত; এ অবস্থায় কি প্রকৃতি, কি জলবায়ু, কি ঔষধাদি কোন বিষয়েই ঐ সকল স্থান ভারতের সমধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না; এমন কি হস্তপদাদি মনুষ্যাবয়ব ব্যতীত কি আচার গত, কি ব্যবহারগত, কি প্রকৃতিগত কোন বিষয়েই ভারতবাসীর সহিত পাশ্চাত্য মানবগণের সাদৃশ্য নাই। এ অবস্থায় বৈদেশিক প্রণালীর দ্বারা ব্যাধিনির্ণয় এবং বৈদেশিক প্রণালীর চিকিৎসা দ্বারা ভারতবাসীর সেই রোগের চিকিৎসা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; ইহাতে কোন কোন স্থানে রোগের তীব্রতার সাময়িক প্রশমন দেখা গেলেও রোগের সাংঘাতিকতা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হয় না বরং পীড়ার প্রকৃত ঔষধের প্রয়োগ না হওয়ায় অপর ঔষধের ক্রিয়ার ফলে অন্য আর একটী নূতন রোগের সৃষ্টি করিয়া রোগীর জীবনে আর একটী নূতন রোগ যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

প্রয়োজন ব্যতীত কেহই কোন কার্য্য করে না। বিলাত প্রভৃতি স্থান অত্যন্ত শীতল; এমন কি সেখানে সমস্ত শীত কাল তুষার পতিত হয়—জল জমিয়া যায়—সুতরাং তথায় ঘৃতাক্ত পদার্থের অত্যধিক ব্যবহার এবং মাংসাহার ব্যতীত জন সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, কলিতে জীবের অন্নগত প্রাণ অর্থাৎ এই কলিকালে আহার ব্যতীত জীবের জীবন রক্ষা হইতে পারে না—এদিকে আহার্য্য পদার্থ ভগদণ্ড যন্ত্র অর্থাৎ হস্তের সাহায্যে মুখে তুলিতে গেলেই হস্তে মাংসের চর্ব্বি বা ঘৃত, দারুণ শীতে এরূপ জমিয়া যায় যে, হস্ত হইতে চর্ব্বি উঠানও বড় সহজ ব্যাপার নহে, বিশেষতঃ ঐ সকল প্রদেশের

বাসিগণ সর্ব্বদা হস্তে দস্তানা পরিধান করিয়া থাকে। তাই এই সকল অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত শীত প্রধান স্থান মাত্রেই লোকে কাঁটা চামচ প্রভৃতি কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে আহার্য্য গলাধঃকরণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এই রূপে বেশ ভূষা বল, পরিধেয় বস্ত্রাদি বল, সমস্তই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই মনুষ্য সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রক্ষা পূর্ব্বক প্রত্যেক স্থানে খাদ্যাখাদ্য, বেশভূষা এবং উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—একটু চিন্তা সহকারে বিচার করিয়া দেখিলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি দক্ষিণ মেরুর লোক হইয়াও উত্তর মেরুর লোক চরিত্র, সামাজিক রীতি নীতি, বেশ ভূষা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আহার বিহার প্রভৃতির অনুকরণ করিতে অগ্রসর হয়, তাহারা যে নির্ব্বোধ, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায়। কারণ যাহারা বিচারপূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন করে না, তাহাদিগকেই নির্ব্বোধ বলে। মনুষ্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, এই নিমিত্ত তাহারা পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা যে পরিমাণে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহারা সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হয়—পশুদিগের সহিত এই বিষয়েই মনুষ্যদিগের বিশেষত্ব আছে—নতুবা চেতনা নাই—জ্ঞান নাই— বুদ্ধি নাই—এমন পশু অথবা জীব থাকিতে পারে না; প্রাণিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ সমূহ দৃষ্টি গোচর হইবে। পূর্ব্বাপর বিবেচনা পূর্ব্বকঅর্থাৎ বিচার করিয়া কার্য্য করে বলিয়াই মনুষ্য মনুষ্য—এই পূর্ব্বাপর বিচার শক্তিই মনুষ্যের বিশেষত্ব বা প্রধান ধর্ম্ম; তাই নীতি-শাস্ত্রকার বজ্রগম্ভীর নিনাদে বলিয়াছেন "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" অতএব যাঁহারা পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচরিত রীতি নীতি আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি তুলিয়া দিয়া অপর স্থানের, বিশেষতঃ দক্ষিণ মেরুর অধিবাসী হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্যদিগের অনুষ্ঠিত রীতি নীতি আহার বিহারাদির অনুকরণে অনুপ্রাণিত, তাঁহারা যে বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে বিকৃতমস্তিষ্ক বা উন্মত্ত, একথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারা যায়। কেবল তাহাই নয়, যাহারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে, সরকারী বিচারে তাহার যে দণ্ডাদির বিধান আছে ইহার একমাত্র কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণকে বিনষ্ট করিতে যায়, অপরের প্রাণের প্রতি তাহার কখনই মমতা থাকিতে পারে না—সুতরাং তাহার দ্বারা অপরের জীবন বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা—এই নিমিত্তই সরকার হইতে আত্মহত্যাকারীর শ্রীঘরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া যাহারা আপনার পূর্ব্বপুরুষ প্রবর্ত্তিত রীতি নীতি আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ রূপ আত্মহত্যা করিতে অগ্রসর, তাহাদিগের দ্বারা

ভারতবর্ষীয় লোকসমাজের কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগের হস্তে কোন একটী সামান্য বিষয়ের কর্তৃত্ব পড়িলে সেই ক্ষুদ্র কর্তৃত্বের বলে প্রভূত পরিমাণে লোক-ধ্বংসের অনুষ্ঠানই সাধিত হইবে—একজন ক্ষুদ্র কনষ্টেবলের যে রূপ অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে—একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহার দ্বারা সেরূপ অনিষ্ট হয় না, ইহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় নিত্য নৈমিত্তিক জলন্ত দৃষ্টান্ত।

সুতরাং বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে আট জন কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণ একত্র অবস্থান করিলে কি কারণে তাঁহাদের নয়টী চুল্লীর প্রয়োজন হইত। এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে অগ্নিহোত্র প্রথা উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও বলা যায়। কারণ যে ভারতবর্ষে এক সময়ে অন্ততঃ লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ গৃহদেবতা রূপে অগ্নিরক্ষা করিয়া পুরুষানুক্রমে তাহাতে আহুতি প্রদান করিতেন, অদ্য সেই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশেষ অনুসন্ধান করিলেও একশত অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং একটু শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ডের বিচার করিতে হইতেছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণতনয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহারা কুশণ্ডিকার কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যজ্ঞার্থ বহ্নি স্থাপন করিবার সময় অগ্নি প্রথমে প্রজ্বালিত করিয়া তাহা হইতে তাহার ক্রব্যাদাংশ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। শ্মশানাগ্নি, দীপশিখা হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রভৃতি অগ্নিতে প্রভূত পরিমাণে অঙ্গারস নামক বিষ অবস্থিতি করে বলিয়া উহা হইতে যে দূষিত বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা লোক-স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হয়—এই নিমিত্ত আজিও অনেক স্থানে ফুৎকারের সাহায্যে প্রদীপনির্ব্বাণ নিষিদ্ধ আছে এবং শবদাহ করিবার পর স্নান করিবার বিধি সর্ব্বত্রই দেখা যায়। চুল্লীর অগ্নি শ্মশানাগ্নির ন্যায় অনিষ্টকারী না হইলেও উহা দূষিত অগ্নির মধ্যে পরিগণিত। এই নিমিত্ত যাঁহারা অগ্নিহোত্রী, তাঁহারা রন্ধনাদি কার্য্যের নিমিত্ত চুল্লীর অগ্নি হইতে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন না। সুতরাং ক্রব্যাদাগ্নি যে বিষাক্ত এবং সেই বিষের ক্রিয়া যে অল্পাধিক পরিমাণে তৎপাচিত আহার্য্যে সংক্রামিত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই—এই নিমিত্তই কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণগণ কেহ কাহারও চুল্লী হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। কেবল কান্যকুব্জ কেন, ভারতের সর্ব্বত্রই এরূপ প্রথা এক সময়ে প্রচলিত ছিল, তাই পূর্ব্বকালে লোকের স্বাস্থ্য অশিতিবৎসরেও বিনষ্ট হইত না—এমন কি একশত বৎসরের বৃদ্ধের দৃষ্টিরও বৈলক্ষণ্য প্রায় দেখা যাইত না, আর বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষ নূতন সভ্যতার তীব্র আলোক প্রাপ্ত হওয়ায় বিংশতিবৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই প্রথমে লোকে দৃষ্টি হীন হয়, তারপর বহুমূত্রাদি রোগের আক্রমণে ৫০ বা ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, আহার্য্যের অকৃত্রিমতার এবং পবিত্রতার উপর জীবের—বিশেষতঃ মনুষ্যের স্বাস্থ্য এবং তাহার ফল স্বরূপ বলবীর্য্য, মস্তিষ্কের দৃঢ়তা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত নামধারী বিকৃতমস্তিষ্ক ভারত-সন্তানদিগের

অধিকাংশই তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, অথবা উহার মর্ম্মাবধারণে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক অক্ষম তাই হিন্দু হোটেলেই হউক, পিরুর হোটেলেই হউক, আর উইলসনের হোটেলেই হউক, যে কোন স্থান হইতে অন্ন দি আহার্য্য পদার্থ ভক্ষণ করিয়া দগ্ধোদর পরিপূরণ এবং দন্তানন মধ্যবর্ত্তী স্ব জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক অন্যতম আত্মহত্যারূপ গৌরবার্জ্জন করেন। এই রূপেই দিন দিন ভারতের চতুর্দ্দিকে সংক্রামক সংবাতিক পীড়া, অকাল মৃত্যু পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। তবে রেল বিস্তার, কাষ্ঠাভাবে প্রভূত পরিমাণে ফস্ফরস বিষ পরিপূর্ণ পাথুরিয়া অঙ্গার জাত অগ্নির উত্তাপে পরিপক্ক আহার্য্যের ব্যবহার, দৈনিক আরোহী (daily passenger) রূপে ভূপঙ্ক নির্ব্বাহ প্রভৃতির দ্বারা যে লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিতেছে না একথাও বলিতেছি না—অবশ্য তাহা গৌণ কারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে ভারত সন্তানগণের মধ্যে যে সমস্ত জীব অধুনা শিক্ষিত নামধারী রূপে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত পন্থার মর্ম্মাবধারণে অসামর্থ প্রযুক্তই ঐ সকল প্রথায় উপেক্ষাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া কালের মুখে অকালে আত্মবলি প্রদান পূর্ব্বক ভারতের জনসংখ্যা হ্রাস করিতেছেন। সুতরাং ইহা ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতার পরিচায়ক অথবা "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতির" লক্ষণ তাহাই বিচার্য্য।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

পুরাণ শাস্ত্র।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা হখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বং চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

শ্রীভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ রচনা করিবার সময় সচ্চিদানন্দ রূপী শ্রীহরির মহিমা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এবং পুরাণ সমূহের স্বরূপ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত এই স্তব করিয়াছিলেন যে, হে জগদীশ্বর! আপনি রূপবিরহিত হইলেও আমি ধ্যানযোগে আপনার রূপ কল্পনা করিয়াছি, আপনি অখিল গুরু এবং বাক্যাতীত হইলেও আমি স্তবের দ্বারা সেই অনির্ব্বচনীয়তাকে দূর করিয়াছি,

আপনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও আমি তীর্থ যাত্রাদির দ্বারা আপনার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। অতএব হে পরমেশ্বর! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই তিন প্রকার অপরাধ ক্ষমা করুন।

যে সকল শাস্ত্র এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে, সেই সকল শাস্ত্রকে নিম্ন লিখিত রূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা প্রথম বেদ, দ্বিতীয় বেদাঙ্গ এবং উপবেদ, তৃতীয় দর্শন, চতুর্থ স্মৃত্যাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্র, পঞ্চম ইতিহাস এবং পুরাণ, ষষ্ঠ তন্ত্র এবং সপ্তম আর্ষ সংহিতা।

সনাতন ধর্ম্মের মূল বেদ চারি ভাগে বিভক্ত। যথা প্রথম ঋক্, দ্বিতীয় যজুঃ, তৃতীয় সাম এবং চতুর্থ অথর্ব্ব বেদ। প্রত্যেক ভাগের চারিটী অন্তর বিভাগ আছে। যথা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং সূত্র। এই সকল ভাগই বেদ সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, বেদাঙ্গ এবং উপবেদ। বেদাঙ্গ ছয়টী সংখ্যায় বিভক্ত। যথা, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ। এই প্রকার উপবেদের সংখ্যাও চারিটী। যথা, আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ অর্থাৎ যুদ্ধ-বিদ্যা, গন্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যা, এবং স্থাপত্য বেদ অর্থাৎ নানা প্রকার অর্থ সম্বন্ধী শাস্ত্র।

তৃতীয় দর্শন শাস্ত্র ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা সিদ্ধবর কপিল মুনি প্রকাশিত সাংখ্যদর্শন যোগিরাজ পতঞ্জলি মুনি প্রকাশিত পাতঞ্জল দর্শন, মহর্ষি গৌতম প্রকাশিত ন্যায়দর্শন, ঋষিবর কণাদ প্রকাশিত বৈশেষিক দর্শন, ঋষিরাজ জৈমিনী প্রকাশিত মীমাংসা দর্শন এবং শ্রীভগবান বেদব্যাস প্রকাশিত বেদান্ত দর্শন। এতদ্ব্যতীত শাণ্ডিল্য এবং পাশুপৎ প্রভৃতি কয়েক খানি দর্শনও দেখা যায়।

চতুর্থ স্মৃত্যাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র। এই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রধান আচার্য্যের সংখ্যা বিংশতি। যথা, মনু অত্রি, বিষ্ণু হারিত যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ভরদ্বাজ, ব্যাস, শঙ্খলিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, এবং বশিষ্ট। এতদ্ব্যতীত মহামুনি দেবর্ষি নারদ প্রভৃতিরও সংহিতা দেখা যায়।

পঞ্চম ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্র। উহা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, মহা-পুরাণ ও উপপুরাণ। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং আদিত্য, ঊশানস, কল্কি, কাপিল, কালিকা, দুর্ব্বাস,

নন্দী, বৃহন্নারদীয়, নৃসিংহ, পরাশর, ভার্গব, মহেশ্বর, বারুণ, বাশিষ্ট, সাম্ব, শিব, সনৎকুমার এবং সৌর এই অষ্টাদশ উপপুরাণ। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত কেবল ইতিহাস নামেই প্রসিদ্ধ। এই সকল পুরাণ এবং উপপুরাণ ব্যতীত আদি, মানব, মুদ্গল এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ প্রভৃতি আরও কয়েক খানি পুরাণ গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং আদি গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ব্যাস কৃত পুরাণ সংহিতা, লোমহর্ষণ সংহিতা এবং সাবর্ণ পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি অনেক পুরাণ সংহিতা গ্রন্থও বর্ত্তমান আছে।

ষষ্ঠ তন্ত্র শাস্ত্র। তন্ত্র শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ আছে। ঐ সকলের মধ্যে কয়েক খানির নাম লিখিত হইল। যথা মহানির্ব্বাণ, কুলার্ণব, জ্ঞানসংকলিনী, ব্রহ্মযামল, বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামল, আদিযামল, শক্তিযামল, বৃহন্নীল, বারাহী, গৌতমীয়, মাতৃকাভেদ, কামধেনু, বিশ্বসার, কামখ্যা, মন্ত্রকোষ, বীজকোষ প্রভৃতি বহুসংখ্যক তন্ত্র গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তম আর্ষসংহিতা সমূহ। যথা;—নারদ, অষ্টাবক্র, অত্রিপ্রভৃতি। উপরি লিখিত সাত প্রকার শাস্ত্রের মধ্য হইতে কেবল পুরাণ ও ইতিহাস শাস্ত্রের বিষয়ের মধ্যেই কিছু বর্ণন করা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এই শাস্ত্রের প্রচার অধিক, এই নিমিত্ত ইহার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের জানাও উচিত।

পুরাণ এবং ইতিহাস উভয়ই একজাতীয় গ্রন্থ। কেবল যে সকল গ্রন্থে প্রাচীন আখ্যায়িকা অধিক আছে, সেই সকল গ্রন্থকে ইতিহাস বলে; যথা, রামায়ণ এবং যে সকল গ্রন্থে সৃষ্টি ক্রিয়াবিবরণ অধিক আছে সেই সকল গ্রন্থকে পুরাণ বলে। যথা শিব, ব্রহ্ম প্রভৃতি। "ইতিহাসং পুরাণম্" বাক্যের দ্বারা আমাদিগের পূজ্যপাদ আর্য্য-ঋষিগণ যে সকল শাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, কথারূপে বেদের অর্থ প্রকাশ করা, উঁহাদের তাৎপর্য্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে পুরাণ শাস্ত্র ভারতবাসীদিগের বড়ই প্রিয়। এখনও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে পুরাণ গ্রন্থেরই প্রচার অধিক। এই প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের আদর কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই অধিক নহে, পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই এই প্রকারের গ্রন্থ প্রচলিত আছে এবং সাধারণের মধ্যে এই প্রকারের গ্রন্থ সমূহের অধিক সম্মান দেখা যায়। ইহার এই কারণ প্রতীত হয় যে, ধর্ম্মের গম্ভীর গ্রন্থ সমূহ বিচার করিবার পক্ষে সাধারণের রুচি এরূপ নাই, যেরূপ সরল ইতিহাসপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ পাঠ করিবার প্রতি আছে। খৃষ্ট-ধর্ম্মে

যদিও ইসামোশির সময়ের এপ্রকার কোন পুরাণ গ্রন্থ দেখা যায় না, কিন্তু তাঁহার দেহ ত্যাগ করিবার পরে তাঁহার শিষ্য সমূহের দ্বারা অনেক এরূপ ভাবের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং আজিও পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সেই সকলের প্রচার ভালরূপেই আছে। এই প্রকার যদিও মহম্মদ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিমিত্ত কোরাণই প্রধান গ্রন্থ, তথাপি মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তগণের ঐতিহাসিক গ্রন্থও অত্যন্ত আদরের সহিত এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সম্বন্ধেত বলাই বাহুল্য। কারণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের অধিকাংশ গ্রন্থই আমাদিগের পুরাণ গ্রন্থের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে এবং ঐ সকল গ্রন্থের আদর এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অধিক।

বিদ্যাভিমানী মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ সন্দেহও করেন যে পুরাণ আধুনিক গ্রন্থ; এই সকল গ্রন্থের প্রচার অতি প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক কালে ছিল না। এই সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত উপনিষদাদি গ্রন্থসমূহেই অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে—" ঋগেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরসো ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি " অতএব বেদেও প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদের অন্য স্থানে দেখা যায়, ছান্দোগ্যে আছে " ঋগ্বেদং ভগবোধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণম্ চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমম্।" পুনরায় মনু সংহিতায় দেখা যায় " স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈবহি। আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানিখিলানি চ॥" ইহা পাঠ করিলে স্পষ্ট সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে পুরাণ সমূহের প্রচার সনাতন কাল হইতেই আছে। বেদও পুরাণের সম্মান করিবার আদেশ করিয়াছেন।

বেদের অনেক স্থলে পুরাণ এবং ইতিহাসের উল্লেখ দেখা যায় এবং কোন কোন শব্দের এরূপ ব্যাখ্যাও দেখা যায় যে " দেবাসুর প্রভৃতির যুদ্ধবর্ণন যে সকল শাস্ত্রে অধিক আছে সেই সকল শাস্ত্র ইতিহাস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য এবং যে সকল শাস্ত্রের মধ্যে সৃষ্টি প্রভৃতি বিবরণ অধিক আছে, সেই সকল শাস্ত্রকে পুরাণ বলা যাইতে পারে। এই সকল প্রমাণের দ্বারা যদিও পুরাণ শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়, তথাপি ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, আজকালের বর্ত্তমান পুরাণ গ্রন্থ সমূহ ব্যতীত আরও অনেক পুরাণ গ্রন্থ প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, পরে নানা কারণে উহাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থ লুপ্ত ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এক্ষণে যে সকল পুরাণ আছে সে সকল শ্রীভগবান ব্যাসদেব প্রকাশিত অথবা তাঁহার সাময়িক ও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ দ্বারা প্রকাশিত। এই নিমিত্ত স্পষ্ট প্রতীত হয় যে প্রাচীন আচার্য্যদিগের গ্রন্থ প্রায়ই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ বিপ্লব, যবনদিগের বিরোধ প্রভৃতি কয়েকটি কারণে

আমাদিগের আধ্যাত্মিক বিদ্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সেই সকল কারণেই আমাদিগের অগণিত অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ কোষকার অমরসিংহ পুরাণ সমূহের লক্ষণ লিখিয়াছেন, যথা:—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানাং বংশচরিতং পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥" অর্থাৎ মহাভূত-সমূহের সৃষ্টি, সমস্ত চরাচরের সৃষ্টি, বংশাবলী, মন্বন্তর বর্ণন এবং প্রধান প্রধান বংশ সমূহের ব্যক্তিবর্গের ক্রমশঃ বিবরণ পুরাণের এই পাঁচ লক্ষণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মহাপুরাণের লক্ষণ লিখিত আছে যথা "সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চপালনং। কর্ম্মণাং বাসনাবার্ত্তা মনূনাং চ ক্রমেণ চ। বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্। উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্‌পৃথক্॥" অর্থাৎ মূল সৃষ্টি, বিশেষ বিস্তৃত সৃষ্টি, জগতের স্থিতি, জগতের পালন কর্ম্মে বাসনা, মনুষ্যাদিগের প্রকাশক্রম, প্রলয়, মোক্ষ, হরিকীর্ত্তন, এবং দেবতাদিগের পৃথক্ পৃথক্ গুণবর্ণন মহাপুরাণের এই দশ লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষণ সমূহ দেখিলেই স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে কোন্ কোন্ আবশ্যকীয় উদ্দেশ্য সমূহ সাধন করিবার নিমিত্ত আমাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ পুরাণ প্রকাশিত করিয়াছেন। চিরজীবি পুরাণ শাস্ত্র চিরকালই আমাদিগের সনাতনধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং আজিও এই আপত্তি কালেও সকল প্রকার অধিকারীর নিমিত্ত পিতৃবৎ পালন করিতেছে।

পুরাণ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে প্রায় আখ্যায়িকা পূর্ণ পাঠ এবং বিভিন্ন স্থান সমূহে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণন দেখিয়া লোকের মনে এই সন্দেহ হইয়া থাকে যে পুরাণ প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, ইহা কেবল কাব্যের রীতি অনুসারে রচিত হইয়াছে, তাহা না হইলে পুরাণের মধ্যে এরূপ অসংলগ্ন পাঠ কেন দেখা যায়? পুরাণ সমূহের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত না থাকাতেই লোকের এরূপ মিথ্যা সন্দেহ হইয়া থাকে। কারণ আমাদিগের ত্রিকালদর্শী আচার্য্যগণ এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাবেই খুলিয়া দিয়াছেন যে, পুরাণ সমূহে তিন প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা, প্রথম সমাধি ভাষা, দ্বিতীয় পরকীয় ভাষা এবং তৃতীয় লৌকিক ভাষা।

ক্রমশঃ

এক খানি পুরাতন দর্শনের অবিষ্কার।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

৯। চেত্যাচিতোর্ণাহন্যৎ।

প্রকৃতি এবং ব্রহ্ম এই উভয় হইতে পৃথক্ তৃতীয় বস্তু নাই।

১০। প্রাগ্‌বিযুক্তের্যুক্তৌ। সৃষ্টির পূর্ব্বে উভয়ই এক।

১১। নাহনৃতত্বং শক্তিত্বাৎ। এই জগৎ প্রকৃতিসম্ভূত হওয়ায় মিথ্যা নয়

১২। ব্রহ্মশয়োরৈক্যন্তু প্রকৃতি বৈভবাৎ।

ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই, কেবল প্রকৃতির বৈভব বর্ণন করিবার নিমিত্ত পৃথক্ বলা হইয়া থাকে।

১৩। বিভূতি সত্ত্বাৎ সেব্যাঃ পিতৃকাল মহাকালাঃ।

স্থূলশরীরদাতা পিতা, কাল, মহাকাল, এই তিনটি ঈশ্বরের ত্রিভাবাত্মক বিভূতি হওয়ায় সেবা এবং পূজ্য।

১৪। মাতৃদেহ জন্মভূময়শ্চ।

স্থূলশরীরদাত্রী মাতা, ক্ষেত্ররূপ দেহ ও জন্মভূমি পূজ্য এবং সেব্য।

১৫। ততাস্থাৎ পুণ্যশক্তিমুক্তয়ঃ।

ইঁহাদিগের পূজা ও সেবার দ্বারা পুণ্য, শক্তি এবং মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

১৬। সৃষ্টির্মনসালয়ো বুদ্ধ্যা।

মনের দ্বারা সৃষ্টি এবং বুদ্ধির দ্বারা লয় হইয়া থাকে।

১৭। বৈজামানসী চ। সৃষ্টি দুই প্রকার বৈজী এবং মানসী।

১৮। আদ্যা প্রকৃত্যধীনা জীবাধীনা চাপরা।

বৈজী প্রকৃতির অধীন এবং মানসী সৃষ্টি জীবাধীন।

১৯। স্বতন্ত্রো মনুষ্যঃ পরতন্ত্রাশ্চাহন্যে।

এই নিমিত্ত অন্যজীব পরাধীন কেবল মনুষ্যই কর্ম্ম সংগ্রহ বিষয়ে স্বতন্ত্র।

২০। বুদ্ধি কার্য সত্ত্বোপলক্ষিতোন্নতিঃ সাধকঃ।

বুদ্ধির কার্য্য নিয়মিত আরম্ভ হইলে পরে তাহাকে ক্রমোন্নতিকারী সাধক বলা যায়।

২১। সৃষ্টিক্রিয়াপ্রবর্ত্তকলয়োন্মুখতাসম্পাদকং সাধনম্।

যে চেষ্টার দ্বারা সৃষ্টিক্রিয়া না হইয়া লয়ের ক্রিয়া হয় তাহাকে সাধনা বলে।

২২। অজ্ঞানচঞ্চল্যাভ্যাং সৃষ্টি জ্ঞানধৈর্য্যাভ্যাং লয়ঃ।

অজ্ঞান এবং চঞ্চলতা হইতে সৃষ্টি এবং জ্ঞান ও ধৈর্য্য হইতে লয় (মুক্তি) হয়।

২৩। প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপপত্তেঃ।

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ের মধ্যে উপপত্তি থাকায় সাধন নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

২৪। উভয়ত্র ত্রিবিধ শুদ্ধিসম্ভবঃ প্রত্যুহতারতম্যাদাদ্যাগৌণী মুখ্যাহপরা।

উভয়ের মধ্যেই ত্রিবিধ শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু বিঘ্নের তারতম্যানুসারে প্রবৃত্তি মার্গ গৌণ এবং নিবৃত্তি মার্গ মুখ্য।

২৫। নিবৃত্তৌ স্বাধ্যায়োপাসনাকর্ম্মযোগৈস্ত্রিবিধশুদ্ধিঃ।

নিবৃত্তিমার্গে স্বাধ্যায়, উপাসনা এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা ত্রিবিধ শুদ্ধি হইয়া থাকে।

২৬। অধ্যাত্মচিন্তনশক্তিপূজনভাবশুদ্ধিভিরিতরত্র।

প্রবৃত্তিমার্গে অধ্যাত্ম বিচার শক্তি পূজা এবং ভাব শুদ্ধি পূর্ব্বক ভোগ দ্বারা ত্রিবিধ শুদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

বর্ণনির্ণয়।

—o—

(২)

বিগত আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা ধর্ম্মপ্রচারকে "বর্ণনির্ণয়" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল কায়স্থদিগকে শূদ্র প্রতিপাদন করা তাহার উদ্দেশ্য না হইলেও রাজসাহী কায়স্থ সমিতির সহযোগী সম্পাদক শ্রীমান্ রাধিকা প্রসাদ ঘোষ নামক একব্যক্তি তাহার অতি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার শোচনীয় অধোগতির বিষয় চিন্তা করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। জানি না, শ্রীমান্ "কায়স্থ ঘোষ" অথবা "গোয়ালা অথবা সদ্‌গোপ্ ঘোষ"। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি যে, সদ্গোপ অথবা গোয়ালা ঘোষ হইতে আপনাদিগের বিশেষত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত কায়স্থ ঘোষেরা আপনাদিগকে "দাস ঘোষ" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, সুতরাং উপাধি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না "ঘোষের পো" কায়স্থ অথবা সদ্‌গোপ্ কুলতিলক। লেখার ভাষা দেখিয়া কিন্তু মনে হয় "ঘোষের পো" কায়স্থ সমিতির সহযোগী সম্পাদক হইলেও প্রকৃত কায়স্থবংশাবতংস নহেন, বেতন-ভোগী কোন ব্রহ্মদ্বেষী বংশাবতংস; কারণ ব্রাহ্মণ জাতির চির-ভৃত্য কায়স্থগণ সেই আদিশূরের যজ্ঞ কাল হইতেই ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—পক্ষান্তরে প্রবাদও আছে যে সদ্‌গোপগণ গুরুরও গাত্রমার্জ্জনী বহন করেন না এবং এপ্রবাদও দেখা যায় "সদ্‌গোপাঃ ব্রহ্মহিংসকাঃ" অর্থাৎ সদ্‌গোপেরাই ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি দ্বেষবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে—সুতরাং শ্রীমান্ যদি প্রকৃত কায়স্থ হইতেন, তবে অন্ততঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের মুখের দিকে চাহিয়াও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। যাহা হউক ও সম্বন্ধে অধিক কথা না বলাই ভাল; সয়মানন্দনের মূত্রে তুলসীর পবিত্রতা কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না—দুগ্ধপোষা শিশু পিতা মাতার অঙ্কেই মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সকল জাতিরই পিতৃ-স্থানীয়।

বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধের অবতারণা করা হইতেছে ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে আমি শ্রীমান্ ঘোষ নন্দনের প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতেছি। কারণ প্রবন্ধে শ্রীমান্

যেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার "ঘোষোচিত" বুদ্ধিবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত "অমৃতং বালভাষিতম্" বোধে "আচ্ছা তাই—" এই বলিয়া তাঁহার "জিৎ" সাব্যস্ত হইল। সুতরাং ধর্ম্মপ্রচারকের পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক অবধারণ করিবেন যে, এ প্রবন্ধটী কাহারও বক্রোক্তির প্রতিবাদ বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের উপর কটাক্ষপাত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশকাল পাত্রানুসারে এক্ষণে স্থির হওয়া কর্ত্তব্য যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্র এবং বারুই কুম্ভকার, কৈবর্ত্ত, পদ্মরাজ, সুবর্ণবণিকগণ প্রকৃত প্রস্তাবে বৈশ্য কি না। তবে কৈবর্ত্তাদি জাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন সম্বন্ধে এক্ষণে তত আবশ্যকতা নাই—কায়স্থেরা শূদ্র অথবা ক্ষত্রিয় তাহা প্রতিপাদন করা এক্ষণে যত আবশ্যক হইয়াছে। কারণ বঙ্গদেশের কায়স্থদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কারণ কায়স্থগণ সংশূদ্র অবধারিত হওয়ায় বহু সংখ্যক সৎকুলজাত সুপণ্ডিত সুব্রাহ্মণও কায়স্থদিগের পৌরোহিত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন; যে সকল ব্রাহ্মণ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী, তাঁহারাও পারম্পর্য্যক্রমে ঐ সকল শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের সহিত বৈবাহিকাদি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আবদ্ধ। এ অবস্থায় যদি কায়স্থগণ আপনাদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অর্থাৎ পতিত প্রতিপন্ন করেন, তবে মৌলিক অর্থাৎ শূদ্র কায়স্থ ও কায়স্থযাজী অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণকে অজ্ঞান কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই নিমিত্ত বর্ণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

অমরসিংহ কৃত অমর কোষ অভিধানের মধ্যে কায়স্থ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। কায়স্থ কুলতিলক রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দ কল্পদ্রুমে কায়স্থ শব্দ সম্বন্ধে যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়ঃ—

"আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে।
পাদাৎ শূদ্রশ্চ সম্ভূত স্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হিমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূদ্ বভুব লিপিকারকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈব চ।
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রোনাগসন্নিধৌ।
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে।

অথ চিত্রসেনাদি সুতাঃ—

বসুর্ঘোষো গুহোমিত্রো দত্তঃকরণ এবচ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেনসুতা ভুবি॥

করণস্য সুতা জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয় তনুদ্ভূতা দেব· সেনশ্চ পালিতঃ॥
সিংহশ্চৈব তথা খ্যাত শ্চৈতে পদ্ধতিকারকা।

(শব্দকল্পদ্রুম ১৮০৮ শকাব্দায় মুদ্রিত। ৯৭ পৃঃ)

হিম নামক শূদ্র তনয়ের পুত্র প্রদীপ—এবং তাঁহার পুত্র কায়স্থের চিত্রসেন নামক পুত্রের বংশাবতংসগণই যখন বসুঘোষগুহমিত্রাদি উপাধিধারী মানব রূপে জগতে পরিচিত, তখন উক্ত উপাধিধারী মানবদিগকে শূদ্র জাতীয় কায়স্থ বংশাবতংস ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই সদ্ব্রাহ্মণগণ শূদ্র জাতীয় কায়স্থদিগের পৌরোহিত্যাদি করিতেছেন। যদি কোন ঘোষ বসুমিত্র উপাধিধারী ক্ষত্রিয়বংশ পতিত হইয়া শূদ্রবংশীয় কায়স্থদিগের সমাজ মধ্যে গোপনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা তাহা সিদ্ধান্ত হয় তবে, শূদ্রবংশীয় কায়স্থদিগকেও পতিত জাতির সংসর্গ করায় নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং যে সকল ব্রাহ্মণ এতদিন সৎশূদ্র বোধে সেই সকল কায়স্থের পৌরোহিত্যাদি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায়শ্চিত্তের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। এতদ্ব্যতীত উক্ত শব্দকল্পদ্রুম হইতে কায়স্থদিগের পরিচয় সম্বন্ধে অপরাংশও উদ্ধৃত হইল;—রাজা আদিশূর জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতা কাপি দেশাৎ?
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরানাম্॥

অতঃপর রাজা সকলের যথাবিধি অভ্যর্থনাদি করিবার পরে "উপবিষ্টা দ্বিজা পঞ্চ তথা চ শূদ্রপঞ্চকা।" তাহার পর রাজা তাঁহাদিগের নাম গোত্রাদি জিজ্ঞাসা করিলেন;—

ইতি রাজ্ঞ বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ নামগোত্রকে।
কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ॥
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ।
শাণ্ডিল্য গোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতো।
সৌকালিনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষ শ্রীমকরন্দকঃ।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনি সত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ম্।
তস্য দাস মিত্র বংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।

কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশ সমুদ্ভবঃ।
বাৎস গোত্রেষু সম্ভূত শ্চাঙ্গভূশ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্য গোত্রজো দত্ত পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥

এক্ষণে জিজ্ঞাসা যে, কায়স্থ বংশাবতংস রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমে বঙ্গকুলাচার্য্যকারিকা হইতে উদ্ধৃত "পঞ্চ শূদ্রা" "শূদ্রপঞ্চকা" "শূদ্রপুঙ্গবা" প্রভৃতি শব্দ যে দেখা যায় ঐ সকল শব্দের অর্থ কি? রাজা আদিশূর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে " আমরা পঞ্চ শূদ্র "। সুতরাং যদি বর্ত্তমান কালের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন হন তবে, নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনকার ক্ষত্রিয়বংশাবতংস কায়স্থগণ ঐ সকল শূদ্র কায়স্থের বংশধর নহেন; তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এক সময় বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গদেশীয় মৌলিক কায়স্থ সমাজে বলপূর্ব্বকই হউক অথবা উৎকোচাদি প্রদান পূর্ব্বকই হউক অথবা প্রতারণা পূর্ব্বক মিশিয়াছিলেন। অতএব ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহাদের আদিপুরুষেরা শূদ্রজাতীয় ঘোষ বসুমিত্রাদি বংশীয় কায়স্থদিগের সহিত মিশিয়া শূদ্রত্ব পাইয়াছেন; এ অবস্থায় তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করা হৃত-বীর্য্য হিন্দু সমাজের উপর নিতান্ত বল-প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর আদিশূরের সময়ে যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণ যদি ৭।৮ শতবৎসর পরে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন এবং ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় যজ্ঞোপবীতাদি গ্রহণ করেন তবে, বঙ্গদেশের যে সকল ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বংশ মুসলমান শাসনকালে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন, অথবা মিশনরি বা ব্রাহ্মদিগের কুহকে পড়িয়া যে সকল হিন্দু খৃষ্টান বা ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ায় সমাজচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণের পুনরায় স্ব স্ব সমাজে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অন্তরায় কি? এবং ইহাও বলা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না, যখন এক মনুর বংশ হইতে জগতের সমগ্র মানব জাতির উৎপত্তি, তখন ইউরোপীয়গণই বা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে কি নিমিত্ত পরিগৃহীত হইবেন না?

যাহা হউক বিশ্বামিত্র গোত্রজ কালিদাস মিত্র যে আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, এখনকার কায়স্থগণ সেই কালিদাসমিত্রাদির বংশধর কি না? যদি হন, তবে তাঁহারা যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ যদি অন্য কোন শাস্ত্রীয়

বচনে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে তাহা কোন উৎকোচগ্রাহী ব্রাহ্মণ-উপাধিধারী সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ জীব বিশেষের দ্বারা অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত শ্লোক নহে, তাহার প্রমাণ কি ?

অতঃপর বল্লালসেনের সময়ে তিনি ৫ জন শূদ্রের বংশধরগণকে ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; তাহাও শব্দকল্পদ্রুমে দেখা যায় এবং তদবধি এপর্য্যন্ত ঐ প্রথাই চলিয়া আসিতেছে।

"শূদ্রস্যাথ চতস্রশ্চ নৃপেন শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ।
উদগ্দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্র সংজ্ঞাস্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ।
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণী শ্রেণী বিশেষতঃ॥

অতএব যে সকল কায়স্থ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশধর বলিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি প্রশ্ন এই যে, তাঁহারা যথা প্রবর ও গোত্রজাত মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র প্রভৃতির বংশধর কি না ? এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক ৪ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন কি না ? যদি না হন তবে, ঐ সকল ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত জাতি কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন ? এবং তাঁহারা কতদিন হইতেই বা শূদ্র জাতীয় কায়স্থ অর্থাৎ বঙ্গের মৌলিক কায়স্থ জাতির সহিত মিশিয়া তাঁহাদিগকেও পতিত করিয়াছেন ? বাঙ্গলা দেশে একটা প্রবাদ আছে "জাতি হারাইলেই কায়স্থ" এতদিন পরে দেখিতেছি প্রবাদ বাক্যটি নিতান্ত অমূলক নহে।

যাহা হউক এক্ষণে আমি হিন্দু জাতির একমাত্র বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপর কতিপয় প্রশ্ন করিতেছি—

১। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্ধার, সংস্কার এবং উন্নতি সাধন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের দৃঢ়তা স্থাপন করা যদি উক্ত মহাসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তবে, যে সকল ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত জাতি বঙ্গবাসী মৌলিক কায়স্থাদির সমাজে মিশিয়াছেন এবং মৌলিক কায়স্থাদি সমাজের সহিত বৈবাহিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে মৌলিক কায়স্থাদি সমাজের পাতিত্য আসিয়াছে কি না ? এবং যে সকল ব্রাহ্মণ সেই ব্রাত্য জাতির পৌরোহিত্য করিয়াছেন তাঁহারা পতিত কি না ? কারণ মলমাস তত্ত্বে দেখা যায়—

ষোড়শাব্দা হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বিবিংশতি।
বিংশতিঃ স চতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতঃ।
সাবিত্রী নাতিরিচ্যেত অতঊর্দ্ধং নিবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ যে সকল কায়স্থ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশাবতংস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পতিত, কারণ ২২ বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের উপনয়নের ব্রাত্য-কাল, অতঃপর সাবিত্রীর অধিকার থাকিতেই পারে না। অতএব স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে যে সকল কায়স্থ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহারা পতিত এবং তাঁহাদিগের সংসর্গে যে সকল মৌলিক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারাও পতিত। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের পতিত-সংসর্গ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত কি?

২। কায়স্থেরা যদি ক্ষত্রিয় বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তবে বহুপুরুষ-ব্যাপী শূদ্রাচার-অবলম্বী ক্ষত্রিয়গণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব উপনীত হইবার অধিকার আছে কি না? যদি থাকে তবে, আর্য্য সমাজীগণ যে মুসলমানদিগকে হিন্দু করিতেছে তাহাতেই বা দোষ কি? যদি দোষ না হয়, তবে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে যে অনেকে প্রলোভন বশতঃ অথবা পেটের জ্বালায় মুসলমান, খৃষ্টান বা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী করিতে বাধা কি?

৩। যে সকল কায়স্থ, বারুই, তেলী প্রভৃতি জাতি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রতিপন্ন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বার্ষিক একোদ্দিষ্ট বা সপিণ্ডী করণের সময়ে কি রূপ ভাবে পিণ্ড সমন্বয় করিবেন? এবং তাঁহারা পিতৃপুরুষগণকে সংকল্পের সময় "পিতা মহস্য অমুক দাসস্য" অথবা "অমুক দেব বর্ম্মণঃ" নামে সংকল্প করিবেন? যদি "দাসস্য" স্থানে "দেব বর্ম্মণঃ" আখ্যায় সংকল্প করেন, তবে তাঁহার পিতা যে তাঁহার পিতামহাদির শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না? যদি সুসিদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগকে বর্ণাশ্রমী হিন্দু বলা যাইতে পারে কি না?

পরিশেষে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাসা এই যে, যে সকল কাশীস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চূড়ামণিগণ কায়স্থদিগের উপনয়ন সংস্কারে মত দিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন কি না? যদি না করিয়া থাকেন তবে, তাঁহারা কোন শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের অথবা

বহু পুরুষ শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগের উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়াছেন? আর যদি শাস্ত্র মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন না? এবং তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্তই বা কি?

উপসংহারে ধর্ম্মপ্রচারক সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিবেদন যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষা ও উন্নতি সাধন দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করাই যখন মহা-মণ্ডলের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য, তখন অপরিণত মস্তিষ্ক শ্রীমান্ রাধিকা প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রতিবাদ যেরূপ ভাষায় লিখিত—তাহাতে এক জন ব্রাহ্মণের উপর যে ভাষার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত, আমার ন্যায় "অমৃতং বালভাষিতম্" বোধে উপেক্ষা করাই উচিত ছিল। আশা করি অতঃ-পর ব্রাহ্মণমানিকর এরূপ প্রতিবাদ ধর্ম্মপ্রচারকের পবিত্র অঙ্গ কলুষিত করিবেনা।

শ্রীবিনোদলাল পাকড়াশী।

আত্মনিবেদন।

দিবাকর আপন কিরণ-মালা অপসারিত করিলে, যখন জগৎ নিবিড় তিমির-জালে আচ্ছন্ন হয়, তখন জগদ্বাসী জীবদিগের হৃদয়ে, প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন মনোভাবের উদয় হইয়া থাকে অর্থাৎ পতিব্রতা পতিসন্দর্শনের আশায় উৎফুল্ল হন, সাধক আপনার ইষ্ট দেবতাকে নির্জ্জনে শান্তভাবে পূজা করিবার নিমিত্ত উল্লাসিত হইয়া উঠেন, কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তির মনে বিষাদের কালিমা ফুটিয়া উঠে—এইরূপে অধিকারী ভেদে একই পদার্থ বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু পতিব্রতা বা সাধকের মনে অধিক সময়ব্যাপী সুখ প্রদান বা রুগ্ন ব্যক্তির অশান্তি অল্পকাল স্থায়ী করিবার নিমিত্ত রজনী আপনার পরমায়ু বৃদ্ধি বা হ্রাস কখনই করেন না—কাহারও মনস্তুষ্টি বা মনক্ষোভ নিমিত্ত রজনীর কোনও দায়িত্ব নাই। ইহার এক মাত্র কারণ, জীব বিশেষের সুখোৎ-পাদন বা দুঃখ প্রদান করিবার নিমিত্ত জগতে রজনীর আবির্ভাব হয় না—অমৃত-বর্ষণের, দ্বারা সমস্ত জগতের কল্যাণ-সাধন নিমিত্ত, সমস্ত জগতের জীবন-স্বরূপ শস্যোৎপাদনের সহায়তা করিবার নিমিত্তই দিনের পর রাত্রির আবির্ভাব, মঙ্গল-ময় জগদীশ্বরের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই হইয়া থাকে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বাঙ্গালা মুখপত্র "ধর্ম্ম প্রচারক" কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের রুচি বা প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত

হয় না এবং যখন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন রামচন্দ্র এবং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত, জীব বা সম্প্রদায় বিশেষের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন নাই, পক্ষান্তরে সম্প্রদায় বিশেষের অর্থাৎ রাবণাদি রাক্ষস ও কংস শিশুপালাদি দানব সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল হইয়াছিলেন, তখন সকল ব্যক্তি বা সকল সম্প্রদায় যে "ধর্ম্মপ্রচারকের" বিষয় নির্ব্বাচনের উপর সন্তুষ্ট হইবে, ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। বিশেষতঃ "যার যেখানে ব্যথা তার সেখানেই হাত"—ধর্ম্মপ্রচারকে কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোন প্রবন্ধই লিখিত হয় না—কিন্তু যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায় যেরূপ ধর্ম্ম বা রুচি অবলম্বনে গঠিত, সেই ধর্ম্ম বা রুচির অপ্রীতিকর প্রবন্ধ বিশেষ বা শব্দ বিশেষ দর্শনে সেই ব্যক্তি বা সেই সম্প্রদায় মনে করে যে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবন্ধ বিশেষ লিখিত বা শব্দ বিশেষ প্রযুক্ত হইয়াছে।

"বর্ণ নাশাৎ প্রণশ্যন্তি" প্রবন্ধের মধ্যে সহজে সাধারণ বিজ্ঞতাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে "মন্ত্রশক্তির" প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত উক্ত প্রবন্ধের প্রবন্ধকার পণ্ডিত "মধুসূদন" বিদ্যানিধি 'রামকৃষ্ণ' "মধুসূদন" প্রভৃতি নামের উল্লেখ করিয়াছিলেন—অবশ্য "অনেক হিরণ্যকশিপু" "কালনেমি" অথবা "কংস শিশুপাল" যে প্রবন্ধকারের এবং প্রবন্ধ মধ্যবর্ত্তী এই সকল নামের শক্তির দ্বারা আত্মহারা হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিবেন, তাহা জানিয়াই প্রবন্ধকার ঐ সকল নামের অবতারণা করেন—এক্ষণে প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য সফল হইলেও আমরা সেই সকল জীবের অধোগতি দর্শন করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া যাঁহারা আমাদের উপর অতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়া যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর প্রদান করা নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচনা করি। কারণ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়াছেন "আমি মণ্ডলের হিতেচ্ছু সভ্য সেই জন্যই এত কথা বলিলাম।"

মণ্ডলের হিতেচ্ছু সভ্যমাত্রেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আত্মহিতেচ্ছু হইয়া মণ্ডলের হিতেচ্ছু হন, তাঁহাদের সহানুভূতিতেই মণ্ডলের লাভ বা উন্নতির আশা আছে—কিন্তু যাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষায় নিতান্ত বিকৃত-মস্তিষ্ক, আত্মহত্যাকে যাঁহারা আত্মোন্নতি বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তদনুসরণ করেন, তাঁহাদের সহানুভূতিতে মণ্ডলের লাভ না হইয়া সমূহ ক্ষতিই আছে। কারণ যাঁহারা "নিজ মাতা দুহিতা ও ভগিনীদিগের" বৈধব্যক্লেশ পত্যন্তর গ্রহণদ্বারা নিবারণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা যে ধর্ম্মপ্রচারকের প্রবন্ধলেখকের সহমরণ প্রথা সমর্থনের নিমিত্ত ধিক্কার প্রদান করিবেন, তাহার বৈচিত্র

কি? পক্ষান্তরে মহামণ্ডলের হিতেচ্ছুদিগের মধ্যে যদি এইরূপ প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য হয় তবে, অচিরে মহামণ্ডলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই—বিশেষ "গৃহ পালিতই" হউন আর "পরপালিতই" হউন—জীব "পালিত" হইলেই যখন যাহার দ্বারা পালিত, তাহারই প্রবৃত্তির অনুকারী হইয়া থাকে, তখন তাহার মধ্যে মৌলিকত্ব (originality)র আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র—কারণ জীব ও ব্রহ্মে অভেদ হইলেও দেহ-পালিত হওয়ায় একই ব্রহ্ম মৌলিকতা হারাইয়া কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য, কখনও বা ক্রিমি কীট রূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে ধর্ম্মপ্রচারকে উদ্দেশ্য বিহীন বা নিরর্থক কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না—তবে অনেক সত্য কথাও অধিকারীভেদে অপ্রিয় হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কোন কোন ব্যক্তি হয়ত মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

একটা গল্প মনে পড়িল—কোন বিধবার নিকট একটি স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ চূণ প্রার্থনা করেন। অবশ্য বিধবার চরিত্র সম্পূর্ণ রূপ বিশুদ্ধ ছিল কি না তাহা সেই জানিত; কিন্তু চূণ প্রার্থনা করায় তাহার মনে বড়ই সন্দেহ হইল। বলা বাহুল্য, স্ত্রীলোকটী কোনও দুরভিসন্ধিবশতঃ চূণ প্রার্থনা করেন নাই। বিধবা তাহার প্রার্থনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তুমি যখন আমার নিকট চূণ প্রার্থনা করিলে, তখন তোমার বিশ্বাস যে, আমি বিধবা হইয়া নিশ্চয়ই তাম্বূল ব্যবহার করি; আর যে হিন্দু রমণী বিধবা হইয়া তাম্বূল সেবন করিতে পারে—তাহার অন্যান্য বিলাসও অবশ্য আছে—আর যে বিধবার বিলাস আছে সে যে ব্যভিচারিণী, তাহার আর সন্দেহ নাই, অতএব আমার নিকট চূণ প্রার্থনা করাও যা, আমাকে ব্যভিচারিণী বলাও তাই। চূণপ্রার্থনার ব্যপদেশে আমাকে গালাগালি দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য; অতএব তুমি এস্থানে হইতে দূর হও।" যদি "ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই" উল্লিখিত বিধবার প্রকৃতি বিশিষ্ট হন, তাহা হইলে বুঝিব যে "ভারতবাসীর উন্নতি বাস্তবিকই সুদূর পরাহত।

পরিশেষে বক্তব্য, ধর্ম্মপ্রচারক "এক টাকা বার্ষিক মূল্যের" মাসিক পত্রিকা নহে। ইহা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সভ্যদিগকে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। যে সকল স্বধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা এই ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে ধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত হিন্দুজাতির কিছুতেই উন্নতি হইতে পারে না, ইহা অবধারণ পূর্ব্বক সমগ্র হিন্দু জাতির কল্যাণার্থ যথাশক্তি মহামণ্ডলের সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মহামণ্ডলের সভ্য পদবাচ্য এবং তাঁহাদিগের সেবার্থই ধর্ম্মপ্রচারক নিয়োজিত।

এই নিমিত্ত বৎসরে এক টাকা সাহায্য না দিয়াও বহুসংখ্যক পণ্ডিত, ধর্ম্ম-প্রচারক, বিদ্যালয়াদি, ধর্ম্মপ্রচারক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি ইহাকে এক টাকা মূল্যের কাগজ মনে করেন, তাঁহারা মহামণ্ডল ও ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রকৃত তথ্য অবগত নহেন। যাহাতে প্রাসাদবাসী রাজা, মহারাজ হইতে কুটীরবাসী সামান্য দরিদ্র পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারক পাঠ করিতে পারেন এবং সকলেই মহামণ্ডলের সভ্য হইয়া জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে এবং অক্ষম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বার্ষিক এক টাকা পর্য্যন্ত লইয়াও তাঁহাদিগকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। দুঃখের বিষয়, মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেই এরূপ নিঃস্ব যে, তাঁহারা দুই তিন বৎসরের দেয় চাঁদাও বাকী রাখিয়াছেন; তথাপি ধর্ম্মপ্রচারক যথা সময়ে তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় অন্যান্য মাসিক পত্রিকার সহিত "ধর্ম্ম প্রচারকের" তুলনা হইতেই পারে না।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ব্যবহারিক সংস্কৃত প্রবোধ। (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) মূল্য ১০ মাত্র। সহজে অতি অল্পদিনের মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পত্রাদি লিখিতে এবং কথা বার্ত্তা বলিতে শিক্ষা করিবার পক্ষে এরূপ সুন্দর গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ যে সকল বঙ্গবাসী সংস্কৃত ভাষার সহিত হিন্দী ভাষাও শিখিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেন না এই গ্রন্থে সরল হিন্দী হইতে সংস্কৃত অনুবাদ করিবার প্রণালী অতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে অন্ততঃ ৩।৪ বৎসর ব্যাকরণ এবং ২।৩ বৎসর কাল কাব্যাদি পাঠ করিতে হয়, সুতরাং অন্ততঃ ৫ বৎসরের ন্যূন কালে কেহই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন না। কিন্তু এই গ্রন্থ খানিতে ব্যাকরণের মূলতত্ত্বগুলি এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে ৫।৭ মাস কাল সমস্ত গ্রন্থ খানি রীতিমত অভ্যাস করিলে লোকে সংস্কৃত ভাষায় রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। এই নিমিত্ত কি অধ্যাপক, কি বিদ্যার্থী, উভয় সম্প্রদায়েরই ইহা বিশেষ উপকারী। পত্র লিখিবার প্রণালী ও রচনা প্রণালী সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। আলী-গড় গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুখানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক এই

গ্রন্থ খানি সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থ সংকলনে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে তাহা কেবল লেখনীতে প্রকাশ যায় না। আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত লাভ করিয়াছি। গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। অতি উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বোম্বাই অক্ষরে গ্রন্থ খানি মুদ্রিত এবং রয়াল আট পেজি ৩৬ ফর্ম্মায় ২৮৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ।

শাস্ত্রপ্রচারের বিরাট আয়োজন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নেতৃবৃন্দের এই ধারণা যে যথাদেশ কাল পাত্র শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় এবং ভারতের বিভিন্ন দেশভাষায় অধিক পরিমাণে প্রকাশিত এবং প্রচারিত না হইলে, শ্রীমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি যথাবিধি হইবে না। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

শ্রীনিগমাগমপুস্তক ভাণ্ডার—(বুক ডিপো) নামে একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে যাহাতে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ভাষায় এবং অন্যান্য দেশ ভাষায় প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহ বিক্রয়ার্থ একত্রিত হয় এবং যাহাতে সর্ব্ব সাধারণে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে ঐ সকল গ্রন্থরত্ন পাইতে পারেন, এই রূপ যত্ন করা হইতেছে।

শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশ সমিতি লিমিটেড্ নামক একটি যৌথ কারবার (লিমিটেড্ কোম্পানি) স্থাপন করিয়া একটি আদর্শ যন্ত্রালয় (প্রেস্) স্থাপিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ঐ কারবারের মূলধন দুই লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণে উহার অংশীদার হইয়া একাধারে ধর্ম্ম এবং অর্থলাভ করিতে পারেন।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা, হিন্দী আদি ভাষায় কয়েকখানি ধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। যথা " ধর্ম্মসোপান, " " সদাচার সোপান " " সাধন সোপান " ও " ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম " আদি। প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য " গৃহস্থাশ্রম, " বানপ্রস্থাশ্রম, " " সন্ন্যাসাশ্রম, " " নারীধর্ম্ম, " " শাস্ত্রসোপান " আদি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

সাধারণ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য যোগ, ভক্তি, ত্যাগ, সাধন, ও বৈরাগ্য, কর্ম্মযোগ, ধর্ম্মতত্ত্ব আদি নামক কয়েকটি খণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

বৈদিক দার্শনিক শিক্ষার যথাযথ রীতির অভাব হইয়াছে বলিয়াই সনাতনধর্ম্মের এত অবনতি ঘটিয়াছে। সে জন্য দার্শনিক শিক্ষা বিস্তারার্থ বিশেষ যত্ন হইতেছে। সৌভাগ্য ক্রমে অনেক যত্নে দুইটি লুপ্তপ্রায় দর্শন গ্রন্থের উদ্ধার হইয়াছে। বৈদিক সপ্তদর্শন স্বভাবসিদ্ধ। কারণ সপ্তজ্ঞানভূমির অনুসারে সপ্তদর্শন সিদ্ধান্ত হওয়া বিজ্ঞান-সিদ্ধ। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন পদার্থবাদ সম্বন্ধীয়। যোগদর্শন ও সাংখ্যদর্শন সাংখ্য প্রবচন সম্বন্ধীয় এবং বেদের কাণ্ডত্রয় অনুসারে তিন মীমাংসা দর্শন আছে। ঐ তিন খানি মীমাংসা শাস্ত্রের মধ্যে কেবল ব্রহ্মমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্র একখানি বড় আর্ষগ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত দর্শন। ভক্তিমীমাংসার কোন এক খানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মহর্ষি শাণ্ডিল্য কৃত পাওয়া যাইত। এবং কর্ম্মমীমাংসার মহর্ষি জৈমিনিকৃত যে গ্রন্থ প্রচারিত আছে উহা আকারে অতি বিস্তৃত হইলেও কর্ম্মবিজ্ঞানের কেবল এক দেশ প্রকাশক। সুতরাং বৈদিক দর্শনের এ পর্য্যন্ত দুইটি প্রধান অঙ্গ অসম্পূর্ণ ছিল।

শ্রীমহামণ্ডলের অনুসন্ধান বিভাগের যত্নে এতদিনে বৈদিক দার্শনিক জগতের দুইটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে। ভক্তিমীমাংসার একখানি বৃহৎ গ্রন্থ, সূত্র এবং ভাষ্য সহিত পাওয়া গিয়াছে। এবং কর্ম্ম মীমাংসারও একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সূত্র এবং ভাষ্য সহিত পাওয়া

গিয়াছে। ঐ দুই খানি গ্রন্থ দ্বারা দৈবীমীমাংসা এবং কর্ম্মমীমাংসা দর্শনের বর্ত্তমান অভাব দূর হইবে। ব্যবস্থা হইতেছে যে, পূর্ব্ব প্রচারিত সাত খানি দর্শন গ্রন্থের সহিত এই দুই খানি উদ্ধৃত দর্শনগ্রন্থ একত্রে বিশদ ভূমিকা ও টিপ্পনী সহিত প্রকাশিত করা হইবে। এবং যাহাতে সমস্ত ভারতে উহার প্রচার হয় তাহা করা হইবে।

ধর্ম্মপ্রচারকগণকে শিক্ষা দিবার জন্য একখানি "উপদেশসোপান" নামক অতি উত্তম সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ সহিত প্রস্তুত হইয়াছে। একাধারে উপাসনা এবং যোগ শিক্ষা দিয়া সাধন মার্গে আবশ্যকীয় উন্নতি করিবার জন্য একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। উহাতে "যোগপ্রদীপ," "মন্ত্রযোগ সংহিতা," "হঠযোগসংহিতা," "লয়যোগসংহিতা" ও "রাজযোগসংহিতা" নামক পাঁচ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত আছে। এই গ্রন্থ রত্ন দ্বারা গুরুব্যবসায়ী, সাধকমণ্ডলী সকলেরই সমভাবে কল্যাণ হইবে। উপদেশসোপান দ্বারা ধর্ম্মোপদেশক, সামাজিক বক্তা, পৌরাণিক বক্তা এবং কথকগণ বিশেষ লাভবান হইবেন। এবং অন্য গ্রন্থ খানি দ্বারা পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের গুরুব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ লাভবান হইবেন।

পঞ্চমহাযজ্ঞের প্রচার ভারতের সকল প্রান্ত হইতেই প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের যাহা প্রধান অঙ্গ, প্রত্যেক গৃহস্থের যাহা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, সেই পঞ্চমহাযজ্ঞ আজ ভারত হইতে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। উহার পুনঃ প্রচারের জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞের বিজ্ঞান পূর্ণ একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ সহিত এবং সরল ভাষা, সংক্ষেপ পদ্ধতি সহিত প্রস্তুত হইয়াছে। সরল সন্ধ্যাপদ্ধতি বিজ্ঞানপূর্ণ সংস্কৃত ভূমিকা ও অনুবাদ সহিত প্রণীত হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলে আধুনিক বাঙ্গালীরও এ সকল ধর্ম্ম সাধন করিতে পুনঃ প্রবৃত্তি হইবে এই রূপ আশায় এই দুই গ্রন্থ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বিদ্যাপ্রচার বিভাগের নাম শ্রীশারদা মণ্ডল। উহার উদ্দেশ্য প্রাচীন বিদ্যাপীঠ গুলির উদ্ধার করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার দ্বারা বিদ্যা-প্রচার করা। কাশী, শ্রীনগর মথুরা, উজ্জয়িনী, কাঞ্চী, মিথিলা, পুণাপত্তন ও নদিয়া এই সকল বিদ্যাপীঠের উদ্ধার করিয়া এবং ভারতের যেখানে সেখানে সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে উহাদের সংস্কার ও উন্নতি করাইয়া ধর্ম্ম অভ্যুদয়োপযোগী শিক্ষা বিস্তার করিয়া আর্য্যজাতির মধ্যে জ্ঞান প্রচার করা এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। সে জন্য ধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী—সংস্কৃত সংগ্রহ গ্রন্থ দুইখানি প্রস্তুত হইয়াছে আর একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ স্মৃতি শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রস্তুত হইতেছে। উহা দ্বারা বর্ত্তমান দেশকাল পাত্রের বিশেষ উপকার লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীশারদামণ্ডলের ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য অন্য প্রকারের ও আয়োজন হইতেছে। দূরদর্শী সাধুবৃন্দ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বিদ্যার্থীদের প্রথম অবস্থায় নব্য কাব্য সমূহের শিক্ষা দেওয়া হেতু উহাদের ধর্ম্ম বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায় না। উহারা শুদ্ধরস আস্বাদন না করিয়া কাব্য শাস্ত্রের অন্যরসে রসিক হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় বিদ্যার্থীদিগকে আর্য্যকাব্য-শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাঁহারা কাব্যশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের প্রাচীন এবং নবীন দুই প্রকার কাব্য গ্রন্থই পড়ান কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া দুইখানি কাব্য গ্রন্থ প্রস্তুত করা হইতেছে। একখানি প্রথম শ্রেণীর জন্য ও দ্বিতীয়খানি উচ্চ শ্রেণীর জন্য।

এই প্রকারে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম-শিক্ষার উন্নতির জন্য বিরাট আয়োজন হইতেছে। এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ধার্ম্মিকগণ যদি কিছু সৎপরামর্শ দিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রধানাধ্যক্ষ জীর নামে দিবেন।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৮শ ভাগ।	চৈত্র।	সন্ ১৩১৪ সাল।
৭ম সংখ্যা।		ইং ১৯০৮ খৃঃ।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ষোড়শ পঞ্জরিকা স্তোত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মাকুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৯ ॥

[illegible] শীঘ্র বিষ্ণুত্বের ইচ্ছা কর অর্থাৎ যদি শীঘ্র সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রাপ্ত হইতে [illegible]র, তবে সমচিত্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য-বিহীন-চিত্ত হও; কারণ চিত্তের চাঞ্চল্য থাকিতে কেহ কোন একটা বিষয়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করিতে পারে না। " বিষ ধাতু প্রবেশনাৎ " অর্থাৎ বিষ্ণু স্বত্ত্বগুণের আধার এবং যে কোন বস্তু প্রকাশ করা সত্ত্বগুণের স্বভাব—এই নিমিত্ত স্বত্ত্বগুণের আধার বিষ্ণুই সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম। কিন্তু যদি তোমার মনে শত্রুর প্রতি দ্বেষ ভাব, মিত্রের প্রতি প্রীতি ভাব, পুত্রাদির প্রতি স্নেহ ভাব থাকে, তবে তুমি সেই সকল দ্বেষাদি ভাব পরিচালিত হওয়ায়, শত্রুর সহিত বিগ্রহ, মিত্রের প্রতি সন্ধি অর্থাৎ সখ্য এবং পুত্রাদির প্রতি যত্ন লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিবে—সুতরাং তোমার চিত্ত রজঃ অথবা তমোগুণের কার্য্য বশতঃ অস্থির অর্থাৎ চঞ্চল এবং জড়ভাবাপন্ন

থাকিবে—কাজেই তোমার চিত্ত, সত্বগুণের ক্রিয়া—প্রকাশ ভাব সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে না পারায় মলিন থাকিবে। অতএব শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধুর প্রতি যত্ন, বিগ্রহ এবং সন্ধি লইয়া ব্যস্ত থাকিও না; যদি শীঘ্র সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর তবে সর্ব্বত্র সমচিত্ত অর্থাৎ সমদর্শী হও। আর " ন কশ্চিৎ কস্য চিন্মিত্রঃ ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ। ব্যবহারেণ মিত্রাণি জায়ন্তে রিপবস্তথা " জগতে কেহ কাহারও শত্রুও নয়, কেহ কাহার মিত্রও নয়, ব্যবহারের দোষে লোকে লোকের শত্রু এবং ব্যবহারের গুণে লোকে লোকের মিত্র হয়—অতএব যদি তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শী হও তবে, তোমার কাহারও প্রতি বিদ্বেষ অথবা প্রীতি থাকিবে না, সুতরাং তখন তোমার শত্রু অথবা মিত্রও কেহ থাকিবে না এবং তখন তোমার চিত্ত শত্রু মিত্র জনিত বিদ্বেষ অথবা প্রীতির নিমিত্ত উদ্বেগও থাকিবে না—কাজেই তখন তোমার চিত্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থির হইয়া যাইবে। চিত্ত স্থির হইলেই তাহা স্বভাবে অবস্থিতি করিবে—চিত্ত স্বভাবে অবস্থিতি করিলেই তাহার চিত্তত্ব লোপ হয়—সুতরাং তখন সে কেবল চিন্ময়তাই লাভ করে; এই অবস্থার নামই " তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। "

অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১০ ॥

আর শত্রুই বল, মিত্রই বল, পুত্রই বল আর বন্ধুই বল, অধিক দিন এ জগতে কাহাকেও থাকিতে হইবে না—কারণ মৃত্যুর পর শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ, মিত্রের বা পুত্রাদির প্রতি ভালবাসাদি সমস্তই শেষ হয়—আর যদি নিজেই গীতাকে আলিঙ্গন কর, তবে শত্রুতা মিত্রতা বা স্নেহাদি সমস্তই তোমার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মূল হইবে। " সম্বন্ধ জীবনাবধি " যত দিন লোকে জীবিত থাকে, ততদিনই তাহার সহিত শত্রু মিত্রাদি সম্বন্ধ থাকে এবং ততদিনই শত্রু কর্ত্তৃক অনিষ্ট নিবন্ধন অথবা মিত্রাদি বিয়োগ জনিত দুঃখ শোকাদি উপস্থিত হয়—কিন্তু যখন " মহেন্দ্র মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র এবং হিমালয় এই অষ্ট কুলপর্ব্বত এবং ক্ষার, দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর মধু, মদিরা এবং ঘৃত এই সপ্ত সমুদ্রও যখন এক সময়ে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময় ধ্বংস হইবে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য এবং রুদ্রগণও এক সময়ে সেই মহাকালের কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিবে, তখন তুমিই বল, আমিই বল, আর এই সমস্ত লোকই বল, সকলেইত এই জগতেরই লোক—তা যখন জগতেরই ধ্বংস হইবে তখন জগতের লোকই বা কতদিনের জন্য? তবে কেন যে লোকে

শোক প্রকাশ করে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এ সকল বিষয় সম্বন্ধে তাহারা একটুও বিচার করে না।

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ ব্যর্থং কুপ্যসি মহ্যসহিষ্ণুঃ।

সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

তোমাতে আমাতে এবং সকল বস্তুতেই একমাত্র বিষ্ণুর অবস্থিত; অতএব অসহিষ্ণু হইয়া কেন অনর্থ ক্রুদ্ধ হও? আপনার আত্মাকে অপরের আত্মার সহিত স্বতন্ত্র বিবেচনা করিও না—পরন্তু সকলকেই আপনারই আত্মা জানিবে এবং সর্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে। কারণ ভেদজ্ঞান হইতেই দ্বেষাদির উৎপত্তি হয় এবং দ্বেষাদি হইতেই শত্রু মিত্রাদি ভাব চিত্ত মধ্যে আবির্ভূত হইয়া উহাকে উদ্বেলিত করে। কিন্তু যদি জীব একবার স্থির করিতে পারে যে, যে বিষ্ণু তাহার মধ্যে অবস্থান করেন, সেই বিষ্ণুই অন্যান্য জীবে অবস্থিত, তবে তাহার মনে কখনই কোনও জীবের প্রতি শত্রু মিত্র ভাব এবং তজ্জনিত দ্বেষ বা প্রীতি ভাব আসিতে পারে না, সুতরাং তখন তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য রহিত হইয়া স্বভাবে অবস্থিত করে। আর যখন সৃষ্টির আদিতেই পরমাত্মা "একোঽহং বহু স্যামঃ" এই চিন্তার দ্বারা আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের সৃষ্টি পূর্ব্বক আপনি প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত আছেন এবং তন্নিমিত্ত "বিষ ধাতু প্রবেশনাৎ" বিষ্ণু নাম গ্রহণ করিয়াছেন তখন যে কোন পদার্থের প্রতি দ্বেষভাব প্রদর্শন করিলে, তোমার বিষ্ণুর প্রতিই দ্বেষভাব প্রদর্শন করা হইবে। কেবল তাহাই নহে, যখন তোমার মধ্যেও যে বিষ্ণু অপরের মধ্যেও সেই বিষ্ণু অবস্থিত, তখন অপরের প্রতি দ্বেষ বা দ্রোহ ভাব প্রদর্শন করিলেই তোমাকে আত্মদ্বেষী বা আত্মদ্রোহী হইতে হইবে এবং আত্মদ্বেষী বা আত্মদ্রোহীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, অতএব যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও তবে, তুমি অপরের প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করিয়া আত্মদ্বেষী হইও না।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ১২ ॥

যতদিন বাল্যকাল থাকে ততদিন লোকে কেবল ক্রীড়া করিতেই ভাল বাসে, যৌবন অবস্থায় যুবতীর মনোরঞ্জন লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হয় এবং যখন বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয় তখন নানাবিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকে; সুতরাং পর-

অন্যে স্থিরচিত্ত হইবার অবসর কাহারও নাই। এই নিমিত্ত নীতিশাস্ত্রকার বলিয়াছেন "প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যাঃ দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং। তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥" অর্থাৎ বাল্যকালে যদি ক্রীড়ায় মত্ততা প্রযুক্ত বিদ্যা উপার্জ্জনে উপেক্ষা কর, যৌবনে যদি রমণীর মনোরঞ্জন করিবার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন থাক এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যদি সেই উপার্জ্জিত অর্থের উপযুক্ত কার্য্যে বা পাত্রে দানাদি সদ্ব্যবহার দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় না কর তবে, বৃদ্ধাবস্থায় যখন তোমার উপার্জ্জনাদির সামর্থ থাকিবে না, সেই সময় কেবল বিষয় চিন্তাব্যতীত তুমি আর কি করিতে পারিবে? অর্থাৎ পশুর ন্যায় জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কিছু দিনের জন্য ক্রীড়া, যৌবন সম্ভোগ ও দাম্ভোদর পূরণ করিয়া দারুণ মৃত্যুযন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে কাল কবলে পতিত হইতে হইবে। কারণ জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, আর যতই চেষ্টা কর না, তুমি কিছুতেই আপনাকে চিরকুমার, বা চিরযৌবন রাখিতে পারিবে না—বাল্য-কালের পর যৌবনাবস্থা, তাহার পর প্রৌঢ়াবস্থা, তাহার পর বৃদ্ধাবস্থা বিনা নিমন্ত্রণে তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপস্থিত হইবে এবং তাহার পর তোমাকে মরিতেই হইবে। অতএব যদি বাল্যাবস্থা হইতেই গুরু উপদেশানুসারে চলিতে অভ্যাস কর, যৌবনাবস্থায় তরুণীকসেবার পরিবর্ত্তে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই শাস্ত্র বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা কর তবে, বৃদ্ধাবস্থায় তোমার আর কোন চিন্তা থাকিবে না, তখন স্থির চিত্তে পরমাত্মার সহিত আপনাকে সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ জীবাত্মায় পরমাত্মায় অভেদ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া বিনা আয়াসেই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি-অনূদিত।

বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি।

(৬)

উদ্ভট কবিতার মধ্যে দেখা যায়,

পরান্নং প্রাপ্তে দুর্ব্বুদ্ধে মা শরীরে দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্ল্লভং লোকে শরীরং জন্ম জন্মনি॥

কোন সুরসিক কবি বঙ্গভাষায় একটি কবিতাতে এই শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

ভাইরে! ফলার তুমি পাইবে যখন।
শরীরের মায়াটুকু ত্যাজিবে তখন।
জন্মে জন্মে এশরীর যাইবে আসিবে
দুর্লভ ফলার নাহি সহজে মিলিবে॥

পরান্ন শব্দের দুই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে—পরের অন্ন অথবা পর বা শ্রেষ্ঠ অন্ন অর্থাৎ সুস্বাদু খাদ্য। বর্ত্তমান কালে কেবল যাহা রসনার তৃপ্তিকর, তাহাই পরান্ন বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে যাহা স্বাস্থ্য-কর অথচ সুস্বাদু আহার্য্য, তাহাই লোকের নিকট শ্রেষ্ঠান্ন বলিয়া বিবেচিত হইত, তাই তখন লোকের জঠরাগ্নির অর্থাৎ পরিপাক শক্তির প্রাখর্য্য বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত প্রায়ই সমভাবে বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে রুচির সহিত সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়, আজ কাল তাহারই নাম উৎকৃষ্ট খাদ্য। সমস্ত দুষ্পাচ্য, এবং আর্য্য-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-বিগর্হিত না হইলে তাহা সুখাদ্যের মধ্যেই পরিগণিত হয় না। পক্ষান্তরে যাঁহারা সেই সকল খাদ্য যত্ন পূর্ব্বক উদরস্থ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অজীর্ণ রোগী (dispeptic) অর্থাৎ কাহারও বা অম্লের পীড়া আছে, কাহারও বা কোষ্ঠ কাঠিন্য, কেহ বা অর্শাদি রোগের জ্বালায় অস্থির। বিশেষতঃ অধিক অন্নাহার-সামর্থ্য আজকালকার দিনে ঘোরতর অসভ্যতার পরিচায়ক; তাহার উপর প্রাতঃকালে চা-পান এবং ১০টার মধ্যে ভোজন সমাপন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে আপিস গমন অথবা রেলের দৈনিক আরোহী রূপে ভৃত্যত্ব নির্ব্বাহ জনিত রাত্রিতেই দুইবার ভোজন নিমিত্ত অনেক ব্যক্তিরই পরিপাক শক্তি নিতান্ত নিস্তেজ—কিন্তু দেখিতে পাই, তাঁহারাই আধুনিক রুচি-সঙ্গত দুষ্পাচ্য আহার্য্যের পক্ষপাতী।

যখন ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এক টাকায় আট মন চাউল, দুই তিন মন দুগ্ধ, চারি পাঁচ সের ঘৃত, সাত আট সের তৈল বিক্রীত হইত—যে সময়ে ভারতের অন্নে ভারতবাসী উদর পূর্ণ করিয়া অতিথি অভ্যাগতদিগকে প্রচুর পরিপরিমাণে আহার্য্য দান করিতে পারিত, যে সময়ে ভারতে দুর্ভিক্ষের নাম পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হইত না, সে সময়েরও বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসী জানিতেন,

"ভোগে রোগভয়ং" কিন্তু এই নিত্য দুর্ভিক্ষের দিনে জিহ্বাপরতন্ত্র ভারত-সন্তান সে কথা ভুলিয়া ভোগকেই মোক্ষ বিবেচনা পূর্ব্বক যে ভোগ দেহপোষণের প্রধান অবলম্বন, সেই ভোগের আধিক্য বশতঃ শীঘ্র শীঘ্র দেহের ধ্বংস সাধন করেন। মুখে ভাল লাগিলেই যেন তাহা খাইতেই হইবে— তা অখাদ্য হউক, দুষ্পাচ্য হউক। ফলকথা, জঠরাগ্নির শক্তি যতই হ্রাস হইতেছে, আধুনিক সভ্যতাভিমানী নব্য সম্প্রদায়ের দুষ্পাচ্য কিন্তু মুখরুচিকর আহার্য্য-গ্রহণের অভিলাষ ততই বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহারই ফলে কৃতান্ত-দূত অজীর্ণ-পীড়া, ম্যালেরিয়া, বহুমূত্র, অম্ল, প্লেগ, বিসূচিকা প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নব্য সম্প্রদায়দিগকে অকালে কাল-সদনে উপস্থিত করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, নব্য তন্ত্রের চিকিৎসকগণও রোগীকে শীঘ্র শীঘ্র ভবযন্ত্রণা মুক্ত করিবার নিমিত্ত মাংসের ক্বাথ, দুগ্ধাদি দুষ্পাচ্য পথ্যনিচয়ের ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, ইহা পাঠ করিলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে নব্যতন্ত্রের চিকিৎসক মহাশয়দিগের ব্যবস্থার দ্বারা কিরূপে রোগীর অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয়।

প্রায় ৫।৬ বৎসর হইল, কলিকাতার জনৈক উচ্চ বেতনের সরকারী উচ্চ পদস্থ উচ্চ শিক্ষিত কর্ম্মচারীর পুত্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি উক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির অত্যধিক আস্থা না থাকিলেও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার দ্বারা শীঘ্র বিসূচিকারোগের প্রতীকার হয়, এই বিশ্বাসে তিনি ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে রোগীর অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তখন রাত্রিকাল, ডাক্তার সরকারও অনেক দিন হইতে রাত্রিকালে রোগী দেখা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এই নিমিত্ত তিনি যাইতে স্বীকার করিয়া বলিলেন যে যদি তিনি প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন যে, তাঁহার বিনা অনুমতিতে রোগীকে অন্য কোন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন করিবেন না, তবে তিনি চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। শিক্ষিত ব্যক্তি ডাক্তার সরকারের নিকট সেইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, সরকার মহাশয়ও ঔষধাদি গ্রহণ পূর্ব্বক চিকিৎসার্থ গমন করিলেন। সমস্ত রাত্রি চিকিৎসার পর রোগীর জীবন রক্ষার আশা সম্পূর্ণ রূপে না হইলেও রোগের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইল। ডাক্তার সরকার এই বলিয়া চলিয়া আসিলেন, যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোনও রূপ পথ্যের ব্যবস্থা না করেন, তত-

ক্ষণ পর্য্যন্ত যেন দুই এক বিন্দু জল ব্যতীত রোগীকে অন্য কোনও প্রকার পথ্য প্রদান না হয় এবং প্রতি ঘণ্টায় যেন তাঁহার নিকট রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করা হয়। সে দিবস ডাক্তার সরকারের ব্যবস্থা অনুসারেই কাটিল। রোগীর নূতন কোন উপসর্গ উপস্থিত না হইলেও তাহার অবস্থা অত্যন্ত ক্ষীণ দেখিয়া রোগীর পিতা পুত্রকে শীঘ্র রোগ মুক্ত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসককে (family physician) আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার নিকট রোগী সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে বলিলেন। বলা বাহুল্য উক্ত চিকিৎসক এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, রোগীর অবস্থা যে রূপ ক্ষীণ, তাহাতে সামান্য পরিমাণে বলকর পথ্য দান বিশেষ আবশ্যক, অন্যথা দুর্ব্বলতা হইতেই তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এঅবস্থায় খুব পাৎলা করিয়া কুক্কুট মাংসের ক্বাথ (light fowl broth) সামান্য পরিমাণে ব্যবস্থেয়। চিকিৎসক প্রস্থান করিলে রোগীর পিতার মনে বড়ই ভয় হইল এবং ক্রমে ডাক্তার সরকারের ব্যবস্থার উপর অবিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। পরিশেষে তিনি রোগীর অবস্থা ভালরূপে পরীক্ষা এবং তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসকের মতের সারত্ব উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত মেডিকেল কালেজর তাৎকালিক প্রধান চিকিৎসককে লইয়া গেলেন। তিনিও রোগীর অবস্থা পরীক্ষা পূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির পারিবারিক চিকিৎসকের ন্যায় সামান্য পরিমাণে কুক্কুট মাংসের ক্বাথ ব্যবস্থা করিলেন। তখন রোগীর পিতার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি একজন সানুষ্ঠানিক ত্রিসন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণ হইলেও পুত্রের জীবন রক্ষার্থ কুক্কুট মাংসের ক্বাথ চিকিৎসকের উপদেশ মত প্রস্তুত করাইয়া ব্যবস্থানুরূপ তাহা রোগীকে সেবন করাইতে লাগিলেন। ২।১ বার সেবন করাইবার পরই রোগীর পূর্ব্ববৎ ভেদ আরম্ভ হইল। তখন তিনি পুনরায় ডাক্তার সরকারের নিকট স্বয়ং গমন করিয়া রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি রোগীর অবস্থা বলিলেন বটে, কিন্তু কুক্কুট মাংসের ক্বাথ সেবনের কথা গোপন রাখিলেন। ডাক্তার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না? রোগীর পিতা তখন পুত্র স্নেহে আত্মহারা, সুতরাং তিনি অম্লান বদনে প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার ব্যবস্থানুরূপই কার্য্য করা হইয়াছে। ডাক্তার সরকার অধিকতর বিস্মিত হইয়া

রোগীকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। মল পরীক্ষা করায় সমস্ত ঘটনা বাহির হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য সেই রাত্রিতেই রোগীর মৃত্যু হইয়াছিল।

এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা হইতে ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, দুই চারি চামচ কুক্কুট মাংসের ক্কাথ সেবন করাইবার ফলেই রোগীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে? এই রূপ প্রত্যহ যে কত অকাল মৃত্যু হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে ত্যাগশীল প্রাচীন ভারতবাসীর ভোগশীল বংশধরগণ ত্যাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতই ভোগের প্রতি অনুরক্ত হইতেছেন, ততই তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের অবনতি, চিত্তের দৌর্ব্বল্য, প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতির নীচতা অধিক হইতে অধিকতর হইয়া পড়িতেছে। একজন পাশ্চাত্য প্রদেশ প্রবাসী বাঙ্গালী তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন "Englismen live to eat but Americans eat to live" এখন দেখিতেছি ইংরাজদিগের সহিত অধিক পরিমাণে সংসর্গ করিবার ফলে অনেক ভারতবাসী আজকাল ভোগের নিমিত্তই শরীর ধারণ করেন এবং অত্যধিক ভোগের ফলে শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের ভবলীলার অবসান হয়। যে সকল আহার্য্য ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, সেই সকল আহার্য্য আর্য্য-শাস্ত্রে অখাদ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু আধুনিক ভারতবাসী জিহ্বাপরতন্ত্রতা বশতঃ ঐ সকল ব্যবস্থাকে কুসংস্কার পূর্ণ মনে করিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন এবং তাহার ফলে নিতান্ত পশুর ন্যায় অকাল মৃত্যুর তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই ত্রিকালদর্শী আর্য্যশাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন যে "ভোগে রোগভয়ম্" কিন্তু সেই শাস্ত্রকারগণের বাক্যের মর্ম্মাবধারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত বিকৃত মস্তিষ্ক ভারত সন্তান শাস্ত্র বাক্যে উপেক্ষা করিলেও শাস্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে অনেক জনক জননী অসময়ে পুত্র শোকগ্রস্ত হন, অনেক ভারত-ললনাকে বালিকা অথবা যুবতী অবস্থাতে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, নায়কের অকাল মৃত্যুতে অনেক সংসার একেবারে উচ্ছিন্ন যায়। অতএব এই ধৃষ্টতা জনিত অকাল মৃত্যু লাভ ভারতবাসীর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক, অথবা "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতির" সুস্পষ্ট লক্ষণ, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

ধর্ম্ম-স্বরূপ।

—o—

(পূর্ব্ব প্রবৃত্ত।)

(স্বামী শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ জী লিখিত।)

বেদ অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয় এবং স্মৃতিপুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্র সমূহও বেদমূলক হওয়ায় উহারা বেদেরই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। পূজ্যপাদ মহর্ষিদিগের শুদ্ধান্তঃকরণে মায়োপহিত চৈতন্য রূপ শ্রীভগবানের স্বাভাবিক চেষ্টা-রূপ বেদ সমূহের স্বতঃ আবির্ভাব হইয়া থাকে, অতএব ঐ সকল শাস্ত্রও পৌরু-ষেয় নহে। ত্রিবিধ বুদ্ধির দ্বারা যে সকল মহর্ষির অন্তঃকরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহাদিগের সেই জ্ঞানময় অন্তঃকরণ পূর্ণজ্ঞানাধার পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করে এবং সেই সময় ভগবদাজ্ঞারূপী জ্ঞানপ্রকাশক বেদ স্বতঃই তাঁহা-দিগের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়। যে প্রকার বিচার প্রণালীর ক্রমোন্নতির দ্বারা মনুষ্য সমূহের মধ্যে অন্য প্রকার জ্ঞানোন্নতি হয় মহর্ষিদিগের অন্তঃকরণে বেদের আবির্ভাব সেরূপ নহে। ত্রিবিধ উন্নতির দ্বারা উন্নত এবং তপ প্রভৃতির দ্বারা পরিশুদ্ধ ঋষি অন্তঃকরণে বেদ স্বতঃই দেশকাল পাত্রানুসারে প্রত্যেক কল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ অনাদি এবং অনন্ত অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে এই জগৎ এই রূপেই চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত ইহা এই রূপই থাকিবে। যখন জগৎ অনাদি অনন্ত, তখন উহার কারণ-ভূতা প্রকৃতি মায়া অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিও অনাদি অনন্ত, ইহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হই-য়াছে এবং প্রকৃতি মায়ার স্বভাব অর্থাৎ ধর্ম্মরূপ বেদও অনাদি অনন্ত; কারণ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অবস্থা সমান হইয়া থাকে এবং যে চৈতন্যের মধ্যে এই পরিদৃশ্য-মান্ জগৎ ভাসমান হয় এবং যাহার আশ্রয় হইতে জড়রূপা প্রকৃতি বিস্তৃত হইয়া জগৎ রূপে পরিণত হয়, তাহা সর্ব্বদা অনাদি অনন্ত এবং সর্ব্বত্র একরসের মধ্যে অবস্থিত। উপরি লিখিত প্রকার হইতে বেদের অনাদিতা, অনন্ততা এবং অপৌরুষেয়তা সিদ্ধ হইল।

এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টির এক পরমাণুও ত্রিগুণ-শূন্য হইতে পারে না— অথবা এই তিনগুণের মধ্যে দুই গুণযুক্ত অথবা এক গুণযুক্ত হইতে পারে না। কেবল সৃষ্টির পদার্থ সমূহের মধ্যে এই তিন গুণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

কখনও সত্ত্বগুণ প্রধান এবং রজঃ, তমঃ গৌণ রূপে থাকে, কখনও রজোগুণ প্রধান এবং সত্ত্বতমঃ গৌণরূপ হইয়া থাকে এবং কখনও তমঃ প্রধান ও সত্ত্বরজঃ অপ্রধান হইয়া থাকে। অনাদি সৃষ্টির এই তিন গুণের মধ্যে রজোগুণ গৌণ, এই নিমিত্ত সংসারে রজোগুণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মার উপাসনা হয় না এবং এই নিমিত্ত সাত্ত্বিক ক্রিয়াকে ধর্ম্ম এবং তামসিক ক্রিয়াকে অধর্ম্ম বলে। সুখদুঃখ এই দুই নামও সত্ত্ব এবং তমঃ এই দুই গুণের আধারের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিক বলা বাহুল্য যে, যত দ্বন্দ্ব আছে সে সমস্ত সত্ত্ব এবং তমোগুণের আধারের উপরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়া রজোগুণের স্বরূপ, এই নিমিত্ত রজোগুণ স্বাধীন নহে এবং উহা গৌণ অর্থাৎ ক্রিয়া যখন ঊর্দ্ধগামিনী হয়, তখন তাহাকে সাত্ত্বিক বলা যায় এবং অধোগামিনী হইলে তাহাকে তামসিক বলা যায়। সংসারে যে কিছু ক্রিয়া হয় সে সকল রজোগুণের দ্বারা হইয়া থাকে এবং সংসারের প্রত্যেক ক্রিয়া তিন গুণের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। অতএব সংসারের প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে সত্ত্ব এবং তমঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়ে বিজড়িত অবস্থায় থাকে। জীবের নিকৃষ্ট হইতেও নিকৃষ্ট অবস্থা জড়াবস্থা হইয়া থাকে। যদি উহাকে সোপান বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে সেই নিকৃষ্ট সোপান হইতে উত্তরোত্তর উন্নতি মুক্তির অতি নিকটবর্ত্তী সোপান পর্য্যন্ত সংসারে যে সমস্ত কার্য্য হয় সে সকলই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে ইহাতে সন্দেহ নাই। যে রূপ বাজারে গেলে ৯৫ জন পুরুষ এবং ৫ জন স্ত্রীলোক এই প্রকার ১০০ জন ব্যক্তির জনতা থাকিলেও লোকে পুরুষের জনতা বলে। ইহাও সেই রূপ অর্থাৎ যাহার আধিক্য হয় তাহারই নির্দ্দেশ হইয়া থাকে—যাহার ন্যূনতা হয় তাহার নির্দ্দেশ হয় না। সেই রূপ অখিল সংসারে সত্ত্বতমোমিশ্রিত কৃত কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মে সত্ত্বাধিক্য হয় তাহাতে তমোরূপ অধর্ম্ম গৌণ ভাবে থাকিলেও উহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্মরূপ ধর্ম্মই বলা যায় এবং যাহাতে তমোগুণের আধিক্য থাকে তাহার মধ্যে সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম গৌণ ভাবে থাকিলেও তাহাকে তামসিক কর্ম্মরূপ অধর্ম্ম বলা হয়। ঊর্দ্ধগতিশীল সৃষ্টি ক্রম এবং অধোগতিশীল সৃষ্টি ক্রমের জীব যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের আচরণ করে সেই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম শব্দের তাৎপর্য্যও উপরি লিখিত প্রকারের। এই নিমিত্ত শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন সমস্ত আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্ম অগ্নির মধ্যে ধূমের সম্বন্ধানুসারে দোষ সম্বন্ধ শূন্য হয় না।

ঈশ্বরের নাম মায়োপাহিত চৈতন্য। কারণ কেবল চৈতন্য অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্যকে পরব্রহ্ম বলে, তিনি ভগবান নহেন এবং কেবল প্রকৃতি মায়া অর্থাৎ

মূল প্রকৃতি প্রকৃত পক্ষে জড়রূপা, অতএব উহার নামও ভগবান হইতে পারে না। এই প্রকারে মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বরেরই নামও ভগবতী, কারণ কেবল প্রকৃতির নাম প্রকৃত প্রস্তাবে জড়রূপা হওয়ায় ভগবতী বলা যায় না এবং কেবল চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্য হওয়ায় তাহার নামও ভগবতী বলা যায় না। ফলতঃ জড়রূপা প্রকৃতি এবং চৈতন্যের সংযুক্ত ভাব অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্যেরই ভগবান এবং ভগবতী দুইটী নাম হইয়াছে। কেবল চিদ্‌বিজ্ঞানের প্রাধান্য বশতঃ ভগবান এবং সৎ-বিজ্ঞানের প্রাধান্য বশতঃ ভগবতী পদবাচ্য একই ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। উভয়েরই এক নাম এই নিমিত্ত উভয়েই অভেদ। মায়োপহিত চৈতন্যের ধর্ম্মই বেদশব্দবাচ্য। বেদ অখিল সংসারের ব্যক্তি-বর্গের ধর্ম্ম প্রকাশক। কারণ বেদ জ্ঞানময়। যখন মায়োপহিত চৈতন্যের ধর্ম্মই এ নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই তখন মায়োপহিত চৈতন্যের পরস্পর অভিন্ন ভগবান এবং ভগবতী এই উভয় নাম হইতে ধর্ম্ম শব্দেরও কোন পার্থক্য নাই। এই প্রকার ভগবান ভগবতী এবং ধর্ম্ম উভয়ই এক মায়োপহিত চৈতন্যেরই নাম হওয়ায় পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ এক ইহা সিদ্ধ করা হইল।

এই সৃষ্টি লীলা অনাদি অনন্ত হইলেও ইহার উন্নতিশীল প্রবাহ জীব-সমূহকে মনুষ্য যোনি পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়া দেয় এবং সেই সঙ্গেই সদসন্মার্গ জ্ঞানের শক্তিও ঐ উভয়ের মধ্য হইতে কাহারও অনুসারে চলিবারও শক্তি প্রদত্ত হয়। অধিকন্তু যে জীব সন্মার্গানুসারে চলে সে উত্তরোত্তর উন্নত হইতে হইতে পরিশেষে যে সকল সৃষ্টির কারণভূতা মহামায়ার হইতে অবিদ্যারূপ উপাধির বিস্তার হইয়াছে এবং যে অবিদ্যারূপ উপাধির নিমিত্তই চৈতন্য জীব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অবিদ্যাভূমি অতিক্রম করিয়া জ্ঞানময় বিদ্যারাজ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর জ্ঞানোন্নতির দ্বারা যোগী স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে২ মহামায়ার পূর্ণ কৃপা প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া যায় এবং চিজ্জড়-গ্রন্থি-নাশরূপী সেই জীবন্মুক্তি অবস্থার অন্তে শরীর পাত হইলে জলে জল মিশিবার মত চিদংশ ব্রহ্মে এবং জড়াংশ মূল প্রকৃতিতে মিশিয়া যায়। ইহাকে প্রকৃতির মুক্তি বলা যাইতে পারে, ইহাকেই পুরুষের মুক্তি বলা যায় এবং ইহাকেই জীবের নির্ব্বাণ মুক্তি বলা যাইতে পারে। ইতি—শিবম্।

পুরাণ শাস্ত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

আচার্য্যগণ সমাধিস্থ হইয়া অনুভব পূর্ব্বক লোকোপকারার্থ পুরাণ সমূহে যে ভাষা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাকে সমাধি ভাষা বলে। সমাধি অবস্থায় কোনরূপ দৃষ্ট পদার্থই অনুভব করা যায় না, পরব্রহ্ম ঈশ্বর, জীব, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এবং কর্ম্মবর্ণন এই সকল বিষয় সমাধিগম্য হইয়া থাকে; এই সকল বিষয়ের বিবরণ পুরাণ সমূহের যে সকল স্থানে দেখা যায় উহাকে সমাধি ভাষা বুঝিতে হইবে।

যে বিষয় আচার্য্যগণ অপরের নিকট হইতে শুনিয়া লোকরঞ্জনার্থ অথবা সমাজের উপকারার্থ পুরাণ সমূহে বর্ণন করিয়াছেন তাহাকে পরকীয় ভাষা বলে। যে খানে পরকীয় ভাষা দেখা যায় তথায় প্রায় এরূপ লিখিত হয় যে, "অমুক ব্যক্তি এরূপ কথা বলিয়াছেন" যে স্থানে এপ্রকার শ্রুতবাক্য বলা হয় তাহা পরকীয় ভাষা বুঝিতে হইবে।

যে খানে লৌকিক রীতি অনুসারে কোন প্রসঙ্গ বর্ণিত হয় এবং গ্রন্থের মূল মর্ম্মের সহিত উহার বিশেষ সম্বন্ধ না থাকে তাহা লৌকিক ভাষা বুঝিতে হইবে। শ্রীভাগবতে বর্ণন আছে যে "যখন শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সৎসঙ্গ করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি গত হইয়াছিল এবং কুক্কুটেরা শব্দ করিতে লাগিল, তখন গোপীগণ ব্যথিত হইয়া সেই পক্ষীদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল ইত্যাদি।" এই প্রকারের রঞ্জিত ভাষা যে স্থানে দেখা যায় তাহাকে লৌকিক ভাষা বলা কর্ত্তব্য।

উত্তমরূপে শাস্ত্র সমূহ পাঠ না করায় অথবা বিচারের সহিত শ্রবণ না করায় চিত্তের মধ্যে কিরূপ মলিনতা আগমন করে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। নিজেরই বিচারের দোষ কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই, অথচ ধর্ম্মগ্রন্থ এবং সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্যদিগের দোষ দিতে কেহ লজ্জিত হয় না। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ সকল প্রকার জিজ্ঞাসুদিগের কল্যাণার্থই এই সকল পুরাণ শাস্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধিকার ভেদ হইতে বুদ্ধি ভেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে পুরাণ সমূহের মধ্যে তিন প্রকার ভাষা আছে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতিকারক সমাধি ভাষা, নীতি উপদেশক পরকীয়

ভাষা এবং রুচিকারক ও সাংসারিক মঙ্গলদায়ী লৌকিক ভাষা বুঝিতে পারা যায়।

যে প্রকার পুরাণ সমূহে ভাষা ভেদ থাকায় আজকালকার জিজ্ঞাসুগণ বিচলিত হইয়া থাকেন, সেই প্রকার পুরাণ সমূহের মধ্যে বর্ণন বিচিত্রতা থাকিবার নিমিত্তও তাঁহারা পুরাণের প্রতি অনাদর করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা দেখেন যে যে পুরাণের বর্ণনা আজকালকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিরোধী এরূপ মনে হয়, যখন তাঁহারা দেখেন যে পুরাণের গাথা সমূহের মধ্যে এরূপ বর্ণন পাওয়া যায় যে যাহা স্বরূপতঃ—আজকালকার বৈজ্ঞানিক অনুমানের বিরোধীবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন তাঁহারা একেবারেই পরম হিতকারী পুরাণ শাস্ত্রসমূহের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লন। কিন্তু বুদ্ধিমান এবং শাস্ত্রদর্শী মাত্রেই ইহা বলিবেন যে তাহাদিগের এই প্রকার ভ্রম কেবল উভয় দিক ভাল রূপে না জানার নিমিত্তই হইয়া থাকে। যদি তাঁহারা গুরুমুখ হইতে আর্যশাস্ত্র সমূহের ভালরূপে শিক্ষা লাভ করিতেন এবং তাহার পর পাশ্চাত্য বিদ্যা উত্তম রূপে অভ্যাস করিয়া এরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন তবে কখনই তাঁহারা এপ্রকার ভ্রমে পতিত হইতেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে পুরাণ সমূহে পৃথিবীর পরিমাণ ৫০ কোটি যোজন লিখিত আছে, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীর পরিমাণ আট হাজার মাইল অর্থাৎ এক সহস্র যোজনের অধিক নহে। তাঁহারা ইহা দেখিয়াই বিচার না করিয়া চমকিত হন এবং তাঁহারা ইহা মনে করেন না যে মহর্ষিগণ পৃথিবীর পরিমাণ পুরাণে এরূপ ভাবে লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য কি? স্থির বুদ্ধির দ্বারা যখন দেখা যায় যে গোলাকার (অর্থাৎ sphere) পদার্থের ঘন ফল বাহির করিবার রীতি এই যে তাহার ব্যাসের ঘন করিয়া লওয়া হয় অর্থাৎ তিনবার পূরণ করিয়া ঐ গুণ ফলে উভয়ের হরণ করিলে সেই গোলাকার বস্তুর ঘন ফল বাহির হইয়া থাকে। এখন বিচার করিতে হইবে যে আট সহস্র মাইল অর্থাৎ এক সহস্র যোজন পৃথিবীর পরিমাণ যখন বুঝিতে পারা যাইতেছে তখন সেই পরিমাণ হইতে পৃথিবীর ব্যাসের (অর্থাৎ Diameter) তাৎপর্য্য এই যে এই ব্যাস যদি এক সহস্র যোজন হয় তবে এক সহস্রকে তিন বার পূরণ ও দুই ভাগ করিলে তাহার ফল ৫০ কোটীই বাহির হইবে। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধ হইয়া যাইবে যে পুরাণ প্রণেতাগণ পৃথিবীর পরিমাণ শব্দের গোল হইতে তাৎপর্য্য রাখিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ব্যাসের পরিমাণ নিরাকরণ করিয়াছেন;—সুতরাং উভয় মতই অভ্রান্ত, কিন্তু কেবল বুঝিবার বৈপরীত্য বশতঃ জিজ্ঞাসুগণ

পুরাণের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। কেবলবুদ্ধির মলিনতাই ইহার কারণ, আজকালকার কুশিক্ষার দোষে জিজ্ঞাসুগণের বিবেচনার মধ্যে এতই দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে তাঁহারা এই প্রভেদ না বুঝিয়া আপনাদিগের অল্পবুদ্ধি অনুসারে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া থাকেন।

যেরূপ তরল তরঙ্গিনী পতিত পাবনী গঙ্গাদেবী অচল হিমালয়ের গুপ্ত প্রদেশ সমূহ হইতে বাহির হইয়া এই অপবিত্র সংসারকে পবিত্র করিতে করিতে মহাসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন সেইরূপ আমাদিগের পুরাণ শাস্ত্র গভীর বেদাশয়ের নিভৃত স্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া কর্ম্মভূমিতে নানা রূপে প্রবাহিত হইয়া সকল প্রকার ধর্ম্মপিপাসুর তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ রূপ অনন্ত সাগরে মিশিয়াছে।

উন্নতি না আত্মহত্যা?

—o—

নীতিশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

অবংশে পতিতো রাজা মূর্খবংশে সুপণ্ডিতঃ।
নির্ধনেন ধনং প্রাপ্তঃ তৃণবন্মন্যতে জগৎ॥

ইহা কেবল কবি কল্পনা নহে, বর্ত্তমান যুগে উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা বর্ণে বর্ণে প্রতিপন্ন হইতেছে। হীনবংশ জাত বালক দত্তক পুত্র রূপে গৃহীত হওয়ায়, অথবা গুরু পুরোহিত বা পূজারি কুলে জমীদারী অথবা রাজত্ব পাওয়ায় অথবা অব্যবসায়ীর রাজত্ব লাভ হওয়ায় যে কত জমীদারীর, কত রাজত্বের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, কত প্রকার সর্ব্বনাশ হইয়াছে—কত জনপদ, দেশ অথবা মহাদেশ জন শূন্য হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগেরও পতন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই—মূর্খবংশে সুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করাতেই বর্ত্তমান কালে শাস্ত্র বিক্রয়, শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ জনিত সমাজ-বিপ্লব প্রভৃতি বিবিধ প্রকার লোকধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইয়াছে এবং আজ নির্দ্ধন অর্থাৎ শূদ্রজাতি ধনাঢ্য, তাই অর্থের অপব্যবহার বশতঃ ভারতের লক্ষ্মী ভারত পরিত্যাগ করায় স্বর্ণপ্রসূ ভারত বর্ষের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী অন্নাভাবে প্রতি বর্ষে জীবন ত্যাগ করিতেছে! কেবল তাহাই নহে, অবংশের হস্তে রাজত্ব পতিত না হইলে আজ ধর্ম্মাধিকরণে বিচার

বিক্রয় হইত না. অর্থাৎ নীচবংশজাত ব্যক্তি প্রতিযোগিতা পরীক্ষার গুণে ধর্ম্মাধিকরণের ধর্ম্মাবতার না হইলে এরূপ বিচার বিক্রয়—অবিচার—পক্ষপাতিতা প্রভৃতি বিচার বিভ্রাট দেখা যাইত না—অথবা নীচবংশজাত অথবা স্বভাবতঃ রাজ্য পরিচালনোপযোগী বিষয় বুদ্ধি হীন ব্রাহ্মণাদি জাতির জমিদারি বা রাজ্য লাভ না হইলে সেই জমিদারি বা রাজ্যের দেবসেবার অর্থ ম্লেচ্ছসেবায় অথবা বিলাসিতায় ব্যয়িত হইত না—মূর্খবংশজাত ব্যক্তি পাণ্ডিত্য লাভ না করিলে শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা আজ ভারতে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইত না, বিধবা-বিবাহ সমর্থন, শূদ্রাদি হীন জাতির বেদাধ্যয়ন, উপবীত গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারের প্রবর্ত্তন দ্বারা সমাজের মধ্যে বৃত্তি শাঙ্কর্য্য বশতঃ দেশের, সমাজের কণ্টক স্বরূপ এত বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হইত না এবং দরিদ্র এবং হীনবংশীয়ের হস্তে অর্থ পতিত না হইলে অর্থের অপব্যবহার বশতঃ এরূপ দেশব্যাপী হাহাকার পড়িয়া যাইত না।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় বংশধর ডাক্তার আশুতোষ মুখার্জ্জি "নির্দ্ধনেন ধনং প্রাপ্তঃ" নীতির মর্য্যাদা রক্ষা পূর্ব্বক শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন অথবা "মূর্খবংশে সুপণ্ডিতঃ" ব্যক্তিবিশেষের বিকৃত শাস্ত্রার্থের মোহে প্রতারিত হইয়া বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ প্রদান করায় কোন কোন ভবিষ্যদ্দৃষ্টিবিহীনস্থূল, বুদ্ধি-বিশিষ্ট, সমাজ বিতাড়িত ব্যক্তির দ্বারা সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইলেও তিনি যে পক্ষান্তরে আত্মহত্যার সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কি সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কন্যার বৈধব্য দর্শনে অতিক্ষুব্ধতা হেতু উদ্বন্ধন অথবা বিষ সেবনে যদি তিনি আত্মহত্যা করিতেন তবে, তাঁহার অভাবে তাঁহার পুত্রাদির সাময়িক কষ্ট উপস্থিত হইলেও তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে চিরকালের মত কলঙ্কিত হইতে হইত না। যদি এই ঘটনায় তাঁহাকে হিন্দু সমাজ হইতে বিতাড়িত হইতে হয় তবে, একটী কন্যার বৈধব্য হইতে বংশপরম্পরাক্রমে পবিত্র ঋষি বংশ হইতে—যে বংশের মর্য্যাদা বৌদ্ধ বিপ্লবে অক্ষুণ্ণ ছিল—যে বংশের মর্য্যাদা মুসলমানদিগের তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতও অবলীলা ক্রমে সহ্য করিয়াছে—সেই পবিত্র ঋষিবংশ হইতে চিরদিনের মত শূদ্র জাতিরও অধোদেশে পতিত হইলেন! কারণ তাঁহার কোন দূরবর্ত্তী বংশধর মূর্খ অথবা দরিদ্র হইলে পাচকবৃত্তির অবলম্বনেও জীবন ধারণ করিতে পারিবে না—তাহাকে মলমূত্র পরিষ্কার অথবা চর্ম্মকারাদির ন্যায় নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিতে হইবে। আর যদিও তিনি অর্থ বলে আপাততঃ দুর্ব্বল সমাজের উপর অত্যা-

চার করিয়াও পরিত্রাণ পান তবে, ইহার পর তাঁহার বংশ পরম্পরাকে নানাবিধ বিদ্রূপ শুনিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই, কেবল তাহাই নহে, তাঁহার এই সধবাকৃতা বিধবার কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে লোকে "বিধবার পুত্র কন্যা" এবং তাঁহার নব জামাতাকে "বিধবার স্বামী" ব্যতীত আর কিছুই বলিবে না। তাই বলিতে ছিলাম, ইহা আশুবাবুর উন্নতি অথবা আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত তাহা যেন তিনি একটীবার স্থির মস্তিস্কে চিন্তা করিয়া দেখেন।

যাহা হউক ও সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিয়া নিজের এবং পাঠকবর্গের সময়ের এবং ধর্ম্মপ্রচারকের পবিত্র অঙ্গ কলুষিত করিতে চাই না—কিন্তু এই ঘটনা উপলক্ষে আমার মনে দুইটী বড় গুরুতর প্রশ্নের উদয় হইয়াছে—প্রকৃত উত্তর প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি অনেক থাকিলেও বহু সংখ্যক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী পরিচলিত সমগ্র হিন্দুজাতির একমাত্র বিরাট ধর্ম্ম সভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নিকট বিনয় সহকারে তাহার উত্তর প্রার্থনা করিতেছি। আমার বিশ্বাস, মহামণ্ডল হইতে ইহার যে উত্তর পাইব তাহা নিশ্চয়ই অভ্রান্ত হইবে এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সাধারণের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। কারণ যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সম্ভবতঃ আজকাল অনেক আশুতোষ মুখোস খুলিবেন; সুতরাং এই সময়ে ইহার মীমাংসা হইলে ভাল হয়। প্রশ্ন দুইটী নিম্নে লিখিত হইল। আশুবাবু যদি সমাজ মধ্যে গৃহীত হন তবে—

১ম। আশুবাবুর সধবকৃতা ভূতপূর্ব্বা বিধবা কন্যার মৃত পতির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হইবে এবং পুত্র না থাকিলে বিধবা পত্নীই মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডকরণ করিয়া থাকেন—এবং সপিণ্ডকরণ না হইলে শাস্ত্রানুসারে মৃতব্যক্তি প্রেতত্ব মুক্ত হইতে পারে না—এ অবস্থায় আশুবাবুর সধবাকৃতা বিধবা কন্যার ভূতপূর্ব্ব স্বামীর প্রেতত্ব মুক্তির উপায় কি?

২য়। আশুবাবুর কন্যাটী যদি এবারেও সন্তানবতী না হইয়া বিধবা হন, তবে তিনি কোন্ স্বামীর শ্রাদ্ধ করিবেন? অথবা উভয় স্বামীর শ্রাদ্ধ করিবেন?—যদি এক জনের শ্রাদ্ধ করেন তবে, অপরে কি অপরাধে শ্রাদ্ধে বঞ্চিত হয়?—কারণ পূর্ব্ব স্বামীরও যে অপরাধ এ বেচারারও সেই অপরাধ—আর যদি উভয় স্বামীর শ্রাদ্ধ করেন তবে, আপনাকে কোন গোত্রের উল্লেখে কি রূপ ভাবে সংকল্প করিবেন?

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন।

ব্রাহ্মণ সভার আবশ্যকতা।

[বিগত ২রা চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ৺কাশীধাম বাঙ্গালী টোলায় ৺ মহারাণী ভবানীর ৺গোপাল মন্দিরের বৃহৎ প্রাঙ্গণে ৺কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণ সভার একটী অধিবেশন হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, দিনাজপুরের রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র তর্ক চূড়ামণি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর, বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি প্রায় ১০০ শত ঋষিকল্প সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দেশমান্য পণ্ডিত প্রমুখ প্রায় ৮।৯ শত ব্রাহ্মণ উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি ব্রাহ্মণ সভার আবশ্যকতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পর সাধকাগ্রগণ্য বিখ্যাত ধর্ম্মবক্তা শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় একটী বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধটী যথাযথ মুদ্রিত হইল।]

ওঁ বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানমুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥
যস্য নিশ্বাসিতং বেদো যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥

যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য আপনার অবস্থা অনুধাবন-পূর্ব্বক আপনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধ করিতে না পারে, যতদিন পর্য্যন্ত সে বুঝিতে না পারে যে, সে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ততদিন তাহার আত্মোন্নতি লাভ সুদূর পরাহত। পূজ্যপাদ আর্য্যঋষিগণ ইহার যাথার্থ্য অবগত হইয়াই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় সকলকেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীব সংসারের সহিত যতই লিপ্ত হউক না কেন, তাহার উপর দিয়া যতই শোক দুঃখের প্রবাহ প্রবাহিত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই যদি তাহার মনে হয় যে, সাংসারিক শোক দুঃখের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই তবে, শোক দুঃখের দ্বারা সে অধিক পরিমাণে মুহ্যমান্ হয় না—পক্ষান্তরে সংসারের শোকদুঃখ প্রবাহের মধ্য দিয়া সে শনৈঃ শনৈঃ আপনার গন্তব্য অর্থাৎ মুক্তির প্রতি ধাবমান হইতে পারে।

বেদ বলেন " অহং ব্রহ্মোহস্মি " অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম—ইহাই চরম জ্ঞা।— এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই জীবের পরমানন্দ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, এই চরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত শাস্ত্রকার বিধান করিয়াছেন, "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ " অর্থাৎ যে দেবতাকে উপাসনা করিবে, আপনাকে সেই দেবতার স্বরূপ চিন্তা করিয়া তবে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। প্রতিনিয়ত আপনাকে ইষ্ট দেবতার স্বরূপ জ্ঞান করিতে করিতে সাধকের ইষ্টদেবতার সারূপ্য লাভ হইয়া থাকে—কেন না " যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" ইহাও নীতি শাস্ত্রের আদেশ। অতএব যে কেহ যে কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সম্মুখে একটী উচ্চ আদর্শ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। ইহা কেবল ভারতবর্ষের নিমিত্ত নহে—যে কোন দেশে যে কোন জাতি উন্নত হইয়াছে সেই জাতিই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

দেড় সহস্র বৎসর-ব্যাপী দাসত্ব-ভোগ করিবার ফলে গ্রীক জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে গ্রীক জাতি মুসলমানদিগের ক্রীতদাস জাতিতে পরিণত হইয়াছিল—ইতিহাসে দেখা যায়ঃ—

" মুসলমানদিগের অধীনতায় গ্রীসের প্রাচীন গৌরব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল—গ্রীক জাতি মুসলমানদিগের ক্রীতদাসের ক্রীতদাস জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, এমন কি তাহাদিগের অর্থাৎ গ্রীকদিগের চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছিল। কারণ এরূপ (পরাধীন) অবস্থায় চরিত্রের নীচতা না আসিয়া থাকিতে পারে না।" *

কিন্তু সেই জাতি আবার উন্নত হইল, আবার পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিল--ঐ শুন, ইতিহাস বজ্রগম্ভীর নিনাদে তাহার কারণ ব্যক্ত করিতেছেনঃ—

---

* "The conquest by the Ottoman finally extinguished in Greece every thing that remained of her ancient greatness. The Greeks were made the "Slaves of Slaves" and even their character became deeply tinctured with the degradation which, in such circumstances can scarcely be avoided.

Encyclopedia Geography.

"গ্রীকজাতির সেই পরাধীনতা এবং দাসত্বের মধ্যেও দ্রব্য শক্তির অভাব ছিল না এবং সেই দ্রব্যশক্তির সাহায্যে তাহারা পুনরায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল। সকল বিষয়ে মুসলমানদিগের অধীন থাকিয়াও তাহারা আপনাদিগের ভাষা, রীতি নীতি বা আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছিল এবং এই তিন বিষয়ে তাহারা বুদ্ধি এবং কার্য্যকারী শক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।" ❋

সুতরাং জগতে যে কোন প্রাচীন জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে অথবা অধঃপতন হইতে পুনরুত্থান করিয়াছে, তাহাদিগের উন্নতির কারণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব স্মরণ ও তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর না হইলে কোনও জাতি, কোনও সমাজ অথবা কোন ব্যক্তিই আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ জাতি আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষি প্রণীত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ পূর্ব্বক আপনাদিগের জাতীয় গৌরব—জাতীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য শক্তি ত অতি তুচ্ছ—দৈবী শক্তিকেও তাঁহাদিগের নিকট অবনত মস্তক থাকিতে হইয়াছিল—কিন্তু আজ ব্রাহ্মণ জাতি আত্মবিস্মৃত, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীন—তাই তাঁহারা জাতীয় চরিত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় চরিত্রের অনুকরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু যদি তাঁহারা একবার ব্রাহ্মণের শক্তি—ব্রাহ্মণের তেজ—ব্রাহ্মণের মহাত্ম্য সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখেন—আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করেন—ঋষি প্রণীত পুরাণ ইতিহাসসমূহকে নিতান্ত অসার বিবেচনা না করিয়া ঐ সকলকে আপনাদিগের জাতীয় গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্বরূপ বিবেচনা করেন তবে, দেখিতে পাইবেন যে, যখনই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অমর্য্যাদা বশতঃ ভারতে সমাজবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই সময়েই ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনঃ প্রবর্ত্তনের দ্বারা সমাজ শাসিত হইয়াছে। অধিক দিনের কথা নয়, বৌদ্ধ-বিপ্লবের সময় যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—পরাক্রান্ত রাজশক্তির প্রভাবে যখন ভারতবাসী জন-সাধারণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ-বংশাবতংশ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আপনার অক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণ্য শক্তির বলে একজন নয়, দুইজন নয়, সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করেন—বৌদ্ধদিগের দোর্দ্দণ্ড রাজ-শক্তি ব্রহ্মণ্য-শক্তির

❋ Even under the great humiliation, meterials were not wanting out of which their dependence might be re-established. Amid the gloom of Turkish domination high displays of genius and heroism yet still remaining distinct in *language*, *manner* and *religion* and exhibiting even revived symptom of intellectual and general activity. Encyclopedia Geography, Part III, Page 812.

নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক অবনত মস্তকে ভারত পরিত্যাগ করে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, রজোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা এবং তমোগুণ রজোগুণের দ্বারা দমিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্য শক্তি সত্ত্বগুণ এবং রাজশক্তি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়; এই নিমিত্ত একমাত্র ব্রাহ্মণ্যশক্তিই রাজশক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে পারে, ইহা সিদ্ধান্ত সিদ্ধ। তাই বলিতেছিলাম, ব্রাহ্মণত্বের তেজ অতুলনীয়—ব্রাহ্মণ্য তেজে সম্পাদিত হইতে পারে না এরূপ অসাধ্য কার্য্য ত্রিজগতে নাই। তাই মহারাজ বিশ্বামিত্র আপনার চতুরঙ্গিনী সৈন্য সহ অমোঘ অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা একজন নিরস্ত্র ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া পশ্চাত্তরে আপনি সসৈন্যে পরাস্ত হইয়া ক্ষাত্র তেজে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন " বলং বলং ব্রহ্মবলং ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলম্।"

আজ আমরা জাতীয় **উন্নতির** চেষ্টায় কতই নূতন পন্থার আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত মস্তিষ্ক পরিচালিত করিতেছি, কিন্তু একবারও চিন্তা করিতেছি না যে, জাতীয় **চরিত্র** রক্ষায় কৃতকার্য্য না হইলে কোনও জাতি জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারে না—জাতীয় চরিত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাতীয় উন্নতি করিতে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র। কারণ আজ যদি ভারতবাসী ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক অর্থাৎ আপনাদিগের জাতীয় চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর দেশীয় লোক-চরিত্রাদি অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে তবে, তাহাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, অথবা যে দেশের অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া ভারতবাসীরা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিবে, সেই প্রদেশের পরিমাণ এবং অধিবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং ঐ কার্য্যে আত্মোন্নতি অথবা আত্মহত্যা সংসাধিত হয়, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

স্বধর্ম্মরক্ষা ব্যতীত ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র কিছুতেই রক্ষা হইতে পারে না। কেন না অন্যান্য সভ্য স্থানের ন্যায়—অন্যান্য জাতির সভ্যতার ন্যায়, ভারত-বাসীর সভ্যতা অর্থনীতির উপর অথবা কেবল কতক গুলি লোকহিতকর সাধারণ নীতি প্রতিপালন করিবার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় জাতীয় চরিত্র, ত্রিকালদর্শী ঋষি-প্রণীত দৃঢ়-ভিত্তিমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রতি-ষ্ঠিত। এই নিমিত্ত ভারতবাসীর ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম দীর্ঘ-কাল রাজশক্তি বিহীন হইয়াও বিকৃত ভাবাপন্ন প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা বিকৃত হয় নাই। দীর্ঘ-কাল রাজশক্তি সম্পন্ন ম্লেচ্ছদিগের এবং অর্থবল সম্পন্ন শূদ্রদিগের সংসর্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আচারগত এবং ব্যবহারগত বাহ্য বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়,

এই মাত্র। অগ্নিসংযোগে ধান্যস্তূপের উপরিভাগ কিয়ৎ পরিমাণে দগ্ধ এবং সমস্ত স্তূপটী দগ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে কিছুতেই অগ্নি প্রবেশ করিতে করিতে পারে না—ইহা আমরা একটু বিচার করিয়া দেখিলে—একটু অনুসন্ধান করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি—এমন কি ম্লেচ্ছ ধর্ম্মের অবলম্বন করিয়াও ভারতবাসীর দৃঢ়বদ্ধ জাতীয় সংস্কার একেবারে অন্তর্হিত হয় না। [ক্রমশঃ]

তত্ত্বকথা।

ঋষি-সম্বর্দ্ধন।—যে প্রকার মনুষ্যের এই অন্নময় স্থূল শরীর অন্নের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মযজ্ঞাদির দ্বারা ঋষিগণ সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। নিয়মিত ব্রহ্মযজ্ঞ করা, জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে যত্ন রাখা, বিদ্যা এবং জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা, যোগ সাধন করা, বিদ্যা এবং জ্ঞান দান বিষয়ে যত্ন রাখা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী কার্য্য সমূহের দ্বারা ঋষিগণ সম্বর্দ্ধিত এবং প্রসন্ন হন, তাঁহাদিগের প্রসন্নতার দ্বারা মনুষ্য জাতির ক্রমোন্নতি জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

দেব সম্বর্দ্ধন।—উপাসনাযজ্ঞ, কর্ম্মযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দানযজ্ঞ প্রভৃতি যজ্ঞ এবং অন্যান্য মহাযজ্ঞ সাধন দ্বারা দেবতাগণ সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। যে দেশে দেব সম্বর্দ্ধনকারী পুণ্যকার্য্য হয় না, তথায় দৈবশক্তি ক্ষীণ ভূত হইয়া যায় এবং তথায় দেবশক্তির নাশ হওয়ায় আসুরি সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। দেব সম্বর্দ্ধনার দ্বারা শক্তি এবং সুখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

পিতৃসম্বর্দ্ধন।—পিতৃযজ্ঞাদি ব্যাপার পিতৃগণের সম্বর্দ্ধন করিবার যোগ্য ধর্ম্ম কার্য্য। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিতৃযজ্ঞ, পিতৃ পূজন, পূর্ব্বপুরুষদিগের উপর প্রতিষ্ঠাবুদ্ধি, বৃদ্ধপূজা প্রভৃতি কার্য্য পিতরগণের সম্বর্দ্ধনা এবং প্রসন্ন করিবার যোগ্য। পিতৃগণের সম্বর্দ্ধন দ্বারা স্বাস্থ্য এবং বীর্য্যাদি অধিভৌতিক উন্নতি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা।—উপাসনাবৃত্তির উন্নতিকারী অধিকার-সমূহ শ্রদ্ধার দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধি, সংস্কার শুদ্ধি, এবং ক্রিয়াশুদ্ধি সমস্তই শ্রদ্ধামূলক। প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তদনন্তর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার দ্বারা সংস্কার শুদ্ধির পর ক্রিয়া শুদ্ধি হওয়ায় উপাসনার দৃঢ়তা হয়। উত্তম মধ্যম, অধম ভেদে শ্রদ্ধা তিন প্রকার। সাধকের সাত্ত্বিক প্রকৃতির কারণে বিনা বিচারে জ্ঞান রহিত যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, তাহাকে অধম শ্রদ্ধা বলে। এই শ্রদ্ধার পর কর্ত্তব্য বুদ্ধি অনুসারে যে জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তিসহিত শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তাহাকে

মধ্যম শ্রদ্ধা বলে এবং পূর্ব্বাপর জ্ঞানযুক্ত "ইহা এই রূপ" এই দৃঢ় সংস্কার যুক্ত যে শ্রদ্ধা জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে উৎপন্ন হয় তাহাকে উত্তম শ্রদ্ধা বলে। তিন প্রকার শ্রদ্ধাই পরম মঙ্গল দায়ক।

এক খানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

২৭। এতয়াতল্লাভঃ। উক্ত প্রকারে অনুষ্ঠিত প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি লাভ হয়।

২৮। প্রবৃত্তির্নৈসর্গিকী মহাফলা নিবৃত্তিঃ।

জীব সমূহের স্বাভাবিক গতি প্রবৃত্তির প্রতি, কিন্তু নিবৃত্তি মহাফলা।

২৯। অহিতং কর্ম্মাসক্তাজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদাৎ।

কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ দ্বারা অহিত হইয়া থাকে।

৩০। তদুপযুক্তোপদেশাৎ পথ্যম্।

উক্ত সাধকের অধিকারানুকূল উপদেশের দ্বারা কল্যাণ হইয়া থাকে।

৩১। বৈষম্যাদসিদ্ধমিতি চেন্ন লক্ষ্যৈক্যাৎ।

লক্ষ্য এক হইলে বৈষম্যের সম্ভাবনা থাকে না।

৩২। নৈশ্বর্য্য দোষঃ পরস্মিন্ বিশেষাৎ।

ঐশ্বর্য্যের দ্বারা দোষ স্পর্শ করে না, কারণ উহা স্বাভাবিক

৩৩। অবশেষেষু ন তথাতদ্ভাবাৎ।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের নিত্যতাই দেখা যায়। কিন্তু জীবগণের এরূপ হয় না।

৩৪। তচ্চতুর্ব্বিধম্। চারিশ্রেণীর ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে।

৩৫ লক্ষিত লক্ষ্যের কিমিতি চেন্ন প্রকৃতি ভেদাৎ।

লক্ষ্য লক্ষিত হইলে পর পুনরায় উহার কি আবশ্যক? অবশ্যই আছে, কারণ প্রকৃতি এক প্রকার নহে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমিথিলাধিপতির নূতন দানপত্র।

(নিগমাগমচন্দ্রিকা হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত)।

[মোহর দারভাঙ্গা মেনেজারি]

বিবিধ বিরুদাবলী বিরাজমান মানোন্নত শ্রী ১০৮ মহামহারাজাধিরাজ মিথিলেশ শ্রীরমেশ্বর সিংহজী বাহাদুর মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে বনাম শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলকে এই দান পত্র লিখিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় করা, সংস্কৃত বিদ্যার পুনঃ প্রচার দ্বারা আর্য্যজাতির নিখিল কল্যাণ সাধন করা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির দ্বারা এই জাতির জীবন রক্ষা করা এবং সকল ধর্ম্মসভা এবং ধর্ম্মালয়ের সমষ্টি রূপে এক বিরাট মহাসভার সৃষ্টির দ্বারা ভারতবর্ষব্যাপিনী ধর্ম্মশক্তির উৎপত্তি করিয়া সংসারে ত্রিবিধ উন্নতির দ্বারা আনন্দ এবং সুখবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে এক মহাসভা স্থাপিত হইবার বড়ই আবশ্যকতা ছিল। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল নিয়মবদ্ধ হইয়া স্থাপিত হওয়ায় আর্য্য জাতির সেই সকল অভাব দূর হইবার আশা হইয়াছে।

এক্ষণে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী নরপতি হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই ইহা কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, আপন আপন দেশকাল এবং শক্তি অনুসারে সকল ব্যক্তি এই বিরাট ধর্ম্মসভায় যোগদান এবং সহায়তা করেন। সকলের সহায়তার দ্বারাই এই কার্য্যের পূর্ণতা সম্পাদিত হইতে পারে। এই রাজ্য হইতে শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের আরম্ভ হইতেই অনেক প্রকারে সহায়তা প্রদত্ত হইয়াছে। আর্থিক সহায়তাও অনেক দান করা হইয়াছে। দিল্লীর মহাধিবেশনের সহায়তার নিমিত্ত এই দরবার হইতে ২০,০০০৲ বিশসহস্র মুদ্রা সাহায্য করা হইয়াছে। গত কাশী এবং প্রয়াগ মহাধিবেশনের ব্যয়ের নিমিত্ত এই দরবার হইতে ১৮০০০৲ আঠার হাজার টাকা সাহায্য করা হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডল কোষের উদ্দেশ্য ২০,০০০৲ বিশহাজার টাকার এক স্বতন্ত্র দান পত্র ইহার প্রথমে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল কার্য্যালয়ে পাঠান হইয়াছে। এই দুই কার্য্য ব্যতীত শ্রীমহামণ্ডলের কয়েকটী শাখাধর্ম্মসভা এবং কয়েকটী কার্য্যবিভাগের নিমিত্ত সময়ে সময়ে যথোচিত সহায়তা এই রাজ্য হইতে দেওয়া হইয়াছে এবং এক্ষণে মহামণ্ডলের সদর দপ্তরের ব্যয় নিমিত্ত মাসে একশত টাকা নিয়মিত রূপে এই রাজ্য হইতে দেওয়া যায়। শ্রীমহামণ্ডলের সহিত এই দরবারের স্থায়ী সম্বন্ধ থাকিবার নিমিত্ত এবং এই স্বজাতীয় মহাসভার প্রধান সভাপতি হইবার নিমিত্ত শ্রীদরবার শ্রীমহামণ্ডলের সমুন্নতি দেখিয়া উৎসাহ এবং প্রসন্নতা পূর্ব্বক এই রাজ্যকে মাসিক সহায়তা

বৃদ্ধির আজ্ঞা দিয়াছেন। অতএব শ্রীদরবার হইতে এক্ষণে একশত টাকার স্থানে ১৫০৲ দেড়শতটাকা মাসে দেওয়া যাইবে।

শ্রীমহামণ্ডলের বিদ্যা প্রচার বিভাগরূপী শ্রীশারদা মণ্ডলের উদ্দেশ্য অত্যন্ত লোক হিতকর। বিশেষতঃ এই রাজকুলের সহিত সংস্কৃত বিদ্যার সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যাহা হউক শ্রীশারদা মণ্ডলের মহান্ উদ্দেশ্য সমূহের পুষ্টির নিমিত্ত এই রাজ্য হইতে কাশীর বিদ্যালয়ের সংস্কার নিমিত্ত শ্রীমহামণ্ডলের পরামর্শানুসারে এক কমিটি করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহার পরিদর্শন ভার প্রধান কার্য্যালয়ের উপর সমর্পিত হইয়াছে। উক্ত কাশী বিদ্যালয়ে মাসিক ৩০০৲ তিন শত টাকার স্থানে ৪০০ চারিশত টাকা বাদ্ধিত হয়। শ্রীশারদা মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে এক প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিদ্যালয়ের পুনঃ সংস্কার করা এবং সকল প্রাচীন বিদ্যাপীঠে এক একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করা। আমাদিগের দরবারের ইচ্ছা এই ধর্ম্মকার্য্যের প্রতি প্রথম হইতেই ছিল। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার নিমিত্ত মিথিলায় একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিবার বিচার স্থির হইয়াছে। উক্ত কার্য্যেরও ভার শ্রীদরবার স্বয়ং গ্রহণ করিতেছেন এবং প্রারম্ভিক অবস্থায় দ্বারবঙ্গে যে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে; উহার ব্যয়ের নিমিত্ত ৩৫০৲ সাড়ে তিন শত টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজ দরবারে নিযুক্ত সংস্কৃত বিদ্বানগণ ও পুস্তকালয় সমূহেরও সাহায্য এই বিদ্যালয়কে দেওয়া যাইতে থাকিবে। বিদ্যালয়ের সুব্যবস্থার নিমিত্ত কমিটিতে দ্বারবঙ্গ শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলেরও নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবেন।

শ্রীদরবার আপনার প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মহানি এবং মিথিলায় সংস্কৃত বিদ্যার অবনতি দেখিয়া প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ এবং মহামণ্ডলের গুরুতর এবং ভারত বিস্তৃত ধর্ম্মকার্য্য সমূহের উপর বিচার করিয়া উহার সহায়তার নিমিত্ত আনন্দের সহিত আজ্ঞা করিতেছেন যে, এই রাজ্য শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান এবং প্রান্তীয় কার্য্যালয় সমূহের সহায়তা নিমিত্ত এবং শ্রীশারদামণ্ডলের বিদ্যাপীঠ সমূহের এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত প্রজার সম্মতি লইয়া ধর্ম্মবৃত্তি স্থাপন করা হউক। প্রজাদিগের এই চাঁদার টাকা এই রাজ্যের কোষে জমা রাখিয়া শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলের পরামর্শানুসারে মিথিলা বিদ্যাপীঠোদ্ধার কার্য্য সমূহে ব্যয়িত হইবে।

শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি যত অধিক হইবে, ততই এই মহাসভার দৃঢ়তা এবং পুষ্টি হইবে, এই নিমিত্ত দরবার এই আজ্ঞা দিতেছেন যে এরূপ সহায়তা প্রদত্ত হইবে যাহাতে এখানকার প্রজার মধ্যে সাধারণ সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

শ্রীদরবার আশা করেন যে, ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন নরপতিগণ ও অন্যান্য রাজামহারাজগণ এই স্বজাতীয় ধর্ম্মকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত যথাশক্তি সহায়তা দিয়া পুনরভ্যুদয় করিতে করিতে ধর্ম্ম এবং যশের অধিকারী হইবেন। ইতি শুভম্।

মার্গশীর্ষ শুক্ল সপ্তমী, বৃহস্পতি বার সম্বৎ। ১০৬৩ বিক্রমাব্দ।

শ্রীদরবারের আজ্ঞানুসারে

(দঃ) আসিষ্টাণ্ট মেনেজার রাজপ্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীমহামণ্ডল প্রবন্ধকারিণী সভার মন্তব্য।

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯০৭ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় কাশীস্থ প্রধান কার্য্যালয় ভবনে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের ম্যানেজিং সবকমিটির অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে নিম্ন লিখিত মন্তব্য গুলি স্থিরীকৃত হয়।

অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর দেবশর্ম্মা রায় বাহাদুর তাহির-পুরাধীশ, সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

২। পূর্ব্বকমিটির কার্য্যাবলী স্বীকৃত হইল।

৩। বিগত ৮ই নবেম্বর পূর্ব্বকমিটির ৮নম্বর মন্তব্য বিষয়ে শ্রীযুক্ত অনারেবল মহা-রাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গাধিপতি জীর ১৬ই ডিসেম্বরের পত্র অনাথদিগের রক্ষা বিষয়ে আসিয়াছে, তাহা পঠিত হইল। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিশ্চয় হইল যে এই কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত মহাশয়দিগের দ্বারা এক কমিটি গঠন করা হউক। এবং এই সকল মহাশয়দিগের সম্মতি পত্র লওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত অনারেবল মুন্সি মাধবলাল কাশী শ্রীযুক্ত শেঠ মতিচাঁদজী রইস আজমগড়, কাশী, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম এ কাশী, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পং সুধাকর দ্বিবেদী, কাশী, শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভাদুড়ী, কাশী, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পং মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল, শ্রীযুক্ত বাবু তুলাপতি সিংহ প্রাইভেট সেক্রেটারি মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ, শ্রীযুক্ত জোতিষী বাবা শিব প্রকাশ দ্বিবেদী মথুরা, শ্রীযুক্তবাবু রামানুজদয়াল, মিরাট; শ্রীযুক্ত অনা-রেবল বাহাদুর শেঠ নিহালচাঁদ জী রইস মুজঃফর নগর; শ্রীযুক্ত অনারেবল রায় বাহাদুর শ্রীরামজী সি, আই, ই, লক্ষ্ণৌ; শ্রীযুক্ত পং রাজনাথজী রিটায়ার্ড সবজজ এলাহাবাদ, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, উত্তরপাড়া, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত দেওয়ান হরিশ্চন্দ্র রায়বাহাদুর কপূরথালা।

শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষজী শ্রীমহামণ্ডল এই বিষয়ে কলেক্টর সাহেব বাহাদুর কাশীর সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) যুক্ত প্রদেশের সংস্কৃত টাইটেল পরীক্ষার বিষয়ে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত মণ্ডলের কমিটির মন্তব্য তারিখ ১৯ শে অক্টোবর পাঠকরা হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিশ্চয় হইল যে এই বিষয়ের প্রার্থনা শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় দ্বারা সংযুক্ত প্রদেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

(৫) শ্রীমতী মহারাণী ডুমরাঁও শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের এক বিশেষ সহায়ক ছিলেন এবং তিনি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে ১,০০০৲ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন. তাঁহার স্বর্গবাস হইয়াছে। এই সভা তাঁহার মৃত্যু সংবাদে শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। এই মন্তব্যের এক এক খানি প্রতিলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের বিদিতার্থ ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

৬। শ্রীযুক্ত অনারেবল মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গাধিপতির শ্রীভগবানের কৃপায় পুত্র লাভ হইয়াছে এই শুভ সংবাদ সভাসদদিগের নিকট শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করা হইল এবং শ্রীভগবানের নিকট মহারাজ কুমারের দীর্ঘায়ু: এবং যশ ও ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করা হইল। এবং শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত এই শুভ উৎসবের নিমিত্ত পুত্রের আশীষ দেওয়া হইল।

৭। সভাপতিকে ধন্যবাদের পর সভা ভঙ্গ হয়।

মহামণ্ডল সংবাদ।

সঞ্চার কার্য্যালয়। শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজের অধ্যক্ষতায় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ডেপুটেশন টিকমগড়ে সন্তোষজনক সফলতা প্রাপ্ত হইয়া আলোয়ারে (রাজপুতানা) গমন করে। তথা হইতে পুনর্ব্বায় কাশী প্রধান কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত বড় লাট বাহাদুরের দরবারে (All India Deputation) এর সহিত কলিকাতায় গমন করিয়াছে।

সদ্দান। বাঁকীপুরের ডেপুটীকলেক্টর ধর্ম্ম সুধাকর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মুকুন্দ দেব মুখোপাধ্যায় "শ্রীঅন্নপূর্ণাদান ভাণ্ডার" সংস্থাপনার্থ সর্ব্ব প্রথমে ২০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মা বিগত বড় দিনের ছুটীর সময় কাশীধামে আগমন করেন। তিনি শ্রীঅন্নপূর্ণাদান ভাণ্ডার এবং শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের কার্য্য এবং রেজিষ্টারি প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ধর্ম্মোৎসাহিত হইয়া শ্রীঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডারে ৩০৫৲ টাকা (উহার মধ্যে ৫৲

টাকা তাঁহার সহোদরার) দান করিয়াছেন এবং ১১০৲ টাকা শ্রীমহামণ্ডলে এক কালীন দান করিয়া মহোদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আশা করি কাশীর ন্যায় পবিত্র ক্ষেত্রে বর্ত্তমান দুষ্কালে এবং অসহায় দীন অনাথ দান পাত্র-দিগের বিষয়ে বিচার করিয়া ধার্ম্মিকবর্গ উপরি উক্ত মহোদয়ের অনুসরণ করিয়া শ্রীঅন্নপূর্ণাদান ভাণ্ডারের নিমিত্ত সৎদান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবেন।

শুভসংবাদ। ৺কাশীধাম ভারতবর্ষের তীর্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে প্রত্যহই সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রী এইস্থানে সমাগত হইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, কাশীধাম পুণ্যস্থান হইলেও এস্থানের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় একটা ধর্ম্ম জ্ঞান দেখা যায় না—চণ্ডালের যে ধর্ম্ম জ্ঞান আছে অনেক ব্যবসায়ীর তাহা নাই। ঘৃতের মধ্যে নারিকেল তৈল, গোদুগ্ধের মধ্যে মহিষ, উষ্ট্র ও ছাগদুগ্ধ, দেশীয় চিনির মধ্যে কলের চিনি, পুরাতন চাউলের মধ্যে নূতন চাউল, ময়দা এবং আটার মধ্যে আম্রবীজ চূর্ণ, গুড়ের মধ্যে ময়দা (তাহাকে এস্থানে মুটিগুড় বলে) মিশ্রিত করা যেন অনেক ব্যবসায়ীদিগের ধর্ম্ম; তাহার উপর যাত্রী দেখিলে বস্ত্রাদি ও দেবসেবার দ্রব্যাদি দ্বিগুণ, তিনগুণ এবং সময় সময় ৭।৮ গুণ মূল্যে বিক্রয় করে। কেবল তাহাই নহে, ওজনের মধ্যেও অনেক রহস্য আছে; এমন কি কাষ্ঠের ন্যায় সামান্য দ্রব্যও ১/০ এক মনের স্থানে ত্রিশ সের হইবেই—হইবে। কিন্তু ইহারও প্রতিবিধান হইবার উপায় নাই, কারণ যে কোন ব্যক্তি এই সকল বিষয় সরকারে জানাইলে ব্যবসায়ীদিগের হস্তে তাহার জীবন বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য, অনেক মফস্বলবাসীও দেশে বসিয়া কাশীর ব্যবসায়ীদিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রয় পূর্ব্বক প্রতারিত হইয়াছেন। সুখের বিষয়, ক্রমে এদিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়ের চেষ্টায় তাঁহারই নেতৃত্বে এস্থানে "ধর্ম্মসভা সমিতি" নামক একটী সমিতি অত্রত্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে, কি কাশীবাসী জন সাধারণ, কি মফঃস্বল বাসী, কি স্থানীয় রহস্যানভিজ্ঞ যাত্রিবর্গ, কাশীবাসী ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা প্রতারিত না হন, সেই উদ্দেশ্যেই সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে জনসাধারণের সহানুভূতি নির্ভর করিতেছে। আশা-করি, সমিতি স্বীয় উদ্দেশ্যানুরূপ ধর্ম্মকার্য্য সাধন এবং জনসাধারণে সমিতিকে উৎসাহ দান পূর্ব্বক পরস্পরে লাভবান হইবেন।

কাছাড়ে ধর্ম্মপ্রচার।

বিগত ২৩।২৪।২৫ শে ফাল্গুন কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি সব ডিবিশনে টাউন পাঠশালা গৃহে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রচারোপলক্ষে সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস স্কুল ডিঃ ইঃ, শ্রীযুক্ত জয়কিশোর বিশ্বাস হাইস্কুলের শিক্ষক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৈলাশ চন্দ্র তর্কনিধি, পরলোকগত হরি চরণ শর্ম্ম রায় বাহাদুর মহাশয়াত্মজ শ্রীযুক্ত হরকিশোর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এবং স্কুল ছাত্র বৃন্দ অনেকেই সভাতে যোগদান করিয়াছিলেন প্রায় ২০ জন সাধারণ সভ্য ও ১জন সহায়ক সভ্য এই সভায় নির্ব্বাচিত হন।

প্রথম দিনে মহামণ্ডলের প্রচার; দ্বিতীয় দিনে বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক অবস্থা; তৃতীয় দিনে সাকার নিরাকার বাদ। সময়—প্রথম দ্বিতীয় দিনে ৭টা হইতে ১০টা; তৃতীয় দিনে ৩টা হইতে ৬টা; বক্তা শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন।

৩০ শে ফাল্গুন বর্ণারপুর চা বাগানে শ্রীযুক্ত বিপুল চন্দ্র গুপ্ত ম্যানেজার মহাশয়ের উদ্যোগে একটী অধিবেশন হয়। এখানে শ্রীযুক্ত বনমালী বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র তরফদার প্রভৃতি ৮জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এবং শ্রীমহামণ্ডলের সহায়ক সভ্যরূপে শ্রীযুক্তবিপুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বার্ষিক ৩৲টাকা তখনি প্রদান করেন।

২রা চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ রবিবার রাত্রি মনিপুর চা বাগানের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নিহাল চন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রযত্নে তাঁহার নিজ আফিস গৃহে একটী সভা শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রচারোপলক্ষে হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার রাম চরণ চক্রবর্ত্তী, যজ্ঞেশ্বর দাস হেডক্লার্ক, মহেন্দ্রলাল ধর পোষ্টমাষ্টার, অম্বিকাচরণ রক্ষিত প্যারিমোহন দে হেডক্লার্ক, রাধাগোবিন্দ দাস, ডাক্তার বৈকুণ্ঠ নাথ দে প্রভৃতি ধর্ম্মসেবকগণ মহামণ্ডলের সমুন্নতি কল্পে বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিহাল চন্দ্র দে ভগবদ্ভক্তি বলে এবং নিজ সৌজন্যাদি গুণে কর্ত্তৃপক্ষ হইতে মাসিক ৩০৲টাকা পেন্‌সন্ ভোগ করিতে পাইয়াছেন। ভগবত্তত্ত্ব পর্য্যালোচনার জন্য সময় করিতেই তাঁহার অবসরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। তিনি একজন সহায়ক সভ্যরূপে মহামণ্ডলের উন্নতির জন্য প্রস্তুত দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বিষয়—শ্রীমহামণ্ডলের প্রচার এবং সাংখ্যের সেশ্বরবাদ—সময় রত্রি ৯টা হইতে ১টা বক্তা মহোপদেশক শ্রীযুক্তহরসুন্দর সাংখ্যরত্ন।

৬ই চৈত্র শ্রীনাথ মধ্য ইং স্কুল গৃহে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস সব ইঃ, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শারদাচরণ ভট্টাচার্য্য কবিরাজ প্রভৃতি অনেক ধর্ম্ম সেবক উপস্থিত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য বোধে সভার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ৮জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এবং কাছাড় প্রদেশে একটী মণ্ডলের শাখা সভা সৃষ্টি হয় এই আবেদন উপস্থিত করেন। বক্তা শ্রীমহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্তহরসুন্দর সাংখ্যরত্ন; বিষয়—মহামণ্ডলের প্রচার ও নিরাকার বাদ খণ্ডন, সময় ৪টা হইতে ৭টা।

১লা চৈত্র। শ্রীযুক্তচন্দ্রমাধব রায় রূপাছড়া বাগিচার বড়বাবু মহাশয়ের নিজ বাসায় শ্রীমহামণ্ডলের প্রচার কার্য্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কেদার চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার ঈশান চন্দ্র নন্দী

মজুমদার শ্রীযুক্তপ্যারিমোহন দে চৌধুরী প্রভৃতি সভাগণ মহাসভার মঙ্গল কামনা করিতে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। মণ্ডলের প্রচারক মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সংখ্যারত্ন কাছাড় বিদ্যোৎসাহিগণের ধর্ম্মপ্রাণতা দর্শনে বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছেন। শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাদের সৌজন্যাদি গুণের পারিতোষিক স্বরূপ ধন্যবাদ দিতেছি।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় যে রূপ পরিশ্রম করিয়া প্রচার কার্য্য করিতেছেন তাহাতে তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

গ্রন্থ সমালোচনা।

আংগ্লো সংস্কৃত প্রদীপিকা—(A Guide to Anglo-Sanskrit Conversation) মূল্য।০ আনা মাত্র। আলীগড় গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুখানন্দ ত্রিপাঠী বিরচিত। হিন্দী ব্যবহারিক শব্দের ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ। এই গ্রন্থ খানি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও এক সঙ্গে হিন্দী, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভ করিবার পক্ষে ইহার ন্যায় দ্বিতীয় পুস্তক আর নাই। যে সকল বঙ্গবাসী অতি সামান্য ইংরাজী এবং হিন্দী অথবা সংস্কৃত পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ খানির সাহায্যে ২।১ মাসের মধ্যে কি ইংরাজী, কি হিন্দী, কি সংস্কৃত এই তিনটী ভাষাতেই মোটা মুটি লিখিতে এবং বলিতে পারিবেন। তবে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষেই এই গ্রন্থ খানি অধিক প্রয়োজনীয়—বিশেষতঃ যদি বঙ্গদেশের ইংরাজী অথবা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে এই পুস্তক খানি পাঠ্য রূপে ব্যবহৃত হয় তবে, ছাত্রেরা অতি অল্পদিনের মধ্যে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় কতকটা ব্যুৎপত্তি লাভ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত অল্পপরিশ্রমে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত হইতে পারে। যে সকল বঙ্গবাসী হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এখানি কতদূর তাঁহাদের উদ্দেশ্যের উপযোগী হইয়াছে। পুস্তক খানি ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা। বঙ্গদেশে এই পুস্তক খানির বহুল প্রচার হইলে বঙ্গবাসী জন সাধারণের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে—কারণ বঙ্গবাসী জন সাধারণ ইংরাজী ভাষার সহিত হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় যতই ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত প্রান্তের অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহারা ততই অধিক মিশিতে পারিবেন। আমরা গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ রূপে সন্তোষ লাভ করিয়াছি। প্রাপ্তি স্থান—সরস্বতী ভাণ্ডার, কাশী।

গত মাসে " ব্যবহারিক সংস্কৃত প্রবোধের " সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। তাহার প্রাপ্তি স্থান—সরস্বতী-ভাণ্ডার, কাশী।

দান প্রাপ্তি।

—০—

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া বিগত ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে শ্রীমহামণ্ডলের সহায়তা প্রেরণ পূর্ব্বক ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। আমরাও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি।

মাসিক সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস্ শ্রীযুক্তমান্যবর মহারাজা ইন্দ্রমহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপসিংহজী বাহাদুর জি, সি, এস, আই, ভারতমার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি ২৫০৲

এ, এল, এ, আর, অরুণাচেলম্ চাটিয়রজী মহাশয়, জমীদার দেবকোট মন্দ্রাজ ৬০৲

হিজ হাইনেস্ শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর, জি, সি, আই, ই, মিথিলাধিপতি ১৫০৲

শ্রীযুক্ত মান্যবর রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, তাহিরপুর ১০৲

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বদ্রীপ্রসাদজী মহাশয়, নগিনা, বিজনৌর ১৲

বার্ষিক সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর দুর্গা প্রসাদজী ধর্ম্মরত্ন, যশোবন্তনগর ১০০৲

বিশেষ সহায়তা খাতে।

মাঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সেনীরামজী শর্ম্মা, মডিকাবলী ৩৲

দঃ শ্রীযুক্ত রামলাল চুনীলালজী বৈশ্য করিয়াগঞ্জ ১৲

দঃ শ্রীযুক্ত লম্বরদার নেকরামসিংহজী খরিকাবারি ১৲

দঃ শ্রীযুক্ত কেশব দেবজী, জরিফনগর ১৲

মাঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্করজী উপদেশক ১২৲

দঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিট্টলজী ত্রিপাঠী, মন্ত্রী সং ধঃ সভা, গোরখপুর ১২৲

সাধারণ সভা খাতে ৬১৲

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

আগষ্ট মাস, ইং ১৯০৭ সাল।

জমা

রোকড় বাকী	৬০৫।৵.৫
সাধারণ সভা খাতে	৬১৲
মাসিক সহায়তা খাতে	৪৭১৲
বার্ষিক সহায়তা খাতে	১০০৲
বিশেষ সহায়তা খাতে	২৫৲
ফেরৎ ডাক টিকিট খাতে	১।৬
বুকডিপো খাতে	৫।০
বিজ্ঞাপন ছাপাই খাতে	১০॥০
প্রেসিডেণ্ট আফিস খাতে	৬০০৲
মুৎফরিক্কা খাতে	৸৶০
হিসাব তলব খাতে	৮১১৲৩
মোট জমা	২৬৯৯॥৵৭

কৈফিয়ৎ———

জমা	২৬৯৯॥৵৭
খরচ	২৪৭৬॥১০
বাকী	২২৩/৯

মঃ দুইশত তেইশ টাকা
পৌনে দুই আনা মাত্র।

বেনারস ব্যাঙ্কে——— ১১৮।৬
প্রধান কার্য্যালয়ে——— ১০৪৸/৩

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ।

খরচ

ডাক টিকিট খরচ খাতে	১৮॥/০
ছাপাই বিভাগ খাতে	২৪৮৴/৪
বৃত্তি খাতে	২৪৪৸৵৯
শ্রীশারদামণ্ডল খাতে	৪৩/০
শ্রীদেবসেবা খাতে	৭৸/৬
অতিথি সৎকার খাতে	১৬॥০
শ্রীশাখা সভা খাতে	১১৩।০
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	২৬।৵৬
শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় আজমির খাতে	৪৫৲
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় মথুরা খাতে	৩৮৸০
শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় লাহোর খাতে	৩০৲
শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় কলিকাতা খাতে	৬৸৶০
ফর্নিচার খাতে	৯০৲
ষ্টেশনারি খাতে	৪।৯
বিদ্যাপ্রচার খাতে	৩০৲
পরিতোষিক খাতে	৸৵৩
বুকডিপো খাতে	৪৩৲
মুৎফরিক্কা খরচ খাতে	১৫।৵৬
কলিকাতা অধিবেশন খাতে	১০৬৩/১
হিসাব তলব খাতে	৩৯৩/২
মোট খরচ	২৪৭৬॥১০

পং শ্রীকাশীপ্রসাদ ত্রিপাঠী, মুনীম।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার।

৺কাশীধামে বহুসংখ্যক অন্নসত্র থাকিলেও অনাথা ও বিধবাদিগের সহায়তার নিমিত্ত এখানে কোন ব্যবস্থা নাই। ইহাতে অনাথ অক্ষম দীন হীন এবং কাঙ্গালিনী ও সহায় সম্পত্তি হীনা বিধবাদিগকে সময় সময় অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু এপর্য্যন্ত এবিষয়ে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। কয়েক মাস হইতে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় "শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার" নামে ৺কাশীধামে একটী দান ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থানের চিরদিনের অভাবটী দূর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। গত চৈত্র মাস হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল বদান্য মহাত্মা এই ভাণ্ডারে সাহায্য প্রদান করিতেছেন এবং করিবেন, বার্ষিক রিপোর্টে এবং মহামণ্ডলের মুখ পত্র সমূহে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশিত হইবে। এই দান ভাণ্ডারে যে সকল অর্থাদি প্রেরিত হয় তাহা দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ বস্তীত রোগীর সেবা, নির্ধন বা জরাগ্রস্ত ব্যক্তির সেবা এবং নির্ধন বিদ্যার্থীদিগের সহায়তার নিমিত্ত ব্যয়িত হইয়া থাকে। যে সকল সহৃদয় ধর্ম্মাত্মা এই ভাণ্ডারে দান করিয়া প্রকৃত সাত্ত্বিক দান জনিত পুণ্য ও যশোলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উহা শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে প্রধান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরীর নামে পাঠাইবেন। শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

সত্বর হউন ! সত্বর হউন !! সত্বর হউন !!!

ব্যবসায়ের প্রধান সহায় সময়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং সাহিত্য ক্ষেত্রের উন্নতি বিষয়ে প্রধান অবলম্বন বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার এই উভয় কার্য্য ই মুদ্রাযন্ত্রের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ ভারতের মুদ্রণ কার্য্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহ অপেক্ষা বহুব্যয়সাধ্য, অথচ প্রায়ই অতি শোচনীয় রূপে জঘন্য। এই নিমিত্ত এখানকার ব্যবসায়ে ক্ষতি এবং সাহিত্যজীবিদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের এই চির অভাব দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইহার সংরক্ষক ও সহায়ক ভারতের স্বাধীন নৃপতি বর্গ, রাজা, মহারাজা ও জমিদারদিগের উৎসাহে এবং সাহায্যে দুই লক্ষ টাকা সম্ভূয়সমুত্থান প্রথায় (Joint Stock Company) কাশীধামে "শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশ সমিতি লিমিটেড" নামক একটী সমিতি স্থাপিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫৲ টাকা এবং ইহা ৮ হাজার অংশে বিভক্ত। যে সকল মহাশয় এই সমিতির অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা যে কেবল আর্থিক লাভে লাভবান হইবেন, তাহা নহে, পরন্তু জাতীয় উন্নতি এবং পবিত্র সনাতন ধর্ম্মোন্নতি কার্য্যেও সহায়ক হইয়া কি ইহকাল কি পরকাল উভয়েরই উন্নতি সাধন করিবেন সন্দেহ নাই। এই সমিতির অনেক অংশই শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষক, সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক মহাশয়গণ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট অংশের নিমিত্ত প্রার্থনা পত্র শীঘ্র প্রেরণ করুন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ও এই সমিতির জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল মহাশয়ের নিকট পত্র লিখুন।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলেগতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৮শ ভাগ।	বৈশাখ।	সন্ ১৩১৫ সাল।
৮ম সংখ্যা।		ইং ১৯০৮ খৃঃ।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ষোড়শ পঞ্জরিকা স্তোত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ১৩ ॥

অনর্থের হেতু যে অর্থ তাহাকেই নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী ভাবিতেছ অথবা প্রত্যহ কেবল সেই অনর্থকেই চিন্তা করিতেছ। যদি বল, অর্থ অনর্থের হেতু কি জন্য? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে গেলে প্রথমতঃ শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম এবং উদ্বেগ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যাহার জন্য পরিশ্রম এবং উদ্বেগ ভোগ, সেই অর্থ উপার্জ্জিত হইলেই ব্যয়িত হইয়া যায়; কারণ ব্যয় হওয়াই উপার্জ্জনের সার্থকতা এবং ব্যয় হওয়াও অবশ্যম্ভাবী—তা বিলাসব্যসনেই হউক, গাড়ী ঘোড়া ঘড়ি বাড়ী প্রভৃতিতেই হউক, পত্নীর অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণার্থেই হউক, আর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াই হউক, তুমি যাহা উপার্জ্জন করিবে সে অর্থ তোমার নিকট কোনরূপেই থাকিবেনা, কেবল এত টাকা উপার্জ্জন করি বা করিতে পারিব, মনে এই টুকু বিশ্বাস রাখিয়া

সময়ে সময়ে একটু উৎফুল্ল হইবার নিমিত্ত তুমি পশু অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম কর—একবার ভাবনা যে একদিন মরিতে হইবে—একদিন ব্যাঙ্কের টাকা, পত্নীর অলঙ্কার, গাড়ী ঘোড়া বাড়ী ঘড়ী ফেলিয়া—আজ আলোক ব্যতীত রাত্রি কালে যে তুমি এক পদও গমন করিতে অক্ষম—সেই তুমি কোন অন্ধকার প্রদেশে "বায়ুভূকোনিরাশ্রয়:" অবস্থায় চলিয়া যাইবে—তোমার একবার সে চিন্তা করিবার অবসর নাই। সুতরাং অর্থ অনর্থ ব্যতীত আর কি? সত্য বটে, অর্থ ব্যতীত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না—বুভুক্ষিত স্ত্রীপুত্রের অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিলে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত আত্মহারা হইয়া পরিশ্রম করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। কিন্তু এপর্য্যন্ত জগতে কাহারও কি কখনও অর্থোপার্জ্জন স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে? না হইতে পারে? আজ সংসারে যে অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত যে পরিমাণে উপার্জ্জন করিতে পারিলে তুমি আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে কর—সেই পরিমাণে উপার্জ্জন হইলে, তুমি স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, তোমার সংসারে তাহার দ্বিগুণ অভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার দ্বিগুণ উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে লাগিলে—কিন্তু শরীর—শরীর— শৃ ধাতু হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে; শৃধাতুর অর্থ শীর্ণ; সুতরাং স্বভাবগুণে সে প্রতিনিয়ত শীর্ণ হইতেছে—তুমি মত্স্যমাংসের দ্বারা অথবা দুগ্ধাদির দ্বারা যতই তাহাকে পরিপুষ্ট করিতে চেষ্টা কর না কেন, সে আপনার স্বভাব কিছুতেই ছাড়িবে না; তোমার সহস্র বাধা দিবার চেষ্টা সত্বেও সে যথা সময়ে বাল্য, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য এবং পরিশেষে শ্মশান মধ্যস্থিত চিতার উপর শীর্ণতার শেষ সীমা আত্মসাৎ হইতে ছাড়িবে না। অথচ সেই অর্থ তোমার সঙ্গে যাইবে না; তুমি একাকী আসিয়াছ একাকীই যাইবে— যাহার জন্য তুমি এত পরিশ্রম করিয়াছ, যাহার এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতে গেলেও তোমার হৃদয়ে পুত্রশোকের অপেক্ষাও অধিক ব্যথিত, সেই অর্থকে ফেলিয়া তোমাকে একাকী কোথা যাইতে হইবে তাহা তুমি নিজেই জান না। কিন্তু যদি অর্থ উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তে অথবা সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থ উপার্জ্জনের সামান্য চেষ্টাও করিতে, তবে অন্ততঃ তুমি কোথায় যাইবে বা যাইতেছ, তাহা বুঝিতে পারিতে, সুতরাং যে অর্থ পরমার্থ চিন্তার অন্তরায় হইয়া মানবের সর্ব্বনাশ করে, যে অর্থোপার্জ্জন কালে মানব দানব রূপেও পরিণত হয় সে অর্থকে অনর্থ ব্যতীত আর কি বলিতে পারা যায়? দ্বিতীয়তঃ—যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতেছ, সে অর্থ তোমার অভিলাষানুরূপ উপার্জ্জিত

হইবে কি না তাহা তোমার অজ্ঞাত—আর যদি বহু কষ্টেই হউক আর অল্প পরিশ্রমেই হউক উপার্জ্জন করিতে পার তবে, উপার্জ্জন করিবার অব্যবহিত পরেই তাহা ব্যয়িত হইয়া যাইবে—আর যদি ব্যয় না কর, জমাইয়া রাখ, তবে টাকশালের অথবা ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা গুলিই তোমার, এই চিন্তা করিলেইত সমস্ত গণ্ডগোল নিবৃত্ত হয়—তার জন্য এত ছুটাছুটি, এত উদ্বেগ সহ্য করিয়া আপনাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ প্রতিপন্নের প্রয়াস কেন? পরন্তু ব্যয় হইয়া গেলেও কষ্ট—আবার উপার্জ্জনের চেষ্টা এবং পরিশেষে অর্থ রাখিয়া মরিবার সময় কষ্ট—সুতরাং যাহা উপার্জ্জন করিতে কষ্ট, ব্যয় করিতে কষ্ট এবং রাখিয়া মরিতেও কষ্ট—অর্থাৎ যাহা থাকিলেও কষ্ট না থাকিলেও কষ্ট, তাহাকে অনর্থ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এবং ইহাতে প্রকৃত পক্ষে সুখও নাই, কারণ চিত্ত বা মনই সুখ ভোগ করে—কিন্তু যদি সেই চিত্ত উপার্জ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে, তবে সুখ ভোগ করিবে কে? সুতরাং যতই চেষ্টা কর না কেন, অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য। এতদ্ব্যতীত যাহারা ধনবান, পুত্রাদি হইতেও তাহাদের জীবন বিনাশের ভয় উপস্থিত হয়—মোগল বাদ্‌সাহগণই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ; এই রূপ ধন হইতে দুঃখ লাভ হয় ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজ পরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর দেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥১৪॥

আর একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে পরমার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ও অনেক কষ্টে আত্মবলি প্রদান করিয়া যাহাদিগের জন্য যে পরিবারদিগের জন্য—অর্থ উপার্জ্জন কর, তোমার কষ্ট বা লাঞ্ছনার প্রতি তাঁহাদিগের বিন্দু মাত্র লক্ষ্য নাই—তোমার শরীর সুস্থই থাকুক অথবা ধ্বংসই হউক, তাহারা তোমাকে চায় না—চায় তোমার অর্থ; যতদিন তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, ততদিন তাহাদিগের নিকট কৃত্রিম আদর অভ্যর্থনা প্রভৃতি পাইবে। যখন জরাক্রান্ত হওয়ায় তুমি অর্থোপার্জ্জনে অশক্ত হইবে, তখন তুমি যে তাহাদিগের ভরণ পোষণ করিবার নিমিত্ত অত্যধিক পরিশ্রম বশতঃ নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছ, ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়াছ, সে জন্য তাহাদিগের মনে একটু দয়াও হইবে না, পরন্তু তখন সকলেই তোমাকে অবজ্ঞাই করিবে—তোমার কোন কষ্ট উপস্থিত হইলে কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না।

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনামূঢ়াস্তেপচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়া॥ ১৫॥

তাই বলি, কাম ক্রোধ লোভ মোহ পরিত্যাগ করিয়া "আমি কে ?" এই ভাবে আত্ম দৃষ্টি অবলম্বন কর। কারণ আত্মজ্ঞান বিহীন ব্যক্তি ঘোর নরকে বাস করে। কারণ যে আপনার উন্নতি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পরের উন্নতি চিন্তায় অস্থির হয়, তাহার দ্বারা কখনই অপরের কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে না, পক্ষান্তরে আত্মচিন্তার অভাবে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সে সকল জীব মূঢ় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যোড়শপঞ্জরিকাভিরশেষঃ শিষ্যানাং কথিতোহভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষকরোতি বিবেকং তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকং॥ ১৬॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত এই ষোড়শ পঞ্জরিকা অর্থাৎ ষোড়শ সংখ্যক চপেটাঘাত রূপী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। যদি ইহাতেও লোকের চৈতন্য না হয় তবে তাহাদিগের চৈতন্য লগুড়াঘাতেও সম্পাদিত হইবে না। কারণ বুঝিতে হইবে যে সেই সকল জীব চেতনবৎ প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহারা জড় পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে সে রূপ বর্ব্বরের নিমিত্ত এই ষোড়শটী চপেটাঘাত নহে।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি অনূদিত।

ব্রাহ্মণ সভার আবশ্যকতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

এ সম্বন্ধে দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। প্রায় ছয় বৎসর হইল কলিকাতায় একটী খৃষ্টান কন্যা আপনার মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিয়া তাহার সহিত বিবাহার্থিনী হইলে তাহার পিতা বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহার কারণ এই যে কন্যার পিতা ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার ভাবি পতি অত্যন্ত নীচবংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বিবাহ হইলে কন্যার পিতা আপনাকে অপমানিত বোধ করেন। পরিশেষে কন্যাকে ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে হয়। অপর ঘটনাটী আরও হৃদয় দ্রাবক।

বর্ত্তমান কালে যাঁহারা মনে করেন যে বর্ণভেদ হইতেই ভারতবাসীর অবনতি হইয়াছে এবং এই অবনতি দূরীভূত করিবার নিমিত্ত যাঁহারা উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জনৈক নব্যধর্ম্ম প্রচারক জনৈক নব্য ধর্ম্মাবলম্বীর অন্নগ্রহণ করায় নব্য তন্ত্রের কেহই তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করেন না। ধর্ম্ম প্রচারকের অপরাধ এই যে, যে ব্যক্তির বাটীতে তিনি অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বেচারা চর্ম্মকার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ প্রথার কিছু বৈচিত্র দেখা যায়। উচ্চবংশীয় ব্যক্তি নীচ বংশীয়া রমণীর পাণি গ্রহণ করিলেও নীচ বংশীয় ব্যক্তি উচ্চবংশীয়া রমণীর পাণিপীড়ন করিতে পারে না। অতএব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াও যাহাদের পূর্ব্ব গৌরব সংস্কার দূরীভূত হয় না, আচার হীন হইলেও সেই পূর্ব্বগৌরব যে তাহাদের মজ্জাগত সংস্কার তাহা বলাই বাহুল্য। তাই বলিতেছিলাম, দীর্ঘকাল রাজশাসন বর্জ্জিত এবং ম্লেচ্ছ ও শূদ্র সংসর্গে ব্রাহ্মণের বাহ্য বিষয়ে আচার ব্যবহার গত সামান্য বৈলক্ষণ্য হইলেও মূলে কোন রূপ বিকৃতি ঘটেনাই—এবং কখনও ঘটিতে পারিবেনা; ঘটিলে এতদিনে সনাতন ধর্ম্ম অতীতের অতল জলে নিমগ্ন হইত। কারণ গ্রীশ দেশ রাজশক্তি বিহীন হইবার অব্যবহিত পরেই গ্রীক জাতি আপনাদিগের আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্ট ধর্ম্মগ্রহণ করে—এই রূপে পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, এক খৃষ্টান গ্রীস ব্যতীত রাজশক্তি বিহীন হইবার অনতিবিলম্বে সকল স্থানের অধিবাসিগণ রাজধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছে—শাসক জাতির রীতিনীতি আচার ব্যবহার সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসী রাজশক্তি বিহীন হইয়াও প্রায় দেড় সহস্র বৎসর আপনাদিগের ধর্ম্ম, আপনাদিগের আচার ব্যবহার রীতিনীতি এপর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বৈদেশিক শাসক সম্প্রদায় ম্লেচ্ছ হইলেও তাঁহারা ইহার মর্ম্মাবধারণ পূর্ব্বক ভারতীয় ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই—এবং তাই তাঁহারা আসমুদ্র হিমাচল-ব্যাপী অক্ষুণ্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফলকামও হইয়াছেন। এ অবস্থায় যদি কেহ মনে করেন যে, তাঁহাদিগের ন্যায় দুই চারিজন বা দুই সহস্র উন্মত্ত ব্যক্তি স্বধর্ম্ম বা পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে ভারতবর্ষে হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, তিনি নিতান্ত মস্তিষ্ক-হীন, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করেন নাই। হিমালয় গাত্রে সহস্র সহস্র প্রস্তর খণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলেও নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড গুলিই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরিশেষে পর্ব্বত বিহারী জীবজন্তুদিগের পদরজো রূপেই পরিণত হয়, কিন্তু হিমালয়ের গাত্রে প্রস্তরাঘাতের চিহ্নও অঙ্কিত হয় না। সেইরূপ যে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল নগণ্য ব্যক্তি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের অবলম্বিত পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হয়, তাহারা আপনাদিগের সহিত আপনাদিগের বংশাবলী কলুষিত করে এবং পরিশেষে তাহাদিগেরই বংশাবলী অস্পৃশ্য বর্ণসঙ্কর জাতিতে পরিণত হইয়া নিতান্ত নীচবৃত্তি অবলম্বনে দগ্ধোদর পূরণে বাধ্য হয়।

শাস্ত্রে দেখা যায় যে চতুরশিতি লক্ষ জন্মগ্রহণ করিবার পর জীব ব্রাহ্মণ কুলে

জন্মগ্রহণ করে। অতএব যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আত্মবিস্মৃতি বশতঃ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হয়, তাহাতে তাহার দ্বারা শাস্ত্রের অথবা ব্রাহ্মণ সাধারণের কোনই অনিষ্ট হয় না—সেই নির্ব্বোধ উচ্ছৃঙ্খল জীবই পুনরায় চতুরশিতি লক্ষ বার জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের পথ পরিষ্কৃত করে—তাই বেদ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন, "ধর্ম্মঞ্চর। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্।" অর্থাৎ স্বধর্ম্মে অবস্থান কর—স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইওনা। লোকজননী শ্রুতি বলিতেছেন, "সত্যংবদ, ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃ দেবোভব। পিতৃ দেবোভব। আচার্য্য দেবোভব। অতিথি দেবোভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরানি"। অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে, ধর্ম্মপথে চলিবে, কখনও স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ পুরাণাদি পঠন পাঠন পরিত্যাগ করিও না। আচার্য্যকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ অর্থপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা কর এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহাদি কর। সত্য হইতে বিচলিত হইওনা। ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইওনা অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিওনা। মঙ্গল কার্য্য হইতে বিচলিত হইওনা। দেবপিতৃকার্য্য পরিত্যাগ করিওনা। মাতাকে দেবতা জ্ঞান কর। পিতাকে দেবতা জ্ঞান কর। আচার্য্যকে দেবতা জ্ঞান কর। অথিতিকে দেবতা জ্ঞান কর। যাহা অনিন্দিত কর্ম্ম তাহাই সেবনীয় নিন্দিত কর্ম্ম সেবনীয় নহে। যাহা আমাদিগের (আচার্য্য বা ঋষিদিগের) আচরণ সেই আচরণই অনুকরণীয় উহার বিরুদ্ধ আচরণ করিওনা। তাই শাস্ত্রকার ঘোষণা করিয়াছেন "বেদ প্রণিহিতঃ ধর্ম্ম কর্ম্ম তন্মঙ্গলং পরম্। প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণো ধর্ম্ম উচ্যতে।" অর্থাৎ বেদ যাহা আদেশ করেন তাহাই ধর্ম্ম এবং বেদের আদেশ বিরুদ্ধ কার্য্যকে অধর্ম্ম বলে। এবং সদাশিবও ত্রিপুরসার তন্ত্রে আদেশ করিয়াছেন "আচার মূলা জাতিঃ স্যাদাচারঃ শাস্ত্র মূলকঃ। বেদবাক্যঃ শাস্ত্রমূলং দেবঃ সাধক মূলকঃ। ক্রিয়ামূলঃ সাধকশ্চ ক্রিয়াচ ফল মূলিকা। ফল মূলং সুখং দেবী সুখমানন্দমূলকং। আনন্দো জ্ঞান মূলশ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়স্য মূলকং। তত্ত্বমূলং জ্ঞেয়মাত্রং তত্ত্বং হি ব্রহ্মমূলকং। ব্রহ্মজ্ঞানমৈক্য মূলমৈক্যং হি সর্ব্বমূলকং। ঐক্যংহি পরমেশানি ভাবাতীতং সুনিশ্চিতং॥" অর্থাৎ আচার জাতির মূল, শাস্ত্র সদাচারের মূল, বেদবাক্য শাস্ত্রের মূল, সাধক দেবতার মূল, ক্রিয়া সাধকের মূল, ফল ক্রিয়ার মূল, সুখ ফলের মূল আনন্দ সুখের মূল, জ্ঞান আনন্দের মূল, জ্ঞেয় জ্ঞানের মূল, তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞেয় পদার্থের মাত্রেরই মূল, ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের মূল, ঐক্য ব্রহ্মজ্ঞানের মূল, একতা সকলেরই মূল—কেননা একতা দুইতে বিভাজিত হইতে পারেনা এরূপ পদার্থ কিছুই নাই। এই নিমিত্ত ঐক্যই ভাবাতীত এবং ভাবাতীত হইতেই ভাবমাত্রই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ভগবান মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন "আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন

বেদফলসমন্বিতে। আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥" যাঁহারা বেদ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াও তাঁহার সম্পূর্ণ ফল লাভে বিফল মনোরথ হন, তাঁহারা একটু মনুর বাক্য বিচার করিয়া দেখিবেন। ভারতবাসীর মধ্যে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে একতার অভাব দেখিয়া যাঁহারা ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপনের নিমিত্ত যাঁহারা বিবিধ উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হন, তাঁহারা মনে রাখিবেন, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কিছুতেই ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে না এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমেই জাতি বিচার রক্ষা করিতে হইবে এবং জাতি বিচার রক্ষা করিতে গেলে বেদ মূলক স্মৃত্যাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সদাচার রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কেবল সদাচার রক্ষা করিলে চলিবে না ক্রিয়ার দ্বারা দেবতাদি সাধনা পূর্ব্বক আপনাকে ক্রমে সুখী করিয়া আনন্দ লাভ করিতে হইবে। আনন্দ না হইলে কেহই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এ অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি জাতি ধর্ম্মের মূল আচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগকে মহাজ্ঞানী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন মনে করে, তাহারা ঘোরতর নির্ব্বোধ অথবা উন্মত্ত এবং তাহারা একটা জাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন করিবে কি, আপনাদিগের পরিবার মধ্যেই একতা সংস্থাপনে অক্ষম। ভারতবাসী বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতি যতই আচার ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, ততই তাঁহাদিগের মধ্যে একতার অভাব বৃদ্ধি হইতেছে—যতই তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্যভাব বৃদ্ধি হইতেছে ততই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি হিংসাদ্বেষ সম্পন্ন হইয়া পড়িতেছেন—যতই তাঁহারা হিংসাদ্বেষ পরায়ণ হইতেছেন, ততই তাঁহাদিগের চিত্ত কলুষিত হইয়া পড়িতেছে যতই তাঁহাদিগের চিত্ত কলুষিত হইয়া পড়িতেছে, ততই তাঁহাদিগের বেদমন্ত্র শক্তিহীন হইয়া যাইতেছে—যতই তাঁহাদিগের বেদমন্ত্র শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে, ততই তাঁহারা মন্ত্রাদিতে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতেছেন—এবং যতই তাঁহারা মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস হীন হইয়া পড়িতেছেন, ততই তাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য এবং কেহ বা শূদ্র এবং পরিশেষে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক দগ্ধোদর পূর্ণ করিতেছেন।

যতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ জাতি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক কি আধিভৌতিক কোন প্রকার উপদ্রব তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হয় নাই। যখনই ভারতে কোন প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তাঁহাদিগের সজীব বেদমন্ত্র সকল প্রকার উৎপাত অপসারিত করিয়াছে। কারণ "দৈবাধীনং জগৎ

সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ। তে মন্ত্রাঃ ব্রাহ্মণাধীনাঃ তস্মাৎ ব্রাহ্মণ দৈবতং ॥” (যাজ্ঞবল্ক্য ॥) আজ ভারতে দুর্ভিক্ষপাত অথবা মহামারী নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কত প্রকার অভিনব কৌশলেরই আবিষ্কার হইতেছে, কতই মনীষা সম্পন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ বা প্লেগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইতেছে না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে যখনই অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষপাত, মহামারী প্রভৃতি আধিদৈব উৎপাতে ভারতবাসীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন পবিত্র ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্র প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষিগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা তাহা অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত করিয়াছে—ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের অব্যর্থ মন্ত্রশক্তি প্রভাবে দৈবশক্তিকে মানবশক্তির নিকট পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক মানবদিগের বশবর্ত্তী হইয়া পরিচালিত হইতে হইয়াছে। যখন কোন শক প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির আক্রমণে ভারতবাসীর পরাধীনতার উপক্রম হইয়াছে তখনই মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ পরিচালিত পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবল সেই সকল শত্রুকে পরাজিত এবং বিতাড়িত করিয়া ভারতবাসীদিগকে নিষ্কণ্টক করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বেণাদি রাজার রাজশক্তির অত্যাচারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম করিলে মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ সেই সকল রাজাকে ধ্বংস করিয়া ধার্ম্মিক রাজাকে সেই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশধরগণ আচার ভ্রষ্ট হওয়ায় সেই বেদ, সেই মন্ত্র, সেই ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান থাকিতেও ঐ সকল বেদ মন্ত্র তাঁহাদিগের মুখে বীর্য্যহীন; তাই কোথায় দেবতারা তাঁহাদিগের অধীন থাকিবেন, না আজ তাঁহারা সতত রোগ শোক মৃত্যু প্রভৃতি আধিদৈবিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত; কোথায় তাঁহারা জগৎ প্রতিপালন করিবেন না নিতান্ত উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও আত্মোদর পূরণেও অক্ষম,—তাঁহারা সেই বেদের সাহায্যে অপরের রক্ষা করিবেন কি, সেই হৃদয়ের পবিত্র হইতেও পবিত্রতর বেদ শূদ্র এবং ম্লেচ্ছের নিকট পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না—পক্ষান্তরে তাঁহারা যতই বেদবিক্রয়ী হইতেছেন, ততই তাঁহারা অবনত হইতেছেন, ততই শূদ্রাদি ও ম্লেচ্ছ জাতি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের উপর প্রভুশক্তি বিস্তার করিতেছে—কেবল তাহাই নহে, উৎকোচাদির দ্বারা তাঁহাদিগেরই সহায়তায় বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থের বিপরীতার্থ প্রতিপন্ন করিয়া শূদ্রাদি জাতি আপনাদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে এবং তাঁহাদিগেরই বংশধরগণ স্ববৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জগত পরিপালকের বংশধরের অবনত মস্তক হওয়া দূরে থাকুক, অনেকে

এখন গোস্বামীর গৌরবে ধরাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন. ম্লেচ্ছাদি সংস্পর্শ ঘটিলে যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ আপনাদিগকে অশুচি মনে করিয়া স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইতেন, আহারের সময় শূদ্র বা ম্লেচ্ছের মুখ সন্দর্শন ঘটিলে যাঁহাদিগের আহার্য্য অপবিত্র হইত, তাঁহাদেরই বংশধরগণ আজ ম্লেচ্ছের প্রসাদকে পবিত্রজ্ঞান করেন—অর্থশালী শূদ্র বা ম্লেচ্ছজাতির সহিত একাসনে উপবেশন করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন—জানি না ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-সন্তানদিগের অধঃপতনের চরমসীমা আর কতদূরে অবস্থিত। বলা বাহুল্য ইহা ব্রাহ্মণের আত্মবিস্মৃতির পরিণাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণের এই আত্মবিস্মৃতির ফলে সমাজের মধ্যে কি ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে—এবং সেই সামাজিক বিপ্লবের ফলে যে ভারতবর্ষের কিরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ জাতি স্বধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং পর-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়ায় আত্মরক্ষায় অক্ষমতা প্রযুক্ত ঘৃণিত শ্ববৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক দগ্ধোদর পূরণ করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিলে যেরূপ হস্তপদাদিরও ক্ষমতা বিনষ্ট হয়, সেই রূপ ব্রাহ্মণদিগের বিকৃতি বশতঃ ক্ষত্রিয়দিগের স্বধর্ম্ম প্রতিপালিত না হওয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব, দস্যুভীতি প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতবাসীদিগকে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। এখন ভারতবাসী ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধব্যবসায়ী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা বেতনগ্রাহী ভৃত্য অর্থাৎ শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী শ্ব-বৃত্তি পরায়ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব ঘটিবার ফলে বৈশ্যধর্ম্মও ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে—এক্ষণে ভারতীয় বৈশ্যগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধিকারী দালাল রূপে বিচরণ করিয়া ভারতবাসীর রুধির পান করিতেছে—যাহাদিগের দ্বারা ভারতীয় কৃষি এবং পশু রক্ষিত হইত, তাহারাই এখন বৈদেশিক শস্য-ব্যবসায়ী-দিগের ব্যবসায়ের সুবিধা করিবার দিবার নিমিত্ত ভূরি পরিমাণে শস্য বিদেশে প্রেরণ করিতেছে—এবং পশু রক্ষার পরিবর্ত্তে গোচর্ম্ম-ব্যবসায়ের দালালি কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় ভারতে গোহত্যা-বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ হইয়াছে। এদিকে শূদ্রগণ আপনাপন বৃত্তি-পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বিজত্ব লাভে অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় ভারতীয় শিল্পকার্য্য লুপ্তপ্রায় এবং তাহাদিগের সেবাবৃত্তি পর্য্যন্ত বৈদেশিকদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কণ্টকে কণ্টকিত। অতএব যদি এখনও আমাদিগের চৈতন্য না হয়—এখনও যদি আমরা আত্মরক্ষার দ্বারা সমগ্র হিন্দু সমাজ রক্ষায় সচেষ্ট না হই—তবে ভারতবর্ষ হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হইলেও আমাদিগেরই বংশধরগণকে আমাদিগের অপেক্ষা সহস্র গুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে—তাই বলিতেছি, ভাবী বংশধরগণের প্রতি যাঁহাদিগের বিন্দুমাত্র স্নেহ আছে, তাঁহারা একবার আপনাদিগের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া এখনও সাবধান হউন—এখনও পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত পথে অগ্রসর হউন।

অধুনা ভারতবর্ষে চাতুর্ব্বর্ণের নাম শ্রুতিগোচর হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব শিখা-সূত্র ধারণের উপর অবলম্বিত হয়।

তাহাও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অথবা উড়িষ্যাদি স্থানে বুঝিবার উপায় নাই; বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিলাসিতা বৃদ্ধি ও অত্যধিক শূদ্র ও ম্লেচ্ছ-সংসর্গ-বশতঃ পরিচ্ছদের পারিপাট্য হেতু উপবীত দেখিবার উপায় পর্য্যন্ত না থাকায় এবং অসভ্যতার বাপদেশে শিখা রক্ষিত না হওয়ায় কে যে ব্রাহ্মণ কে যে শূদ্র, তাহাও চিনিবার উপায় নাই—প্রকৃত প্রস্তাবে এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সেবাধর্ম্মাবলম্বী শূদ্র ব্যতীত আর কিছুই নহেন, তবে কেহ বা যবনের কেহ বা যজমানের সেবাপরায়ণ। সুতরাং ব্রাহ্মণ এক্ষণে শূদ্র-ভাবাপন্ন, সেই জন্য শূদ্রজাতির ন্যায় শিশ্নোদর-পরায়ণ হওয়ায় কামক্রোধলোভাদির বশবর্ত্তিতা-বশতঃ তাঁহারা এক্ষণে আপনাদিগের হৃদয়স্থ ব্রহ্মণ্য দেবের প্রতি সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হীন এবং তাই সেই পরম দেবতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াও "ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য"—কিন্তু পক্ষান্তরে গৌরব-বিশূন্য হওয়ায় তাঁহারা এখন সাধারণের বিদ্রূপ এবং অবজ্ঞার পাত্র। এই নিমিত্তই পূজ্যপাদ মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।" অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইয়া ব্রহ্মসূত্র গর্ব্বিত হন এরূপবিধ বিপ্রের মধ্যে তাহারা পশুশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। অতএব আবার যদি ভারতের কল্যাণ-সাধিত হয়, তবে, তাহা বর্ণাশ্রম-রক্ষক ব্রাহ্মণ জাতির পুনরভ্যুদয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। ইউরোপ প্রভৃতি স্থান ভারতবর্ষের তুলনায় অতি অর্ব্বাচীন হইতেই সভ্যতার মুখ-সন্দর্শন লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে ঐ সকল স্থানে অন্যপ্রকারে অর্থাৎ অর্থনীতি-মূলক ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই অনুকরণ হইতেছে—আর ব্রাহ্মণ যদি দারিদ্র্য-বশতঃ সেই ধর্ম্ম একেবারে বিনষ্ট করেন, তবে কালে তাঁহাদেরই বংশধরগণ যে একেবারে বর্ব্বর জাতিতে পরিণত হইবে—তাহার আর সন্দেহ নাই—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং বিনষ্টপ্রায় ব্রাহ্মণ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্রাহ্মণের চেষ্টা না হইলে, যাঁহাই যে বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ-বংশধর—ভৃগু, অঙ্গিরার ন্যায় কশ্যপ, বশিষ্ঠ ভরদ্বাজাদি পবিত্র ঋষির বংশধরগণ কোন একদিন সাঁওতাল জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভারতবাসীর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিধ্বস্তপ্রায় হইলেও এখনও ভারতবর্ষে ব্রহ্মণ্য-রক্ষণোপযোগী স্থান এবং দ্রব্যাদি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান আছে। এখনও কাশীগয়াবৃন্দাবনমথুরাপুরী প্রভৃতি তীর্থস্থান, কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কান্যকুব্জ, মিথিলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি বিদ্যাপীঠ ভারতবর্ষে পূর্ব্বের ন্যায় বিরাজ করিতেছে—বেদের অনেক শাখা অপ্রাপ্য অথবা দুষ্প্রাপ্য হইলেও শ্রুতি বা উপনিষদ্‌-ষড়্‌দর্শন, স্মৃতিসংহিতা, পুরাণেতিহাস বিলুপ্ত হয় নাই—এখনও আমাদিগের মধ্যে সকল-সর্ব্ব-শাস্ত্রবিদ্ মহামহোপাধ্যায় বহু অধ্যাপক বিদ্যমান্ আছেন—ব্রাহ্মণ জাতির আচারব্যবহারগত ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্ব প্রতীয়মান হইলেও জন্মগত শূদ্রত্ব প্রাপ্তি এখনও ঘটে নাই—এবং এই পবিত্র কাশীধামেও চিরকাল সত্যযুগ বর্ত্তমান; পরন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে রাজা জমিদার এবং প্রচুর অর্থ-সম্পন্ন ধর্ম্মাত্মাও প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান আছেন—সুতরাং দেশ কাল পাত্র এবং দ্রব্য শক্তির সমবায়ে বিধ্বস্তপ্রায় ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করিলে

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবার ভগবানের আবির্ভাব হইবে—কেননা তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, যুগধর্ম্মানুসারেই যখন ধর্ম্মের উন্নতি অবনতি সংঘটিত হয় তখন, কলিযুগে ভারতবাসীর অধঃপতন কিছুতেই নিবারিত হইতে পারে না—এ অবস্থায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। তদুত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে, যুগধর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে রূপ উন্নতি বা অধঃপতন হয়, সেই যুগের অন্তর্যুগের ধর্ম্মানুসারেই আবার তাহা অধঃপতিত এবং উন্নত হইয়া থাকে। সত্যযুগে পূর্ণ কলিযুগের আবির্ভাব, কলির প্রভাবে বেণের ন্যায় রাজার রাজ্য প্রাপ্তি এবং সেই রাজ শক্তির দ্বারা বর্ণশঙ্কর জাতির উৎপত্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব কলিকালের অন্তর্যুগেও যে ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টায় সত্যের আবির্ভাব এবং সেই সত্যের প্রভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, ইহার প্রমাণ কি? বিশেষতঃ যখন মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে সত্যযুগ চিরবিরাজিত, তখন যুগধর্ম্মের প্রাধান্য এস্থানে হইতেই পারে না—কেবল কাশীবাসী ব্রাহ্মণগণ আত্মবিস্মৃত হওয়ায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিকৃতি প্রতীয়মান হইতেছে, এই মাত্র। সুতরাং যাঁহারা যুগধর্ম্মের ভ্রমে আপনারা হতাশ হইয়াছেন এবং তাহার উল্লেখে অপরকে হতাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ধারণার মূলে কোনও রূপ যুক্তি দেখা যায় না—তাহা হইলে ভগবানের "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথার কোনই সার্থকতা থাকিত না। অতএব এই কাশীধামে যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা বংশগত অথবা দেশগত স্বার্থ অথবা অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই মুক্তিক্ষেত্রে—যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক জীবই শিবস্বরূপ—যেখানে ভারতের প্রত্যেক স্থানের হিন্দু—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ অধিবাসীদিগের সমাজ অবস্থিত—সেই সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌম কাশীধামে–কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বৈষয়িক, কি পুরোহিত–সমস্ত ব্রাহ্মণ সংবলিত একটী ব্রাহ্মণ সভার প্রতিষ্ঠা হইলে, সেই সভার দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির জাতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বর্ণাশ্রমী সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং পরিশেষে একটা বিরাট সামাজিক শক্তির আবির্ভাবে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ পূর্ব্বক সেই শক্তির সাহায্যে ভারতে পুনরায় আর্য শাসন প্রবর্ত্তনের দ্বারা বিনষ্টপ্রায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন হইতে পারে— এবং তাহার ফলে দুর্ভিক্ষপাত, মহামারী প্রভৃতি আধিদৈবিক উৎপাত দূরীভূত হওয়ায় ভারতবাসী আবার পূর্ব্বকালের ন্যায় সুখ স্বচ্ছন্দ লাভের অধিকারী হইতে পারে। কারণ মহর্ষি বেদব্যাস বলি-

যাছেন " ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞানশক্তিঃ কৃতে যুগে। দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে ॥" অর্থাৎ ত্রেতায় মন্ত্রশক্তি, সত্যকালে জ্ঞান শক্তি, দ্বাপরে যুদ্ধ শক্তি এবং কলিকালে সংঘশক্তিই সমধিক কার্য্যকরী। সুতরাং এই অভ্রান্ত ঋষিবাক্যের উপর ভিত্তি এবং বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক যদি আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই তবে, আমাদিগের কৃতকার্য্যতা অবশ্যম্ভাবী।

বিশেষতঃ ধর্ম্ম সংশয় উপস্থিত হইলে সভাদির সাহায্যে তাহা নিরাকৃত করিতে ভগবান্ মনুও আদেশ করিয়াছেন "দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ। ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥" অর্থাৎ দশজন বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ গঠিত পরিষৎ অর্থাৎ সভা যে ধর্ম্মের নির্ণয় করিবেন তাহা অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান বিপ্লব সময়ে ভগবান্ মনুর মতানুযায়ী বেদান্ত ন্যায় স্মৃতি ব্যাকরণাদি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ কাশীবাসী ঋষিকল্প অধ্যাপকবর্গ প্রমুখ কাশীস্থ সমগ্র ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত সংগঠিত একটী সভার প্রতিষ্ঠা যে বিশেষ আবশ্যক এবং বিধি-সম্মত সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। এ স্থানে একথাও উল্লেখ আবশ্যক যে, অধুনা ভারতের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ জাতি আপনাদিগের অবনতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে পূর্ব্ব-গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উপায় বিধানার্থ ব্রাহ্মণ সভার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সুতরাং কাশীর ব্রাহ্মণ সভার সহিত যখন তাঁহারা মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন, তখন যে পরস্পরের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা ভারতে কালে একটী বিরাট ব্রহ্মণ্য শক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহা নিশ্চয়। অতএব এই ব্রাহ্মণ সভায় যে ব্রাহ্মণ মাত্রেই যোগদান করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে ভারতের সকল স্থানের, সকল সমাজের ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছেন—এই স্থানকে কেন্দ্র করিলে সমগ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ সমাজের তথ্য অবগত হইয়া কার্য্য করিতে পারা যাইবে। অতএব হে কাশীবাসী ব্রাহ্মণ সহোদরগণ! আসুন আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ বদ্ধ পরিকর হই। সত্য বটে আমরা অনেকেই ভ্রষ্ট—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছি—কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি কিছুতেই অপবিত্র হয় না—ঐ শুনুন ভগবান্ মনু মন্দ্র-গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করিতেছেন, "শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতে। হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে ॥" সত্য বটে, আমরা ঋষিদিগের বংশধর হইয়া—সাবিত্রী অথবা বাণী-পুত্রের বংশধর হইয়া সেই দয়াময়ী মাতা সাবিত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাহীন—বুদ্ধিহীন—সুতরাং জ্ঞানহীন

হওয়ার নীচবৃত্তি সমূহ অবলম্বন পূর্ব্বক এরূপ লাঞ্ছনা—এরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছি—কিন্তু তাহাতেও আমাদিগের বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্থাৎ আমাদিগের ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হয় নাই—ঐ শুনুন স্নেহময় সন্তানবৎসল ত্রিকালদর্শী ভগবান মনু আমাদিগের ভাবি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন "অবিদ্বো বা সবিদ্বো বা ন ব্রাহ্মণা বিচরণা। স্তেয়াদি দোষ লিপ্তা যে ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণোত্তমা॥" ঐ শুনুন ক্রিয়াযোগসারে ভগবান্ মনুর বাক্যের প্রতিধ্বনি হইতেছে "অনাচারা দ্বিজাঃ পূজ্যাঃ ন চ শূদ্রাঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ অভক্ষ্যভক্ষকাঃ গাবো লোকাঃ সুমতয়োপি চ।" ঐ শুনুন ইতিহাস সমুচ্চয় উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "কলৌ বিপ্রাঃ ভবিষ্যন্তি শিশ্নোদর পরায়ণাঃ। তেষবজ্ঞাঃ কর্ত্তব্যাঃ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ॥" ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষপাত করিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের হৃদয়ে ভেদজ্ঞান সম্ভবপর এবং বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে—কারণ ভেদজ্ঞান জনিত মলিন হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে পারে না—৮৪ লক্ষবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিবার পর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কঠোর তপস্যার ফলে. জীব ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম গ্রহণ করে—আত্মবিস্মৃতি বশতঃ সেই ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য পাছে কেহ পরিত্যাগ করে, তাই তাহার আত্ম চৈতন্য সম্পাদনার্থই শাস্ত্রকারগণ করুণাপরবশ হইয়াই এই সকল উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন. সুতরাং অবিদ্ব হউন, সবিদ্ব হউন, আচারবান হউন, আচারভ্রষ্ট হউন, সকলেই "ব্রাহ্মণাঃ ব্রাহ্মণোত্তমাঃ"—কারণ, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট-সদাচার-পালন পূর্ব্বক গুরু-নির্দ্দিষ্ট পথে ক্রিয়া করিলে তাঁহারাই আবার ঋষিকল্প হইতে পারেন। রত্নাকরের মহর্ষি বাল্মীকিত্ব-প্রাপ্তি তাহার জলন্ত উদাহরণ। অতএব আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া সেই সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে আমাদিগের পবিত্র সমাজের বহুদিবস ম্লেচ্ছ শূদ্র-সংসর্গে যে সকল আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে, সেই সকলকে দূরীকৃত করিয়া সমাজকে মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায়, পঙ্কমুক্ত সুবর্ণের ন্যায়, আবিল মুক্ত বহুমূল্য মাণিক্যের ন্যায় নির্ম্মল করি, তাহা হইলেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ উদ্ভাসিত হইয়া ভারতের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিবে—ভারতবাসী আবার আপনাদিগের উন্নতির পথ চিনিয়া লইবে—তখন আর জাতীয় মহা সমিতি করিয়া মানের কান্না কাঁদিতে হইবে না—আত্ম রক্ষায় অক্ষম—আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রতিপালনেও অনুপযুক্ত ভারতবাসীদিগকে স্বরাজের সুখ-স্বপ্ন মুখে প্রকাশ করিয়া লোক সমাজে বিদ্রূপ হইতে হইবেনা—তখন জাতীয় মহা সমিতি করিয়া অর্থব্যয় পুরঃসর যে সকল অধিকার প্রার্থিত হইয়াও উপেক্ষিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষাও অধিক অধিকার বিনা বাক্যব্যয়েই লব্ধ হইতে পারিবে—কেননা সভ্য জাতি বলেন প্রথমে উপযুক্ত হও, তাহার পর প্রাপ্তির ইচ্ছা কর—(First deserve then desire) সুতরাং তখন কেবল ভারত কেন, ত্রিজগত আমাদিগের স্বরাজ হইবে—চতুর্দ্দিকে আর্য্যশাসন প্রচলিত হইলে দেখিতে পাইবেন যে,

আপনারা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ন্যায় এই কলিযুগেও শাসন-দণ্ড ধারণ করিয়া এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা আমেরিকার সমস্ত অধিবাসীকে শাসন করিতেছেন—সকলেই আপনা-দিগকে গুরুর স্থানে অর্থাৎ সহস্রারে অধিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছে। বর্ত্তমান কালে শূদ্রগণ আর শূদ্র থাকিতে চায় না, এমন কি চির পতিত বর্ণসঙ্কর এবং নিতান্ত অস্প-শ্রীয় জাতিগণও কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য পদবীতে আরূঢ় হইতে অগ্রসর হইতে-ছেন—চণ্ডালগণও ব্রাহ্মণের সমকক্ষতা লাভ করিতে সাহসী হইয়াছে—আর ব্রাহ্মণগণ কি আপনাদের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করিবেন না? অতএব আসুন, আমরা ঋগ্বেদের সহিত সব স্বরে—বলি,

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

একখানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

———

৩৬। মুক্তিঃ সমার্পণাৎ।

সমর্পণ হইতে জীব বন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে।

৩৭। বিশিষ্টা পূজাযজনমিতরৎ।

পূজাই মুখ্য ইহা ব্যতীত অপর সকল অনুষ্ঠানকে যজন বলা হয়।

৩৮। ন তদর্পিতাত্মীয়ত্বমনৌচিত্যাৎ।

পদার্থ অর্পিত হইয়া যাইবার পর উহাতে আত্মবুদ্ধি করা নিষিদ্ধ।

৩৯। প্রসাদেন নিষ্কল্মষত্বশান্তত্বম্।

প্রসাদ গ্রহণ করিলে জীব পাপমুক্ত হইয়া থাকে এবং শান্তি প্রাপ্ত হয়।

৪০। সর্ব্বত্র ফলৈক্যভাব মুখ্যত্বাৎ।

ভাব প্রধান হওয়ায় সকল প্রকার অর্পণের একই ফল।

৪১। নিমিত্তসঙ্গগুণানপেক্ষাকৃতাশ্চত্বারোপরাধাঃ।

নিমিত্ত, সঙ্গ, গুণ এবং অনপেক্ষা এই চারি প্রকার অপরাধ হইয়া থাকে।

৪২। বিগ্রহ গুরুপ্রসাদেষু ভৌতিক লৌকিক ভোগ-ভাবাদব-পতনম্।

বিগ্রহে ভৌতিক (প্রস্তরাদি জড় পদার্থ) বুদ্ধি গুরুতে লৌকিক (মনুষ্য) বুদ্ধি এবং প্রসাদে ভোগ (খাদ্য) বুদ্ধির দ্বারা অবনতি হইয়া থাকে।

৪৩। মুখ্যান্যেতানি সহায়কত্বাৎ।

এই সকল মুক্তি পথে অগ্রসর হইবার সহায়ক বলিয়া মুখ্য।

৪৪। দিব্যভাববিকাশশ্চোন্নতি নির্দ্দেশকঃ।

দিব্যভাবসকলের বিকাশের দ্বারাই অগ্রসর হওয়া জানা যায়।

৪৫। পূজাদিষু রতিরিতি পারাশর্য্যঃ।

মহর্ষি বেদব্যাসের মতে পূজাদিতে সাধকের রতি অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে সাধক ভক্তি পথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

৪৬। কথাদিষ্বিতি গর্গঃ।

মহর্ষি গর্গের মতে সাধকের কথাদিতে (ভগবৎ প্রসঙ্গে) রতি হইলে সে ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

৪৭। আত্মরতাববিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ।

মহর্ষি শাণ্ডিল্যের মতে যদি সাধক আত্মবর্দ্ধক বিষয় সমূহে রত থাকে, তবে সে ভক্তি পথে অগ্রসর হয়।

৪৮। মহিমাখ্যান ইতি ভরদ্বাজঃ।

মহর্ষি ভরদ্বাজের মতে মহিমা প্রচারে রতি হইলে সাধক ভক্তি পথে অগ্রসর হয়।

৪৯। জগৎ সেবা প্রবৃত্তাবিতি বসিষ্ঠঃ।

মহর্ষি বসিষ্ঠের মতে জগৎ সেবা প্রবৃত্তি হইলে সাধক ভক্তি পথে অগ্রসর হয়।

৫০। তদর্পিতাখিলাচরণ ইতি কশ্যপঃ।

মহর্ষি কশ্যপের মতে যখন আপনার কর্ম্ম সমূহ অর্পণ করিতে থাকে তখন সাধক ভক্তি পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

৫১। তদবিস্মরণাদেব ব্যাকুলতাস্বাবিতি নারদঃ।

দেবর্ষি নারদের মতে যখন সাধক ভগবানকে বিস্মরণ হইলেই ব্যাকুল হইতে থাকে তখন হইতেই সাধক ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকে।

৫২ । মহাত্ম্যজ্ঞান সাপেক্ষম্।

সকল অবস্থাতে মাহাত্ম্যজ্ঞান থাকিবার আবশ্যকতা আছে ।

৫৩ । তদভাবে জারবৎ ।

মাহাত্ম্যজ্ঞান ব্যতীত জারের প্রীতিবৎ অনুরাগ হইয়া থাকে ।

৫৪ । তৎসম্বন্ধেহনবপাতনম্ ।

সেই মাহাত্ম্যজ্ঞান হইলে আর কখনও পতন হয় না ।

ইতি ভক্তি দর্পণে উৎপত্তি পাদঃ ।

জ্ঞান যোগ এবং কর্ম্ম যোগ ।

(শ্রীস্বামী বিবেকানন্দজী লিখিত হিন্দি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ ।)

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছে । অনেক বৎসর হইতে প্লেগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব বিপত্তি সমূহ সহ্য করিতে করিতে ভারতবর্ষের প্রজা এসময়ে মানুষী বিপত্তি সমূহের উগ্রভরতার ভোগ করিতেছে । এরূপ ঘোর সঙ্কট সময়ে ধৈর্য্য রক্ষা করা এবং সেই ধৈর্য্য দ্বারা আপনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য । কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, এই উভয়ের মধ্য হইতে কর্ত্তব্যের নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যথার্থ ধৃতি শূন্য মনুষ্যের বুদ্ধি কিছু কাল পর্য্যন্ত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া থাকে, ঐ অবস্থাকে ধর্ম্ম সঙ্কট নাম দেওয়া যাইতে পারে । সকল ধর্ম্মের পিতৃস্বরূপ সনাতন ধর্ম্মানুসারে মনুষ্যের স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে । সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী অজ্ঞান বশে ধর্ম্ম সঙ্কটকে ধর্ম্ম সঙ্কট বলিয়া বুঝিতে না পারুক কিন্তু তাহারা সদা সর্ব্বদা ধর্ম্মসঙ্কট প্রাপ্ত হইতেছে । দেশকাল পাত্রানুসারে ধর্ম্মসঙ্কটের মধ্যেও ছোট বড় হইয়া থাকে । ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ধর্ম্ম সঙ্কট মহান ধর্ম্ম সংকট ইহাতে সন্দেহ নাই । এই ধর্ম্ম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হওয়া বিদ্যাবল ধন ধর্ম্মাদি শূন্য ভারতবাসীদিগের পক্ষে কেবল কষ্ট সাধ্য নহে, পরন্তু এক প্রকার অসম্ভব । অর্জ্জুনের ন্যায় বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান, বীর এবং ভক্ত ধর্ম্ম সঙ্কটে পড়িয়া অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ।

তিনি যখন রণক্ষেত্রে যুদ্ধের নিমিত্ত সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াও যুদ্ধ না করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন বিদ্যাবলধনধর্ম্মহীন, দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ, ঐক্যরহিত ক্ষুদ্র ভারতবাসী এসময় অকর্ত্তব্যকে যে কর্ত্তব্য মনে করিবে তাহা বিশেষ অসম্ভব নহে। অতএব যে গীতার উপদেশ দ্বারা অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানবিশিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই গীতার সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ বর্ণন করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় কর্ম্মযোগে ভারতবর্ষের প্রজাকে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত আমি এই প্রবন্ধে চেষ্টা করিব।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে পাঠকদিগকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত যে, যেরূপ রোগী আপনার রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ থাকায় ঔষধ নির্ণয় এবং পথ্য নির্ণয় পক্ষেও অক্ষম হইয়া থাকে, সেই রূপ ভবরোগ দ্বারা রুগ্নজীবও আপন প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং অধিকারের নির্ণয় করিবার পক্ষে অক্ষমতা প্রযুক্ত যে সাধন দ্বারা উহাদিগের মুক্তি হইতে পারে, তাহার নির্ণয় এবং সাধনের নিয়ম সমূহের নির্ণয় করিবার পক্ষে অসমর্থ হয়। এই নিমিত্ত যেরূপ রোগী চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই রূপ ভবরোগগ্রস্ত রোগীকেও শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্ম্মযোগ অথবা জ্ঞানযোগের সাধন করা উচিত।

জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ এই উভয় মার্গের অবলম্বন করিয়া যাত্রাকারী যাত্রীদিগের একই শেষ গন্তব্য স্থান। শ্রীভগবান এইরূপ গীতায় আজ্ঞা করিয়াছেন:—

সংখ্যযোগ পৃথক্ বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক্ উভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
ফলং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগকে বালকেরা ভেদভাবে বর্ণনা করে; তত্ত্ববেত্তা পুরুষের এরূপ বর্ণনা করেন নাই। এই উভয় যোগের মধ্য হইতে একটীর অবলম্বন করিলেও উভয়ের অন্তিম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানযোগী যে স্থান প্রাপ্ত হন, কর্ম্মযোগীও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগকে যে একরূপ দেখে সেই ব্যক্তিই দর্শনকারী। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে জ্ঞানযোগ সাধনকারী এবং কর্ম্মযোগ সাধনকারী উভয়েই মুক্ত হইয়া থাকে। যদিও এই উভয় যোগের সাধকদিগের মুক্তিলাভ পক্ষে কোন সন্দেহ নাই তথাপি এই উভয় যোগের সাধন প্রণালীর ভেদ এবং সরলতা কঠিনতা রূপ ভেদ অবশ্যই আছে।

অন্যান্য জীবের ধর্ম্মানুকূল ইহলৌকিক সুখ প্রাপ্ত করাইবার জন্য দেশ কাল পাত্রানুসারে নিষ্কাম ভাবে পুরুষার্থ করাকে পরোপকার বলে এবং অন্য জীব সমূহকে ধর্ম্মানুকূল পারলৌকিক সুখ এবং মুক্তিদান করাইবার নিমিত্ত দেশকাল পাত্রানুসারে নিষ্কাম ভাবে পুরু-

থাকে পরমো কারণে [illegible] যে ব্যক্তি উক্ত পরোপকার এবং পরমোপকারের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও লক্ষ্য না রাখিয়া [illegible] মুখ্যতঃ জ্ঞান সাধন করিতে করিতে মুক্ত-পদে উপস্থিত হইয়া থাকেন তাঁহাকে জ্ঞানযোগী বলা যায় এবং যে ব্যক্তি পরোপকার এবং পরমোপকার সাধনে রত থাকিয়া সংসারে থাকিতে থাকিতে মুখ্যতঃ কর্ম্ম সাধন দ্বারা ক্রমশঃ মুক্ত হন সেই ব্যক্তি কর্ম্মযোগী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ—

প্রেরিত পত্র।*

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি ধর্ম্মজগতে অধঃপতিত। তাহাদের পুনরভ্যুত্থান জন্য সৎ পুরুষার্থের প্রয়োজন জ্ঞানে সুসময়ে প্রতিষ্ঠিত শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল তৎসংগ্রহার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দেশের দুর্দ্দিনগ্রস্ত আর্য্যজাতির ধর্ম্মোন্নতি জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে আবশ্যকমতে বিভক্ত করিয়া মণ্ডলস্থ প্রান্তীয় কার্য্যালয় স্থাপন করিতেছেন এবং সৎবিদ্যা বিস্তার, শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ, ধর্ম্মালয় সংস্কার, শাস্ত্র প্রচার ও ছাপাই, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এবম্বিধ জনসাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রত্যেক আর্য্য সন্তান যোগদান করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে তৎপর হন সে বিষয়ে সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত ভাব ভিন্নরূপ। পূর্ব্বকালের মনীষিগণ সমস্ত কার্য্যেই আধ্যাত্মিক ভাব অবলোকন করিতেন। এবং সেই রূপেই সাধারণের উপযোগী করিতেন। যেহেতু এই জাতি কোন প্রকার উন্নতির দিকে অগ্রসর হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত ভাব সম্পন্ন হইতে হইবে; অন্যথা, প্রকৃত পথ হইতে ভ্রমাত্মক পথে বিচরণশীল জানিতে হইবে। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য মহামণ্ডল ইচ্ছা করেন যে ভারতবাসীর যে কিছু কার্য্য তাহা ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাদের প্রকৃত সত্য পথ উদ্ঘাটন করিয়া দেয়।

এই মহদুদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে বর্ত্তমান সময়ে ভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা গুলিকে মহামণ্ডল তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া যাহাতে আর্য্যজাতির অভ্যুত্থানের সহায় হয় তজ্জন্য কয়েকটী নিয়মের সৃষ্টি করিয়াছেন। পত্রিকা গুলি কথিত নিয়মাদি পালন করিয়া মহামণ্ডলের যথাশক্তি সাহায্য করিবেন এবং আশা করা যায় যে, তাঁহারা মহামণ্ডলের উদ্দেশ্যের স্বরূপ অনুধাবন করিয়া ইহার এক একটী অভিন্ন অঙ্গ জ্ঞান করেন।

নিয়ম।

১। ধর্ম্মজগতে আর্য্যজাতির পুনরভ্যুত্থাপনপক্ষে সমস্ত সৎকার্য্য গ্রহণীয়। একন্য ভারতবর্ষে যে কোন ভাষায় প্রচারিত আর্য্য-ধর্ম্মমত-পক্ষপাতী সাময়িক মাসিক

* ইহা কমিটীতে বিচার হইবার জন্য একজন সহায়ক সভ্য দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে।

ও পাক্ষিক পত্রিকা গুলি ([illegible]) [illegible] ধর্ম্ম মণ্ডলের সহিত সংযুক্ত বা সম্বদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ পত্রিকা গুলি আংশিক ভাবে মহামণ্ডলেরই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছেন। অতএব আশা করা যায় প্রত্যেক পত্রিকা আপত্তি উত্থাপন না করিয়া মহামণ্ডলের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া সঙ্ঘ শক্তির বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হইবেন।

২। মহামণ্ডলের সহিত সম্বদ্ধ হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে পত্রিকাকে তাহা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিতে হইবে অর্থাৎ মহামণ্ডল এবং পত্রিকা একই উদ্দেশ্যে আর্য্য জাতির সেবা করিতেছে ইহাই বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হইবে।

৩। সম্বদ্ধ হইলে পত্রিকা, ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনার জন্য,তাহার প্রতি সংখ্যার প্রয়োজনানুসারে কয়েক পৃষ্ঠা রাখিবেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সময়োপযোগী শ্রুতিস্মৃতিসম্মত, ধারাবাহিক, এবং নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে কোন সংস্কার কার্য্য মহামণ্ডল কর্তৃক গৃহীত হইলে তাহাও প্রচার করিতে হইবে।

৪। "শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল রহস্য" নামক গ্রন্থে ভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীদের সহিত মৈত্রীস্থাপনের বিধান থাকায় কোন পত্রিকা কোন সম্প্রদায়ের রূঢ় সমালোচনা করিতে পারিবেন না। পরন্তু তাঁহাদের সহিত যাহাতে সৌহার্দ্দ্য জন্মে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং কালে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম জগতের উন্নতির ক্রমিক পর্য্যায়ে সনাতন ধর্ম্মের শ্রিতৃত্ব প্রতিভাত হওয়া অনিবার্য্য জানিয়া, কার্য্য করিতে হইবে।

৫। সম্বদ্ধ হইলে "ধর্ম্মপ্রচারক," "নিগমাগমচন্দ্রিকা," "মহামণ্ডল সমাচার" এবং ভবিষ্যতে ভিন্ন ভাষায় প্রচারিত অন্য নামধেয় মহামণ্ডলের মুখপত্রের সহিত পত্রিকার বিনিময় হইবে ও আদান প্রদান সংবাদাদি সম্বন্ধেও কার্য্যকরী হইবে।

৬। শ্রীভগবানের কৃপাপূর্ণ ঈক্ষণ জগতের [illegible] সম্পন্ন হয়। তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছায় সুসময়ে প্রতিষ্ঠিত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্য, ক্রিয়া, দ্রব্য ও জ্ঞান শক্তির প্রভাবে যথা পূর্ব্বভাগে উল্লিখিত হইল, সম্বদ্ধ পত্রিকার সহিত সম্পর্ক ভিন্নরূপ ধারণ করিবে। বর্ত্তমান সময় মহামণ্ডল উক্ত ত্রিশক্তির সমাবেশ পত্রিকায় বিবেচনা করেন এবং ইচ্ছা করেন তদ্বারা মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য প্রচার করিবেন; জন সাধারণ যাহাতে মহামণ্ডলকে আর্য্য জাতির পুনরভ্যুত্থানের কেন্দ্রস্বরূপ জানিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবেন; মহামণ্ডল সম্পর্কীয় প্রকাশোপযোগী

সংবাদাদি, বর্ষ সমালোচনা এবং তাহার কার্য্যাদি সমালোচনা করিয়া সাধারণের হৃদয়ে মহামণ্ডলের উৎকর্ষ সাধনে প্রযাস পাইবেন।

৭। মহামণ্ডল প্রতিদানস্বরূপ সম্বন্ধ পত্রিকাকে কিছুই দিতে পারিবেন না; কিন্তু অঙ্গ স্বরূপ জানিয়া সহায়ক জ্ঞান করিবেন। অর্থ সাহায্য কোন পত্রিকাকে মহামণ্ডল করিতে পারিবেন না। যেহেতু পত্রিকার স্থায়িত্ব তাহার গ্রাহকবর্গের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মোন্নতিকর কোন সংকার্য্য যদি অর্থ সাহায্য সাপেক্ষ হয় তবে, তাহা তদ্দেশীয় (পত্রিকার দেশীয়) প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের (Executive Committee) দ্বারা অনুমোদিত এবং মহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সমিতি দ্বারা গৃহীত হইলে মহামণ্ডল তাহা সম্পাদনে যথা সম্ভব যত্ন করিবেন।

৮। প্রত্যেক সম্বন্ধ পত্রিকার সম্পাদক সহায়ক সভ্য বলিয়া অভিহিত হইবেন। সহায়ক সভ্যদের যে কিছু সুবিধা এবং কার্য্য মহামণ্ডলের নিয়মাধীন আছে, তাহা সমস্তই ভোগ করিবেন। প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের (Executive Committee) অধিবেশনের দিন উপস্থিত থাকিয়া যথানিয়মে কার্য্যাদি করিবেন। শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের বার্ষিক মহাধিবেশনে উপস্থিত হইয়া কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার উন্নতি সাধনে প্রয়াস পাইবেন।

৯। সম্বন্ধ পত্রিকার স্বাধীনতার উপর মহামণ্ডল হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং করিতে অনুমাত্রও ইচ্ছুক নহেন। যেহেতু পত্রিকার আয় ব্যয়, প্রবন্ধ প্রকাশ, ধর্ম্ম সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন মতামতের সহিত মহামণ্ডল কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। পরন্তু সৎ বিষয়ের সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে মহামণ্ডল সন্তুষ্ট হইয়া তাহা প্রদান করিবেন।

১০। শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত। এবং ভারতেশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত সপ্তম এডয়ার্ডের সংরক্ষণায় প্রতিষ্ঠিত। অতএব যে কোন পত্রিকা রাজদ্রোহ মূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিবেন, মহামণ্ডল তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। সম্বন্ধ হওয়ার পর যদি কোন পত্রিকায় এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তবে, উহা প্রকাশিত হইবার দিন হইতে মহামণ্ডল তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবেন। এবং সুবিধানুসারে প্রচলিত সংবাদ পত্রে, বা তাহার মুখপত্রে অথবা Government-এর সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া তাহা জ্ঞাপন করিবেন।

১১। কোন সম্বন্ধ পত্রিকা দ্বারা মহামণ্ডল উপকৃত হইয়াছেন জানিলে এবং তাহা কোন প্রকার পুরস্কার, প্রশংসা বা সম্মানের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে মহামণ্ডল তাহা প্রদান করিবেন।

১২। উক্ত পুরস্কার, প্রশংসা বা সম্মান তত্তৎ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে প্রদত্ত হইবে।

১৩। কোন সম্পাদক কোন মান পত্র পাইলে তাহা বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত হইবে। মানপত্র তাঁহার জীবিত কালের জন্য স্থায়ী হইবে। পুরস্কার্থের অসদ্ব্যবহার হইলে তাহা

প্রত্যাহার করা যাইবে। মতামত জন্য বার্ষিক অধিবেশনে সভাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে।

১৪। উপরোক্ত নিয়মাদি প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তনের অধীন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র দত্ত।

বৃন্দাবনে ধর্ম্মসঙ্কট।

[সংপ্রতি বৃন্দাবনে স্মার্ত্ত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। উভয় পক্ষের মতামত যথাযথ ভাবে নিম্নে প্রকটিত হইল এবং আমরাও উভয় পক্ষের মীমাংসার নিমিত্ত কয়েকটী কথা প্রকাশ করিলাম। ধঃ প্রঃ সং।]

"মেরে বিচার" অর্থাৎ আমার বিচার। *

১। সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে এক স্বীকার করি।

২। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মই বেদ প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম্ম ইহা স্বীকার করি।

৩। বর্ণাশ্রমাচারীকে গৃহ্য সূত্র মূলক গার্হ আচার বলিয়া স্বীকার করি। ইহা অবিদ্যা বা কর্ম্মকাণ্ড শব্দ দ্বারা কথিত হয়- ইহাতে জ্ঞান বা ভক্তির অধিকার প্রাপ্তি স্বীকার করি।

ইহাকে সাক্ষাৎ রূপে মুক্তি বা শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করি না।

৪। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মকেই মুক্তি বা শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করি।

৫। শিখাসূত্র গায়ত্রী জপ এবং সন্ধ্যা বন্দনাকে গৌণ ধর্ম্ম সাধন বলিয়া স্বীকার করি।

কারণ পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ আদি শিখাসূত্র রাখিয়াও এবং গায়ত্রী জপ সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়াও শ্রীভগবদ্বিরোধী ছিল।

---

* হিন্দী হইতে বাঙ্গলায় অনূদিত। ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উক্তি। নিগমাগমচন্দ্রিকায় ইহা যথাযথ প্রকাশিত হইয়াছে।

এখনও অনেক শিখাসূত্রধারী, গায়ত্রী জপ কারী সন্ধ্যাবন্দনকারী শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণব দ্বেষী দেখা যায়। সুতরাং উহা শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে।

৬। মালা, ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক শঙ্খচক্রাদি মুদ্রা ধারণ এবং সাম্প্রদায়িক আচার্য্যদিগের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ আদি ভক্ত্যঙ্গ সমূহকে আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করি।

ইহা ব্যতীত কেবল শিখাসূত্র আদি হইতে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয় না ইহা স্বীকার করি।

৭। মালা, ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক মুদ্রা ধারণ এবং শ্রীমন্ত্ররাজাদি গ্রহণ, কর শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্তি করিলে বিনা শিখা সূত্র এবং সন্ধ্যাবন্দন দ্বারাও ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করি।

৮। যে ব্যক্তি কেবল শিখা সূত্র গায়ত্রী জপ বা সন্ধ্যাবন্দন কেই প্রধান মানিয়া তুলসী মালা ধারণ, ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক ও সাম্প্রদায়িক মন্ত্র গ্রহণকে অনাবশ্যক স্বীকার পূর্ব্বক উহা ত্যাগ করে অথবা না করে তাহাকে ভ্রান্ত এবং অকৃতার্থ স্বীকার করি।

৯। যে ব্যক্তি মালা তিলক ধারণ এবং শ্রীমন্ত্ররাজাদির দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবদারাধনা করে উহা ব্যতীত শিখা সূত্র গায়ত্রী জপ এবং সন্ধ্যাবন্দনারও কৃতার্থ স্বীকার করি।

১০। শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবদ্বেষী ত্রৈবর্ণিকগণ অপেক্ষা অত্রৈবর্ণিক বৈষ্ণবকে ভাগ্যবান বলিয়া স্বীকার করি।

১১। "ব্রহ্ম এবং জীব এক ইহাদিগের ভেদ কেবল মায়া কল্পিত মাত্র হয়" এই স্মার্ত্ত মতকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করি।

যদি স্মার্ত্ত মতও ঈশ্বর, চিৎ, অচিৎ প্রভৃতি তত্ত্বসমূহকে নিত্য সত্য স্বীকার করে এবং জগৎকে ঈশ্বরের মধ্যে অধ্যাস্ত ভ্রম না স্বীকার করে তবে উহাকে বেদানুমোদিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করি।

——০——

আমার এই সকল বিচারে যাঁহার সন্দেহ থাকে তিনি আমার নিকট হইতে তাহা নিবারণ করিতে পারেন। যাঁহার বিরোধ আছে তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি।

শ্রীমন্মাধবগৌড়েশ্বরাচার্য্য
মধুসূদন গোস্বামী।

———

আমার সিদ্ধান্ত।

হে ভারতবাসি হিন্দু আর্য্য-সন্তানগণ! এক্ষণে এই ভারতবর্ষের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলেই সুস্পষ্টরূপে অনুক্ষণ অনুভব করিতেছেন! এই দুর্দ্দিন সময়ে আমাদের সকলেরই তুচ্ছ গৃহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া এই উপস্থিত দুর্ভিক্ষাদি বিপদ সকলকে তাড়িত করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এই সময়ে ধর্ম্ম-কলহ বা সমাজ-কলহ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করা কোন বুদ্ধিমান বা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, কোন কোন মানব এই বিপদের সময়েও স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এই শ্রীবৃন্দাবনে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব নামে দুই সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া গৃহ বিবাদ উপস্থাপিত করিয়া, "বৈষ্ণব সমারোহ" নামক এক সভার অধিবেশন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কহিবার বা বলিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই অদূরদর্শী মনীষী লোককে বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিয়া সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের অপলাপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি একাংশ হিন্দুকে স্মার্ত্ত ও অপরাংশকে বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিতেছেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, যেন এই দুই দল স্বভাবতই ভিন্ন ও নিজে বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া সনাতন মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকে বৈষ্ণবের অমান্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, গায়ত্রী জপ কিছুই নহে, সন্ধ্যা বন্দনা কিছুই নহে, শিখা নহে, উপবীত ধারণ কিছুই নহে—ইত্যাদি ইত্যাদি, এই সকল অদ্ভুত কথা শুনিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। এই তত্ত্বের আবিষ্কারক পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্দেশ্য এই যে, "যেন তেন প্রকারেণ" এই লোক সমাজে একটা নাম জাহির হইলেই হইল। এইরূপ জঘন্য উপায়ে যাঁহারা নাম জাহির করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা স্বীয় পূর্ব্ব দোষের সুস্পষ্ট পরিচয়ই দিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি সেই পণ্ডিত মহাশয়টিকে কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

১। বিষ্ণু, গণেশ, অম্বিকা, শিব প্রভৃতি দেবতা সকলের মন্ত্র যে গ্রহণ করিতেই হইবে, এইরূপ কোন ব্যবস্থা কোন মন্বাদি সংহিতা শাস্ত্রে পাওয়া যায় কি না? আমার মতে কোন সংস্কার সংহিতাতেই এই দীক্ষা-সংস্কার গৃহীত হয় নাই। ইহা তন্ত্র শাস্ত্রেরই সর্ব্বস্ব ধন। এই তন্ত্র শাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে হিন্দুর জাতিয়তায় কোন হানিই হইতে পারে না। আর এই পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র হিন্দুর মৌলিক শাস্ত্র নহে। ইহা প্রাচীন শ্রৌত স্মৃতির পাদ পরিচর্য্যা করিয়া

সুধী-সমাজে গণিত হইয়াছে। কি দুঃখের বিষয় ইহার অর্থাৎ তন্ত্র পুরাণের আখ্যায়িকার মহিমাবাদ শ্রবণ করিয়া অল্প বুদ্ধি কোন কোন লোক এত মোহিত হয় যে আপনার মৌলিকত্ব পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। হিন্দু জাতির মধ্যে দ্বিজাতি সকলের গায়ত্রীই মৌলিকস্বরূপে উপাস্য। কারণ পুরাণাদিরূপ ধর্ম্ম ইতিহাস গায়ত্রীকেই মূল অবলম্বন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোন দেবতা বিশেষের উপাসনা কালেও গায়ত্রীকেই অবলম্বন করিতে হয়। গায়ত্রী ও প্রণব একই পদার্থ। ব্রাহ্মণাদির সাবিত্রী দীক্ষা হইলেই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম্মে অধিকার জন্মিয়া থাকে। কেহ বলিতে পারেন যুগল-মন্ত্র না হইলে রাধাকৃষ্ণের বা দেবী-মন্ত্র না লইলে শ্যামাসুন্দরীর পূজা করা হইতে পারে না। আমি বলি এইরূপ উপাসনা তাঁহাদের নিজের মনোমত উপাসনা, সুতরাং মনোমত লোক দ্বারাই হওয়া উচিত। উপনীত ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনাদি স্বচ্ছন্দেই করিতে পারেন এবং যাজ্ঞিক দীক্ষার অধিকারী হইতে পারেন। যদি দেবতা বিশেষের উপাসনা করিতে দেবতা বিশেষের মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য এক এক জন গুরুর নিকট কর্ণ পাতিতে হয়, তবে ত বড়ই হট্টগোল উপস্থিত। কারণ, এক দুর্গোৎসবে অগণ্য দেবতার উপাসনা করিতে হয়। তবে দুর্গোৎসব প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য দু দশ কাহন গুরু স্বীকার করিতে হয়। তবে দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কোন কার্য্য-সিদ্ধির জন্য কোন দেবতার সাক্ষাৎকার। যেমন ধ্রুবের বিষ্ণুর উপাসনা: ও অর্জ্জুনের মহাদেবের উপাসনা। যদি মন্ত্র গ্রহণ ব্রাত্যত্ব পরিহারের নিমিত্ত হয়, তবে তিনি বলুন শ্রীমদ্ভাগবতে বা রামায়ণে ও মহাভারতে বর্ণিত পুরুষ সকলের মন্ত্র গ্রহণ সংস্কার কেন বর্ণিত হয় নাই? পূর্ব্বকালে শ্রবণ গুরুই গুরু বলিয়া কথিত হইয়াছিলেন। ইদানীন্তন মন্ত্র গ্রহণ বলিয়া কোন সংস্কারের সাধ্য বস্তু প্রেমাদি জ্ঞানী সকলের উপদেশ দ্বারা লোক সকল প্রাপ্ত হইতেন। এই মন্ত্র ব্যবসায়টি এক্ষণে কতক গুলি ব্রাহ্মণের অনায়াস-সাধ্য ধনার্জ্জনের কৌশল স্বরূপ হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত লোক সমাজে আনীত করিয়া কাহারও মনোবেদনা প্রদান করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে যাঁহারা বিষ্ণ্বাদি দেবতার মন্ত্রগ্রহণরূপ দীক্ষা লইয়া মৌলিক গায়ত্রী উপাসনার প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন, সেই সকল অদ্ভুত লোকের জন্যই আমি এই অভিমতি প্রকাশ করিলাম।

২। প্রচলিত বৈষ্ণব সমাজ স্মৃতি শাস্ত্রানুমোদিত হিংসামূলক ধর্ম্মকে যদি নিন্দা করিয়া থাকেন, তবে তাদৃশ বৈষ্ণব সমাজকে বৌদ্ধ-দোষে দুষ্ট হইতে হয়। তাঁহারা হিংসা-মূলক ধর্ম্ম আচরণ না করেন তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু হিংসা-মূলক যাগাদি বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি আক্ষেপ করিলে ঐরূপ দোষে তাঁহারাও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক তাড়িত হইবেন। যদি স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইতে চাহেন, তবে তাঁহারা কোন পন্থী বিশেষ বলিয়া গণিত হইবেন। এ কথা বলা বাহুল্য যে গোস্বামি আচার্য্যবর্গ সকলেই স্মৃতি শাস্ত্রের সর্ব্বথা প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা স্মার্ত্ত বৈষ্ণব বলিয়া কোন বাস্তব ভেদ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

৩। বিষ্ণুমন্ত্র সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের নিকট গ্রহণ না করিলে বিষ্ণু সমীপে যাওয়া যায় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল স্বার্থপর লোকের উক্তি বলিয়াই জানিবেন। যেমন যীশুখ্রীষ্টের সার্টিফিকেট না লইলে ঈশ্বরের নিকট যাওয়া যায় না।

৪। যদি শ্রৌত স্মার্ত ধর্ম্ম আচরণ আসুরাচরণ হয় ও ভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য সাধন না হয়, তবে কি বাইবেল বা কোরাণোক্ত ধর্ম্মই ভগবৎ প্রাপ্তির সহায় হইবে? আমরা কেহ ভগবানকে দেখি নাই, অথবা যিনি দেখিয়াছেন তাঁহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। সেই অচিন্ত্য অতর্ক্য বস্তুকে প্রাপ্ত হইবার জন্য জনসমাজে সম্প্রদায় বিশেষে কয়েকটী শব্দমাত্র প্রচলিত আছে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে প্রণবকেই সেই ঈশ্বরবাচক শব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই প্রণবাত্মক গায়ত্রী জপ করিলেই যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুন; ভগবানই বলুন, আর ঈশ্বরই বলুন। বস্তু এক, সাধনপ্রণালীও এক, চরম গতি এক, গন্তব্য ক্ষেত্রও এক। কারণ সকল মানবেরই মূলপ্রকৃতি এক। তবে ধর্ম্মাচরণের উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা এই যে যাহা প্রাচীন তাহাই উৎকৃষ্ট যাহা আধুনিক তাহা নিকৃষ্ট। সুতরাং পক্ষপাত শূন্য গবেষণা করিলে জানা যায় যে, গায়ত্রী দ্বারা ভগবচ্চিন্তাই দ্বিজ সকলের মূল ধর্ম্ম, এবং শূদ্র সকলের দ্বিজাতি সেবা, স্ত্রী সকলের পতিসেবা। ইহাই ধর্ম্ম; হিন্দু শাস্ত্রের অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান ইহার শাখামাত্র। এই ধর্ম্মের ব্যতিক্রমকারী অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হয়েন। এই সনাতন-ধর্ম্ম-দ্বেষই অসুরের লক্ষণ। ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোপাখ্যান।

৫। এক্ষণে "ঘোরে বিচার" নামক পত্রিকাটির আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি। ঐক্য—১। ইহার প্রতিবাদ।—সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐকামত্য নাই, কারণ ইদানীন্তন সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই আপন আপন ইষ্টদেব ও ইষ্টবিগ্রহকে অপরাপর সম্প্রদায়ের ইষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ২।—ইদানীন্তন বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেদ প্রতিপাদিত হইতে পারে না, কারণ বৈষ্ণবেরা বৈদিক আচারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া নিজের মনোমত অভিনব আচারের প্রতিই দৃঢ় নির্ভর করেন। যদি দুরাগ্রহ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তবে কথঞ্চিৎ বৈদিক মতানুযায়ী হইলেও হইতে পারেন। কারণ বৈদিক ধর্ম্ম, স্থূলপ্রকৃতি লোক সকলের সর্ব্বথা অসাধ্য। ৩।৪।৫—গৃহ্য সূত্রোক্ত আচারই, হিন্দু আর্য্য সকলের আচার; ইহাই হিন্দু শাস্ত্র-কথিত মোক্ষ প্রাপ্তির সাধন আচার, তদ্ব্যতীত যে কোন আচার চৈতন্যসম্প্রদায়বৎ অমূলক। এই আচার কর্ম্মকাণ্ড

বলিয়া কথিত হইলেও সর্ব্বথা অপরিত্যাজ্য আদরের সামগ্রী, এই আচারের প্রতি কায়িক, বাচিক, মানসিক প্রভৃতি উপেক্ষা প্রকাশ করিলে অনাস্থা বলিয়া গণিত হইতে হয়। ইহা অবিদ্যা শব্দবাচ্য নহে। অবিদ্যা শব্দ বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ মাত্র। এতদতিরিক্ত কোন আচারই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত মুক্তি বা ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় নহে। অর্থাৎ এই কর্ম্মকাণ্ডই হিন্দুশাস্ত্র সম্মত ভগবৎ প্রাপ্তির সনাতন ও একমাত্র সাধন। ইহাই রাজাজ্ঞা। এই রাজাজ্ঞাকে গৌণ করিবার সামর্থ্য হিন্দুর নাই। অসুর সকল স্বভাবতই দেবতা বিশেষের প্রতি বিদ্বেষী, তাই বলিয়া তাহাদের আচরিত সন্ধ্যা বন্দনাদি অসুরাচরিত ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে অসুরেরা ভোজন করিয়াছিল, সুতরাং ভোজনটি আসুর ব্যবহার, অতএব পরিত্যাজ্য, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। গায়ত্রী জপকারী কোন দ্বিজাতিই বিষ্ণুদ্বেষ করেন না। বৈষ্ণবদ্বেষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্যক্তিগত বিবাদ। আধুনিক বৈষ্ণবেরা অগ্রে নিন্দা করিলেই মুখের মত জবাব প্রাপ্ত হয়েন; ঢিল মারিলেই পাটকেল খাইতে হয়। নিজের ঘরের লোকগুলিকে অগ্রে সাবধান করিলেই সব শান্ত হইবে। ৬।৭।৮।৯।১০।—সন্ধ্যাবন্দনাদিরূপ পাতিব্রত্যে দৃঢ় নিষ্ঠ থাকিলেই শঙ্খ চক্রাদি অলঙ্কার, নচেৎ বেশ্যার অলঙ্কারাদিবৎ জানিবেন। ১১।—ইহা বৈজ্ঞানিক বিচার্য্য, এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব মহান্ আচার্য্যগণ গভীর বিচার করিয়া গিয়াছেন। যদি কাহারও বিচার কণ্ডুয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে দার্শনিক পণ্ডিত সকলের সহিত সম্মুখ বাদার্থ করুন। আমি যাহা বলিলাম তাহাতে কাহারও যদি সন্দেহ থাকে, তবে আমি সম্মুখে বিচার করিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরাস করিতে প্রস্তুত আছি।

৬। অতএব হে পণ্ডিতবর্গ! আপনারা এই সকল উৎপাত ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া স্বকার্য্য সাধন করুন। সারল্য অবলম্বন করিলেই ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন। আমি যে আক্ষেপ প্রকাশ করিলাম ইহা নিতান্ত মনোবেদনার কারণবশেই জানিবেন। বৈষ্ণব আচরণ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আচরণ, ইহা আমি অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণও যথানিয়মে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং এ বিষয়ে কাহারও মতিভ্রম জন্মান উচিত নহে। ইতি।

দেবদ্বিজাশীর্ব্বাদ-প্রার্থী,

শ্রীরাজেন্দ্রলাল দেব-শর্ম্মা।

আমাদের মীমাংসা।

ইতি পূর্ব্বে বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় লিখিত "মেরে বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল দেবশর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত "আমার সিদ্ধান্ত" নামক প্রবন্ধ ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় প্রবন্ধ পাঠ করিলে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়গণ উক্ত দুই মহাশয়ের সম্মতির অবস্থা বিদিত হইবেন।

শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সর্ব্বজাতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা। সনাতন ধর্ম্মে যে সকল সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায় এবং পন্থ আছে ঐ সকলের নিমিত্ত শ্রীমহামণ্ডল একমাত্র অদ্বিতীয় প্রতিনিধি সভা। সুতরাং কোন ব্যক্তিগত বিবাদ অথবা কোন সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত অথবা কোন উপাসনা সম্বন্ধীয় মতভেদের পক্ষ সমর্থন করা মহামণ্ডলের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত নহে। সনাতন ধর্ম্মপন্থী বহুপুত্রবান পিতার সম্মুখে যে প্রকার সকল সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় এবং পন্থ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবার যোগ্য সেই প্রকার শ্রীমহামণ্ডলের সম্মুখে সকল সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় এবং পন্থের অধিকারিগণ কৃপা এবং সহায়তার যোগ্য। আমাদিগের এই মাসিক পত্র শ্রীমহামণ্ডলের কয়েক খানি মুখ পত্রের অন্যতম। সুতরাং আমাদিগের দৃষ্টিও একরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু বিবাদ কিছু বাড়িয়া যাইতেছে এই নিমিত্ত সকল পক্ষের সুবিধার নিমিত্ত এ সময় দুই চারি কথা বলা উচিত মনে করি।

পূর্ব্বোক্ত উপাসক সম্প্রদায়ের অধিকারীদিগের মধ্যে যদি কোন পক্ষপাত থাকে তবে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না বরং উহার নিমিত্ত লাভ আছে। যদি ঐরূপ পক্ষপাত না থাকে তবে বরং হানি হইবার সম্ভাবনা। যদি কোন বৈষ্ণব সাধক এরূপ ধারণা দৃঢ় করেন যে সৃষ্টিস্থিতিলয় কর্ত্তা উঁহার ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণু ভগবান সর্ব্বশক্তিমান এবং অপর সকল দেবদেবী সেই বিষ্ণু ভগবানের অংশ ভূত তবে ঐ ধারণা দৃঢ় হইলেই উক্ত সাধকের ক্রমোন্নতি হইবে এবং উক্ত সাধক ভগবৎপ্রাপ্তে অগ্রসর হইতে পারিবেন। যদি সেই বিষ্ণু উপাসক এরূপ শুদ্ধ ধারণার অধিকারী হইতে না পারেন এবং তিনি বিবেচনা করেন যে যেরূপ আমার ইষ্টদেব বিষ্ণু ভগবান্ সেইরূপই দ্বিতীয় শিব ভগবান হন ইত্যাদি। অথবা দ্বিতীয় দেবতাদিগের মধ্যেও তিনি যদি কিছু আশা রাখেন তবে সেই সাধক প্রথমতঃ আপনার ইষ্টদেবতারই নিন্দাস্বীকারন হইবেন এবং আপনার ইষ্টদেবের মধ্যে অসম্পূর্ণ শক্তির ধারণার দ্বারা ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইবেন না। এবং দ্বিতীয়তঃ উচ্চ সাধক উচ্চকক্ষার ভক্তির অধিকারী হইতে পারিবেন না। সুতরাং যদি কোন সাম্প্রদায়িক সাধক আপনার ইষ্টদেবকে প্রধান বিবেচনা করেন এবং দ্বিতীয় উপাসনাকে গৌণ এবং দ্বিতীয় দেবদেবী সকলকে লঘু শক্তি বিশিষ্ট মনে করেন তবে তাহা শাস্ত্রানুকূল, অধিকারানুকূল, যোগ্যানুকূল, এবং স্বধর্ম্মানুকূল বটে। এই প্রকারের সাম্প্রদায়িক মত ভেদ হওয়া প্রথম অবস্থায় অহিতকর নহে।

যদি কোন বিষ্ণু উপাসক শিব উপাসনাকে গৌণ বিবেচনা করেন, কোন শক্তিউপাসক বিষ্ণু উপাসনাকে গৌণ মনে করেন অথবা কোন সৌর্য্য উপাসক গণেশ উপাসনাকে গৌণ মনে করেন তবে উপাসনার প্রথম অবস্থা অথবা মধ্যাবস্থায় সুবিধার কথাই আছে অধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। তবে যখন সাধক পরা ভক্তির অধিকারী হইয়া যান তখন সেই উন্নত অবস্থায় "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" এই গীতোক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া পুনঃ সাধক ভেদ দৃষ্টি প্রাপ্ত হন না। এই অবস্থা পরমহংসের, সাধারণ অধিকারীর নহে।

উক্ত প্রণালী অনুসারে যদি কোন উপাসক উপাসনা বুদ্ধিতে দৃঢ় থাকিয়া কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে গৌণ বিবেচনা করেন অথবা কোন ভক্ত উপাসনা সম্বন্ধীয় সাধনকে প্রধান মনে করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সন্ধ্যোপাসনা গায়ত্রী জপাদিকে গৌণ বিবেচনা করেন অথবা জ্ঞান শাস্ত্রকে কিছু অহিত কর বিবেচনা করেন তবে তাহার তাদৃশ অনুচিত নহে। কিন্তু উপাসকের মধ্যে উপাসনা বুদ্ধি যতই দৃঢ় হউক উহার কদাপি বেদ, আগম, পুরাণ এবং স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পূজ্যপাদ মহর্ষিদিগের অথবা বৈদিক অধিকারীর নিন্দা করা উচিত নহে। কর্ম্ম উপাসনা জ্ঞান উপাসনা এবং দানাদি যে সকল ধর্ম্ম আছে ঐ সকল বেদমূলক। বেদ দ্রষ্টা এবং প্রকাশকই পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ। এবং পুরাণ এবং স্মৃত্যাদি শাস্ত্র বেদানুকূল এই নিমিত্ত উহাদের নিন্দা করিলে উপাসককে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যদি আপনার ইষ্টকে উপাসক সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বিবেচনা করেন তবে তাঁহার ব্রহ্মরূপী বেদ এবং তাঁহার অধ্যাত্ম বিভূতিরূপী পূজ্য পাদ মহর্ষিগণের নিন্দা করিলে উপাসকের অধোগতি হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

যদি বৈষ্ণব, শৈব, শাক্তাদি সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি এরূপ বলেন যে বেদে যখন আমার কথা মিলিতেছেনা তখন আমি কেন মানিব। ইহার সহজ সমাধান এই যে এই কল্পে ১১৮০ সংহিতা, ১১৮০ ব্রাহ্মণ এবং ১১৮০ উপনিষদ ছিল ঐ সকলের মধ্যে এসময় কেবল ৭সংহিতা ২২ব্রাহ্মণ এবং ১০৮উপনিষদ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট সমস্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যখন অনেক অল্প অংশই উপলব্ধ হইয়া থাকে তখন এসকল উপাসক এরূপ শঙ্কা কিরূপে করিতে পারেন।

যে প্রকার উপাসক সম্প্রদায়ের লোকে যদি আগম এবং বেদ, সম্মত শাস্ত্রকে নিন্দা করেন তবে তাঁহাকে প্রত্যবায়ী হইতে হয়, সেই প্রকার যদি স্মৃতি শাস্ত্রকে প্রধান স্বীকারকারী স্মার্ত্ত কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তি পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন অথবা পঞ্চ উপাস্য দেবতার নিন্দা করেন তবে ঐ ব্যক্তিও অবশ্য প্রত্যবায়ী হইবেন। বিষ্ণু সূর্য্য শক্তি গণপতি এবং শিব ইঁহাদের উপাসনা বেদ সম্মত। এই পঞ্চদেবতা আপন আপন উপাসক সম্প্রদায়দিগের নিমিত্ত ব্রহ্ম স্বরূপ। এই পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়দিগের মধ্যে অধিকার ভেদের তারতম্য থাকা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু এই পাঁচ উপাস্য দেব ব্রহ্ম ঐক্যে লক্ষিত হন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; শ্রীআদিত্যগীতা, শ্রীদেবীগীতা, শ্রীশং-

গণেশগীতা এবং শ্রীশিবগীতা এই পাঁচ খানি গীতা পাঠ করিলে এবং উক্ত পঞ্চ দেবতার সংশ্র ধ্যান পাঠ করিলে এরূপ স্মার্ত্ত কর্ম্মকাণ্ড পক্ষপাতী মহাশয়দিগের সন্দেহ দূর হইতে পারে। বেদ প্রতিপাদ্য স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্র পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতিপাদক।

সনাতন ধর্ম্ম সর্ব্বজীব হিতকর, শ্রীভগবানের ন্যায় উদার এবং সর্ব্ব ব্যাপক। জ্ঞানের সকল অবস্থাই ইহার অন্তর্গত। পদার্থ বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তের ব্রহ্ম সদ্ভাব পর্য্যন্ত ইহার অঙ্গ। নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, কাম্য কর্ম্ম, অধ্যাত্ম, আধিদৈব, আধি-ভূত কর্ম্ম, সকাম এবং নিষ্কাম সকলই ইহার কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত এবং উপাসনা বিষয়ে মন্ত্রযোগ অধিকার, হঠযোগ অধিকার, লয়যোগ অধিকার, রাজযোগ অধিকার এবং উহাদি-গের স্থূলধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান, বিন্দুধ্যান এবং ব্রহ্মধ্যান প্রণালী হইতে ইহার মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যোগ পদ্ধতি আছে। উক্ত উপাসনা কাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষদ্ কথিত নির্গুণ উপা-সনা ভগবদ্গীতা আদি গীতা দেবীগীতা গণেশগীতা এবং শিব গীতা কথিত পঞ্চ সগুণ ব্রহ্মোপাসনা এবং অবতার উপাসনা সকলই প্রাপ্য। ঐসকল উপাসনা কাণ্ডে ঋষি দেবতা পিতৃ পূজনের বিধি নিহিত আছে। এবং ঐসকলের মধ্যে নিম্নকোটির অধিকারীদিগের নিমিত্ত ভূত প্রেতাদি উপাসনার পর্য্যন্ত রহস্য পাওয়া যায়। এরূপ পরমোদার সনাতন ধর্ম্মের যিনি উচ্চ কোটির হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহার কদাপি ক্ষুদ্র কার্য্য সমূহে অধিকার বিরোধের মধ্যে আপনার বহুমূল্য সময় নষ্ট করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি আচার্য্য পদবী লইবার ইচ্ছা করেন তিনি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পিতৃ স্থানীয়। যদি তিনি বালকের ন্যায় ক্ষুদ্র কোনো কালক্ষেপ করেন তবে দূরদর্শী ব্যক্তিদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইবেন। শ্রেষ্ঠ অধিকারীদিগের মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের নিম্ন লিখিত বচনের উপর মনোযোগ দেওয়া সর্ব্বথা উচিত;—

ধর্ম্ম যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মো কুধর্ম্ম তৎ অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো মুনিপুঙ্গব॥ সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥

সনাতনধর্ম্ম ডেপুটেশন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের নেতাগণের সম্মতি ক্রমে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষ হইতে এক ডেপুটেশন শ্রীভারত সম্রাটের প্রতিনিধি মাননীয় বড় লাট মহোদয়ের সমীপে গত ১৯০৮ সালের ১০ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে (থ্রোন রুম) রাজদরবারের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত ডেপুটেশনে সমস্ত ভারতবর্ষের গণ্যমান্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাজা মহারাজা আচার্য্য এবং বিদ্বান্ নিম্নলিখিত ৪২ জন মহাশয় সভ্যরূপে

উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(১) শ্রীমান্ মহারাজা সর রমেশ্বর সিং বাহাদুর কে, সি, আই, ই, দারভঙ্গাধিপতি প্রধান সভাপতি শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল। (২) প্রতিনিধি শ্রীমজ্জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য শৃঙ্গেরী মঠ (মান্দ্রাজ)। (৩) প্রতিনিধি শ্রীমজ্জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য গোবর্দ্ধন মঠ (পুরী)। (৪) প্রতিনিধি শ্রীগোস্বামী জী মহারাজ তিকেত নাথ দ্বারা। (৫) প্রতিনিধি মহান্ত, গয়া। (৬) প্রতিনিধি রাজকিশনগড়, শ্রীমান্ মহারাজ রঘুনাথ সিংহ, পিতৃব্য মহারাজা বাহাদুর, কিশনগড়। (৭) প্রতিনিধি রাজ শৈলান—শ্রীমান্ মহারাজা ছত্র সিংহ জী ভ্রাতা মহারাজা বাহাদুর শৈলানা। (৮) প্রতিনিধি রাজ জম্বু ও কাশ্মীর। (৯) প্রতিনিধি রাজ আলোয়ার। (১০) প্রতিনিধি রাজ রীমা শ্রীমান্ ঠাকুর জীবন সিংহ জী। (১১) প্রতিনিধি রাজ ওচ্ছা। (১২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীমান্ পং শিবকুমার শাস্ত্রী। (১৩) মহামহোপাধ্যায় শ্রীমান্ পং চিত্রধর মিশ্র, মিথিলা। (১৪) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পং রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন নদীয়া। (১৫) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পং কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী। (১৬) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পং শিবরাম সার্ব্বভৌম, ভট্টপল্লী। [১৭] রাও নেপাল সিং ঠাকুর সাহেব, খরওয়া [রাজপুতানা। [১৮] রাজা বলবন্ত সিংহ সি, আই, ই, আওয়াগড় যুক্তপ্রদেশ সভাপতি কর্ত্রী মহাসভা। [১৯] শ্রীযুক্ত মহারাজা কাশিম বাজার। [২০] রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই, উত্তরপাড়া। [২১] রাজা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর, বালেশ্বর [২২] অনারেবল মুন্সী মাধব লাল, কাশী। [২৩] অনারেবল মিঃ জি, এন, চিট নবিশ, নাগপুর। [২৪] বাবু লক্ষ্মণ প্রসাদ সিংহ, মধুবন। [২৫] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য। [২৬] রায় রামশরণ দাস, লাহোর। (২৭) রায় বাহাদুর রাধা কিশন জী রইস, পাটনা। (২৮) রায় বাহাদুর হরিচাঁদজী, মুলতান। (২৯) রায় সর্দ্দার বুটা সিংহ জী, রাউলপিণ্ডী। (৩০) চেটিয়ার সমাজের প্রতিনিধি এম, আর, নগলিঙ্গম্ মুদলিয়র, মান্দ্রাজ। (৩১) বাবু রামপ্রসাদ চৌধুরী কাশী। (৩২) মুন্সী প্রয়াগ নারায়ণ প্রোপ্রাইটার নওল কিশোর প্রেস লক্ষ্ণৌ। [৩৩) রায় হরিরাম গোয়েন্‌কা বাহাদুর, কলিকাতা। (৩৪) রায় শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা বাহাদুর, কলিকাতা। (৩৫) শেঠ গোলাপরায় পোদ্দার কলিকাতা। (৩৬) কুমার শ্রীযুক্ত ক্ষীতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, রাজ বাঁশবেড়িয়া। (৩৭) চৌধুরী রামগোপাল সিংহ ভূমিহার ব্রাহ্মণ সভা। (৩৮)

কুমার দানপাল সিংহ। ৩৯) শেঠ তুলীচাঁদ, কলিকাতা। (৪০) পণ্ডিত গোবিন্দ সহায় প্রোপ্রাইটার আখ্‌বারি আম্, লাহোর। (৪১) শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য। (৪২) রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী, প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল।

দরবারের মধ্য গৃহে শ্রীযুক্ত বড় লাট মহোদয়ের আগমন নিমিত্ত পথ রাখা হইয়াছিল এবং উহার দুই দিকে মেম্বর দিগের নিমিত্ত চৌকী রাখা হইয়াছিল। যথা সময়ে শ্রীযুক্ত বড় লাট মহোদয় আপনার পরিষদ বর্গের সহিত উপস্থিত হইলেন। বড় লাটের অভ্যর্থনার নিমিত্ত সমস্ত সভা দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর শ্রীমান্ মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ প্রধান সভাপতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল সকল মেম্বরের পরিচয় প্রদান করিলে বড় লাট বাহাদুর প্রত্যেকের সহিত করমর্দ্দন করিলেন। তাহার পর এড্রেস (অভিনন্দন পত্র) শ্রীমান্ প্রধান সভাপতি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উহাতে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্যবলী এবং উদ্দেশ্যের বর্ণন এবং সমস্ত হিন্দু প্রজার রাজভক্ত হওয়া এবং মহামণ্ডলের মুখ্যোদ্দেশ্য গঠন প্রভৃতি বর্ণিত ছিল। এই এড্রেসের উত্তর শ্রীযুক্ত বড় লাট মহোদয় অত্যন্ত সন্তোষজনক রূপে প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সমূহের সহিত আপনার প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীযুক্ত বড় লাট মহোদয় ডেপুটেশানের মেম্বর দিগকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে গার্ডেন পার্টি দিয়াছিলেন। ১২ই তারিখে শ্রীমহারাজা বাহাদুর ইভনিং পার্টি দিয়াছিলেন এবং ১২ই ও ১৩ই মার্চ তারিখে মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গের বাটীতে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

——0——

মহামণ্ডল সংবাদ।

সদনুষ্ঠান।— গত মাসে শুভসংবাদ শীর্ষক যে সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহাতে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ "ধর্ম্ম সেবা সমিতি"র স্থানে "ধর্ম্মসভা সমিতি" মুদ্রিত হইয়াছিল। যাহা হউক আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত "ধর্ম্ম সেবা সমিতি"র কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি বিজ্ঞাপন পুস্তক অর্থাৎ সমিতির নিকট যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, পুস্তিকাকারে প্রকাশিত তাহার একটী তালিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়াছি। উহাতে সাধারণ গৃহস্থ হইতে ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তির পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি হইতে তৈজস পত্রাদির নাম এবং তাহার মূল্য প্রদত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাতে ক্রেতাদিগের বিশেষতঃ মফস্বলবাসী ক্রেতা দিগের বিশেষ সুবিধা হইবে। কেননা তাঁহারা তালিকা দেখিয়া অনেক দ্রব্যের মূল্য অবগত হইতে পারিবেন এবং তদনুসারে সমিতিকে সরবরাহ নিমিত্ত অনুরোধ করিতে পারিবেন। আমরা যতদূর পর্য্যন্ত বাজার দর জানি

তাহাতে তালিকায় সমিতি যে সকল দ্রব্যের যে রূপ মূল্য অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে কি মফস্বলবাসী কি বারাণসীবাসী সাধারণ ব্যক্তি সকলেই দরদস্তুর না করিয়া প্রকৃত মূল্যে দ্রব্য পাইবেন অথচ সাধারণ দোকানদারগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতে হইবেনা। আর যখন শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সমিতি পরি-চালিত হইতেছে তখন সমিতি সম্বন্ধে অধিক লেখাই বাহুল্য। আমরা সমিতির দীর্ঘ জীবন কামনা করি। সমিতির ঠিকানা, ৬কাশীধাম (বেনারস সিটি)।

कएकटी खांटि स्वदेशी द्रव्येर तालिका।

१। विना वाक्य व्यये एवं विना विचारे पितार आदेश प्रतिपालन करा भारतवर्षेर खांटि स्वदेशी पदार्थ। स्वयं विष्णु भगवान् रामचन्द्र मातार निषेध ओ युक्ति प्रदर्शनेओ उपेक्षा करिया पितार आदेश प्रतिपालन करिबार निमित्त बन गमन एवं भगवान् परशुराम महापातक जानियाओ पितार आदेश प्रतिपालनार्थ मातृहत्या साधन पूर्ब्बक मातृबध जनित प्रायश्चित्त पर्य्यन्त करियाछिलेन। मनु प्रभृति आर्य्यऋषिगण भारतबासीदिगेर पूर्ब्ब पुरुष, सुतरां तांहादेर आदेश भारतबासी मात्रेरइ पितार आदेश। अतएव शास्त्र वाक्य सङ्गत असङ्गत द्विधा शून्य हइया विना आपत्तिते जे भारतबासी प्रतिपालन करे सेइ व्यक्तिइ प्रकृत स्वदेशी। तद्भिन्न स्वदेशी मुखोसे विदेशी।

२। असांकर्य्य अर्थात् विशुद्धता व्यतीत भारते कोन पदार्थ चिरस्थायी एमन कि दीर्घस्थायी हइते पारे ना एवं साङ्कर्य्य दोष दुष्ट पदार्थेर द्वारा अकृत्रिम पदार्थओ नष्ट हइया याय, गीताय इहार प्रमाण आछे। सुतरां जाति बल, मनुष्य बल, द्रव्यादि बल, ताहार साङ्कर्य्य दोषहीनताइ भारतेर खांटी स्वदेशी। जाहारा विधवा विवाह, अनुलोम विलोमविवाहादिर द्वारा वर्णसाङ्कर्य्येर, वर्ण विभाग दूर करिया जाति साङ्कर्य्येर, अनधिकार चर्चार द्वारा धर्म्म ओ वृत्ति साङ्कर्य्येर पक्षपाती तांहारा कखनो स्वदेशी हइते पारेन ना। सुतरां तांहादेर मुखे स्वदेशी कथाओ जा भूतेर मुखे राम नामओ ताइ।

শ্রীহরিঃ

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলেগতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৮শ ভাগ। ৯ম সংখ্যা। } জ্যৈষ্ঠ। { সন্ ১৩১৫ সাল। ইং ১৯০৮ খৃঃ।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর স্তোত্রম্।

(১)

সত্যং তত্ত্বমজানতোঽপি ভবতো ভক্ত্যাদিহীনস্য মে
দেব শ্রীপদসেবনং কৃতবতো নাপৈতি ভীতিঃ কথম্।
ইচ্ছাভাববশেন নাথ জগতামজ্ঞানতো বা তথা
সেব্যশ্চেদনলো ন কিং প্রশময়েৎ শৈত্যানি সত্যাত্মক ॥

জানি না কি গুণ তুমি ধর পরমেশ !
ওহে দেব, নাই মোর ভকতির লেশ,
কিন্তু গো তোমার সেবা করি বারমাস,
কেন তায়' নাহি হয় ভব-ভয় নাশ !
না জেনে যথার্থ তথ্য কিংবা অনিচ্ছায়
হয় না কি শৈত্য দূর বহ্নির সেবায় ?

(২)

হে পাতর্ভবরোগহৃৎ প্রভবতি ক্লেশে সমাসেব্যসে
স্বামিন্নভ্যুদিতে সুখে সতি সখে বিশ্বেশবিস্মর্য্যসে।

তদ্দোষাদুচিতং ন তে ময়ি নতে দুঃখপ্রদানং বিভো
কঃ সেবেত মহৌষধং সুফলদং ব্যাধিং বিনা স্বেচ্ছয়া ॥

ভব-রোগ-নিবারক ওহে দয়াময়!
তোমায় কেবল ডাকি দুখের সময়;
কিন্তু ভুলে যাই হ'লে সুখ অভ্যুদিত,
সেই দোষে দুঃখদান নহে তো উচিত।
ব্যাধি না হইলে পরে এ ভব-ভিতরে,
দেব-দেব! মহৌষধ সেবা কে বা করে?

(৩)

সন্তোষঃ প্রণিপাততঃ প্রভবতঃ স্যাদাশুতোষ ধ্রুবং
নানাপাপযুতোঽহমপি যদি বা বদ্ধো বিমোহান্ধতাম্।
তত্রাপি ত্রিজগৎপতে নতিরিয়ং গ্রাহ্যা মদীয়া ত্বয়া
মাণিক্যং নৃপতির্বিষাক্তফণিনো কিং দেব গৃহ্ণাতি নো ॥

যদিও কলুষ-রাশি ঘিরে আছে মোরে,
হ'য়েছি যদিও অন্ধ আমি মোহ-ঘোরে,
তথাপি প্রণতি মোর লও আশুতোষ!
প্রণামেই হয় দেব! তোমার সন্তোষ।
ফণী তো নিতান্ত ক্রূর, তা ব'লে কি হায়!
আদরে ভূপতি তা'র মণি নাহি লয়?

(৪)

ভো শম্ভো নহি সম্ভবেৎ তদুপমা দাসেষু যা তে দয়া
যৎ কারুণ্যনিধে নিধায় শিরসি ত্বং ভাসি দোষাকরম্।
সত্যং নিত্যমশেষদোষনিলয়স্ত্বদ্দাস এষ প্রভো
স্থানো স্থানমহো কথং ন লভতে হা হা পদান্তে চ তে ॥

তোমার অসীম দয়া সেবক-নিকরে,
যে হেতু ধরেছ শিরে তুমি দোষাকরে।
সত্য বটে আমি বহু দোষের নিলয়,
পদান্তেও স্থান কেন মোর নাহি হয়!

(৫)

নূনং নো গুণিনা বিনা তদমৃতং কূপেন সন্দীয়তে
কাশীনাথ বিতীর্য্যতে জলধিনা যৎ সর্ব্বসাধারণে।
অন্যোঽপি প্রদদাতি পাতরমৃতং কিন্তু প্রভো কূপবৎ
ত্বং পয়োধিরিব ব্রজামি শরণং তত্ত্বামহং নির্গুণঃ॥

কূপেতে অমৃত দেয় শুধু গুণি-জনে,
সিন্ধু তাহা করে দান সর্ব্বসাধারণে;
অন্য দেবতাও করে অমৃত অর্পণ,
কিন্তু কাশীনাথ! সে যে কূপের মতন।
অমৃত প্রদান তব সাগরের প্রায়,
তাই তোমা' এ নির্গুণ করিল সহায়।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য
৺ কাশীধাম।

তত্ত্বকথা।

ভক্তিরস—রসভাবের ভাবুক মহর্ষিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে প্রকৃতি পুরুষাত্মক এই লীলা শৃঙ্গারময়। শৃঙ্গার রসেরই অন্তর্ভাব রূপ হইতে অপর চতুর্দ্দশ রস উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭টী গৌণ রসের নাম যথা—বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক; বীভৎস এবং রৌদ্র; এই সকল রস হইতে যদিও আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সকল রসের আশ্রয়ে যদিও জীব সমূহের ক্রমোন্নতি হওয়া পুরাণ সমূহের কোন কোন স্থলে বর্ণিত আছে, তথাপি এই সকল রসের আশ্রয় মলিন হওয়ায় ইহারা গৌণ। অন্য সপ্ত প্রকার রসের আশ্রয় শুদ্ধ হওয়ায় তাহারা শুদ্ধ। উহাদিগের নাম যথা—দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি; বাৎসল্যাসক্তি আত্মনিবেদনাসক্তি, গুণকীর্ত্তনাসক্তি এবং তন্ময়াসক্তি। দাস্যাসক্তির উদাহরণ শ্রীহনুমানজী, সখ্যাসক্তির উদাহরণ শ্রীঅর্জ্জুন, কান্তাসক্তির উদাহরণ ব্রজগোপীগণ, বাৎসল্যাসক্তির উদাহরণ মহারাজা দশরথ, আত্মনিবেদনের উদাহরণ দেবর্ষি নারদ, গুণকীর্ত্তনাসক্তির উদাহরণ মহর্ষিবেদব্যাস এবং তন্ময়াসক্তির পূর্ণ উদাহরণের নিমিত্ত শ্রীহরিহরের পারস্পরিক তন্ময়তাবপ্রদর্শন।

জীব।—প্রকৃতিপুরুষাত্মক শৃঙ্গাররস-প্রধান সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞান অজ্ঞান, চেতন জড়-রূপী দুই প্রবাহ সমানরূপে ব্যাপক। যেরূপ অন্ধকার হইতে আলোক এবং আলোক হইতে অন্ধকার উভয়ের অনুভব স্বতঃসিদ্ধ। চিত্তের পরিধির উদাহরণ মধ্যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ বুঝিতে হইবে এবং জড়ের পরিধির উদাহরণ মধ্যে প্রস্তরাদি স্থাবর পদার্থ বুঝিতে হইবে। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী হওয়ায় সৃষ্টি প্রবাহের সকল স্থানে সকল সময় পরিণাম হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। চিত্তের দিকের পরিধি সত্ত্বগুণের পরিণাম, সেই দিকে পুনরায় পরিণাম অসম্ভব। কারণ উহা পরিণামী পূর্ণ জ্ঞানময় ব্রহ্মপদ। যে প্রকার সমুদ্রের তরঙ্গমালা তট পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেই প্রকার জড়ত্বের পূর্ণতা হইতে প্রাকৃতিক পরিণামের স্বভাব সিদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা জড়ের মধ্যে চেতনের দিকে ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জড় হইতে চৈতন্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে জড়চেতনের গ্রন্থি উৎপন্ন হয় তাহারই নাম জীব। সেই জীবই ক্রমশঃ উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, এবং জরায়ুজ প্রভৃতি বহু যোনি ভ্রমণ পূর্ব্বক উন্নত হইতে হইতে মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সাধক লক্ষণ—যে মনুষ্য মধ্যে নিয়মিত রূপে বুদ্ধি-কার্য্যের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহাকে সাধক বলে। মনুষ্য যোনিতে জীব উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ পশুবৎ স্বার্থপরই থাকে। মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ নিমিত্ত অনার্য্য, আর্য্য, বর্ণাশ্রমাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং যখন মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধি তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দ্বারা মনুষ্য সৎ, অসৎ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধির সহায়তায় আপনার উন্নতি করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয় অর্থাৎ যখন উহার মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তখনই তাহাকে সাধক বলা যাইতে পারে।

চতুর্ব্বিধ ভক্ত।—সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ ত্রিগুণময়। কিন্তু ভগবৎ প্রেমাসক্ত ভক্ত চারি প্রকার। যথা—আর্ত্ত ভক্ত অধম, জিজ্ঞাসু ভক্ত মধ্যম, অর্থার্থী ভক্ত উত্তম এবং এই তিন প্রকার ভক্ত অপেক্ষা সর্ব্বোন্নত পদবী প্রাপ্ত পরাভক্তির অধিকারী জ্ঞানী ভক্ত চতুর্থ। দুঃখের দ্বারা পীড়িত আর্ত্ত ভক্তদুঃখ দূর হইলে ভক্তি বিস্মৃত হইতে পারে; এই নিমিত্ত মোহপ্রধান হওয়ায় আর্ত্ত ভক্ত তামসিক। ভগবৎ-জিজ্ঞাসা-বুদ্ধি-যুক্ত জিজ্ঞাসু ভক্ত পূর্ণ শ্রদ্ধাবিহীন হওয়ায় রাজসিক। শ্রদ্ধালু অর্থার্থী ভক্ত সাত্ত্বিক। এই তিন প্রকার ভক্ত ত্রিগুণাত্মক হইলেও সদাশ্রয়ের দ্বারাই উহারা উন্নত। উক্ত তিন প্রকার ভক্তই ভগবৎ কৃপাময়ী ভক্তির অধিকারী। কিন্তু উক্ত তিন প্রকার ব্যতীত পূর্ণজ্ঞানী পরাভক্তির অধিকারী জীবন্মুক্ত ভক্ত ত্রিগুণাতীত। জীবের অন্তঃকরণের গতি সর্ব্বদা বহির্ম্মুখী। ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতিতে আসক্ত হওয়ায় জীব স্বভাবতঃ উন্নত আছে

জন্ম জন্মান্তরের বহু সুকৃতিবশে উঁহার লক্ষ্য বিষয় হইতে শিথিল হওয়ায় উঁহার ভগবানের মহত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই সময়ই সে ভগবানকে স্মরণ করিতে পারে। ভক্ত মাত্রেই ভগবানের প্রিয়। ভাবগ্রাহী ভগবান ভক্ত হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন না—ইহাতেই ভগবানের করুণাময় নামের চরিতার্থতা। কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত এবং ভগবানে কোনও পার্থক্য থাকে না। যতই স্বার্থপরতা থাকে জীব ততই ভগবানের সহিত স্বতন্ত্র থাকে। স্বার্থপরতা জীবভাব এবং পারার্থপরতা ভগবদ্ভাব। পরোপকার ব্রতধারী জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপরতা বিনষ্ট করিয়া ভগবৎ সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জ্ঞানী ভক্তের মহিমা সর্ব্বোচ্চ।

মহৌষধির মহাফল।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পর্পটী নামক এক প্রকার মহৌষধ আছে। ঐ উক্ত মহৌষধ শোথ রোগের চরমাবস্থায় প্রয়োগ করা হয়। ঐ মহৌষধের ক্রিয়া অদ্ভুত। যখন রোগীর শরীরে বিন্দু মাত্র রক্ত থাকে না, সেই সময় তাহার সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া উঠে। বাহ্য দৃষ্টিতে রোগীর শরীর স্থূল দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে তখন তাহার জীবনী শক্তি এরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। সেই অবস্থায় চিকিৎসক পর্পটী নামক মহৌষধ প্রয়োগ করেন। পর্পটী মহৌষধ হইলেও ইহা সেবন করিবার সময় রোগীকে বড়ই কঠোর নিয়ম সমূহ পালন করিতে হয়। যে বারি ব্যবহার ব্যতীত জীবের জীবন রক্ষা হয় না এবং যে লবণ ব্যবহৃত না হইলে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই বিস্বাদ হয়, চিকিৎসক প্রথমেই রোগীকে সেই বারির পরিবর্ত্তে পিপাসা হইলে সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ ব্যবস্থা করেন এবং লবণও ব্যবহার করিতে দেন না! যত দিন পর্য্যন্ত রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করান হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে এই কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। যে সকল রোগী বয়ঃপ্রাচীন এবং বুদ্ধিমান—প্রাণের মূল্য এবং ঔষধের অব্যর্থতা সম্বন্ধে যাহাদিগের বিশ্বাস আছে তাহারা জল ও লবণের অব্যবহার বশতঃ পিপাসার দারুণ ক্লেশ অবলীলাক্রমে সহ্য করে এবং আহার্য্য পদার্থ স্বাদহীন হইলেও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা গলাধঃকরণ করে। যে সকল রোগী পর্পটী ব্যবহার কালে চিকিৎসকের ব্যবস্থানুরূপ কঠোর নিয়মাবলী প্রতিপালন করে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদিগের শরীরে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ঔষধ ব্যবহার করিতে করিতে রোগীর মূত্রের পরিমাণ ক্রমে যত বৃদ্ধি হয়, রোগীর শরীরের স্থূলতাও ততই হ্রাস হইতে থাকে। ক্রমে রোগীর শরীর এরূপ কৃশ হইয়া পড়ে যে, তাহাকে দেখিলে একটী নর কঙ্কাল বলিয়া বোধ হয়। এই রূপে রোগীর শরীর হইতে সমস্ত দূষিত বারি (যাহার দ্বারা তাহার শরীর স্থূল দেখাইতেছিল) নিষ্কাশিত এবং শুষ্ক হইয়া যায়। বলা বাহুল্য সে অবস্থায় রোগীর শরীরের পেশী পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয় এবং তাহার শরীরে রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ঠিক এই অবস্থা হইতেই ঔষধের ক্রিয়ার

এবং নিয়ম পালন করিবার গুণে তাহার শরীরে বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই অবস্থায় চিকিৎসক রোগীর পথ্য এবং পানীয় দুগ্ধের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি করিতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যে রোগীর আহার এরূপ বৃদ্ধি হয় যে কোন কোন রোগী প্রত্যহ ৪ ৫ সের দুগ্ধ পান, অর্দ্ধসের চাউলের অন্ন এবং অর্দ্ধসের ময়দার রুটি খাইয়া জীর্ণ করিতে পারে। তখন রোগীর অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখা যায়—তাহার শরীর হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ, এমন কি তাহাকে দেখিলে নূতন মনুষ্য বলিয়া বোধ হয়। বলাবাহুল্য এরূপ কঠোর নিয়ম পালনের গুণে এই মহৌষধের ফলে শতকরা ৯৯ জন মুমূর্ষু রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য এবং নবজীবন লাভ করিতে দেখা গিয়াছে, এমন কি অনেক বৃদ্ধও এই ঔষধের কল্যাণে যুবকের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন হইয়াছেন। কিন্তু যে সকল রোগী বালক, নির্ব্বোধ অথবা ঔষধের ক্রিয়ার উপর বিশ্বাসহীন এবং জীবনের মূল্য অবধারণে অক্ষম, পক্ষান্তরে চিকিৎসকের কঠোর ব্যবস্থা পালনে অমনোযোগী—তাহারা ঔষধব্যবহারকালে বিন্দুমাত্র বারি পান করিয়া আপনাদিগের জীবন বিনষ্ট করিয়াছে, অথবা অন্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯জন মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে।

এই স্থানেই ভারতবর্ষের এবং ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর বিশেষত্ব। বর্ত্তমান কালে সমগ্র হিন্দু সমাজের শরীরে শোষ রোগ উপস্থিত হইয়াছে; তাহাতে বহির্দৃষ্টিতে ২০ কোটী হিন্দু নামধারী ভারত সন্তান বিদ্যমান থাকিলেও উহাদিগের মধ্যে ২০ লক্ষ বা ২০ সহস্র প্রকৃত হিন্দু আছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সেই বিশ লক্ষ অথবা ২০ সহস্র হিন্দুকে যদি রক্ষা করা যায় তবে, হিন্দু সমাজের জীবন রক্ষা হইবে; সেই ২০ সহস্র প্রকৃত হিন্দু হইতেই ২০ কোটি হিন্দু হইবে। ঠিক এই অবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে—এই অবস্থাতেই তাঁহার "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথার সার্থকতার সপ্রমাণ হয়—ভারতের ঠিক এই অবস্থায় ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—তুমি অবতার-বাদ বিশ্বাস কর আর নাই কর, আবার যখন ভারতের এই অবস্থা হইবে, তখন আবার তিনি "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" আবির্ভাব হইবেন; তুমি বিধবা বিবাহ প্রচলন দ্বারা ভূয়ো পরিমাণে বর্ণ সংকরোৎপাদন পুরঃসর সমাজ বিপ্লবের যতই প্রয়াস পাওনা কেন, তুমি স্বয়ং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং অপরাপর নির্ব্বোধ ব্যক্তি সমূহের দ্বারা আপনার ন্যায় নাসা কর্ণ বিহীন জীবের দল যতই পরিপুষ্ট কর না কেন, যদি সময় আসিয়া থাকে তবে, সেই চিকিৎসক রূপী ভগবান্ এবারও ব্যবস্থাশাস্ত্রানুরূপ পর্পটী প্রয়োগ করিলেই যদি সমগ্র ২০ কোটী হিন্দুর মধ্যে ২০ সহস্র সাঙ্কর্য্য দোষহীন ব্যক্তি থাকেন (থাকা অবশ্যম্ভাবী) তবে, তোমাদিগকে আজই হউক অথবা দুই দিন পরেই হউক, সমাজ

শরীরের বিশেষ দ্বার দিয়া নিষ্কাশিত হইয়া ভারতীয় জন সমাজের যথা স্থানে এবং যথা রূপে অবস্থিতি করিতে হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য—ভারতীয় ইতিহাস ইহার সত্যতা বহুবার জ্ঞাপন করিয়াছে।

মিথ্যার আবরণে শাস্ত্রাদির বিকৃত অর্থ প্রতিপাদন পূর্ব্বক সত্যকে গোপন করিতে যতই চেষ্টা কর না কেন, সত্য কিছুতেই গোপন করা যায় না; প্রখর দিবাকরের কিরণমালা অন্তর্হিত হইলে অর্থাৎ রজনী উপস্থিত হইলে, ক্ষুদ্রপ্রাণ দুর্ব্বল অন্ধকার গিরিগুহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগৎ অধিকার করে, একথা সত্য, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাকে আবার কাপুরুষের ন্যায় সেই সকল নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইতে হয়। ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন এবং তপ এই ছয়টি কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া যে সত্য সকলের শীর্ষ দেশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে তোমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী কতদিন মিথ্যার আবরণে চাপিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে? বেদ এই নিমিত্ত উচ্চ কণ্ঠে নির্ভীক হৃদয়ে সদর্পে বলিয়াছেন "সত্যের ন্যায় আর কিছুই নাই—অতএব কেহ যেন সত্য হইতে বিচলিত না হয়"—তাই এই সত্য পালন করিবার নিমিত্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ত্রিভুবন বিজয় আত্মাবৎসোদর ভীমার্জ্জুনের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সম্রাটকেও অশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর কাল দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া বিরাটের ভৃত্য বেশে অজ্ঞাত বাস করিতে হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে আজ ব্রাহ্মণ হইতে নিতান্ত অসৎ শূদ্র পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় "পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ" নাম স্মরণ করিয়া দিবসের দুর্গতি দূর করিতে অভিলাষী হয়।

তাই বলিতেছিলাম যতক্ষণ রাত্রি ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধকারের আস্পর্দ্ধা, আর যতক্ষণ অন্ধকার ততক্ষণ খদ্যোতের গৌরব। বলা বাহুল্য যে সমস্ত প্রাণীর দিবালোকের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই—অর্থাৎ যে সমস্ত ক্ষুদ্র-প্রাণ আধুনিক শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক, অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে যে তাহারা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিলে অথবা আপনাদিগের বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির বৈধব্য পুরুষান্তর পরিগ্রহ করাইয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা সাধনার প্রয়াসী হইলে, সনাতন হিন্দুর সামাজিক কুসংস্কার (?) দূরীভূত হইবে এবং যে সমস্ত বর্ব্বর শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক বর্ব্বরোচিত জঘন্য কার্য্য করে, তাহারা যেন এক বারও মনে মনে স্মরণ করিয়া দেখে যে এই সকল ব্যবহার তাহাদিগেরই ধ্বংসের দ্বার স্বরূপ। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে পর্ণটী প্রয়োগ করিবার সময় হইয়াছে—জানিনা ভগবান কোন্ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হইয়াছেন। আর পার্পটীর প্রয়োগ হইয়াছে কি না তাহাই বা কিরূপে জানিব? কারণ ইহার মধ্যে অনেক সনাতন হিন্দু-

নামধারী মুখোশ খুলিয়াছেন—এবং সেই নিমিত্ত বিরাট হিন্দু সমাজের আবর্জ্জনা দ্বারা অনেক গুলি সমাজও ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। ইহাতে হিন্দু সমাজের ক্ষীণতা পরিদর্শন পূর্ব্বক অনেকের মনে আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে সূক্ষ্মদর্শী অনেকেই এই চিন্তায় উৎফুল্ল হইতেছেন যে হিন্দু সমাজের আবর্জ্জনার দ্বারা ঐ সকল সমাজ যতপূর্ণ হইবে, ততই সমাজ ব্যাধি মুক্ত হইবে এবং অচিরাৎ সনাতন হিন্দু সমাজ স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিয়া হিন্দুস্থান নামের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

বৃহস্পতি কল্প ৺ হলধর তর্কচূড়ামণি।

প্রস্তাবনা।

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম সংকলিত, "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস" গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বৃত্তান্তটী আছে:—

"অতি অল্প দিনের মধ্যেই ন্যায় শাস্ত্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতিভার বিকাশ হইল। তৎকালে বৃহস্পতি তুল্য ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ভাটপাড়া সমাজের প্রধান-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তিন বৎসর মাত্র ন্যায়শাস্ত্র পাঠারম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে তর্কচূড়ামণি মহাশয় একদা আমন্ত্রিত হইয়া বাঙ্গলা সমাজে কোনও সভায় গমন করেন। তথায় নানা সম্ভাষণের মধ্যে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "মহাশয় আপনার দ্বারা ভট্ট পল্লী সমাজের যে প্রাধান্য সাধিত হইতেছে, সে প্রাধান্য আপনার অবিদ্যমানে কাহারও দ্বারা রক্ষিত হইবার আশা আছে কি?" তর্কচূড়ামণি মহাশয় উত্তর করিলেন "রাখালদাস নামে এক বালক 'বিশেষ ব্যাপ্তি' মাত্র পড়িতেছে। সে যদি ন্যায় শাস্ত্র শেষ করিতে পারে, ভট্ট পল্লীর প্রাধান্য তাহার দ্বারা রক্ষিত হইবে।"

উক্ত বৃত্তান্তটী পাঠ করিয়া, কাহার না ইচ্ছা হয় যে, ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু অবগত হয়েন! চূড়ামণি মহাশয়ের সময়ে বড় লোকের বিশেষতঃ কোন চতুষ্পাঠির পণ্ডিতের জীবনী লেখার রীতি ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের জীবনের ঘটনা সকল কেহ লিপিবদ্ধ করিতেন না চূড়ামণি মহাশয়ের বর্ত্তমান বংশধর গণের নিকট হইতে এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহোদয়ের শ্রীমুখাৎ যাহা অবগত হই-

য়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়া, এই বৃত্তান্তটী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণের পরিচয় ।

১। এই পৃথিবীতে দেখা যায়, যে কোন পূত-আত্মা ও প্রভাশালী ব্যক্তির প্রভাবে কোন কোন বংশ অপূর্ব্ব প্রভা ধারণ করে। পিতার গুণ যে কেবলমাত্র পুত্রে সংক্রামিত হয় তাহা নহে, পর পর বংশধরেও তাহা লক্ষিত হয়। ৺শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বশিষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশে অনেক গুলি সাধু ও পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া ভট্টপল্লীকে বঙ্গদেশের শীর্ষ স্থানে বসাইয়াছেন।

ভট্টপল্লীস্থ বশিষ্ঠ বংশীয় মহাশয়গণের আদি পুরুষ গদাধর ঠাকুর প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বসতি করেন। তিনি কান্যকুব্জবাসী একজন নিষ্ঠাবান যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সস্ত্রীক তীর্থাদি দর্শন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। একদা বঙ্গদেশ হইয়া ৺শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিতেছেন, পথিমধ্যে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। পরে নবদ্বীপে কোন ভদ্র পরিবারে স্থান পাইয়া, তাঁহার স্ত্রী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। এ অবস্থায় কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব বিবেচিত হওয়াতে, গদাধর ঠাকুর সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। তথায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সদাচার দেখিয়া নবদ্বীপবাসিগণ তাঁহার প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। শিশুটীর নাম জনার্দ্দন রাখা হইল। পিতার স্বর্গারোহণের পর ইনিও শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করাতে ও নিষ্ঠাবান হওয়াতে, সকলের শ্রদ্ধা ভাজন হইলেন। কিন্তু, কিছু কাল পরে পাঠান দিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, ইনি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করতঃ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্তর্গত ধুলিপুর নামক স্থানে তাঁহার বাসস্থান করিলেন। এ স্থানে তাঁহার পুত্র নারায়ণ ঠাকুর, সাধনা বলে সিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, ইনি মধ্যে মধ্যে ভট্টপল্লীতে আগমন করিয়া, পূতঃ সলিলা গঙ্গাতীরে তপোজপ এবং দেবার্চ্চনা করিতেন।

নারায়ণ ঠাকুরের সাধনা ও নিষ্ঠা ভট্টপল্লীবাসিগণকে আকর্ষণ করিল। তথাকার ভূম্যধিকারিগণ তাঁহার প্রভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের অনুসরণ করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। উক্ত ভূম্যধিকারিগণ, গঙ্গাতীরে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। নারায়ণ ঠাকুর তথায় তপোজপে মনের আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার গঙ্গালাভের পর, তাঁহার পুত্র রামনাথ ঠাকুর ধুলিপুর

ত্যাগ করিয়া ভট্টপল্লীতে সপরিবারে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। পরে, তাঁহার পুত্র চন্দ্রশেখর ঠাকুর ও পৌত্র রমাবল্লভ ঠাকুর তপোজপ ও সদাচরণে সকলের ভক্তিভাজন হয়েন।

রমাবল্লভ ঠাকুরের পুত্র বাণেশ্বর তর্কপঞ্চানন। ইনি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রপিতামহ ছিলেন। উপাধিযুক্ত নামের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে তাঁহার সময়ে ভট্টপল্লীতে বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল এবং তিনি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পরে, তাঁহার পিতামহ রামকান্ত ও পিতা কৃষ্ণকিঙ্কর যথাক্রমে সার্ব্বভৌম এবং তর্কভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদেরও পাণ্ডিত্য সপ্রমাণ হইতেছে।

নারায়ণ হইতে রমাবল্লভ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠ বংশীয় মহাপুরুষগণ ঠাকুর বলিয়া অভিহিত হইতেন। এতদ্দ্বারা এই মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় যে, তাঁহাদের চরিত্র বল, ধর্ম্মচর্চ্চা এবং তপস্যা তাঁহাদিগকে দেবোপম করিয়াছিল। ইঁহারা প্রকৃত পক্ষে ঋষি-জীবন যাপন করিতেন এবং ইঁহাদের প্রভাবে ভট্টপল্লী প্রাচীন কালের তপোবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ইঁহাদের পরবর্ত্তী মহাত্মগণ, বিদ্যা গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার এবং উপাধি পাইবার জন্য লোলুপ হইলেও, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের মহত্ত্ব অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জন্ম ও বাল্যাবস্থা।

কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণের ঔরসে এবং পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে, শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ১১৯৭ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি এই যে, ভূপাতকালে যে শঙ্খধ্বনি হয় তাহা শ্রবণ করিয়া ভট্টপল্লী নিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ হরিরাম তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, যে শিশুটী জন্মগ্রহণ করিল সে দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে, অসাধারণ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং তাহার প্রভাবে, ভট্টপল্লী অপূর্ব্ব প্রভা ধারণ করিবে।

ষষ্ঠ বৎসর বয়সে তিনি গ্রামের পাঠশালায় পাঠারম্ভ করেন। দুই বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি তাঁহার গুরু মহাশয়ের নিকট হইতে সে সময়কার নিয়মানুসারে যাহা শিখিবার প্রয়োজন তাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে, সে শিক্ষা প্রণালী নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শুভঙ্করের অঙ্ক-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া ছাত্রগণ যেমন অঙ্কে পারদর্শিতা দেখাইত, এক্ষণকার বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তি-

গণ, বড় বড় অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া সে রূপ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন না।

আট বৎসর বয়সে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় সংস্কৃত পাঠারম্ভ করেন। গিরিধর তর্কালঙ্কার তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার নিকট তিনি, সাত বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই কয়েক বৎসর মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে সম্পূর্ণ রূপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার উপনয়ন হয় এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি মন্ত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার জননী তাঁহাকে মন্ত্র দান করেন।

সপ্তদশ বৎসর বয়সে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিবাহকার্য্য সমাধা হয়, কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগ হওয়াতে দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ।

(শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত হিন্দী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।)

পূর্ব্বানুবৃত্ত।

জ্ঞানযোগের কারণে সংসার ত্যাগ হইবার জন্য পরোপকার এবং পরমোপকার দুইই হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সংসারে অসংখ্য জ্ঞান যোগী মুক্ত হইয়া গিয়াছেন তথাপি তাঁহাদিগের নাম এক্ষণে কেহই জানেন না। কিন্তু কর্ম্মযোগে বাহ্য সম্বন্ধ সংসারের সহিত থাকায় পরমোপকার পরোপকার উভয়ই করিতে পারা যায় এবং ইহার দ্বারা বসিষ্ঠ বাল্মীকাদি কর্ম্মযোগী মহাত্মগণের চরিত্র শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রে বিস্তৃত রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ম্মযোগে সংসারের সহিত বাহ্য সম্বন্ধ থাকে, উহা কর্ম্মযোগ সাধনের প্রকার বর্ণন করিতে করিতে শ্রীভগবান্ গীতায় প্রতিপাদিত করিয়াছেন,—

" নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্নিমিষন্নপি ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ”

অর্থাৎ “তত্ত্ববেত্তা কর্ম্মযোগী দর্শন করিয়া, শ্রবণ করিয়া, স্পর্শ করিয়া, আঘ্রাণ করিয়া, আহার করিয়া, ভ্রমণ করিয়া, নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া, চক্ষু খুলিয়া এবং চক্ষু মুদিয়াও “ইন্দ্রিয়গণ আপনাপন বিষয় সমূহে প্রবৃত্ত আছে” এই প্রকার ধারণা করিতে করিতে “ আমি কিছুই করিতেছি না ” এই রূপ মনে করেন। যে কর্ম্মযোগী নিঃসঙ্গভাবে অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধি রক্ষা পূর্ব্বক কর্ম্ম করেন তাঁহার, যে রূপ পদ্ম পত্রোপরিস্থিত জল, পত্রের সহিত লিপ্ত থাকে না, সেই রূপ পাপের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধে থাকে না। ”

জ্ঞানযোগ সাধনে সাংসারিক স্থূল বিষয় সমূহের পরিত্যাগ দ্বারা বৈরাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মযোগে স্বার্থ ভাব রহিত পরোপকার এবং পরমোপকারের লক্ষ্যে সাংসারিক বিষয় সমূহের সহিত সম্বন্ধ থাকে। এই নিমিত্ত সাংসারিক বিষয় সমূহের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও বৈরাগ্য নিরন্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

জ্ঞানযোগ সাধনে সাংসারিক পদার্থ সমূহের স্থূলরূপ দ্বারা ত্যাগ করিতে করিতে ত্যাগের বৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগে নিঃস্বার্থ ভাবের দ্বারা সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন হয় এই নিমিত্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ না করিলেও যথার্থ ত্যাগের বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথার্থ ত্যাগীর লক্ষণ শ্রীভগবান গীতায় এই প্রকার বলিয়াছেন,—

“ যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী সত্যাগীত্যভিধীয়তে। ”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম্ম ফল ত্যাগ করে অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও পরোপকার লক্ষ্যে উহার ফল আপনার নিমিত্ত প্রার্থনা করে না, তাহাকে ত্যাগী বলে।

জ্ঞানযোগে বৈরাগ্য রূপী বাঁধ বন্ধনের দ্বারা মানসিক প্রবাহকে বহির্ম্মুখ গমন হইতে নিবৃত্ত করা যায় অর্থাৎ মনোবৃত্তি সাংসারিক বিষয়ের দিকে গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অন্তর্ম্মুখ করিয়া জ্ঞানাভ্যাস করিতে থাকে অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রতি প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কর্ম্মযোগে নিঃস্বার্থভাব দ্বারা পরোপকার এবং পরমোপকার লক্ষ্য হইতে সাংসারিক কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক করিয়া

থাকে এই নিমিত্ত মুখ্যতঃ জ্ঞানাভ্যাস না করিলেও কর্ম্ম সমূহে যে রূপ নিষ্কাম ভাব বৃদ্ধি হয় উহার অন্তঃকরণে সেই রূপ জ্ঞানের স্বতঃই আবির্ভাব হইয়া যায়। কর্ম্ম সমূহে নিষ্কাম ভাবের পূর্ণতা হওয়ায় জ্ঞানের পূর্ণতা স্বতঃই হইয়া যায়। এই উভয়ের পূর্ণতার পরিণামই মুক্তি।

জ্ঞানযোগাভ্যাসের পূর্ব্বার্দ্ধ সুসাধ্য। কারণ উহার মধ্যে কোনও কঠিনতা নাই। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তখনই মনুষ্য সাংসারিক বিষয় সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত সেবন করিতে থাকে তাহাতে কিছু বিশেষ শ্রম হয় না। কিন্তু কর্ম্মযোগের অভ্যাসের পূর্ব্বার্দ্ধ দুঃসাধ্য; কারণ স্বার্থপরতা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক গুণ, তাহার স্থানে ত্রিগুণাত্মক সাংসারিক কর্ম্ম করিতে করিতে এবং ত্রিগুণাত্মক জগতের সহিত সম্পূর্ণ রূপে সম্বন্ধ রক্ষা করিতে করিতে নিঃস্বার্থ ভাব স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন। নিঃস্বার্থতা, ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি নিষ্কাম ভাবাদি ক্রমোন্নতিকারিণী বৃত্তি সমূহের হ্রাস করিবারই সামগ্রীরূপ সাংসারিক পদার্থ সমূহের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে সম্বন্ধ রক্ষা করিতে করিতে এই বৃত্তি বৃদ্ধি করার পক্ষে এরূপ কঠিন যে তরবারির তীক্ষ্ণ ধারের উপর অনাবৃত পায়ে চলিতেও হইবে অথচ পায়ে ক্ষত না হয়। অতএব ইহাতে মন এবং বুদ্ধি সম্বন্ধীয় বিশেষ শ্রম হইয়া থাকে।

জ্ঞানযোগের সাধন উত্তরার্দ্ধ দুঃসাধ্য। কারণ ঐ সময়ে জ্ঞানযোগীর সম্পূর্ণ রূপে বৈরাগ্যও হয় না এবং গীতা কথিত "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" অর্থাৎ কেহই সংসারে ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—এই সিদ্ধান্তানুসারে সে সম্পূর্ণ রূপে কর্ম্ম ত্যাগও করিতে পারে না। এই উভয় কারণে সংসারের সহিত তাহার মানসিক সম্বন্ধ থাকে এবং স্থূল শরীরের কর্ম্মও তাহাকে করিতে হয়। সংসারের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাদি স্বাভাবিক বৃত্তি সমূহ শান্ত করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন স্থূল শরীর সম্বন্ধী কর্ম্ম করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত জীবের স্বাভাবিক গতি সংসারের প্রতি, এই নিমিত্ত তাহার পতনের সম্ভাবনা অধিক। সাংসারিক পদার্থ সমূহের ত্যাগ কর্ম্ম ত্যাগের অপূর্ণতা এবং জীবের স্বাভাবিক গতিই তাহার পতন হইবার সম্ভাবনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অপূর্ণ বৃত্তিতে দুইদিকের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মযোগের সাধনের উত্তরার্দ্ধ সুসাধ্য ও নিষ্কণ্টক; কারণ উহাতে নিষ্কামভাব বর্দ্ধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার পূর্ব্বার্দ্ধে কৃত অভ্যাসের প্রতি প্রকৃতি পড়িয়া যায় এবং যে রূপ জ্ঞানযোগের উত্তরার্দ্ধের অভ্যাসে অপূর্ণ বৈরাগ্য এবং অপূর্ণ কর্ম্মত্যাগ

জ্ঞানাভ্যাসের অবরোধক হইয়া জীবের স্বাভাবিক গতি সংসারের প্রতি থাকিবার নিমিত্ত সেই অবস্থায় পতনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ প্রকার উক্ত নিষ্কামভাব প্রকৃতির অবরোধক কর্ম্মযোগে কিছুই থাকে না অতএব উহা প্রকৃতি নিষ্কণ্টক মার্গে গমনকারী পথিকের ন্যায় ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং পরিশেষে জীবকে মুক্তি পদে উপস্থিত করে।

যে সময়ে জীব সাংসারিক পদার্থ সমূহকে দুঃখ বিবেচনা করিয়া ঐ সকলকে ত্যাগ করিতে করিতে জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় তাহাই জ্ঞানযোগের অভ্যাস করিবার সময়। কিন্তু কর্ম্মযোগ সাধনের প্রারম্ভ ত্রিবর্ণের মধ্যে যজ্ঞোপবীত সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এবং চতুর্থ শূদ্রাদি বর্ণের মধ্যে সেবা করিবার যোগ্য কাল হইতেই হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে আচরণকারী ত্রিবর্ণের বালকদিগকে যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তি প্রাপ্তি হওয়া পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, সেই সকল কর্ম্মের প্রত্যেকের পদ্ধতিতে কথিত সংকল্প বাক্য দ্বারা উহাদিগকে নিষ্কামভাব শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রীয় কর্ম্ম—তা নিত্য কর্ম্মই হউক আর নৈমিত্তিক কর্ম্মই হউক, ঈশ্বর প্রীত্যর্থ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রে আদেশ আছে এবং সেই প্রকার সংকল্পও পদ্ধতিতে লিখিত আছে। যখন শাস্ত্রাজ্ঞা এবং পদ্ধতির সংকল্প সমূহের প্রতি মনুষ্যের দৃষ্টি পড়িবে এবং স্বয়ং কর্ম্ম করিবার সময়ও মুখে ঐ রূপ সংকল্প উচ্চারণ করিবে তখন প্রত্যেক কর্ম্ম সাধনে তাহার নিষ্কাম ভাবের শিক্ষা কেন হইবে না? এবং যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমের শেষ পর্য্যন্ত অসংখ্য কর্ম্ম সাধনে বিবিধ প্রকার এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে হইতে উক্ত মনুষ্য পূর্ণ নিষ্কামভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং জ্ঞানের প্রাধান্য অবলম্বন ব্যতীত পূর্ণ নিষ্কামভাব হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে হইতে চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কেন জীবন মুক্ত হইবে না? অবশ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

ভুক্তভোগীর কথা।

—০—

আজ কাল কেবল বঙ্গদেশে নয়, আশুবাবুর বিধবা কন্যার পুরুষান্তর পরিগ্রহ উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্রই হুল স্থুল পড়িয়া গিয়াছে। একদল শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়া দেখাইতেছেন

"বালবিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও" অন্য দল বলিতেছেন—"রেখে দাও তোমার ব্রহ্মচর্য্য—একে বালিকা, তায় বিধবা, ব্রহ্মচর্য্য-পালনে তাহার প্রবৃত্তি আসিবে কেন? সে ভীষণ কঠোরতা বালিকার দ্বারা পালিত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং পুরুষান্তর গ্রহণ ব্যতীত তাহার আর উপায় নাই। বিশেষ যাহার কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হয় সেই জানে যে, বালিকা কন্যা বিধবা হইলে তাহার কি কষ্ট।" উভয় দলের কথা যুক্তিসঙ্গত হইলেও ব্রহ্মচর্য্য-পালন সম্বন্ধে উভয়দলকেই অনভিজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। কারণ স্বয়ং ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়া অপরের ব্রহ্মচর্য্যপালনে মতামত দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এ বিষয়ে আমি একজন ভুক্তভোগী। সম্ভবতঃ আজকালকার দিনে আমার নিজের বৃত্তান্তটী প্রকাশ করিলে, যদি একজন ব্যক্তিরও চৈতন্য লাভ হয় তবে, তাহার দেখাদেখি অনেকের উপকার হইবে এবং যাঁহারা এরূপ অবস্থায় হতাশ হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাও একটা উপায় দেখিতে পাইবেন।

আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমাকে অতি অল্প আয়ে অনেক গুলি পরিবার পোষণ করিতে হয়। তাহার উপর আমার সংসারে সকলেই অজীর্ণ রোগী। সুতরাং যাহাতে অতি অল্প ব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেই জন্য ডাইল বা অন্যান্য ঘৃতাক্ত নিরামিষ ব্যঞ্জন বা দুগ্ধ অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া কেবল মৎস্যের ক্কাথাদি (মাছের ঝোল) ও কোন কোন দিন এক একটা নিরামিষ ব্যঞ্জন (কাঁচের ঝোল) দিয়াই প্রধান ব্যঞ্জন ক্ষুধার সাহায্যে সপরিবারে অন্নাহার করিতাম। আর কলের জল ত আছেই—কেবল সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার নিমিত্ত সামান্য পরিমাণে গঙ্গাজল সংসারে আসিত। সংসারে কোন বিধবার সম্বন্ধও ছিল না—সুতরাং নিরামিষ পাকের আবশ্যকতাও ছিল না—কোন কোন সময়ে কেবল নিরামিষ আহার্য্যের প্রয়োজন হইলে পিত্তল পাত্রেই তাহা সম্পন্ন হইত। আমার বিবাহিতা সধবা বালিকা কন্যাটী প্রায়ই আমাদের বাটীতে থাকিত।

একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল জামাতাটী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সংবাদ পাইবা মাত্র আমার কন্যাটী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাপনোদের পর সে তাহার জননীর সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করিল। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া সে স্বহস্তে তাহার জননীর পুনঃ পুনঃ নিষেধে উপেক্ষা করিয়াও অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিল এবং স্নানের পর শাটী ছাড়িয়া থানের ধুতি পরিধান পূর্ব্বক প্রকৃত বিধবার বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহার জননীর সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইল। বালিকার সেই বৈধব্যবেশ দর্শনে আমার হৃদয়ে যে কি দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হইল, তাহা আমি ব্যতীত বুঝি বা জগতে বুঝিবার আর কেহ নাই। যাহা হউক আমি হৃদয়ের শোকাবেগ সংবরণ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম ভগবান যাহা করিয়াছেন এবং কন্যার অদৃষ্টে যাহা হইয়াছে, তাহার উপর আমার কোন হাত নাই: সুতরাং যখন কন্যা আমার ব্রহ্মচারিণী বেশে দেবী মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তখন, যাহাতে উহার ব্রহ্মচর্য্য পালনের সুবিধা হয়, তাহাই করিতে হইবে—যেন এই ঘটনার দ্বারা ভগবান আমাকে ইহাই দেখাইয়া দিলেন—সুতরাং ইহাই ভগবানের আদেশ।

কোনও শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইত না। সে সময়কার ভাব দেখিলে নাস্তিক ব্যক্তিরও মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার হইত। একটী ঘটনা হইতে তাঁহার ধর্ম্ম ভাব বিশদরূপে প্রতীয়মান হইবে। তাহা এই:—

তাঁহার পাঠ্যাবস্থায়, কুলোকের পরামর্শে তাঁহার পিতামহ কর্ত্তৃক তাঁহার পিতা, পৈত্রিক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন চূড়ামণি মহাশয়ের পিতৃব্য ঐ পৈত্রিক বিষয় অধিকার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার পরিজনগণ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মন তদ্ জন্য বিচলিত হয় নাই। কি শাস্ত্র অধ্যয়নে কি পূজা পাঠে তাঁহার কোনও ত্রুটী লক্ষিত হয় নাই। প্রাচীন কালে ঋষিগণ যেমন গঙ্গাতীরে অথবা সমুদ্রের বেলা ভূমিতে উপবেশন করিয়া নৈসর্গিক শোভা দেখিতে দেখিতে আত্ম হারা হইয়া পরব্রহ্মে লয় হইতেন, ঋষিকল্প তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও প্রতিদিন ভাগিরথীতে প্রাতস্নান করত পবিত্র হইয়া, একটী জনশূন্য জীর্ণ ঘাটে উপবেশন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেন। সে সময় তাঁহার বক্ষস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইত। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহার পিতৃব্য মহাশয়, যিনি অন্যায় করিয়া, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পৈত্রিক বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, উক্ত ঘাটে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পত্নীর নিকটে বলিয়াছিলেন যে, হলধরের চণ্ডী পাঠ সময়ে তাহার যে প্রকার ভক্তির ভাব দেখিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, কথিত সম্পত্তি আমাদের ভোগে আসিবে না। সমুদয়ই হলধরের হইবে। এই উক্তিটী পরে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল।

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কিছুমাত্র বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। কত বড় বড় লোক তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। তিনি তাঁহার সামান্য কুটীরে তাঁহাদিগকে স্থান দিতেন। পর উপকার তাঁহার জীবনের একটী মহাব্রত ছিল। তিনি নিজসুখ উপেক্ষা করিয়া অপরের দুঃখ মোচনে সর্ব্বদা বদ্ধ-পরিকর থাকিতেন। বৈরাগ্য-ভাব তাহাতে প্রবল ছিল। তিনি সর্ব্বদা পার্থিব সম্বন্ধের নশ্বরতা উপলব্ধি করিতেন। নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তটীর দ্বারা উহা প্রতীয়মান হইবে।

বৃদ্ধাবস্থায়, অসমর্থ জন্য তিনি সন্ধ্যার পর তাঁহার চতুষ্পাঠীতে যাইতে পারিতেন না। তাঁহার কয়েকজন ছাত্রকে তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া পড়াইতেন। সে ঘরটী ভাল অবস্থায় না থাকাতে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে তাহা সংস্কার জন্য অনুরোধ করাতে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—তুমি অবগত আছ যে, শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীদের অবস্থিতির জন্য স্থানে স্থানে চটি আছে। পথভ্রমণের পর, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও ভোজনের পর তাহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন জন্য চটি ত্যাগ করিয়া দ্রুত বেগে গমন করে। একদা কোন যাত্রী সন্ধ্যার সময় এবম্প্রকার এক চটিতে বিশ্রাম জন্য অবস্থিতি করিল। চটিটী জীর্ণাবস্থায় ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টিধারা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পথিক ঘরের একবার এদিক একবার ওদিক করিতে লাগিলেন ও

যে স্থানে জল পড়ে না, সেই স্থানে গমণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে রাত্রি জাপন করিয়া, প্রভাত হইবা মাত্র, ঠাকুর দর্শন জন্য যাত্রা করিলেন। তখন কি তাঁহার সে চটি ঘর সংস্কারের চেষ্টা হয়? আমরা স্বর্গধামের যাত্রী, মহাদেবী দর্শন আমাদের লক্ষ্য। এই কুটীর আমাদের চটি। ইহার সংস্কারে ব্যস্ত থাকা কি উচিত? রজনী ত প্রভাত হয়, এক্ষণ দেবতা দর্শন জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

৮। বদান্যতা।

যে মহোদয়ের অন্তর ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত ছিল, তিনি যে অপরের হিত সাধনে ও দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে বদ্ধ-পরিকর হইবেন না, এরূপ হইতে পারে না। তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিশেষ ধন সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার গৃহে যত অতিথি আসিতেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে যথা সাধ্য সৎকার করিতেন। তৎকালে, রেলওয়ে না থাকাতে, উত্তর পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসীগণ ৺ গঙ্গাসাগর যাইবার সময়, কোন বৎসর দুই শত, কোন বৎসর তিন শত উপস্থিত হইতেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়, আবশ্যক মত তাঁহাদের ভোজনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রীতি মত তাঁহাদের সেবা করিতেন। এক বৎসর এরূপ ঘটিয়াছিল যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হাতে কিছু টাকা ছিল না। এমন সময়ে প্রায় দুই শত অভুক্ত সন্ন্যাসী রাত্রি যোগে তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। কোন রূপে টাকার আয়োজন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর একগাছি স্বর্ণ বলয় লইয়া তাহা বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া, সন্ন্যাসীদের সৎকার করিলেন।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রতি বৎসর সমারোহ পূর্ব্বক শারদীয়া পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতিও উত্তম রূপে সমাধা করিতেন। প্রতি বৎসর, তাঁহার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধও সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভট্টপল্লীস্থ যাবতীয় ব্যক্তিকে উত্তমোত্তম সামগ্রী দ্বারা ভোজন করাইতেন। পিতৃ, মাতৃ শ্রাদ্ধ বা কন্যার বিবাহ জন্য দায় গ্রস্ত হইয়া যাঁহারা তাঁহার কাছে আসিতেন, তিনি সাধ্য মত তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিতেন।

৯। পরলোক গমন ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা।

তাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, ধর্ম্মভাব ও বদান্যতা সম্যগ্‌রূপে দেখাইয়া, তর্কচূড়ামণি মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ইহলোক হইতে অবসৃত হইবার সময় সন্নিকট। এই নিমিত্ত তিনি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিব প্রসন্নের শুভ বিবাহ এবং দ্বিতীয় পুত্র যজ্ঞপতির উপনয়ন সংস্কার দিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ১২৫৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভেই বিবাহ ও উপনয়নের দিন স্থির করিলেন। দুইটী দিনে অধিক ব্যবধান না থাকাতে, এক আয়োজনেই দুই কার্য্যে ব্রাহ্মণাদি ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী আপত্তি করাতে, চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন যে, যদ্যপি তোমার, যজ্ঞপতির উপনয়ন অন্য দিনে সমারোহ

কেহ আর সংসারের কোন কিছুই করিতে হয় না—কোন কিছুই দেখিতে হয় না। এখন আমার সেই বাল-বিধবা সংসারের কর্ত্রী—তাহার ব্যবস্থানুসারে সংসার পরিচালিত হয়—সামান্য যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, তাহার দ্বারাই এক প্রকার চলিয়া যায়। আমার নিত্য পূজা হোমাদির ব্যবস্থা, সাংসরিক ব্যবস্থা সেই কন্যাই করিয়া থাকে। এক কথায়, এখন আমার সংসার আর আমার সংসার নহে—আমার সংসার এখন সেই বালবিধবা কন্যার সংসার। সে কখনও বা পুরুষ ভাবে আমার অল্প বয়স্ক পুত্র কন্যাগণকে শাসন করিতেছে—কখনও বা জননী বেশে আমাদিগের আহারাদির তত্ত্ব লইতেছে—কখনও বা শিষ্যা বেশে আমা-দিগের পাদোদক পান করিতেছে।

একদিন আমি আমার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "মা, তুমি আমার সংসারে এত কষ্ট, এত পরিশ্রম কর কেন?" তাহাতে সেই ব্রহ্মচারিণী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল "বাবা এ পরিশ্রমে আমার কষ্ট হয় না, বরং ইহাতে আমি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ অনুভব করি। আপনি মনে করেন, আপনার সংসার—কিন্তু আমি দেখি, আমারই সংসার। মনে করায় এবং দেখায় অনেক পার্থক্য।" আমি নিরুত্তর হইয়া সে দেবী মূর্ত্তির মহিম-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। প্রার্থনা করি, যাঁহারা বিধবা কন্যাকে গৃহে রাখিয়া প্রতিক্ষণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়াছেন, তাঁহারা আমার ন্যায় সংসার রূপ আনন্দ কাননে বাস করুন।

জনৈক ভুক্তভোগী।

আত্ম সমন্বয়।

বিগত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ধর্ম্ম প্রচারকে শ্রীযুক্ত বিনোদ লাল পাক-ড়াশী মহাশয়ের "বর্ণ নির্ণয়" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে প্রবন্ধকারের এরূপ উদ্দেশ্য প্রতিপাদিত হয় নাই যে, তিনি বিদ্বেষ বশতঃ কোন সমাজ বিশেষকে, বিশেষতঃ কায়স্থ সমাজকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, কেবল তিনি সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট শাস্ত্রীয় যুক্তি

অনুসারে সর্ব্ববাদি-সম্মত একটা মীমাংসা জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তাহার ফলে হিতে বিপরীত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাঁহাদিগের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তাঁহারা এসম্বন্ধে নীরব আছেন। অবশ্য ইহার কারণ কি তাহা তাঁহারাই জানেন, কিন্তু নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতিই স্বমত সমর্থন করিয়া ব্যক্তিগত গ্লানিসূচক ভাষায় প্রতিবাদ করিতেছেন। পাকড়াশী মহাশয়ের প্রথম প্রবন্ধের প্রতিবাদ অবশ্যই আমাদিগের অবকাশ কালে স্থলাভিষিক্ত নূতন সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধ মধ্যবর্ত্তী অকথ্য গালাগালির মর্ম্মাবধারণ করিতে না পারিয়া যথাযথ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কাজেই পাকড়াশী মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধও আমরা কার্য্যে যোগদান করিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হই। বিশেষতঃ এবারেও পাকড়াশী মহাশয় যখন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এ প্রবন্ধ কাহারও প্রতিবাদের প্রতিবাদ নহে এবং যখন তিনি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট কয়েকটী বিষয়ের শাস্ত্রীয় মীমাংসার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন তখন, প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতে আমাদিগের আদৌ ইচ্ছা না থাকিলেও আমরা উহা বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, এবারেও পণ্ডিত মণ্ডলী সকলেই নীরব আছেন। কেবল নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি, যদি প্রতিবাদ গুলি প্রকাশ করা যায়, তবে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে যে উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রচারক প্রকাশিত হইতেছে, সে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার পরিবর্ত্তে ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের মধ্যে একটা ঘোরতর দ্রোহভাব উৎপন্ন হইয়া উভয় সমাজেরই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। এই নিমিত্ত যে সকল মহাত্মা আত্মপক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক পাকড়াশী মহাশয়ের প্রতিবাদ লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণের অভিলাষ যে যাহাতে ধর্ম্ম প্রচারকে ঐরূপ ভাবের প্রতিবাদ অথবা প্রবন্ধ পুনরায় প্রকাশিত না হয় এই নিমিত্ত সেগুলি প্রকাশিত হইল।

অতএব আমরা উভয় পক্ষকেই এই আত্মদ্রোহকর অশান্তি জনক অথচ যাহার মীমাংসা হইলেও কোন লাভ নাই, মীমাংসা না হইলেও কোন ক্ষতি নাই, এরূপ বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের কর্ত্তব্য কার্য্য যথাসাধ্য সম্পাদন বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। কার্য্যক্ষেত্রই এক মাত্র পরীক্ষা স্থল। যে দিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণ কার্য্যের দ্বারা অথবা ব্রাহ্মণবংশীয় [illegible]

ব্যক্তি ব্রহ্মতেজের এবং ক্ষত্রিয়গণ উপযুক্ত কার্য্যের দ্বারা ক্ষাত্রতেজের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, সে দিন কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া কাহাকেও আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রয়াশ পাইতে হইবে না—সে দিন কি বাঙ্গালা, কি হিন্দী, কি উর্দ্দু, কি মহারাষ্ট্রী, কি ইংরাজী সকল পত্রিকা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদিগের অথবা সেই ব্যক্তির কার্য্য কলাপ উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করিবে, জগৎ তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের অথবা ক্ষত্রিয়ত্বের দৃষ্টান্তে চকিত হইবে।

শ্রীমহামণ্ডল প্রবন্ধ কারিণী সভা।

বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারি ইং ১৯০৮ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশ্মীর ভবন ৺কাশীধামে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের ম্যানেজিং সব কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভার নিম্ন লিখিত মন্তব্যগুলি প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র নায়ক দা জী কালিয়া সাহেব সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

২। পূর্ব্বকমিটির কার্য্যাবলী পাঠ করা হইল এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে ঐ সকল স্থিরীকৃত হইল।

৩। ইং ১৯০৭ সাল ২৯শে ডিসেম্বরের পাইওনিয়ারে যে পত্র কাঙ্গড়া মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাঠ করা হইল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে কাঙ্গড়া মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার বিষয়ে পরম মাননীয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতির দ্বারা প্রার্থনা করা হউক।

৪। নাগরী প্রচারিণী সভার ২রা জানুয়ারি ১৯০৮ সালের পত্র পাঠ করা হইল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে স্বর্গবাসী রাধাকৃষ্ণ দাসের স্মারকচিহ্ন ফণ্ডে অন্ততঃ ৫১ টাকা প্রদত্ত হউক এবং ইহাও সূচনা দেওয়া হউক যে স্মারক চিহ্নের কমিটি যে দিন দয়া শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলকে বিদিত করেন।

৫। শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ডিপুটীকলেক্টর বাঁকীপুর যে পত্র বিগত ৩রা তারিখে লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করা হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডারের নিমিত্ত যে ৩০৫৲ টাকা ফণ্ডের জন্য পাঠাইয়াছেন এবং উত্তম প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অনেকানেক ধন্যবাদ দেওয়া হউক এবং তাঁহার প্রস্তাবানুসারে ইহাও নিশ্চয় হইল, দান ভাণ্ডারের নিমিত্ত এক স্থায়ী কোষ স্থাপন করা হউক এবং সেই কোষের কেবল সুদ হইতে ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যানুসারে ব্যয় করা হউক। এই প্রস্তাবে উক্ত টাকা শতকরা ৫২ টাকা সুদে বেনারস ব্যাঙ্কলিমিটেডে জমা রাখা হউক।

৬। শাহজাঁহাপুর নিবাসী উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কায়াহিয়া লালজীর বিগত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের পত্র পাঠ করা হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিশ্চয় হইল যে সংপ্রতি চাপরাসী দেওয়া অসম্ভব।

৭। অনারেবল শ্রীযুক্ত মুন্সী মাধব লালজীর ১৬ই জানুয়ারি তারিখের পত্র পাঠ করা হইল।

৮। বিজাবরাধীশ শ্রীযুক্ত সবাই মহারাজা বাহাদুর সাবন্তসিংহ জীর ইং ১৯০৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের পত্র পাঠ করা হইল। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে বিজাবরাধীশকে সংরক্ষক পদ অর্পণ করা হউক এবং শ্রীযুক্তের স্বীকার পত্র আসিলে এই মন্তব্যের প্রতিলিপির সহিত শ্রীযুক্ত প্রতিনিধি মহাশয়দিগের নিয়মানুসারে সূচনা দেওয়া হউক।

৯। অনাথ বালকদিগের রক্ষার নিমিত্ত লটারি খুলিবার ফাইল পাঠ করা হইল। সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে স্থির হইল গবর্ণমেণ্টের কমিশনর সাহেবের যে আদেশানুসারে লটারি হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই আদেশের সহিত আগামী কমিটিতে ফাইল পেশ করা হইবে।

১০। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতির হস্তাক্ষরযুক্ত ইং ১৯০৭, ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের সারকুলার যাহাতে শ্রীমহামণ্ডলের উপদেশক, মহামহোপদেশক এবং প্রান্তীয়মণ্ডল, শাখা সভা ধর্ম্মালয়ের কার্য্যকর্ত্তৃগণ এবং সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিয়মানুসারে ধর্ম্মকার্য্যে তৎপর থাকিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে যাহার এক এক খণ্ড প্রত্যেক প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে তাহার উত্তরে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা পাঠ করা হইল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ইংরাজী অনুবাদসহ হিন্দী সারকুলার এবং গবর্ণমেণ্টের সকল বিষয়ের পত্র ব্যবহার এবং প্রধান সভাপতি মহাশয়ের প্রয়াগ ও কলিকাতা অধিবেশনের বক্তৃতা ও মেমোরেণ্ডম প্রভৃতি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া প্রকাশ করা হউক।

১১। নীলধারা হরিদ্বার তীর্থের বিষয় মহামণ্ডলের পক্ষে হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে যে মেমোরিয়াল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহার উত্তরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইং ১৯০৭ ডিসেম্বর ২৩শে তারিখের শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতির নামে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করা হইল।

১২। মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর কে সি এস আই কলিকাতা মহামণ্ডলের একজন ধর্ম্মোৎসাহী প্রতিনিধি এবং বিশেষ সহায়তা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গবাস হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার বিয়োগে সকলের দুঃখ হইয়াছে, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহার আত্মার শান্তি লাভ হউক এবং তাঁহার শোক গ্রস্ত পুত্রের সহিত কমিটি হৃদয়ের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। এই মন্তব্যের প্রতিলিপি তাঁহার বিদিতার্থ প্রেরিত হউক।

১৩। ইং ১৯০৭ সাল ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের মন্তব্য নং৫ শ্রীমতী মহারাণী সাহেবা ডুমরাঁও মহোদয়ার স্বর্গবাস হইবার কথা পাঠ করা হইল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত মন্তব্যের এক প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত বাবু কেশব প্রসাদ সিংহ রইস ডুমরাও মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করা হউক।

মহামণ্ডল সংবাদ।

কলির ভীম।—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামমূর্ত্তি নায়ডুর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইনি মান্দ্রাজের অধিবাসী। এই বীরপুরুষের শারীরিক সামর্থ অলৌকিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে প্রকার দৃঢ় লৌহ নিগড়েই ইঁহাকে আবদ্ধ করা হউক না কেন, ইনি অবলীলাক্রমে সেই নিগড় ছিন্ন করিতে পারেন। প্রথমবার তিনি মান্দ্রাজে আপনার সামর্থ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত পাপেরা চেটী নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ইঁহার সামর্থ পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বারে সেকেন্দরাবাদে জনৈক মুসলমান ধনী ভদ্রলোক তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। তিনি সে পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সংপ্রতি বোম্বাই নগরে তাঁহার পরীক্ষা হইয়াছিল। মিঃ মুসা হাজী খাঁ নামক জনৈক ধনীব্যক্তি তাঁহার কার্য্যকারিতা গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। এবারে তিনি অদ্ভুত সামর্থের পরিচয় দিয়াছিলেন। একগাছি সুদৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলের দ্বারা তাঁহাকে আবদ্ধ করা হয়। তিনি অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও তাহা ছিন্ন করেন। অন্যান্য ক্রীড়ার মধ্যে এবারে তিনি আরও কয়েকটী বিস্ময় জনক ক্রীড়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার গলদেশ এবং পদদ্বয় একটী উন্নত লৌহ দণ্ডে আবদ্ধ করা হয়। একটী বালককে তিনি দন্তের দ্বারা উত্থিত করিয়া রাখেন। সেই অবস্থায় বক্ষে প্রস্তর রাখিয়া হাতুড়ীর দ্বারা সেই প্রস্তর ভগ্ন করা হয়। অপরটীও নিতান্ত উল্লেখ যোগ্য। তিনি ভূমিতলে উত্তান ভাবে শয়ন করেন। সেই সময় তাঁহার বক্ষঃস্থলে ৬ হাজার পাউণ্ড ওজনের অর্থাৎ প্রায় ৭৮ মন ওজনের এক খানা পাথর চাপান হয়। তাহার উপর আর এক খানা প্রায় ৪০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫ মন পাথর চাপাইয়া

দিয়া গুরুভার হাতুড়ীর আঘাতে উপরের পাথর খানি চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়। তাহারপর অধ্যাপক মহাশয়ে সেই বৃহৎ প্রস্তর খানি তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ করেন এবং এরূপ ভাবে উত্থিত হন, যেন এই ঘটনার সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই। মান্দ্রাজে যখন তিনি আপন সামর্থ্য প্রদর্শন করেন, তখন শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় সে ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহা দর্শন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইঁহার ন্যায় ব্যক্তি সাধারণ কর্ত্তৃক উৎসাহ প্রাপ্ত হউন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

বদান্যতা। শ্রীযুক্ত রাজা বলবন্ত সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, আওয়াগড়াধীশ স্বরাজ্যের উদ্ধার কামনায় উদারতার অত্যুত্তম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন। তিনি রাজপুত কলেজের নিমিত্ত এক কালীন দশ লক্ষ টাকা দান করায় আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি নাই। তিনি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলেরও একজন প্রতিনিধি হইয়া এবার কলিকাতায় ভাইসরয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি শ্রীমহামণ্ডলকেও ২৫০০৲ টাকা এক কালীন দান করিয়াছেন। উক্ত বদান্যতার নিমিত্ত আমরা মহারাজা বাহাবাহাদুরকে অনেকানেক ধন্যবাদ করিতেছি।

প্রতিনিধির দান। কিশনগড়ের মহারাজা বাহাদুরের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত মহারাজা রঘুনাথ সিংহজী মহোদয় এবারে মহামণ্ডল ডেপুটেশনে কিশনগড় রাজের প্রতিনিধি রূপে কলিকাতায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের লোকোপযোগী উদ্দেশ্য সমূহের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ধর্ম্মোৎসাহিত হইয়া মহামণ্ডলকে বার্ষিক ৫০৲ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

ধর্ম্ম প্রচার।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাম শাস্ত্রী আজ কাল মাড়োয়ার প্রান্তে বল্লভকুল কমল দিবাকর শ্রীযুক্ত গোস্বামী শ্রীজীবনাচার্য্য মহারাজের সম্পূর্ণ সহায়তায় ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবুরামজী গত মাসে দীন নগর, মুলতান, গোবিন্দপুর, বাটালা গুরুদাসপুর এবং হোসিয়ার পুরে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীয়ালাল জী উপদেশক হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডে বক্তৃতা দিয়া তত্রত্য ঋষি আশ্রমের আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কানাহিয়া লাল শর্ম্মা বান্দা সনাতন ধর্ম সভার বার্ষিকোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত উৎসবে বিদ্যাবারিধি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র মহোপদেশক এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভীমসেন শর্ম্মা মহোপদেশক মহাশয়ও তথায় গিয়া যোগদান করেন। প্রতিদিনই উপদেশক মহাশয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শেষের দিন সভা ভবন নির্ম্মাণের নিমিত্ত প্রস্তাব হয় এবং তাহাতে ছয়শত টাকা চাঁদা উঠে। এতদুপলক্ষে মহামণ্ডলের ১৩ জন সভ্য বৃদ্ধি হয়, এস্থান হইতে পণ্ডিত কানাহিয়া লাল শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের আজ্ঞানুসারে হোশিয়ারপুর সভার বার্ষিকোৎসবে গমন করেন।

বিদ্যাবারিধি পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র মহোপদেশক, কূর্ম্মাচল ভূষণ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদত্ত পন্ত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কানাহিয়া লাল উপাধ্যায় উপদেশক, শ্রীমহামণ্ডলের জৌনপুর সভার বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। চারিদিন উৎসব হইয়া ছিল। পন্তজী হরিদ্বার ঋষিআশ্রম নিমিত্ত আপিল করেন এবং তাহাতে ৬০০৲ টাকা উঠে।

শ্রীযুক্ত গোসাই শঙ্কর ভাই সেক্রেটারি সনাতন ধর্ম্ম সভা লিখিয়াছেন, উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গুরুদত্ত জী দয়ানন্দীদিগের মূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ বিষয়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তথা হইতে উপদেশক মহাশয় শাহপুরে গমন করিয়াছেন।

বিগত এপ্রিল মাসে বিদ্যাবারিধি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র মহোপদেশক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কানাহিয়া লাল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নন্দকিশোর প্রভৃতি আজমগড় সনাতন ধর্ম্ম সভার বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে গমন করেন। তথায় তাঁহারা সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলকেই মুগ্ধ করেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যমুনা দত্ত ব্যাস ব্রহ্মাবর্ত্তমণ্ডলের অন্তর্গত আমরোহা, মজিয়াবাদ, কোট দ্বারমণ্ডী, ধামপুর, শেরকোট, অনূপসহর, কস্তাবঞ্জী, জালালপুর, আরৌলী প্রভৃতি স্থানে সফলতা সহকারে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আলারাম নাগর কাটনী মুড়োয়ারায় ৪ দিন বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর সুন্দর মাৎথারম শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের

অন্তর্গত কাছাড়, বর্ণারপুর, মণিপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে অতি দক্ষতার সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় এপর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ৫।৬ শত সাধারণ সভ্য এবং প্রায় ৩০।৪০ জন সহায়ক সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

—০—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপ্রচারক সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।—

মহাশয়, শ্রীবৃন্দাবন হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এখানে বঙ্গ ব্রাহ্মণ সমিতি নামক সম্প্রতি একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণবর্গ ইহার সভ্য, স্বর্গীয় মহাত্মা ৺লালা বাবুর ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্তবাবু সদাশিব মিত্র মহাশয় ঐ সমিতির প্রধান পৃষ্ঠ পোষক, ব্রাহ্মণগণের কৌলিক ধর্ম্ম ও সন্ধ্যাপূজা পাঠ ইত্যাদি যাহাতে বজায় থাকে তাহার উপদেশ দানই এই সমিতির মোক্ষ্য উদ্দেশ্য। এই সমিতির ১৫ জন মেম্বর বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য সর্ব্বদা সমিতির উন্নতি জনক কার্য্যে ব্রতী আছেন। এই বঙ্গব্রাহ্মণ সমিতি সভায় শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের সাহায্য প্রার্থনীয়।

নিবেদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দান প্রাপ্তি।

ইং অক্টোবর ১৯০৭।

মাসিক সহায়তা

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা ইন্দ্রমহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, ভারত মার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি ২৫০৲

এ, এল, এ, আর, অরুণাচেলম্ চিটিয়ারজী জমীদার দেবকোট, মান্দ্রাজ ৬০৲

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর দেব শর্ম্মা বাহাদুর তাহিরপুর ৫৲

সাধারণ সভ্য খাতে ২২১।০

আয় ব্যয়ের তালিকা।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

অক্টোবর মাস, ইং ১৯০৭ সাল।

—:০:—

জমা

রোকড় বাকী	১০১৪৷৵১
সাধারণ সভ্য খাতে	২২১৷৷০
মাসিক সহায়তা খাতে	৩১৫৲
বিজ্ঞাপন ছাপাই খাতে	৮২৷৷০
ফেরৎ ডাক টিকিট খাতে	।০
অমানত খাতে	৫০৲
প্রেসিডেণ্ট আফিস খাতে	৩০০৲
হিসাব তলব খাতে	২৫৪৷৵০
মোট জমা	২১২৮৷৷/৬

কৈফিয়ৎ———

জমা	২১২৮৷৷/৬
খরচ	১৪১৯৷৷০
বাকী	৭০৯/৬

সাত শত নয় টাকা
এক আনা ছয় পাই মাত্র।
বেনারস ব্যাঙ্কে———২১২৮৷৷/৯
কার্য্যালয়ে——————২৮৷৵৯

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ।

খরচ

ডাক টিকিট খরচ খাতে	১৯৷৷৯
ছাপাই বিভাগ খাতে	১৬৭৷৷৬
বৃত্তি খাতে	১৯৭৸/৩
শ্রীশারদামণ্ডল খাতে	২০/০
শ্রীদেবসেবা খাতে	২৪।০
অতিথি সৎকার খাতে	২৸৷/৬
বিদ্যাপ্রচার খাতে	৩০৲
স্টেশনারি খাতে	১৸৵৯
অনাথালয় খাতে	৫৲
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	১৬।০
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	৩০৲
শ্রীজনকধর্ম্মমণ্ডল খাতে	২৫৲
শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল খাতে	৩০৲
শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	২৫৲
ডেপুটেশন খাতে	৫৩৯৷৷৵০
মুৎফরিক্কা খাতে	১৭৸/০
হিসাব তলব খাতে	১৪৮৸/০
মোট খরচ	১৪১৯৷৷০

(স্বাঃ)পং শ্রীকাশীপ্রসাদ ত্রিপাঠী, মুনীম।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য।

পূর্ব্বানুবৃত্ত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঘোড়ামারা।

,, রামগোবিন্দ পাল আলিগড়।

,, পার্ব্বতীদাস রায় নন্দীপুর

,, ব্রজেন্দ্র সুন্দর ঠাকুর, উকিল গোরা-বাজার।

,, নফরদাস রায় ঐ

,, পূর্ণচন্দ্র চৌবে, মোক্তার ঐ

,, বনয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার খাগড়া

,, তারিণী মোহন রায় বহরমপুর।

,, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য } বহরমপুর।
,, ভুমন চন্দ্র রায় }

,, শরৎ চন্দ্র চৌধুরী পুটিয়া

,, জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন ঐ

,, ব্রজগোপাল সেন ঐ

,, গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ

,, ভগবান্ চন্দ্র সরকার ঐ

,, শ্রীকৃষ্ণ সরকার বর্ম্মণ ঐ

,, পং শশিশেখর সান্যাল ঐ

,, কুমুদ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঐ

,, গঙ্গাগবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী ঐ

,, শ্যামসুন্দর সান্যাল কৃষ্ণপুর।

,, সুরেন্দ্র নাথমৈত্র, ডাক্তার পুটিয়া

,, হরেরাম সান্যাল ঐ

,, গিরিশ চন্দ্র মজুমদার ঐ

,, শ্যামচন্দ্র লাহিড়ী ঐ

,, ভারত চন্দ্র দত্ত ডাক্তার রাজসাহী।

,, কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল মালোপাড়া।

শ্রীমতীরাজকুমারী হেমাঙ্গিনী দেবী, পুটিয়া।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল পাণ্ডে, উকীল, রাজসাহী

,, মহেশচন্দ্র রায় উকীল ঘোড়ামারা।

,, পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার ,,

,, মোহিনী কান্ত নন্দী

,, বগলা প্রসন্ন মজুমদার ডেঃ কঃ কাছাড়

,, তেজোময় মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছা।

,, তারাচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, বাগুড়া।

,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নাটোর।

,, হরিমোহন ঘোষ ডাক্তার ,,

,, নলিনী নাথ মজুমদার, পুটিয়া।

,, নলিনী কান্ত চৌধুরী, নাটোর।

,, হরিলাল গুপ্ত মেনেজার ,,

,, অতুলচন্দ্র সেন উকীল ,,

,, কেদার নাথ চৌধুরী উকীল ,,

,, যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মুন্সিফ ,,

,, পং শশিভূষণ শিরোমণি গঙ্গাটিকুরী।

,, রামদাস মজুমদার ,,

,, স্বর্গ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,

,, সুরেন্দ্রনাথ সেন: কবিরাজ ,,

,, যোগীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ,,

,, দিগম্বর চৌধুরী, আথলিয়া।

,, পার্ব্বতীচরণ বসু মোক্তার, ঢাকা।

,, কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ,,

,, ললিত মোহন কর ,,

,, রামচন্দ্র গুপ্ত উকীল, দিনাজপুর।

,, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুর।

,, প্রবোধচন্দ্র গুহ, কলিকাতা।

,, সতীশচন্দ্র বসু কলিকাতা।

,, ললিতকুমার ঘোষ, ক্যানিং টাউন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু ক্যানিং টাউন।
" প্রিয়নাথমুখোপাধ্যায়, ঢাকা।
" দ্বারকা নাথ চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর।
" যতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।
" অতুলকৃষ্ণ বসু "
" দেবেন্দ্র চন্দ্র রায় কবিরাজ, বারাকপুর।
" কৈলাশচন্দ্র বসু, কলিকাতা।
" সুধীরঞ্জন সেঠ, "
" যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পুটিয়া।
শ্রীমতী অরুণ বালা বসু, আসাম।
শ্রীযুক্ত সঞ্জীবন গুড্যা, মেদিনীপুর।
" জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনগর।
" চন্দ্রকুমার বসু, চাঁদসী।
" চিন্তাহরণ গুহ ঐ
" রজনী কান্ত গুহ ঐ
" লক্ষ্মীনারায়ণ গুহ ঐ
" মোহনচন্দ্র গুহ ঐ
" জগৎ চন্দ্র রায় জঙ্গীপুর।
" শ্যামাকান্ত বসু চাঁদসী।
" হরেন্দ্র কুমার ঘোষ সব ইং আলিপুর।
" মহেন্দ্র নাথ চৌধুরী, ভৈরবপুর।
" রোহিণী নন্দন সেন, মণিরামপুর।
" বীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, বারুইপুর।
" যোগেশ্বর সেন, মাদারিপুর
" অবিনাশ চন্দ্র রায়, বড় পাইকা।
" শ্রীশচন্দ্র দত্ত, গৌর নদী।
" রসিক চন্দ্র রায় বড় পাইকা।
" ফুলচন্দ্র গুহ, মাদারিপুর।
" সূর্য্যকুমার দাস গুপ্ত, গৌরনদী।
" অবনী কান্ত রায়, মানভূম।
" উপেন্দ্র নাথ সরকার, কলিকাতা।
" যতীন্দ্র নাথ সেন, ২৪ পরগণা।
" অনুকূল চন্দ্র রায় কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রঞ্জন লাল ঘোষ, ২৪ পরগণা।
" হরেন্দ্রকুমার বসু, ফরিদপুর।
" ললিত মোহন গাঙ্গুলী ডাক্তার, ২৪পরগণা
" সুরেন্দ্র নাথ সিংহ উকীল মথুরাপুর
" নীরদ চন্দ্র দে "
" প্রসন্ন কুমার পুরকাইত "
" হরিমোহন রায়, দাসের তেজল।
" চিরঞ্জীবচন্দ্র চৌধুরী, চহিল গাঁও।
শ্রীযুক্ত রাস মোহন চৌধুরী ঐ
" নরেশ চন্দ্র চৌধুরী ঐ
" ইন্দুভূষণ গুপ্ত রায়, মৈমনসিংহ।
" ভূষণ চন্দ্র ঘটক, জাম গ্রাম।
" চন্দ্রকুমার সাবর্ণ চক্রবর্ত্তী, চাঁদসী।
" কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গুলিসাখালি
" অক্ষয়কুমার তালুকদার, চাঁদসী।
" অম্বিকা চরণ চক্রবর্ত্তী ঐ
" চন্দ্রমোহন সরখেল ঐ
" কৈলাশ চন্দ্র বসু উকীল, মাদারিপুর
" বিপিন চন্দ্র পাণ্ডা বরিশাল।
" প্রকাশ চন্দ্র গুহ ঐ
" শশিভূষণ রায়, কলিকাতা।
" যতীন্দ্র নাথ রায়, কেচকাপুর।
" সাগর চন্দ্র কো· সিমলা।
" দুর্গা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দমদমা।
" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরাপুর।
" অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডায়মণ্ড হারবার।
শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী, মথুরাপুর।
শ্রীযুক্ত মাখন লাল গোস্বামী, কোন্নাগর।
" জ্যোতিঃ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ময়ূরভঞ্জ।
" সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় ঐ
" বৈষ্ণব চন্দ্র পট্টনায়ক পোষ্টমাষ্টার ঐ
" উদয় নাথ দাস হেড্ক্লার্ক ঐ

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মৌলিক উকীল ঐ
„ শশিভূষণ মিত্র, ভাবরপুর
„ রামশরণ শাহ, মেদিনীপুর।
„ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, সৈদপুর।
„ ঈশানচন্দ্র সিংহ উকীল, মেদিনীপুর।
„ কালীপ্রসন্ন চৌধুরী উকীল ঐ
„ ব্রজেন্দ্রকুমার দে উকীল ঐ
„ ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ঐ ঐ
„ অমরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য উকীল মেদিনীপুর
„ ভগবান চন্দ্র দাস ঐ ঐ
„ ত্রৈলোক্যনাথ পাল ঐ ঐ
„ কেদার নাথ হাজরা উকীল, ঐ
„ জয়নারায়ণ চৌধুরী মোক্তার ঐ
„ নবকৃষ্ণ দাস „ ঐ
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় „
„ সতীশচন্দ্র বসু হেডক্লার্ক „
„ শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, „
„ কৃষ্ণ গোপাল পাল মোক্তার „
„ রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার „
„ ব্রজনাথ চন্দ্র উকীল মেদিনীপুর।
„ অমর নাথ রায় মুন্সীথানা „
„ মহেন্দ্র নাথ দাস উকীল, মেদিনীপুর।
„ ক্ষীরোদ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় „
„ কুমেদা চরণ ঘোষ „
„ রাজা শ্রীনারায়ণ বল „
„ দেবেন্দ্র নাথ রায় কণ্ট্রাক্টর „
„ দেবেন্দ্র নাথ দাস সেরেস্তাদার „
„ প্যারী মোহন ঘোষ মোহরের „
„ কৃষ্ণকিশোর বল „
„ কালীচন্দ্র হাজরা, উকীল „
„ রাম চন্দ্র মিত্র, অন্তরা গ্রাম „

„ দ্বারকা নাথ দাস „
„ গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস নেপুরা রামগড় „
„ শ্রীমন্ত লাল দাস কানুনগো „
„ জ্ঞানানন্দ সেন গুপ্ত উকীল „
„ রাম নাথ সরকার মুহুরী „
„ শ্রীমন্ত লাল বেড়া „
„ হরপদ মাইতি „
„ রাখাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী „
„ মন্মথ নাথ দে „
„ প্যারী মোহন দাস „
„ যোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় „
„ হৃষীকেশ চট্টো পাধ্যায়, বাঁকুড়া।
„ ভোলানাথ সরকার „
„ কুলদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় „
„ কেশব লাল পাল, গড়াচকালী, মেদিনীপুর।
„ উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীতলা „
„ কাশী নাথ অধ্বর্য্যু উকীল „
„ যোগীন্দ্র নাথ দাস, বাঁকুড়া
„ পূর্ণচন্দ্র আইচ সেরেস্তাদার „
„ শরৎ চন্দ্র সিংহ „
„ প্রেম ঘোষ লেডাসন অন্ধা „
„ নীলমাধব বারিক শিক্ষক „
„ মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় „
„ নগেন্দ্র নাথ রায় উকীল „
„ পুরুষোত্তম পাল „
„ অতুল চন্দ্র দে একাউন্টেন্ট „
„ জগদানন্দ চট্টোপাধ্যায় „
„ মাখন লাল মুখোপাধ্যায় „
„ ভোলা নাথ অধ্বর্য্যু „
„ ব্রজকিশোর সিংহ „
„ বংশীধর পাড়া „

,, হরগোবিন্দ গোস্বামী ,,
,, বরদা কান্ত চট্টোপাধ্যায় উকীল ,,
,, গিরিশচন্দ্র খাঁ খাজাঞ্চি ,,
,, ভুবনেশ্বর দত্ত ,,
,, বনওয়ারি লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
,, অটল বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় নাজির ,,
,, বামন দাস চট্টোপাধ্যায় পেশকার,,
,, বিষ্ণুচন্দ্র সেন সেরেস্তাদার ,,
,, গিরিশচন্দ্র দে কলেক্টর ,,
,, রাম লাল দাস ,,
,, উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ হেড ক্লার্ক ,,
,, সুদর্শন মজুমদার ,,
,, উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,,
,, গোপেশ্বর বসু ,,
,, উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, নাজির ,,
,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নায়েব নাজির ,,
,, বামাচরণ দে একাউন্টেণ্ট ,,
,, যোগীন্দ্রনাথ অধ্বর্য্য ,,
,, মহেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত সেরেস্তাদার ,,
,, গোবিন্দ লাল দাস ,,
,, অটল বিহারী পাল, পেশকার ,,
,, মোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়, পেশকার, মেদিনীপুর।
,, ডাক্তার যতীশ চন্দ্র চৌধুরী ,,
,, তারক নাথ মুখোপাধ্যায় সেরেস্তাদার, মেদিনীপুর।
,, হেমচন্দ্র কুমার বিষ্ণুপুর ,,
আশুতোষ সিংহ পোষ্টমাষ্টার ,,
,, লোকনাথ বিশ্বাস জেলার ,,
,, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল ,,
,, সেক্রেটরি বাণীবিবর্দ্ধিনী সভা চেলবানা গড়
,, নিমাইচরণ মিত্র উকীল, কটক।
,, মৃত্যুঞ্জয় কাব্যতীর্থ ,,
,, গোপাল চন্দ্র রায় উকীল ,,
,, নলিনী কান্ত মুখোপাধ্যায় উকীল ,,
,, শ্যামসুন্দর মহাপাত্র পুরী।
,, নারায়ণ খুন্তিয়া ,,
,, পদ্মনাভ প্রতিহারী ,,
,, বিপ্রচরণ মহান্তি কটক।
,, শিবদাস ভট্টাচার্য্য কমলপুর।
,, বরদা কান্ত চট্টোপাধ্যায় ঘোড়ামারা।
,, নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কাকড়া।
,, কুমার কেশব নারায়ণ সেন, সিরোইন।
,, অক্ষয় কুমার ভাদুড়ী ঘোড়ামারা।
,, শরৎ চন্দ্র রায় উকীল ,,
,, রজনীকান্ত সেন গুপ্ত, উকীল ,,
,, দেবেন্দ্র দাস গুপ্ত উকীল ,,
,, কেদার নাথ মৈত্র ,,
,, মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য ,,
,, হরিমোহন শর্ম্মা চৌধুরী ,,
,, সেক্রেটরি বান্ধব সমিতি, রাজগ্রাম।
,, পং ভাগবৎ ভূষণ গোস্বামী অধ্যাপক, কলিকাতা।
,, চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী জয়পুর।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

শুভ সংবাদ।

শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের তিন খানি মুখ পত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য একটী বৃহৎ প্রেসের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ছাপা যেরূপ শোচনীয় রূপে জঘন্য ও যেরূপ ব্যয়সাধ্য তাহাতে শাস্ত্রাদি প্রকাশ কার্য্য প্রকৃত রূপে করা অত্যন্ত কঠিন। অন্যান্য দেশে যেরূপ সুলভ মূল্যে সুন্দর ছাপা হয় তাহা আমাদিগের দেশে নানা কারণে এখনও সম্ভব হয় নাই। প্রধান কারণ, এদেশে অর্থের অভাবে ভাল প্রেস খরিদ করা সম্ভব হয় না। এই সকল অভাব দূরীকরণের জন্য মহামণ্ডল অনেক দিন হইতেই একটী ছাপাখানা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া শ্রীমহামণ্ডলের লাভ করা উচিত নয় বলিয়া এপর্য্যন্ত ঐকার্য্য আরম্ভ হইতে পারে নাই।

এক্ষণে "শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশ সমিতি" নাম দিয়া একটী যৌথ কোম্পানীর স্থাপন করার সংকল্প চলিতেছে। এই সমিতি শীঘ্রই রেজিষ্টারী করা হইবে। ইহার মূলধন ২০৲ টাকা হিসাবে ৫,০০০ অংশে ১,০০,০০০ টাকা হইবে স্থির হইয়াছে। লাভের তৃতীয়াংশ শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের স্থাপিত শ্রীঅন্নপূর্ণা বিশ্বনাথ দান ভাণ্ডারে যাইবে। মহামণ্ডলের সংরক্ষক, সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষকগণই ইহার অধিকাংশ অংশ গ্রহণ করিতেছেন। এই সমিতি শ্রীমহামণ্ডলের তত্ত্বাবধানে শ্রীমহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ সমিতির সমস্ত কার্য্য করিয়া বাহিরের কার্য্য করিয়া শতকরা ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়। যাঁহারা সমিতির অংশ গ্রহণ করিয়া স্বীয় আর্থিক লাভ ব্যতীত জাতি ও ধর্ম্ম উন্নতির সহায়ক হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সত্বর পত্র লিখিলে এখনও অংশ পাইতে পারিবেন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল (প্র, বিভাগ) বেনারস সিটি এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

নূতন গ্রন্থ।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল পুস্তক প্রচার বিভাগ হইতে হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত "শ্রীভারত ধর্ম মহামণ্ডল রহস্য" নামক উপাদেয় গ্রন্থরত্ন বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে ভারতবর্ষের ভাবি উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং শ্রীভারত

ধর্ম্মমহামণ্ডল ও তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবি উন্নতি কি উপায়ে সংসাধিত হইবে, তাহা বিশদ রূপে বিবৃত আছে। প্রত্যেক স্বদেশবৎসল হৃদয়বান ভারতবাসীর ইহা পাঠ করা ও গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় এই গ্রন্থরত্ন খানি গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। বলা বহুল্য এই পুস্তক খানি এরূপ সুকৌশলপূর্ণভাবে লিখিত হইয়াছে যে একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে উপন্যাসের ন্যায় উহা সমাপ্ত না করিয়া শান্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন কালের ইতিহাস হইতে বর্ত্তমান কালের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় এই গ্রন্থ হইতে শিখিতে পারা যায়। ভারতবাসী পূর্ব্বকালে কি কারণে উন্নত ছিলেন, কি কারণে তাঁহাদের অবনতি হইয়াছে এবং কি উপায়ে বর্ত্তমান ভারতবাসিগণ আবার পূর্ব্ববৎ উন্নত হইতে পারিবেন অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র। পুস্তক যন্ত্রস্থ।

সাধন সোপান।

সাধন পথে অগ্রসর হইবার প্রথম পুস্তক। ইহাতে সাধকের কর্ত্তব্য প্রাতঃকৃত্য, সাধনের সময়, গুরুর ধ্যান, অঙ্গন্যাস, ইষ্ট পূজা, জপরহস্য, ধ্যানরহস্য, সিদ্ধিলাভ, সমাধি, প্রাণ এবং অপান শুদ্ধি প্রভৃতি সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ মাত্র।

উভয় গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থল নিগমাগম পুস্তকালয়,

ধর্ম্মনিকেতন, কাশী।

মহামণ্ডলের মুখপত্র।

আপাততঃ বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মপ্রচারক, হিন্দী ভাষায় নিগমাগম চন্দ্রিকা ও উর্দ্দু ভাষায় মহামণ্ডল সমাচার নামক মহামণ্ডলের তিন খানি মাসিক মুখপত্র প্রতি মাসে যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, রাজপুতানা, মধ্যভারত, নিজাম রাজ্য, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল পঞ্জাব প্রান্তে পেশোয়ার পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সমগ্র উত্তর ভারত বাসী সভ্য মহোদয়দিগের সেবায় নিযুক্ত আছে। মহামণ্ডলের সভ্য মহোদয় দিগের মধ্যে যিনি যে ভাষার মাসিক পত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে তাঁহাকে সেই ভাষার পত্র প্রেরিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, মহামণ্ডল কার্য্যালয়, ৺কাশীধাম।

শ্রীহরিঃ।

অষ্টাবিংশ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩১৫ সাল।

ধর্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের

মাসিক মুখপত্র।

প্রবন্ধ সূচী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর স্তোত্রম্ (শ্রীহরিধন কাব্যবিনোদ) ...	২৮১
২।	বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (শ্রীমধুসূদনচক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি) ...	২৮২
৩।	একখানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার	২৮৬
৪।	জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ (স্বামী শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দজী) ...	২৮৭
৫।	জাতি ভেদ বা চাতুর্ব্বর্ণ বিবাহ (শ্রীমহেন্দ্র নাথ সাংখ্যতীর্থ) ...	২৯০
৬।	বৃহস্পতিকল্প ৺হলধর তর্ক চূড়ামণি (শ্রীদীননাথগঙ্গোপাধ্যায়) ...	২৯৫
৭।	শ্রীমহামণ্ডল প্রবন্ধকারিণী সভার মন্তব্য	৩০০
৮।	শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যকারিণী সভার মন্তব্য	৩০১
৯।	শ্রীমহামণ্ডলের প্রতিনিধিবর্গের বিশেষ সভার মন্তব্য ...	৩০৩
১০।	শ্রীমহামণ্ডলের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ	৩০৫
১১।	মহামণ্ডল সংবাদ	৩০৮
১২।	দান প্রাপ্তি	৩১২
১৩।	আয় ব্যয়ের হিসাব	টাইটেল পেজ

—o—

৺কাশীধাম।

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে শ্রীমহাদেব শর্ম্ম-কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ এবং ছাপাই বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত।

ইং জুলাই ১৯০৮।

☞ মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রকেই বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

ধর্ম্ম প্রচারক সংক্রান্ত নিয়ম।

১। ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মুখপত্র। ইহাতে মহামণ্ডলের কার্য্যালয়াদি সম্বন্ধীয় সংবাদ প্রভৃতি এবং ধর্ম্ম, বিদ্যা ও সদাচার বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে রাজনীতি অথবা সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় না। মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রকেই বিনামূল্যে প্রদত্ত হয়।

২। ইহাতে প্রকাশিত কোন বিষয়ের জন্য নিম্নে মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকিলেই তজ্জন্য মহামণ্ডল দায়ী হইবেন।

৩। মহামণ্ডলের সংরক্ষক, প্রতিনিধি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার সভ্য এবং ধর্ম্মমণ্ডল, ধর্ম্ম মণ্ডলী ও শাখাসভা সকলকে ধর্ম্ম-প্রচারক বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

৪। উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভাল প্রবন্ধ লওয়া হয়।

৫। ধর্ম্ম-প্রচারক সংক্রান্ত কোন কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে অথবা ঠিকানাদির পরিবর্ত্তন করাইতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয়।

৬। বিজ্ঞাপনদাতাদিগের সুবিধার জন্য বিজ্ঞাপনের দর যথা সম্ভব কম করা হইল।

৭। বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম;—

	প্রতিপৃষ্ঠা,	অর্দ্ধপৃষ্ঠা,	সিকিপৃষ্ঠা,	প্রতিপংক্তি
এক বৎসরের জন্য প্রতি বার	৪৲	২॥০	১॥০	।০
ছয় মাসের জন্য "	৪॥০	৩৲	২৲	।/০
তিন মাসের জন্য "	৫৲	৩॥০	২।০	।৵০
এক মাসের জন্য "	৬৲	৪৲	৩৲	॥০

ক্রোড়পত্র দিবার নিয়ম।

প্রতিবারের জন্য ৪৲। বিজ্ঞাপন ১ তোলার অধিক হইলে প্রতি বিজ্ঞাপনে ৫ পয়সা অধিক দিতে হইবে। অশ্লীল ও মাদক দ্রব্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়, তবে গবর্ণমেণ্ট ও এদেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে বিজ্ঞাপনের মূল্য বিল করিয়া আদায় করা হয় বলিয়া তাহা পশ্চাতে দিলেও চলে। অন্যান্য জ্ঞাতব্যবিষয়ের জন্য প্রধান কার্য্যালয়ে সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য

প্রধান কার্য্যালয়। } কার্য্যাধ্যক্ষ,
কাশীধাম। } ধর্ম্ম-প্রচারক।

সাধন সোপান।

সাধন পথে অগ্রসর হইবার প্রথম পুস্তক। ইহাতে সাধকের কর্ত্তব্য প্রাতঃকৃত্য, সাধনের সময়, গুরুর ধ্যান, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ইষ্ট পূজা, জপরহস্য, ধ্যানরহস্য, সিদ্ধিলাভ, সমাধি, প্রাণ এবং অপান শুদ্ধি প্রভৃতি সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ মাত্র।

গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থল নিগমাগম পুস্তকালয়,
ধর্ম্মনিকেতন, কাশী।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলেগতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৮শ ভাগ। ১০ম সংখ্যা। } আষাঢ় { সন্ ১৩১৫ সাল। ইং ১৯০৮ খৃঃ।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর স্তোত্রম্।

শ্রী—শম্ভো ভব্যভবেশ ভবতারণ ভব্যদ।
হ—র মে সর্ব্বমজ্ঞানং করুণাময় মুক্তিদ॥
রি—পূণামপি যন্তয়ং তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং প্রভো!
ধ—র্শ্মে যথা মতি মে স্যাত্তাদৃশং কুরু মাং হর॥
ন—শ্বরোঽহং কুপুত্রোঽহং ত্বং কৃপাসাগরঃ পিতা।
বি—ষমে বিষয়ারণ্যে রোগাদিকণ্টকাকুলে॥
প্র—বিষ্টমধমং দাসং পাহি মাঞ্চ বৃষধ্বজ।
বি—নোদোবিদুষাং ত্বং হি মুমুক্ষুণাঞ্চ মোক্ষদ॥
র—টন্তি স্তুতি গানন্তে নির্জ্জরা নিখিলাঃ সদা।
চি—ত্তে সংস্থাপ্য ত্বন্মূর্ত্তিং ধ্যাননিমীলিতেক্ষণাঃ॥
ত—বাশেষ প্রভারাজী রাজতে ভারতাদিষু॥
স্ত—ত্যঽহংদেবদেবেশং শার্দ্দূলাজিন শেভিতং॥
তি—তীর্ষূণাঞ্চ লোকানাং দুস্তরং ভবসাগরং॥
গা—যন্তৃতগণৈঃ সার্দ্ধমনিশং কৃত কৌতুকং॥
নং—নমোচাদ্ধকান্তং হি চারুচন্দ্রবিভূষিতং।
হি—নোতু মে মহাদেব শাস্ত্রাজ্ঞান তমোঽখিলং॥

শ্রীহরিধন, কাব্যবিনোদঃ।

বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি।

(১)

অনেকের বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত রজোগুণের পক্ষপাতী অনেক ভারতবাসীর বিশ্বাস যে, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভারতবর্ষ বীরশূন্য হওয়ায় ভারতবাসীর সহিত ভারতবর্ষের অধোগতি হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষকে বীরশূন্য করিল কে? যে গীতার দোহাই দিয়া আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বর্ণভেদ উড়াইয়া দিতে চান, যে গীতার দোহাই দিয়া স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে বিবেকানন্দ স্বামী বর্ত্তমান ভারতবাসীদিগকে তমোগুণাবলম্বী সপ্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, যে গীতার দোহাই দিয়া আজকাল বৈদান্তিক মহলে অর্থাৎ অধরোষ্ঠ হইতে কণ্ঠপর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মজ্ঞানধারী মহলে লোকপ্রতারণার খরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে * সেই গীতা যে মহাত্মার দ্বারা জগতে ব্যক্ত হইয়াছিল, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি গীতা-জ্ঞান অব্যক্ত রাখিতেন, তাহা হইলে মহাভারতের মহাযুদ্ধ কখনই সংঘটিত হইতে পারিতনা। সুতরাং ধরিতে গেলে এই লোমহর্ষকর লোকক্ষয় ব্যাপার সর্ব্বোপনিষদমন্থন-প্রাপ্ত গীতা প্রচার হইতে পরমজ্ঞানী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। এ অবস্থায় যাঁহারা বলেন, মহাভারতের যুদ্ধ ঘটনায় ক্ষত্রিয়-নাশে ভারতের অনিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা—যাঁহার কৌশলে জরাসন্ধাদি দুর্দ্দান্ত অথচ বুদ্ধিমান ও বীরচূড়ামণিগণকেও ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে—সেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ মনে করেন। পক্ষান্তরে ভূতাত্ব অথবা লোকপ্রতারণা ব্যতীত তাঁহারা জীবন রক্ষা অথবা মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিবার উপায়ান্তর দেখিতে পান না।

কোন দেশের প্রাচীন ইতিহাস না পড়িয়া অন্য স্থানের আদর্শে সেইরূপ উন্নতি করিতে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র। ইহার ফল হিতে বিপরীত হইতে দেখা যায়। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে "উন্নতি" "উন্নতি" করিয়া একটা চীৎকার উত্থিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে নব্য সম্প্রদায়েরা কত প্রকারেই উন্নতির চেষ্টা করিলেন—কেহ বলিলেন, "ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মটা ভারতের অবনতির একমাত্র কারণ, সুতরাং বর্ণভেদটা উঠাইয়া না দিলে ভারতের উন্নতি কখনই হইবেনা"—ক্রমে উপবীত পরিত্যাগের হুজুগ বাড়িল—অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা অনেক বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হইল। কিন্তু তাহার ফল কি দেখিলাম?—বালকদিগের মধ্যে ঔদ্ধত্য-বৃদ্ধি—অহঙ্কার-বিমূঢ়তার আধিক্য—পিতৃভক্ত মহাবীর পরশুরাম এবং রাজা রামচন্দ্রের দেশে কথায় কথায় উপযুক্ত পুত্রের দ্বারা মাতা এবং পিতার লাঞ্ছনা গঞ্জনা বিদ্রূপ ভোগ। একবার কোন স্থানে বক্তৃতা শুনিতে গিয়া শুনিলাম, কোন উচ্চ শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গুণধর পুত্র সহস্র সহস্র শ্রোতার মধ্যে উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি একজন প্রতারক ভণ্ড মিথ্যাবাদী বর্ব্বরের পুত্র। বক্তৃপ্রবর বলিতেছিলেন যে

* নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ॥

যৎকালে তাঁহার উপনয়ন হয় সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্রিসন্ধ্যা করিতে এবং স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করিতে বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার পিতা তাঁহাকে আপনার ন্যায় প্রতারক ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি হিন্দুধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার পর বিধবা বিবাহ, সধবা-বিবাহ, অসম-বিবাহ, চরিত্রহীনা-সংশোধন প্রভৃতি কতই দেখিলাম—কিন্তু ভারতের উন্নতি দেখিলাম না—সাহেবের সহিত এক টেবিলে বসিয়া যবন হস্ত-প্রস্তুত খাদ্য খাইতে দেখিলাম, কিন্তু ভারতবাসীর হাহাকার রোগ শোক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই দেখিলাম না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা ইহাকেই কি উন্নতি নামে অভিহিত করা যাইবে? তবে কংগ্রেস করিতেছ কেন? সংবাদ পত্রে করুণ বীর প্রভৃতি রসের অবতারণা করিতেছ কেন?

তাই বলিতেছিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস অর্থাৎ ভারতবর্ষ কিরূপ স্থানে অবস্থিত, ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর প্রকৃতি কোন ধর্ম্ম, কোন গুণের আধিক্য-বিশিষ্ট, প্রাচীন কালের সহিত বর্ত্তমান কালের পার্থক্য কি, ইহার বিষয় সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া ভারতহিতৈষী বেশে উন্নতির চীৎকারে গগণ যতই নিনাদিত কর না, কিছুতেই কিছু হইবে না, পক্ষান্তরে "আপনি মজিবে ভাই লঙ্কা মজাইবে"।

প্রাচীন জাতিকে অধঃপতন হইতে পুনরুত্থান করিতে হইলে "আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি, এই চিন্তাটী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে শয়নে স্বপনে ভাবিতে হইবে" ইহা তোমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-গুরু পাশ্চাত্য জাতিরাই বলিয়া দিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর দেখিবে, গ্রীকজাতি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুনরুত্থান পূর্ব্বক জগতকে বিস্মিত করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক জাতির আত্মোন্নতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—ফরাসী বিপ্লব, ইংল্যাণ্ডের সাধারণ তন্ত্র, মার্কিন যুদ্ধ প্রভৃতিই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এঅবস্থায় মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফরাসী বিপ্লব-প্রভৃতির অনুকরণ করিতে গেলে ভারতবাসীর পদে পদে ঠকিতে হইবে—এবং ঠকিতেও হইতেছে! কারণ ভারতবর্ষীয় সভ্যতা প্রাচীন।

অনেকের মতে আর্য্য-ধর্ম্মটাকে মনের মত করিয়া "মাপ সই" বা "চলন সই" করিয়া গড়িয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালে ভারতে এমন একজনও "ওস্তাগর" নাই যে হিন্দুস্থানকে হিন্দুস্থান রাখিয়া ধর্ম্মটা কাটিয়া ছাটিয়া "চলন সই" করিয়া লইতে পারে। শাক্যসিংহ হইতে কেশব সেন বা দয়ানন্দ পর্য্যন্ত অনেক সংস্কারক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে ক্রমে ভারতবাসীর বর্ব্বরতাই বৃদ্ধি হইয়াছে, অসংখ্য সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে ভারতবাসীর মধ্যে আত্মদ্রোহ প্রবল হইয়াছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণ বৈষম্য বিলুপ্ত করিতে গিয়া সংস্কারক মহাশয়গণ ভারতসংহারকের পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন—ছিল চারিটী, হইয়াছে চতুঃষষ্টি—আবার ধর্ম্ম

দূতগণের মহিমায় তাহার উপর আরও একটী নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। তথাপি অনেকের মুখে শুনিতে পাই, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণবিভাগ হইতেই ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে—সুতরাং বর্ণবৈষম্য উঠিয়া না গেলে, ভারতবাসীর উন্নতি নাই—আর যাঁহারা বর্ণবিভাগ রখিতে চান্ তাঁহারা কাটিয়া ছাঁটিয়া কালের মাপে ধর্ম্মটাকে সখের জিনিষের মত করিতে বলেন। এখন "বল্ মা তারা দাড়াই কোথা?"

বলা বাহুল্য উভয় দলই দেশের ইতিহাস পাঠ না করিয়া দেশউদ্ধারে ব্যস্ত এবং পরামর্শ দিতে অগ্রসর। আমাদের অনেক সময় মনে হয় উভয় দলই নাসা-কর্ণ-হীন—সুতরাং স্ব স্ব সংখ্যার বৃদ্ধি পূর্ব্বক দলপুষ্টি করিবার চেষ্টায় উদ্‌গ্রীব। আর ভারতবাসী শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অধিকাংশই উভয়ের অন্যতম দলের পক্ষপাতী। দুঃখের বিষয় পরামর্শদান এবং পক্ষপাতিত্বই সার—কোন একটা কার্য্য করিবার সামর্থ বা সাহস কাহারও নাই।

আপনার পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অপরের সম্পত্তি অধিকার করিবার চেষ্টা করে, তাহার যে রূপ পৈতৃক সম্পত্তি এবং অপরের হস্তগত সম্পত্তি উভয়ই বিনষ্ট হয়, আধুনিক ভারতবাসীর তাহাই হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের হুজুগে ভারতবাসী জনসাধারণে পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ মতাবলম্বন করিয়াছিল, তাহার পর মুসলমান ধর্ম্ম সিন্ধুপার হইয়া ভারত বর্ষে প্রবেশ করিলে ভারতবাসী মুসলমান আচার ব্যবহার গ্রহণ করে, এমন কি আপনাদিগের ভাষা পর্য্যন্ত মুসলমানী ভাষার সহিত মিশাইয়া লয়। তাহার পরে যতগুলি পন্থার হুজুগ ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে উঠিয়াছে হুজুগ প্রিয় ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রত্যেক হুজুগেই মাতিয়াছে। এখন ইংরাজ ভারতবর্ষের শাসক—ইংরাজি ভাষা ইংরাজি চাল চলন ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত, সুতরাং হুজুগপ্রিয় ভারতসন্তান এখন ইংরাজি ভাবে বিভোর। তাই কবি এক সময় বলিয়াছিলেন:—

"অনুকৃতি প্রিয় বাঙ্গালি নাকি? নাকি কেন তার আছে কি বাকি?
পিতৃপিতামহে দিয়াছ ফাঁকি, বিলাতী ব্যাভারে উঠেছে মাতি,
বিলাতী অসন বিলাতী বসন বিলাতী আসন বিলাতী বাসন,
সকলই বিলাতী বাঙ্গালি এখন, খেতে ভালবাসে বিলাতী লাথি!"

বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সংস্থাপনার্থ সভা সমিতিতে

ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা হয় তাহাতে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই, কিন্তু পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্ত্রী-পুরুষে কথা বার্ত্তা বলিবার সময় অথবা পত্রব্যবহার কালে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারের তাৎপর্য্যই এই যে, ভারতবাসী এখন পৈতৃক ভাষাটী পর্য্যন্ত ভুলিয়াছেন, অথচ ইংরাজী ভাষাতে সহস্রের মধ্যে ২১ জন ব্যতীত "বাবু ইংলিশ" ব্যবহার করায় ইংরাজ সাধারণের নিকট বিদ্রূপের পাত্র। এই সকল অবশ্যম্ভাবী ফল প্রত্যক্ষ করিয়াই নীতি শাস্ত্রকার বজ্র-গম্ভীর নাদে বলিয়াছেনঃ—

"যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে।
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্ট মেব হি॥

যে ব্যক্তি ধনী পূর্ব্বপুরুষদিগের সিন্ধুকের কোন ধন রত্ন আছে কি না প্রথমে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া অপরের নিকট অর্থ ভিক্ষা করে, তাহার অদৃষ্টে যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ ঘটে, বর্ত্তমান ভারতবাসীর অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে। ইংরাজ বল, জাপানবাসী বল, সকল দেশের সকল অধিবাসী পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিয়া সেই সম্পত্তির বর্দ্ধন পূর্ব্বক আজ জগতে অতি অল্পকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হইয়াছে। সত্য বটে, প্রাচীন ইংরাজ জাতি (Anglo Saxon) জাতি বিজেতৃ জাতি সমূহের সহিত শোণিত মিশাইয়াছিল, কিন্তু এখনও ইংরাজ জাতির মধ্যে ইংলণ্ডীয় প্রাচীন ভাবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই—সত্যবটে, জাপজাতি আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করিয়া জগতে সভ্যজাতিমাত্রেরই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু একজন জাপানবাসীও কি জাপানী ধর্ম্ম, কি জাপানী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই—এখনও জাপানে প্রাচীন কালের পিতৃপূজা পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে—ভারতবাসীর ন্যায় জাপজাতি পিতৃপিতামহদিগকে নির্ব্বোধ বর্ব্বরের দলে (Old Fools) স্থান দান করে নাই।

বাল্যকালে ঠানদিদির মুখে শুনিয়াছিলাম, রাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল, "তাল পত্রের খাঁড়া পক্ষিরাজ ঘোড়া তোমরা এখন কার?" তাহারা উত্তর করিল "আমরা যখন যার তখন তার—পূর্ব্বে ছিলাম রাজপুত্রের এখন তোমার।" ভারতবাসীর চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদিগকে ঐ জাতীয় পদার্থের বা জীবের উচ্চে স্থান দিতে পারা যায় না। তাই সেই তালপত্রের খাঁড়া ও পক্ষিরাজ ঘোড়ার সাহায্যে আকবরাদি বুদ্ধিমান মুসলমান সম্রাটগণ ভারতবাসীর দ্বারাই ভারতবাসীদিগকে নিরুদ্বেগে শাসন করিয়াছেন এবং তাহাদিগেরই সাহায্যে আজ সুচতুর পাশ্চাত্য জাতি সমগ্র ভারতে একাধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং ভারতবাসীর "খাঁড়াত্ব" অর্থাৎ সম্পূর্ণ জড়ত্ব এবং "ঘোড়াত্ব" অর্থাৎ চৈতন্য বিশিষ্ট জীব হইলেও অচেতনবৎ ক্রীড়াকন্দুকত্ব প্রাপ্তি ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধি অথবা বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতির সুস্পষ্ট লক্ষণ, তাহাই বিবেচ্য।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

একখানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

স্থিতিপাদ

১। তত্রাস্মাহংসৌ গুণভাবেষু।

সেই পরমত্মায় ত্রিগুণ এবং ত্রিভাব বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহাতে নাই।

২। গুণৈঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তা ভাবৈস্তদনুভবঃ।

ত্রিগুণের দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া থাকে এবং ত্রিভাবের দ্বারা সেই পরব্রহ্মের অনুভব হয়।

৩। গুণভাবময়ত্বাদ্ ভগবদ্বাক্যং বেদঃ।

ত্রিগুণাত্মক এবং ত্রিভাবাত্মক হওয়ায় বেদ ভগবদ্বাক্য।

৪। স্বতঃ পূর্ণোঽভ্রান্তো নিত্যশ্চ। বেদ স্বতঃ পূর্ণ অভ্রান্ত এবং নিত্য

৫। তৎসমানীতরাণি গুণভাবদ্যোতকত্বাৎ।

স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র সেই রূপই ত্রিগুণাত্মক, ত্রিভাবাত্মক হওয়ায় উহারা বেদ সম্মত।

৬। পিতৃদৈবত্যমাধিভৌতিকম্। পিতৃগণ অধিভৌতিক অধিষ্ঠাতা

৭। দেবদেবত্যমাধিদৈবিকম্। দেবগণ আধিদৈবিক অধিষ্ঠাতা।

৮। নিত্যনৈমিত্তিকাশ্চৈতে।

উভয়েই নিত্যনৈমিত্তিক রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকেন।

৯। ঋষিদেবত্যমাধ্যাত্মিকং নিত্যাশ্চ।

ঋষিগণ আধ্যাত্মিক অধিষ্ঠাতা এবং নিত্য।

১০। ঋষিদেবানামবতরণঞ্চ তদ্বৎ।

পরমাত্মার অবতারের ন্যায় ঋষি ও দেবতাদিগের অবতার হইয়া থাকে।

১১। কলাভেদনে পূর্ণাংশত্বম্।

কলাভেদে পূর্ণ এবং অংশ অবতারের এই উভয়রূপ ভেদ হইয়া থাকে।

১২। নিমিত্তাদ্বিশেষাবিশেষৌ।

নিমিত্তের কারণ বিশেষ এবং অবিশেষরূপেও দুই ভেদ আছে।

১৩। অন্তরাবির্ভূতানাং নিত্যত্বম্।

অন্তঃকরণে উহার প্রাকট্য নিত্যরূপে হইয়া থাকে।

১৪। পূজ্যত্বঞ্চ। কেবল তিনি যে পূজ্য তাহা নহে তাঁহার অবতারও পূজ্য।

১৫। সমষ্টি কর্ম্মাধীনং তৎ।

অবতারদিগের আবির্ভাব জীব সমূহের সমষ্টি কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে।

১৬। ব্রহ্মযজ্ঞাদিভিঃ প্রোজ্জিতা ঋষয়ঃ।

ব্রহ্মযজ্ঞাদির দ্বারা ঋষিগণ সম্বর্দ্ধিত হন।

১৭। তথাবিধা জ্ঞানস্য বর্দ্ধকা।

তাঁহারা সংবর্দ্ধিত হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করেন।

১৮। যজ্ঞাদিভির্দেবাঃ। তাঁহারা সংবর্দ্ধিত হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করেন।

১৯। শক্তি সুখাদিনাম্। তাঁহারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া শক্তি এবং সুখ প্রদান করেন।

২০। পিতৃযজ্ঞাদিভিঃ পিতরঃ। পিতৃগণ পিতৃযজ্ঞাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন।

২১। স্বার্থবীর্য্যাদীনাম্।

তাঁহারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া স্বার্থ এবং বীর্য্য প্রদান করেন।

২২। সর্ব্বং শ্রদ্ধয়া। শ্রদ্ধার দ্বারা সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২৩। সা ত্রিধা। শ্রদ্ধা তিন প্রকার।

২৪। তত্তারতম্যাদ্দিব্যদেশাদৌ দেবশক্তিবিকাশঃ।

শ্রদ্ধার তারতম্যে দিব্যদেশাদিতে দৈবী শক্তি সমূহের বিকাশ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

জ্ঞান যোগ এবং কর্ম্ম যোগ।

(শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দজী লিখিত হিন্দী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

যদিও কর্ম্মযোগ সাধনের পূর্ব্বার্দ্ধকে দুঃসাধ্য বলিয়া উপরে বলা হইয়াছে তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে জীবের জীবভাবের সহিত কর্ম্মের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকায় এবং জীবের জীবভাব থাকিতে থাকিতে কর্ম্মের সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া এবং কেবল জীবের জীব ভাবের সঙ্গেই সাংসারিক পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ স্বাভাবিক বলিয়া এবং লৌকিক কর্ম্মই স্বতঃ প্রাপ্ত অলৌকিক

মুক্তি প্রাপ্ত করাইবার হেতু এই নিমিত্ত স্বাভাবিক। নিষ্কাম ভাবের শিক্ষা প্রতি কর্ম্মে মিলিত এবং স্বাভাবিক রূপে অধিক সংখ্যক কর্ম্মযোগীদিগের সমষ্টি শক্তির দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে এসময় অনেক সুবিধা হয়। বর্ত্তমান সময়েও প্রায় সকল মনুষ্য কর্ম্মযোগী অর্থাৎ কর্ম্ম সম্পাদনকারীই দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে কর্ম্মযোগের লক্ষ্য পরোপকার এবং পরমোপকার হওয়া কর্ত্তব্য সেই স্থান কেবল মাত্র স্বার্থই অধিকার করিয়াছে। কর্ম্মযোগের এই অপূর্ব্ব লক্ষ্য পুনরায় যে সময় ভারতবাসী এবং অন্যান্য ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন তখন তাঁহারা আপনাদিগের উন্নতি করিতে পারিবেন। পূর্ব্বকালে জীব সমূহের ত্রিতাপ তাপনাশক ত্রিকালদর্শী পরোপকারৈকব্রতপরায়ণ বশিষ্ট, বামদেব, যাজ্ঞবল্ক্য বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি অনেক পরমপূজ্য মহর্ষিগণও পরম পবিত্র কর্ম্মযোগ পারদর্শী ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান কলিযুগের জীব সমূহের দুরাচরণশীলতা দেখিয়া কাহারও ইহা নিশ্চয় করিয়া লওয়া উচিত নয় যে, সাংসারিক পদার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীব অবশ্য পাপাচরণ করিয়া থাকে। কারণ পাপাচরণ এবং পুণ্যাচরণের যথার্থ সম্বন্ধ অন্তঃকরণের সহিত আছে এবং সংসারিক স্থূল পদার্থ এবং স্থূল শরীর কেবল পাপাপাচরণ এবং পুণ্যাচরণের সাধক এবং পাপাচরণ ও পুণ্যাচরণের কারণও সাংসারিক পদার্থ ও স্থূল শরীর নহে। লোকের মধ্যে দেখা যায় যে বহু পুরুষের মধ্যে যদি একটী সুন্দরী রমণী আগমন করে তবে, মনুষ্যান্তঃকরণের গুণত্রয় বিভাগানুসারে উহা তিন প্রকার হইবার নিমিত্ত যে সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক তাহারা সেই রমণীকে মাতার ন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রসন্ন হয়, যে সকল ব্যক্তির অন্তঃকরণ রাজসিক গুণযুক্ত তাহারা ঐ রমণীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় এবং যে সকল ব্যক্তির অন্তঃকরণ তমোগুণ বিশিষ্ট তাহারা ঐ রমণীকে কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পদার্থ মনে করিয়া জার বুদ্ধিতে তাহাকে দর্শন করে। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে পাপাচরণ এবং পুণ্যাচরণের সম্বন্ধের মুখ্যতা অন্তঃকরণ হইতে হইয়া থাকে, স্থূল শরীর অথবা সাংসারিক পদার্থ হইতে হয় না। এই নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রকেই সংসারের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কর্ম্মযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

এই অবসরে "কলিযুগে তামসিক অন্তঃকরণ বিশিষ্ট জীবই অধিক, উহাদিগের সম্মুখে সাংসারিক পদার্থ অধিক থাকিলে তাহারা অধিক পাপাচরণ করিবে, সুতরাং তাহাদিগকে সংসার ত্যাগেরই উপদেশ দেওয়াই উচিত, তাহা

হইলে তাহারা পাপাচরণ হইতে বাঁচিয়া যাইবে" যদি কেহ এ প্রকার বলেন তাহাও ভ্রান্ত ধারণা। কোন মদ্যপায়ী এবং ব্যভিচারীকে যদি কোন পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐ সকল পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন অথবা এরূপ উপায় আবিষ্কার করেন যাহাতে সেই ব্যক্তি স্ত্রী ও সুরা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলেও ঐব্যক্তির দুরাচার পরিত্যাগ হওয়া অসম্ভব। কারণ যে উপদেশ তাহা তিনি ধরেই না বরং এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া স্ত্রী এবং সুরা সংগ্রহ করিবে যাহাতে বুদ্ধিমানের মন চকিত হয়। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাদিগের এবং শাস্ত্র সমূহের সিদ্ধান্ত প্রত্যেক জীবের উন্নতির নিমিত্ত, তাহার প্রাকৃতিক বেগের রোধ কারক নহে। জীবের তামসিক কর্ম্ম সমূহ রোধ করা অপেক্ষা অতি ধীরে ধীরে উহার সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করাই উহার উন্নতির প্রধান উপায়, ইহাই মহাত্মাদিগের এবং শাস্ত্র সমূহের মুখ্য সিদ্ধান্ত। জীবের সর্ব্ব কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম মিশ্রিত। উহাদিগের মধ্য হইতে যে জীব ধর্ম্ম প্রধান কর্ম্ম করে তাহাকে সেই কর্ম্ম কিছু অধিক রূপে এবং কিছু নিঃস্বার্থভাবে করিবার উপদেশ যে সময় গুরুজনের দ্বারা প্রদত্ত হইবে সেই সময় সে প্রসন্নতা পূর্ব্বক সেই সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে; কারণ উহা তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ নহে। মনুষ্য যে কার্য্য করে তাহাতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন এরূপ ব্যক্তি উপদেশ দিলে কিছু অধিক রূপে ঐ কার্য্য করিবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তি বিশেষ পরিশ্রম বলিয়া মনে করে না, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু প্রথম হইতেই যাহারা অধর্ম্ম প্রধান কর্ম্ম করে তাহাদিগের উপদেশ দান প্রণালী কিছু অন্য প্রকার হইয়া থাকে। অধর্ম্ম প্রধান কর্ম্মের মধ্যে যে কিছু ধর্ম্মভাব থাকে তাহার বৃদ্ধি হইবার অভিপ্রায়ে এক প্রকার উপদেশ প্রদত্ত হয়, যাহার দ্বারা ধর্ম্মভাব এরূপ বৃদ্ধি হইয়া যায় যে সেই অধর্ম্ম প্রধান কর্ম্মই ধর্ম্ম প্রধান রূপে পরিণত মিষ্ট ঔষধের ন্যায় বিস্বাদও হয় না অথচ উহা কালান্তরে ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত পদে অর্থাৎ মুক্তিপদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবার কারণ হইয়া যায়। যেরূপ কোন ব্যক্তির অবৈধ মাংস ভক্ষণরূপ অধর্ম্ম প্রধান কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তির উপর তাহার শ্রদ্ধা আছে যদি তৎকর্ত্তৃক ঐব্যক্তি এরূপ উপদেশ পায় যে "তুমি অমুক দেবীর মন্দিরে গমন করিয়া বলি প্রদান পূর্ব্বক প্রসাদ বিবেচনায় মাংস ভক্ষণ করিবে" আর যদি সে দেবতাকে সমর্পণ করিয়া ভক্ষণ করে তবে কি অধর্ম্ম প্রধান কর্ম্ম হইতে তাহার সত্ত্বগুণ অর্থাৎ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে না? অবশ্যই বৃদ্ধি হইবে এবং এই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি হইয়া কিছু কালের পরে সেই ব্যক্তি উক্ত পাপ কর্ম্ম ছাড়িতে পারিবে। এই দৃষ্টান্তে পাঠকগণ

বুঝিতে পারিতেছেন যে এই কলিযুগে একমাত্র কর্ম্মযোগই মনুষ্যদিগেব অবলম্বনীয়। যদি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ইহার সাধন করা যায় তবে অবশ্যই উন্নতি হইতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের উন্নতির উপরি উক্ত উপায় কেবল সনাতন ধর্ম্মেই পাওয়া যায় আর এই নিমিত্তই ইহা সকল ধর্ম্মের পিতৃ স্বরূপ। সনাতন ধার্ম্মর উক্ত উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিলেই ভারতবাসীদিগের উন্নতি হইবে।

জাতিভেদ বা চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী নামক মাসিক পত্রিকায় "জাতিভেদ আধুনিক ও পৌরাণিক" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, লেখক মহাশয় হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধনের প্রয়াস করিতেছেন এবং প্রবন্ধের উপসংহারে স্বয়ংই বলিতেছেন "একথা নিয়া দেশে যাহাতে খুব আলোচনা হয়, সেই জন্যই আমাদের ক্ষমতার অভাব সত্বেও এই গুরুতর বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিলাম"।

আমি এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে প্রবাসী পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ প্রেরণ করি। প্রবাসী সম্পাদক তাহা মুদ্রিত না করিয়া আমায় ফেরত দেন। সেই প্রবন্ধই আজ ধর্ম্ম প্রচারকে উপস্থিত করিলাম। ইহাতে কাহারও উপর কোনও আক্রোশ নাই আলোচনা মাত্র করা হইয়াছে।

লেখক মহাশয় যেরূপ অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য অনেকেরই বিস্তর ভাবিবার বিষয় আছে, যদি শুধু ভারত উদ্ধারের প্রতিকূল বলিয়া, জাতিভেদের মূলোৎপাটন করিতে হয়, যদি হিন্দু মুসলমানের একতা সম্পাদন জন্য, তাহাদের সহিত আহার বিহার বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত বলিয়া, জাতিভেদ ছাড়িয়া দিতে হয়, যদি রেলওয়ে ষ্টীমারে যাতায়াতের সুবিধার জন্য অন্ন বিচার ছাড়িয়া দিতে হয়; তাহা হইলে আমাদের আর বিশেষ বক্তব্য ছিল না। কিন্তু লেখক মহাশয় যে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, রামায়ণ মহাভারত ও মনু সংহিতাদির মত মানিয়াও

জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে! তাঁহাদের সিদ্ধান্ত "প্রথমতঃ প্রাচীন কালে অসবর্ণ বিবাহে কেহই জাতিচ্যুত হইতেন না, তদ্ভিন্ন উচ্চ বর্ণ নিম্ন বর্ণের অন্ন ভোজন করিতেন, তাহাতেও তাঁহারা ধর্ম্মচ্যুত বা জাতিচ্যুত হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ—তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতি, ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য হইতেন ইত্যাদি।"

এই সকল শাস্ত্র সম্পাদিত কথা শুনিয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ সরল বিশ্বাসী হিন্দু সন্তানগণ, এই কথাগুলিকেই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ভাবিয়া, মহাভ্রমে পতিত হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় দুই একটী শাস্ত্রীয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

(১)

পূর্ব্বকালে অসবর্ণ বিবাহে জাতি পাত না হইবার কারণ কি?

মানুষের জাতিভেদ, প্রকৃতিভেদ হইতে সমুৎপন্ন, নিজ নিজ প্রকৃতির উৎকর্ষ রক্ষা করিবার জন্য বিবাহাদি ও অন্ন পানাদি বিষয়ে এত দূর বাঁধা বাঁধি করা হইয়াছে।

যাদৃশ সংসর্গে নিজ প্রকৃতির হ্রাসতা না হইয়া, নীচ জাতীয় প্রকৃতির উৎকর্ষ বিধানে আনুকূল্য করা যাইতে পারে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উন্নত জাতি নীচ জাতির সহিত পূর্ব্বকালে তাদৃশ সংসর্গ করিতেন।

তৎকাল চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিলেও উত্তম জাতি, হীন জাতীয়ের কন্যা গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু কখনই উৎকৃষ্ট জাতি নীচ জাতিকে কন্যা প্রদান করিতেন না। কারণ, উত্তম প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া, নীচ প্রকৃতিও যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, এই অভিসন্ধি হৃদয়ে রাখিয়াই মহর্ষিগণ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ প্রচলিত করিয়াছেন।

পুং প্রকৃতি স্ত্রী প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিয়া বশে আনিতে বড়ই পটীয়সী; তাই শাস্ত্রও বলিতেছেন;

যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্তা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥

মনু ৯ অঃ ২২ শ্লোক।

স্ত্রী, যাদৃশ গুণ সম্পন্ন পুরুষের সহিত যথা বিধি সঙ্গতা হন, সমুদ্র সঙ্গিনী নদীর ক্ষারাদি স্বভাবের ন্যায়, তিনিও তাঁহার গুণাবলী প্রাপ্ত হন। স্ত্রী

স্ত্রীপ্রকৃতি, পুং প্রকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে সমর্থা হয় না। কারণ ক্ষেত্র অপেক্ষা বীজের গৌরব সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত।

উচ্চ জাতি সম্ভূতা কুমারী, হীন জাতীয়ের উপভোগ্যা হইলে, তাহার উন্নত প্রকৃতিও নীচ জাতীয় পুং প্রকৃতির প্রবল প্রভাবে, ক্রমশঃ যে হীন দশা প্রাপ্ত হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত সমাজে সর্ব্বত্রই সুলভ। তাই কবিও বলিতেছেন—

স্ত্রীণাং হি সাহচর্য্যা ভবন্তি চেতাংসি ভর্ত্তৃ সদৃশানি।
মধুরাপি হি মূর্চ্ছয়তে বিষ বিটপ সমাশ্রিতা বল্লী॥ বেণী সংহার॥

যেমন বিষতরু সমাশ্রয়িনী লতা অত্যন্ত মধুর ও কোমল স্বভাব হইলেও, বিষপাদপবৎ প্রাণিসমূহের মূর্চ্ছা সম্পাদন করিয়া থাকে। তেমনি হীন পুরুষ সংসর্গে ললনাগণের হৃদয়ও তৎ স্বভাবাপন্ন হয়।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ জাতির প্রকৃতি সত্বগুণ গঠিত ও অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল, তাহাতেই তাঁহারা, নীচ জাতীয় স্ত্রী-প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিয়া উন্নত করিতে পারিতেন। সংপ্রতি ভীষণ কলিযুগ! ঘোর তামস কাল সমুপস্থিত! একালে সকল প্রকৃতিই সমধিক দুর্ব্বলা, পর প্রকৃতি উন্নত করা দূরে থাকুক নিজ প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করাই দুরূহ ব্যাপার। তাহাতেই মহর্ষিগণ, কলিযুগে এ সকল পূর্ব্ব নিয়ম রহিত করিবার উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এযুগে আর চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহাদি নাই ও হইতে পারেনা।

লেখক মহাশয়, প্রাচীন কালে যে শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ হইত, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে গিয়া, দেবযানী ও যযাতির বিবাহ বৃত্তান্ত উল্লেখ করত, আনন্দে বিভোর হইয়া বলিতেছেন; "দেবযানীর বিবাহ হইতে দুইটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় প্রমাণিত হইতেছে, একটা বিষয় এই যে, শুক্রাচার্য্য সুব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় নৃপতির করে স্বীয় প্রিয়তমা কন্যা সমর্পণ করিলেন; কাজটা যে অন্যায় বা অশাস্ত্রীয় হইল, তাহা তাঁহার মনেও আসিল না; ইহা লইয়া সমাজেও কোন প্রকার বাক্যের লাটা লাটি চলিল না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন কালে নিম্ন জাতীয়ের লোকেরা, উচ্চ বর্ণের কন্যাদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতেন" লেখক মহাশয়ত স্পষ্ট বুঝিলেন, আমাদের কিন্তু এখনও স্পষ্ট বুঝিবার সুযোগ হয় নাই। পাঠক মহাশয়গণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দেবযানীর বিবাহ বৃত্তান্তের একটু সমালোচনা করিতেছি।

দেবযানী বৃত্তান্ত, মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৭৭—৮১ অধ্যায় ও মৎস্য পুরাণের ৩০ অধ্যায় বর্ণিত আছে।

দেবযানী পিতৃশিষ্য কচকে পতিরূপে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে কচ এই ধর্ম্ম গর্হিত অশাস্ত্রীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। পরে কচকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া দেবযানী তাহাকে অভিসম্পাত করত বলিলেন,—"আমার পিতা হইতে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছ তাহা তোমার বিফল হইবে"।

কচও প্রতিশাপ প্রদান করতঃ কহিলেন "দেবযানী! তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহাও নিষ্ফল হইবেই এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণি-গ্রহণ করিবে না।

বলা বাহুল্য কচের শাপ প্রভাবে তদবধি দেবযানীর ব্রাহ্মণ জাত্যুচিত আসুরিক সাত্ত্বিক ভাব তিরোহিত হইয়া, ঘোর রাক্ষস ভাব উদ্বুদ্ধ হইল, তাহাতে তিনি, বস্ত্র বিপর্য্য কালে ক্রোধে অধীরা হইয়া বৃষপর্ব্বানন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত হাতাহাতিতে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন, ফলে অসুর কুমারী কর্ত্তৃক কূপ মধ্যে নিপতিত হন। তৎ কালে মৃগয়া বিহারী রাজা যযাতি, কূপ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

অন্য দিন প্রমোদ বনে যযাতির সহিত দেবযানীর সাক্ষাৎ হইলে পর, উভয়েই উভয়ের পরিচয় গ্রহণ করিলেন, তখন দেবযানী রাজার সহিত তাঁহার নিজ বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। যযাতি বলিলেন, দেবযানি! তুমি এই রূপ অন্যায় কথা কহিও না ক্ষত্রিয় কখনই ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে পারে না।

তখন দেবযানী অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া, বিবাহের কর্ত্তব্যতা স্থাপন করিলেন। যযাতি অন্য যুক্তিতে তাহাও খণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর দেবযানী বলিলেন "মহারাজ! পাণি গ্রহণ করিলেই বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, একথা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে কালে আমি অন্ধ কূপে পতিত হইয়া ছিলাম তখন তুমিই আমার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমায় পতিত্বে বরণ করিতে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছি, সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদবধিই তুমি আমার পতি হইয়াছ, অতঃপর আর কেহ আমার পাণি স্পর্শ করিবে না।"
(মহাভারত আদি পর্ব্ব ৮১ অধ্যায় ২১।২২ শ্লোক) কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

এই রূপে দুই জনের তর্কবিতর্কের পর যযাতি কহিলেন, যাহাই হউক

তোমার পিতা এবিষয়ে সম্মতি না করিলে, আমি এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। তৎপর দেবযানী শুক্রাচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তাত! ইনি নহুষ তনয় রাজা যযাতি, আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মাই আমার পাণি গ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন সুতরাং ইনি তাহাতেই আমার পাণিগ্রহীতা হইয়াছেন, অতএব আপনি এই সৎপাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন, আমি আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিব না"। (মহাভারত: ৮১ অঃ ৩০ শ্লোঃ)—

শুক্রাচার্য্য আদ্যন্ত বিবরণ অবগত হইয়া দেবযানীর যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ ও কচের অভিশাপ স্মরণ করত অশাস্ত্রীয় বিবাহ কার্য্যও সম্পন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। তখন যযাতি কহিলেন,—ভগবন্! ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ নন্দিনীর পাণি-গ্রহণ করিলে বর্ণশঙ্কর জনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি। (৮১ অঃ ৩২ শ্লোক)

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, "মহারাজ! তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে মোচন করিব। এই বিবাহে তোমায় কোনও রূপ নিন্দা হইবে না, সত্যই আমি তোমার পাপের প্রতিকার করিব।

দেবযানী জানিতেন, কচের সাপ প্রভাবে কোনও ব্রাহ্মণ কুমার তাঁহার পতি হইবেন না। অতএব তাঁহাকে অবশ্যই ক্ষত্রিয় হস্তে পতিত হইতে হইবে। অতঃপর বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়োগে, রাজা যযাতি ঐ পতিব্রতার দক্ষিণকর স্পর্শ করিবেন। সুতরাং বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন চন্দ্রবংশ ধুরন্ধর রাজর্ষিপদলাঞ্ছিত, রাজাধিরাজ যযাতি যে তাঁহার বিধাতৃকল্পিত বর, একথা ভাবিয়াই তিনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন।

এদিকে শুক্রাচার্য্যও ভাবিলেন, কচ শাপে দুহিতার আন্তরিক ব্রাহ্মণোচিত সাত্ত্বিকতা তিরোহিত হইয়াছে, তিনি এখন আর ব্রাহ্মণ ভোগ্যাই নহেন, এই কারণ বিধি কল্পিত উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদানে অস্বীকৃত হইবেন না। আর একথা লইয়া সমাজে আটা আটি চলিবারও কোন কারণ নাই, যেহেতু সকলেই অবগত ছিলেন, কচ শাপে দেবযানীর এইরূপ পতন হইয়াছে।"

প্রাচীন সমাজে অবাধে প্রতিলোমবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলে, যযাতি এত আপত্তি করিতেন না, এবং বর্ণসঙ্করের ভয়ও হইত না। পরন্তু শুক্রাচার্য্য তপোবলে যযাতির পাপ ক্ষালন করিতে স্বীকৃত হইবার আবশ্যক মনে করিতেন না।

অতএব দেবযানী কচ শাপে জাতি ভ্রষ্টা (ক্ষত্রিয়া) আর ক্ষত্রিয় যযাতি

তাহাকে বিবাহ করেন। সুতরাং তিনি দিল্লীর বাদসাহের হিন্দু বেগমের ন্যায় ব্রাহ্মণ পাচক রাখিয়া অন্ন প্রস্তুত করাইবেন কেন? মহাভারতের আখ্যায়িকা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়,—ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয় ভার্য্যা হইয়াছিলেন অসবর্ণ বিবাহের কোন কোনও আশঙ্কা এখানে নাই। বারান্তরে মহাভারতীয় নায়ক দিগের জাতির গোলযোগ ও অন্ন বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ কাব্য সাংখ্যতীর্থ।

বৃহস্পতি কল্প ৺ হলধর তর্কচূড়ামণি

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

শাস্ত্রাধ্যয়ন।

অলঙ্কার শাস্ত্রাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তর্কচূড়ামণি মহাশয় জনার্দ্দন বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ন্যায় শাস্ত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্র পাঠারম্ভের পরই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল। ২৪ বৎসর বয়ক্রমে চূড়ামণি মহাশয় ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তখন তিনি তাঁহার অধ্যাপক কর্তৃক তর্ক চূড়ামণি উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েন।

বলা বাহুল্য তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহার সময়ের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন, এবং তিনি তাঁহার বুদ্ধির বলে কোনও অধ্যাপকের সাহায্য না লইয়া স্মৃতি শাস্ত্র নিজে দেখিয়া, অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত হইয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, তর্ক চূড়ামণি মহাশয় সর্ব্ব শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বুদ্ধি বলে তিনি কতদূর বলীয়ান ছিলেন, নিম্ন-লিখিত বৃত্তান্তটীর দ্বারা তাহা প্রতীয়মান হইবে:—

একদা একজন বিখ্যাত পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া, ভারত বর্ষের নানা স্থানের পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাভব করিয়া, কাশী ও মিথিলা হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। এ দেশের নবদ্বীপাদি কয়েকটী সমাজের পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া, ভট্ট পল্লীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন তর্ক চূড়ামণি মহাশয় ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান আসনে অধিষ্ঠিত। উক্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাশয় বেদান্ত শাস্ত্রে বিচার জন্য চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করিলেন। চূড়ামণি মহাশয় বেদান্ত পড়েন নাই, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। ক্ষণ কাল চিন্তার পর, তিনি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে পরদিন আসিতে অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় নির্দ্দিষ্ট সময়ে আগমন করিলে, চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার সহিত সদালাপ

করিতে করিতে এমন একটী তর্ক জাল বিস্তার করিলেন যে, উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে আবদ্ধ হইলেন। তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় না দেখিয়া, অগত্যা তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল।

পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে তর্ক চূড়ামণি মহাশয় চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থী সকল আসিতে লাগিল। ভট্ট পল্লীরও অনেকগুলি ছাত্র অধ্যয়ন করিত। বিদেশী ছাত্র ২৫ জন ছিল।

বঙ্গদেশে শাস্ত্রাধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক শিক্ষা দান প্রণালী পৃথিবীতে অতুলনীয়। কোনও দেশে বালকগণ যদ্যপি কিছু অর্থ না দিয়া শিক্ষা লাভ করে, তাহা সে দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয় হইয়া থাকে। কোনও রাজা কিংবা ধনী ব্যক্তি এ প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে পৃথিবীতে তাঁহার সুখ্যাতি আর ধরে না। কিন্তু, বঙ্গদেশ জগৎকে একটী বিচিত্র দৃশ্য দেখাইল। অধ্যাপকগণ ছাত্রদের নিকট হইতে কিছুও লইতেন না, তদ্ব্যতীত বিদেশী ছাত্রগণকে নিজ হইতে অন্ন প্রদান করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। এক্ষণও এ পদ্ধতি ভট্ট পল্লী প্রভৃতি বহুস্থানে প্রচলিত আছে।

তর্ক চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার ২৫ জন বিদেশীয় ছাত্রদের আহার্য্য উপযোগী তণ্ডুলাদি দিতেন। এইরূপে প্রায় পঞ্চ বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার পর, তাঁহার প্রাচীন অবস্থাতেও তিনি ৭।৮ জন বিদেশীয় ছাত্রকে পড়াইতেন, এবং তাহাদের আহারাদি দিতেন।

এই শিক্ষা প্রণালী যেমন একদিকে অধ্যাপকের নিঃস্বার্থ ভাব দেখাইত, অন্য দিকে ছাত্রগণকে মিতাচারী শ্রমসহিষ্ণু ও গুরুভক্ত করিয়া তুলিত। অধ্যাপকগণ যেমন মোটা চালে চলিতেন, তাঁহাদের ছাত্রগণও সেই চালে অভ্যস্ত হইতেন। আবার, স্বহস্তে রন্ধন করিতে করিতে তাঁহারা শ্রম সহিষ্ণু হইতেন। অধ্যাপক ও ছাত্র প্রায় সর্ব্বদা একত্রে থাকাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত সৌহার্দ্দ জন্মিত। অধ্যাপক ছাত্রকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং ছাত্র অধ্যাপককে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

চতুষ্পাঠীর শিক্ষা প্রণালীর সহিত বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার অনেক প্রভেদ দেখা যায়। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সে প্রকার আত্মীয়তা কোথায়? আর তাহা হইবেই বা কি প্রকারে? ইংরাজী শিক্ষক বেতন লইয়া শিক্ষা দান করেন। বিদ্যালয়ে যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণই তাঁহার সহিত ছাত্রদের সহিত সম্পর্ক। এ ভাবে, ছাত্রগণ যে তাহাদের শিক্ষকের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। আবার ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে উচ্চ ভাব দেখিয়াছি, তাহা আর এখন দেখা যায় না। তখনকার ইংরাজীতে কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণ পল্লীস্থ বালকগণকে যত্নের সহিত তাহাদের নিত্য নিত্য পঠনীয় বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। এতদ্দ্বারা তাহারা বিদ্যালয়ে তাহাদের পারদর্শিতা দেখাইতে পারিত। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে, ইংরাজী শিক্ষকগণ প্রতিমাসে কিছু কিছু লইয়া বালকগণকে তাহাদের বাটীতে পড়াইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আমাদের সমাজের শোচ-

নীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? বিদ্যাদান যে একটী পরম দান, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শাস্ত্র শিক্ষার অভাবই ইহার কারণ। ইহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা, আমাদিগকে বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বিলাস বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে, বালকগণকে সামান্য শিক্ষা দিয়াও অর্থ গ্রহণ করিতে হইতেছে।

প্রাচীন কালে, আর্য্য-জীবন ব্রহ্মচর্য্যরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া, আর্য্যগণ, মিতাচারী, সদাচারী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে, চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ ব্রহ্মচারী রূপে না থাকিলেও, তাঁহারা নানা গুণে বিভূষিত হয়েন, এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মে নিরত থাকেন, আবার ইঁহাদের দ্বারা সমাজের যথেষ্ট উপকার হয়। ইহারা গুরু পদ ধারণ করিয়া লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন, এবং পৌরহিত্য কার্য্যে রত হইয়া গৃহস্থের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে, অনেক মন্ত্রদাতা এবং পুরোহিত মহাশয়, সংস্কৃত ব্যুৎপন্ন ও শাস্ত্রে পারদর্শী না হইয়া শিষ্যগণকে মন্ত্রদান এবং গৃহীর বাটীতে পূজা, ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহাদের সংস্কৃত বোধ এবং শাস্ত্র জ্ঞান না থাকাতে ক্রিয়া উপলক্ষে বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারিত না হওয়াতে এবং শিষ্যগণ তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা না পাওয়াতে যে, সমাজের মহা অকল্যাণ হইতেছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই সকল মন্ত্র দাতা এবং পুরোহিত যাহাতে এ প্রকার উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত না হয়েন, তৎপক্ষে সমাজের যত্নবান হওয়া উচিত। এই সকল অযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃত বিদ্বান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ গুরু ও পুরোহিতগণ সাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হন না। অনেকে, তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যাহাতে লোকে মনোমধ্যে এবম্প্রকার ভাব পোষণ না করে, তৎপক্ষে প্রকৃত পণ্ডিত মণ্ডলী এবং সমাজের নেতাগণের যত্নবান হওয়া উচিত।

পণ্ডিত মণ্ডলীর নিয়ম করা কর্ত্তব্য যে, এ প্রকার অযোগ্য গুরু ও পুরোহিতের স্থানে অন্য উপযুক্ত লোককে বরণ করা যাইতে পারে, এবং গৃহীদেরও প্রকাশ্য ভাবে বলা উচিত যে, তাঁহারা অযোগ্য ব্যক্তিকে গুরু কিম্বা পুরোহিতরূপে বরণ করিবেন না। এরূপ হইলে, গুরু ও পুরোহিতের বংশধরগণ সংস্কৃত শিক্ষা এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সচেষ্টিত হইবেন। ইহা বাঞ্ছনীয়। কেন না, গুরু পুত্র এবং পুরোহিত পুত্র তাঁহাদের পিতার পদ ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন ইহা কাহার না ইচ্ছা?

আমরা গুরু ও পুরোহিত দিগকে সংস্কৃতজ্ঞ এবং শাস্ত্র-দর্শী হইবার আবশ্যকতা দেখাইলাম, এবং যাঁহারা অযোগ্য তাঁহাদের পরিত্যাগ কিম্বা শাসনের পরামর্শ দিলাম। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে উপযুক্ত উচ্চপদ ধারী ব্যক্তিদিগকে প্রকৃতরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত কে করে? গৃহস্থদের মধ্যে ক্রিয়া কাণ্ড ক্রমে লোপ হইতেছে, এবং এই জন্য পুরোহিত মহাশয়দের আয় হ্রাস হইতেছে।

যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী তাঁহারা অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। আবার যে সকল গৃহী পূজা আদি উৎসব এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাঁহাদের এরূপ শ্রদ্ধা যে, যে সকল দ্রব্য উৎসর্গ করেন, তাহা প্রায় অল্প মূল্যের হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য গুরু, পুরোহিত বা অন্য ব্রাহ্মণ পাইবেন বলিয়া তাহা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য "দেনো" বলিয়া অভিহিত। হায়! আমাদের দশা কি শোচনীয়! কোথায় পূজ্যপাদ ব্যক্তিগণের ব্যবহার জন্য উত্তমোত্তম দ্রব্য দিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হইবে, না তাহার বিনিময়ে নিকৃষ্ট জিনিস দেওয়া হইয়া থাকে। সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও ক্রিয়া কাণ্ড কমিয়া আসিতেছে। নগরে ও গ্রামে দুর্গোৎসব আদি পূজার সংখ্যা বৎসরে বৎসরে হ্রাস হইতেছে। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে, "দান সাগর" প্রভৃতির আয়োজন অতি অল্প মনস্বী ব্যক্তিই করিয়া থাকেন। পুষ্করিণী ও বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠাই বা আজ কাল কোথায়? সেরূপ ক্রিয়াও অতি সাধারণ যেখানে অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া বিশেষ রূপে সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। গুরু, পুরোহিত ও অধ্যাপকগণ শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও কে বা তাঁহাদের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করেন?

বর্ত্তমান সময়ে, বড় ২ লোকের বাটীতে যে দুর্গোৎসব আদি পূজা হয় তাহাও প্রায়ই আমোদ প্রমোদের জন্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্মকর্ত্তার পূজার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি আদ্যাশক্তির পূজা দর্শন জন্য, একবার পূজার দালানে পদার্পণ করেন কি না সন্দেহ। পুরোহিত মহাশয় কত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কত প্রক্রিয়া করিতেছেন, যেন পুরোহিত মহাশয়েরই পূজা।

কর্ম্ম-কর্ত্তা মহাশয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আহ্বান করিতেছেন, এবং সুসজ্জিত বৈঠক খানায় বসাইয়া তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। পূজার দালানে কতক গুলি স্ত্রীলোক ও কোন ২ অনুগত ব্রাহ্মণ পূজার আয়োজন করিতেছে এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকগণ মহামায়াকে দেখিতে আসিতেছে, তাঁহাকে অঞ্জলি দিতেছে এবং প্রণাম করিতেছে।

একথা যথার্থ বটে যে পূজা উপলক্ষে পঠিত মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানাদির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারাতে, কর্ম্ম-কর্ত্তা ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পূজার দালানে আসেন না, কিন্তু, এ সকলের মর্ম্ম জানিবার চেষ্টা করা কি তাঁহাদের উচিত নহে?

তাঁহারা পূজার অনুষ্ঠানাদির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতগণ সবিশেষ বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং যাঁহারা অনভিজ্ঞ তাঁহারা লজ্জিত হইয়া, তাহা জানিবার জন্য প্রয়াস পাইতে পারেন। এরূপ হইলে, পুরোহিতগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া চলিতে পারেন। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, (১) "অনন্যোপায় ধর্ম্মপরায়ণ নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বৃত্তিদান" (২) "যোগ্য ব্যক্তির অধ্যাপনায় সাহায্য," নিয়মাবলী ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু, যাহাতে যোগ্য ব্যক্তি গুরু ও পুরোহিত পদে বৃত হইয়া সাধারণকে সদুপদেশ প্রদান করেন ও তাঁহাদের দ্বারা ক্রিয়া কলাপ বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয় এবং প্রত্যেক হিন্দু গৃহে শাস্ত্র মতে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হয়, ও সম্পন্ন ব্যক্তিগণ চতুষ্পাঠীতে যোগ্য অধ্যাপক দিগকে পুরস্কৃত করিয়া তাঁহাদের দৈন্যদশা দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হয়েন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা সভার কর্ত্তব্য।

হিন্দু গৃহে ক্রিয়া কলাপের লোপ এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিস্বার্থ ভাবের হ্রাস, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দুর্দ্দশার কারণ। অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে অধ্যাপকগণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় যে বিদায় পাইতেন এবং সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে যে বৃত্তি দিতেন, তাহা দ্বারা তাঁহারা আপন আপন পরিবার প্রতিপালন করিয়া, তাঁহাদের বিদেশী ছাত্র দিগকে অন্ন দান করিতে সক্ষম হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের প্রাপ্য হ্রাস হওয়াতে, তাঁহাদের নিজ পরিবার প্রতি পালন করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্ত দেখা যায় যে যত অধ্যাপক তাঁহাদের পদ গৌরব তুচ্ছ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কিম্বা অন্য লোক স্থাপিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ স্বীকার করিতেছেন। আমি কি বলিব কত বড় ২ পণ্ডিত তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহাদের পুত্রদের ভাবিক্লেশ নিবারণ জন্য, তাহাদিগকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন। এই রূপ কিছু কাল চলিলে, উত্তম পণ্ডিত পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান সময়ে সুবিখ্যাত অধ্যাপকের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে একদা, পূর্ব্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছিলেন—যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গৃহে তিনটী বালক, তাহাদের মধ্যে দুইটী মেধাবীকে, ইংরাজী শিক্ষার জন্য দেওয়া হয়, অবশিষ্ট বোধ হীন বালক চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হয়। শেষোক্ত বালকটী যে সুপণ্ডিত হইবে এরূপ কি আশা

করা যাইতে পারে? এখনও অধ্যাপকগণ তাঁহাদের বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য একটী বালককে সংস্কৃত শিখাইয়া থাকেন, আর কয়েক বৎসর পরে এ নিয়ম ও রহিত হইবে। তাহা হইলে, যোগ্য গুরু ও পুরোহিত এক বারেই পাওয়া যাইবে না।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের অবস্থার উন্নতি পক্ষে প্রকৃত দেশ হিতৈষী গণকে সম্যগ্রূপে সচেষ্টিত হইতে হইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীমহামণ্ডল প্রবন্ধকারিণী সভার মন্তব্য।

বিগত ৪ ঠা এপ্রিল ১৯০৮ কাশ্মীর ভবন কাশী মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধ কারিণী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল মন্তব্য স্থির হয় নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

১। অদ্যকার সভায় পং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নায়ক দাজী কালিয়া সাহেব সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

২। পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্যাবলি পঠিত হইল এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইল।

৩। পূর্ব্বাধিবেশনের ৩ নং মন্তব্য সম্বন্ধে ডেপুটেশনের কার্য্যাধিক্যহেতু সম্বন্ধে উক্ত রিজলিউসনের কোন কার্য্য হয় নাই, এবং ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় ধর্ম্মাশয় সংস্কার বিষয়ে দ্বিতীয় একখানি নূতন বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহা স্থির হইল যে, উক্ত ৩য় মন্তব্যের কার্য্যের কোন প্রয়োজন নাই এবং উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিবারও আবশ্যকতা নাই।"

৪। শ্রীকাঙ্গড়া মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার বিষয়ের কাগজ পত্র পেশ হইল, এবং ইহাও জানা গেল যে, এই বিষয়ের জন্য লাহোরে একটী কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, আপাততঃ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনও আবেদন করিবার আবশ্যকতা নাই। উক্ত লাহোরের কমিটির দ্বারা বিস্তারিত অবস্থা বিদিত হওয়া যাউক, এবং তাহার পর উপযুক্ত কার্য্য করা হউক।

৫। বিগত ১২ই ও ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতায় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের যে অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্যাবলী পাঠ করা হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, উক্ত কমিটি অনুসারে কার্য্য করা হউক।

৬। মিসিরপোখরার জমির বিষয়ে কাগজ পত্র পাঠ করা হইল, সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, উক্ত জমির জন্য চেষ্টা করার কোন আবশ্যকতা নাই।

৭। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে সহায়তা প্রাপ্তি বিষয়ক এ সময়ে যে আবেদন পত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পাঠ করা হইল; এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, উহা পরম মাননীয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হউক, এবং উহার প্রতিলিপি প্রধান সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক; যেহেতু তিনি এই কার্য্যের সফলতা বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

৮। যদি শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় বাহিরে গমন করেন, তবে তাঁহার উপর এই ভার দেওয়া হউক যে, তিনি আপনার সম্মতি অনুসারে কার্য্যালয়ের ব্যবস্থা করেন, এবং সকল অবস্থা লিখিয়া দিবেন। উহা আগামী কমিটিতে পেশ করা হউক।

৯। রঙ্গপুরের হিন্দু জাতির আবেদন পত্র যাহা প্রধান সভাপতি মহাশয়ের নামে আসিয়াছে, তাহা পাঠ করা হইল এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, উহা প্রধান সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক এবং এই প্রার্থনা করা হউক যে, তিনি উহা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইবার অনুমতি প্রদান করুন।

১০। কলিকাতার পণ্ডিত সভার আবেদন পত্র পাঠ করা হইল, এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের দ্বারা অনুসন্ধান লওয়া হউক যে, উক্ত আবেদন পত্রে কতজন পণ্ডিতের সম্মতি আছে, এবং উক্ত সভায় কতজন সভ্য আছেন। এই সকল কার্য্য সমাপ্তির পর উভয় আবেদন পত্রই গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে।

১১। বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেড ফিক্সড্ ডিপোজিটে টাকা জমা দিবার বিষয়ে শ্রীযুক্ত মতিচাঁদজীর পত্র পাঠ করা হইল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, অনূ্যন ১০ হাজার টাকা শতকরা ৫৷০ টাকা সুদে ফিক্সড্ ডিপোজিটে রাখা হউক।

১২। শ্রীযুক্ত নূর মহম্মদের গোশালা বিষয়ক অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করা হইল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত নূর মহম্মদ ফকির মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। এবং তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করা হউক যে, কতদূর সফলতা হইয়াছে। তাহার পর এই কার্য্যালয় যথাশক্তি সাহায্য করিবেন।

১৩। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হউক, এবং অন্যান্য কাগজ পত্র আগামী অধিবেশনে পেশ হইবে।

শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্ম মণ্ডলের কার্য্যকারিণী সভার মন্তব্য।

শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের স্থানীয় কার্য্যকারিণী কমিটির অধিবেশন শ্রীযুক্ত বিশ্বাক তানিধি যোগী বাবা শিবপ্রকাশ লালজী মহারাজ, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর চৌবে রামদাসজী সাহেব

এবং শ্রীযুক্ত মুন্সী রঘুবর দয়ালজী সাহেব পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটী কলেক্টর মহাশয়দিগের উপস্থিতিতে বিগত ৩১শে মার্চ্চ ১৯০৮ ইং প্রান্তীয় কার্য্যালয়ে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত মন্তব্যগুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর চৌবে রামদাসজী সাহেব সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

২। ইং ১৯০৭ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, এবং ইং ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসের কার্য্যের হিসাব যাহা প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করা হইল, এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তাহা স্থিরীকৃত হইল।

৩। পূর্ব্ব বর্ষের আয় ব্যয় শুনান হইল, এবং আগামী বর্ষের নিমিত্ত বজেট পেশ করা হইল, উহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল।

জমা		খরচ		
প্রধান কার্য্যালয় হইতে সহায়তা এক বৎসরের	৩৬০৲	ম্যানেজারের বৃত্তি একবৎসরের		১২০৲
মাসিক ও বার্ষিক সহায়তা যাহা ওয়াশীল হইয়া থাকে	১৯৪৲	ক্লার্কের বৃত্তি	”	৮৪৲
যে যে সভার নিকট হইতে সাহায্য পাইবার কথা আছে	১৩৪৲	বাড়ী ভাড়া	”	৯৬৲
মুৎফরিকা আমদানী	৩২৲	উপদেশক খরচ	”	৩০০৲
		ডাক খরচ	”	৪৮৲
		ষ্টেশনারী	”	২৪৲
		মুৎফরিকা খরচ	”	৩০৲
		কার্য্যালয় পরিষ্কার	”	৬৲
		অতিথি সৎকার	”	১২৲
	৭২০৲			৭২০৲

৪। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত হিজ হাইনেস্ অনারেবল মহারাজা বাহাদুর শ্রীরমেশ্বর সিংহ কে সি আই ই মিথিলাধিপতি শ্রীভগবানের কৃপায় কুলদীপক পুত্ররত্নের মুখারবিন্দ দর্শন সুখ লাভ করিয়াছেন, এই শুভ সংবাদ শ্রবণে সভাসদ্‌গণ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, এবং সকলে শ্রীভগবানের নিকট মহারাজকুমারের দীর্ঘায়ু, যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছেন, এই মন্তব্যের প্রতিলিপি শ্রীমহারাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইবে।

৫। পং যমুনাদত্তজী উপদেশকের কার্য্যের রিপোর্ট এবং ৬ মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব শুনান হইল। মন্তব্য নং ৪ তারিখ ১৯ অক্টোবর সন ১৯০৭ ইং অনুসারে তারিখ ২৯শে ফেব্রুয়ারি সন ১৮০৮ পর্য্যন্ত ইহার নিকট হইতে খোরাকীর হিসাব চাহিয়া লওয়া

হইবে এবং তাঁহার সম্পূর্ণ পাওেয়ের হিসাব চুকি করা হইবে এবং তাহার ইং ১৯০৮ সাল ১লা মার্চ্চের পদত্যাগ পত্র স্বীকার করা হইল।

৬। শ্রীযুক্ত পং রঙ্গমুকুন্দজীর সহিত কার্য্যালয় হইতে পত্রাচার করিয়া নিশ্চয় করা হউক যে, তিনি শ্রীব্রহ্মাবর্ত্তমণ্ডলের কার্য্যকারিণী কমিটীর মেম্বরী কার্য্য কি প্রকারে করিবেন, আর যদি তাঁহার কার্য্য করা সম্ভবপর না হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা কার্য্যালয়ে লিখিয়া জানান।

৭। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীমহামণ্ডলের প্রতিনিধিবর্গের বিশেষ সভার মন্তব্য।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে যে, ভারতবাসী হিন্দুদিগের এক ডেপুটেশন শ্রীযুক্ত বড় লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, উহাতে সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত উপস্থিত শ্রীমহামণ্ডলের প্রতিনিধিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য কলিকাতাবাসীরও উপস্থিতিতে শ্রীমহামণ্ডলের প্রধানসভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর মিথিলাধিপতির সভাপতিত্বে তাঁহার বাটী কলিকাতা মিডলটন ষ্ট্রীটের ভবনে বিগত ১২ই ও ১৩ই মার্চ্চ তারিখে একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নিম্ন লিখিত মন্তব্য গুলি স্থির হয়।

(১) রাওল পিণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর সর্দ্দার বুটাসিংহজীর প্রস্তাব এবং মুলতান নিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরিচন্দজীর সমর্থনের পর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে হৃষীকেশে সাধু এবং ব্রাহ্মণগণের শিক্ষার নিমিত্ত একটী কমিটি নিয়োগ করা হউক; এবং উক্ত কমিটি অন্নসত্র সমূহ হইতে ভোজনাদির ব্যবস্থা করিয়া এই কার্য্য সমাধা করিবেন। সর্দ্দার সাহেব ইহাও প্রস্তাব করেন যে যদি হৃষীকেশে এরূপ সমিতি স্থাপিত হয়, তবে তিনি "পঞ্জাব সিন্ধ ক্ষেত্র" নামক অন্নসত্রকে সমিতির অধীন করিয়া দিবেন। কতিপয় সভ্য ইহাও প্রস্তাব করেন যে "কালী কম্বলীওয়ালা" নামক সত্র হইতে সহায়তা লওয়ার জন্য যত্ন করা হউক। এ বিষয়ে শেঠ গোলাব রায় পোদ্দারের নিকট অনুরোধ করা হইয়াছে, এবং তিনিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

২। লাহোর নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় রামশরণ দাসজী প্রস্তাব এবং শ্রীযুক্ত রাও ঠাকুর গোপাল সিংহজী থরওয়াধীশ মহাশয় সমর্থন করেন যে, অন্যান্য অন্নসত্রের ব্যবস্থাপক দিগকে অনুরোধ করা হউক, উক্ত সমিতি যাহা নিম্ন লিখিত সভ্যদিগের দ্বারা সংগঠিত হইবে এবং যাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, তাহার সহযোগে কার্য্য করেন।

(১) রাওলপিণ্ডি নিবাসী রায় বাহাদুর সর্দ্দার বুটাসিংহ জী, (২) কলিকাতা নিবাসী শেঠ গোলাপ রায় পোদ্দার, (৩) লাহোর নিবাসী রামশরণ দাস, (৪) মুলতান নিবাসী রায়

হরিচন্দ, (৫) মান্দ্রাজ প্রান্তান্তর্গত দেবকোট নিবাসী অরুণাচেলম চেটিয়ার, (৬) নাগপুর নিবাসী মিঃ জি,এম,চিটনবিশ (৭ কলিকাতা নিবাসী বাবু ফুলচাঁদ হালুয়াশিয়া, (৮) কলিকাতা নিবাসী বাবু জ্ঞানীরাম হালুয়াশিয়া। রায় বাহাদুর সর্দ্দার বুটাসিংহ এই সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

(১৩ই মার্চ্চের মন্তব্য।)

১। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষজী সভার সমক্ষে ২৫০০, টাকার একখানি চেক (হুণ্ডী) উপস্থিত করিয়া বলেন যে, ইহা শ্রীযুক্ত রাজা বলবন্ত সিংহ সি, আই, ই, বাহাদুর, আওয়াগড়াধীশ শ্রীমহামণ্ডলের মাসিক একশত টাকা সহায়তা হিসাবে অগ্রিম ২৫ মাসের সহায়তারূপে প্রদান করিয়াছেন। নিশ্চয় হইল যে, শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

২। স্থির হইল যে, যে সকল স্বাধীন নৃপতি এবং আচার্য্যের প্রতিনিধিবর্গ এবং অন্যান্য স্থানের প্রতিষ্ঠিত মহাশয়গণ এই ডেপুটেশনে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

৩। স্থির হইল যে, শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন পত্র শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরকে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তিনি তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা পৃথক্ ভাবে ছাপান হউক, এবং তাহা প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহে স্বাধীন নৃপতিদিগের নিকট, আচার্য্যবর্গের নিকট, এবং অন্যান্য সভ্য মহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হউক।

৪। স্থির হইল যে, বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার বিষয়ে শ্রীমহামণ্ডল বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে শীঘ্র বিচার করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক।

৫। শৃঙ্গেরী মঠের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুন্দর শাস্ত্রীজী প্রস্তাব করেন যে, মান্দ্রাজ প্রান্তে শ্রীমহামণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্যালয় অতি শীঘ্র স্থাপন করা উচিত, এবং দেবকোটের জমিদার মহাশয়ের প্রতিনিধি মিঃ নাগলিঙ্গ মুদালিয়ার মহোদয় ইহার সমর্থন করিলে, সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী স্বীকৃত হইল।

৬। নিশ্চয় হইল যে, উপরোক্ত মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত উক্ত পণ্ডিত সুন্দর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অনুরোধ করা হউক যে, তিনি এই বিষয়ের সংবাদ প্রদান করুন যে, ঐ প্রান্তে এরূপ কোন কোন প্রতিষ্ঠিত ধার্ম্মিক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এই কার্য্যে সহায়তা প্রদান করিতে পারেন, এবং মান্দ্রাজ প্রান্তে কোন কোন স্থানে ধর্ম্ম সভা আছে।

৭। পণ্ডিত সুন্দর শাস্ত্রী প্রস্তাব করিলেন যে, ত্রিচিনাপল্লীতে যে জাতীয় বিদ্যালয় আছে, এবং যাহাকে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করিতে ইচ্ছাও আছে, যাহা শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহারাজের সংরক্ষকত্বে অবস্থিত, তাহা মহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হউক। শৈলানা রাজ্যান্তর্গত সিদলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মহারাজ ছত্র

সিংহজী ইহার অনুমোদন করেন, এবং দেবকোটের জমিদার মহোদয়ের প্রতিনিধি নাগলিঙ্গম্ মুদালিয়র মহাশয় ইহার সমর্থন করেন। স্থির হইল যে, পং সুন্দর শাস্ত্রীজীকে এই প্রস্তাবের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদত্ত হউক, এবং শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষজী বিদ্যালয় সংযুক্ত করিবার মুদ্রিত আবেদন পত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবেন, যাহা তাঁহারা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দিগের স্বাক্ষর করাইয়া প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন।

৮। শৈলানা রাজ্যান্তর্গত সিমলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মহারাজা ছত্রসিংহ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, যতদূর সম্ভব হয় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অধিবেশন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ক্রমশ: হউক। কারণ এরূপ করিলে শ্রীমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের সহিত সেই সেই প্রান্তের অধিবাসী দিগের সহানুভূতি বৃদ্ধি হইবে। বাঁশবেড়িয়ার কুমার ক্ষিতিন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের অনুমোদনে এবং পং রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের সমর্থনে এই মন্তব্যটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

৯। শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষজী প্রস্তাব করিলেন যে, পং নিয়াগম নটরাজ ভগবত যিনি শ্রীযুক্ত জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের শৃঙ্গেরী মঠে সঙ্গীত কারক এবং যিনি বাদ্য শাস্ত্রের ও অধ্যাপক, তাঁহাকে শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে কোন উপাধি দেওয়া হউক। ঠাকুর সাহেব খরওয়ার অনুমোদনে এবং মহারাজ ছত্র সিংহজী ও মিঃ নাগলিঙ্গ মুদালিয়র মহাশয়ের সমর্থনে ইহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইল।

১০। নিশ্চয় হইল যে, এই ডেপুটেসনের সভ্যদিগের নিকট প্রার্থনা করা হউক যে, তাঁহারা মহামণ্ডলের সহায়ক এবং বান্ধব বৃদ্ধির প্রযত্ন করিবেন।

১১। পরম মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহাশয়কে শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যে বিশেষ প্রযত্ন করিতেছেন বলিয়া হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দেওয়া হইলে সভা ভঙ্গ হইল।

(স্বা:) রমেশ্বর সিংহ

(মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গাধিপতি,)

প্রধান সভাপতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

শ্রীমহামণ্ডলের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতাদিগের উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীমহামণ্ডল হিন্দু জাতির পুনরভ্যুদয়ের নিমিত্ত এক অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্ম সভারূপে কার্য্যকারী হয়। হিন্দু জাতির সামাজিক উন্নতি, হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয়, হিন্দু জাতির প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার পুনঃ প্রচার প্রভৃতি বিষয় ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতির কারণভূত হওয়ায় ঐ সকল কার্য্য মহামণ্ডলের করিবার যোগ্য। শ্রীমহামণ্ডলের পরিচালক দিগের এই মহতী আশা ক্রমশঃ সফলীভূত হইতেছে। শাখা সভাসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি, সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি, সংরক্ষক স্বাধীন

নৃপতি প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি, ভারতবর্ষের সকল প্রান্তে কার্য্য বিস্তার প্রভৃতি দেখিয়া সর্ব্বসাধারণ অবশ্যই পরিজ্ঞাত হইবেন যে, কত অল্প সময়ের মধ্যে মহামণ্ডলের কত উন্নতি হইয়াছে।

(প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি)

যে প্রকার আধ্যাত্মিক জগতে যতদিন পর্য্যন্ত গুরু এবং শিষ্য উভয়ের সম্বন্ধ একীভূত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সত্যের প্রকাশ হয় না, গুরুশক্তি এবং লঘুশক্তি উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হইলেই লঘু শক্তি যথার্থরূপে নিয়োজিত হইয়া থাকে, এই প্রকার মনুষ্য সমাজে যতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক শক্তি এবং রাজকীয় শক্তি উভয় শান্তি পূর্ব্বক সংস্থাপিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য জাতির উন্নতি হইতে পারে না। মনুষ্য সমাজ এবং সমাজপতি পরস্পরের মধ্যে প্রীতি এবং শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইলে সমাজানুসাশনের দৃঢ়তা হইয়া থাকে, এবং সমাজানুশাসন হইতে সমাজের উন্নতি হইয়া থাকে। সেইরূপ যতদিন পর্য্যন্ত রাজা এবং প্রজার মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি বন্ধনের দ্বারা শান্তি স্থাপিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানব জাতির অভ্যুদয় হওয়া সম্ভবপর নহে। এই দার্শনিক লক্ষ্যের সহিত যুক্ত হইয়া শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল বর্ত্তমান রাজনৈতিক অশান্তির সময় আজ্ঞাপত্র অর্থাৎ সার্কুলার প্রচার দ্বারা সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কার্য্য রাজা এবং প্রজা উভয়ের হিতকর হওয়ায় সকল প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট শ্রীমহামণ্ডলকে সহানুভূতি সূচক ধন্যবাদ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, এবং ঐ সকল প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের পত্র প্রধান কার্য্যালয়ে আসিয়াছে। তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের গবর্ণর বাহাদুর, পঞ্জাবের লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর, মধ্য ভারতের চিফ্ কমিশনর বাহাদুর এবং রাজপুতানার চিফ্ কমিশনর বাহাদুরাদির পত্র অত্যন্ত উৎসাহ জনক এবং প্রেমপূর্ণ। এই সকল শুভ সংবাদ হইতে পাঠকগণ বিদিত হইবেন যে, ভারতবর্ষের প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ কি প্রকার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সহিত শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যের উত্তমতা অনুভব করিতেছেন।

(শ্রীযুক্ত মাননীয় বড়লাটের নিকট ডেপুটেশন)

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্য ভারতব্যাপী এবং সমস্ত হিন্দু জাতির সহিত সমানরূপে ইহার সম্বন্ধ আছে। এই নিমিত্ত যতদিন ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহার সম্বন্ধ স্থাপন না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত ভারত সম্রাট শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে হিন্দু জাতির অদ্বিতীয় প্রতিনিধি মহাসভা বলিয়া স্বীকার না করেন, ততদিন সকল প্রান্তে কার্য্য করিবার সুবিধা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা ব্যতীত ভারতবর্ষব্যাপী কোনও স্বজাতীয় কার্য্য শান্তি এবং দৃঢ়তার সহিত ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ এ সময় প্রজার চিত্তে এই বিচার বদ্ধমূল হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট হিন্দু জাতিকে উপেক্ষা এবং মুসলমান জাতির প্রতিপক্ষপাত করিতেছেন। প্রজার এরূপ বিচার উভয় পক্ষে অমঙ্গলপ্রদ ছিল। চতুর্থতঃ সভা বন্ধের নূতন আইনের প্রভাবে শ্রীমহামণ্ডলের শাখা সভা

সময়ের কার্য্য শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এবং সদস্যগণ ও কার্য্য সম্পাদকগণ কার্য্য করিতে ভীত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত শাখাসভা, ধর্ম্মবক্তা এবং কার্য্যকারক গণের উক্ত ভীতি দূর করিবার বড়ই আবশ্যকতা ছিল। পঞ্চমতঃ ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে, প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বহুল পরিমাণে উপকার হইতে পারে, এবং ইহাও সম্ভব যে প্রেম সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বহুল পরিমাণে সহায়তা মিলিতে পারে। এই প্রকার অনেক বিচার এবং ভবিষ্যৎ সফলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীমহামণ্ডলের নেতৃবৃন্দ এবং কার্য্য সম্পাদকগণ শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের সমীপে ভারত বর্ষের সকল প্রান্ত হইতে উপস্থিত সজ্জনবর্গের এক ডেপুটেশন প্রেরণ করা নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

(ডেপুটেশনের সফলতা)

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্যশক্তি এবং কার্য্যকুশলতার পরিচয় স্বরূপ এ কথা বলা যাইতে পারে যে কেবল ২০।২৫ দিনের প্রযত্ন দ্বারা এই ডেপুটেশনের সফলতা হইয়াছে। এই ডেপুটেশনে পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য ভারত, উত্তরভারত, রাজপুতানা, বিহার এবং বঙ্গদেশ প্রভৃতি সকল প্রান্তের যোগ্য প্রতিনিধি মহাশয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ৪ জন ধর্ম্মাচার্য্যের প্রতিনিধি, ৬।৭ জন স্বাধীন নরপতির প্রতিনিধি ডেপুটেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈত সম্প্রদায়, বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়, এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভুর দুইটী মঠ হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। কাশ্মীর, আলোয়ার, টিকমগড়, কিশনগড়, শৈলানা প্রভৃতি স্বাধীন নরপতিগণ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিশনগড় নরেশ আপন পিতৃব্য মহারাজ রঘুনাথ সিংহ জী এবং শৈলানা নরেশ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ছত্রসিংহকে পাঠাইয়াছিলেন, আওয়াগড়াধীশ শ্রীযুক্ত রাজা বলবন্ত সিংহ বাহাদুর স্বয়ং সম্মিলিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য প্রান্তীয় প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ যাঁহারা এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন আমরা গতবারে তাহাদিগের নাম প্রকাশিত করিয়াছি এবং ডেপুটেশনের ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ বাহির হইয়াছে।

বিগত ১০ই এপ্রিল অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গের কলিকাতা রাজভবন হইতে প্রতিনিধি মহাশয়গণ একসঙ্গে শ্রীযুক্ত মাননীয় বড় লাট মহোদয়ের রাজভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর অত্যন্ত শীলতা এবং প্রেম ব্যবহারের সহিত সকল প্রতিনিধি মহাশয়কে আপনার রাজসভা গৃহে সমাদর

করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর প্রত্যেক প্রতিনিধি মহাশয়ের সহিত বিধিপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে মিলিয়াছিলেন। তদনন্তর ডেপুটেশনের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি দ্বারবঙ্গ নরেশ শ্রীমহামণ্ডলের অভিনন্দনপত্র (এড্রেস) পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরকে শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর অত্যন্ত প্রসন্নতা প্রকাশ পূর্ব্বক এড্রেসের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমহামণ্ডলের অভিনন্দন পত্র এবং শ্রীযুক্ত বড়লাট মহোদয়ের উত্তর প্রভৃতি অনুবাদের সহিত শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর এড্রেসের উত্তর দিবার পর ডেপুটেশনের সভ্য মহোদয়গণের সহিত প্রীতিভাবের দৃঢ়তা স্থাপন নিমিত্ত সেই সময় সকল মহাশয়কে অপর দিনের নিমিত্ত আপনার রাজভবনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীমহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের সম্মানার্থ পর দিবস অপরাহ্ণ কালে শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর আপনার রাজভবনে এক গার্ডেন পার্টি দিয়াছিলেন। এই পার্টিতে সভ্য মহোদয়গণ একত্রিত হইয়াছিলেন, এবং উক্ত দিবসের পারস্পরিক প্রীতি ব্যবহারে সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

তৃতীয় দিবস শ্রীযুক্ত সভাপতি হিজ হাইনেস অনারেবল মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর মিথিলাধিপতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের সম্মানার্থ আপনার রাজভবনে আর একটী গার্ডেন পার্টি দিয়াছিলেন। উক্ত দিবস মহারাজা বাহাদুর প্রীতি ব্যবহারে সকলকে সন্তুষ্ট করেন। সেই দিন ডেপুটেশনের সভ্য মহোদয়দিগের এক ফটো লওয়া হইয়াছিল।

মহামণ্ডল সংবাদ।

প্রধান সভাপতির সহায়তা।—শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক অবস্থা আজিও অসম্পূর্ণ আছে। মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার পক্ষে উহার আয় যথেষ্ট নহে। এই নিমিত্ত শ্রীযুক্ত ভাইসরয়ের ডেপুটেশন কার্য্যের নিমিত্ত যাহাতে মহামণ্ডলের কোষ হইতে অর্থ ব্যয় না হয় তজ্জন্য শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীমিথিলেশ বাহাদুর বিশেষ সহায়তা স্বরূপ দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্বয়ং ব্যয় ভার বহন করিতে শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট স্বীকৃত

হইয়াছেন। ডেপুটেশন কার্য্যে যে টাকা ব্যয় হয় শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় তাহা দ্বারবঙ্গস্থ প্রধান কার্য্যালয় হইতে চাহিয়া লইবেন। এই উদারতার নিমিত্ত মহারাজা বাহাদুর যে ধন্যবাদার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজা সাহেবের দান।—শ্রীযুক্ত রাজা সাহেব বলবন্ত সিংহ বাহাদুর সি, আই, ই, আওয়াগড়াধীশ স্বজাতির উন্নতি সাধন কল্পে দশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় তিনি যে শ্রীমহামণ্ডলকে ২৫ শত টাকা দান করিয়াছেন তাহা অতি সামান্য। তজ্জন্য তিনি নিজেই কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম মহারাজ মহামণ্ডলকে মাসিক একশত টাকা করিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং যে ২৫ শত টাকা এক কালীন দান করিয়াছিলেন তাহা ২৫ মাসের নিমিত্ত অগ্রিম দান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। রাজা বাহাদুরের এই বদান্যতা ভারতের অন্যান্য নৃপতির অনুকরণীয়।

আচার্য্যের যোগদান।—বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য, বৈষ্ণব-সাধুদিগের আদর্শভূত শ্রীযুক্ত স্বামী রাম প্রপন্নাচার্য্য জী মহারাজও শ্রীযুক্ত ভাইসরয়ের ডেপুটেশনে সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা বশতঃ তাঁহার কলিকাতায় পৌঁছিতে ১।৩ ঘণ্টা বিলম্ব হওয়ায় তিনি ডেপুটেশনের সহিত বড় লাটের নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক অন্যান্য পরবর্ত্তী সমস্ত কার্য্যেই তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত স্বামীজী শ্রীমহামণ্ডলের এক জন প্রধান সহায়ক এবং যে সময়ে মহামণ্ডলের কোন আবশ্যকীয় কার্য্য উপস্থিত হয় সেই সময়ে তিনি বিশেষ উৎসাহের পরিচয় দিয়া থাকের। অন্যান্য মহাত্মার শ্রীযুক্ত স্বামীজীর উৎসাহের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতায় মহামণ্ডলের কমিটি।—বিগত ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল কলিকাতায় দ্বারবঙ্গ রাজভবনে শ্রীমহামণ্ডলের প্রতিনিধি সভা মহোদয়দিগের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে কতিপয় আবশ্যকীয় বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে। কমিটির বিশেষ বিবরণ যথা স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। ডেপুটেশনের প্রতিনিধিগণের অবস্থিতি নিমিত্ত কয়েকটী স্থান লওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৬০ নং বহু রাজার ষ্ট্রীটে দুই দিন কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল।

একদিন কেবল পঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের উন্নতির নিমিত্ত অনেক পরামর্শ হয়। উহাতে আগত প্রতিনিধিবর্গ সকলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীদরবার কিশনগড়ের মানপত্র গ্রহণ।—শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের উদ্যোগে সমস্ত ভারত বর্ষের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষ হইতে যে ডেপুটেশন শ্রীযুক্ত বড় লাট মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন উহার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পর শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দ জী মহারাজ প্রধান কার্য্যালয় কাশীধামে আগমন করেন এবং এই স্থানের পরমাবশ্যকীয় কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করিয়া রাজপুতানার অন্তর্গত কিশনগড় রাজ্যে গমন করেন। শ্রীদরবার কিশনগড় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একজন বিশেষ সংরক্ষক। তিনি সর্ব্ব প্রথমে সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এবং উন্নতির অভিলাষে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়কে মাসিক ৩০৲ টাকা এবং নগদ দুই হাজার টাকা সহায়তার এক দান পত্র প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহ বৃদ্ধি করেন। এরূপ নৃপতিবরের শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল মানপত্র গ্রহণ মহামণ্ডলেরই গৌরবের বিষয়। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীদরবার শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজের করকমল হইতে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষক মানপত্র অত্যন্ত প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। তথা হইতে শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজ উদয়পুরে গমন করিয়াছেন।

পনবেলে অধিবেশন।—মহামণ্ডলের বোম্বাই প্রান্তীয় মণ্ডল বোম্বাইয়ের অন্তর্গত পনবেল নামক স্থানে শ্রীভারতধর্ম্ম মহাপরিষদ, বৈদ্যক সম্মিলন, এবং ব্রাহ্মণমহাসভার বার্ষিক অধিবেশন গত ৫শে এপ্রিল অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিদ্যাকলানিধি জ্যোতিষী বাবা শিবপ্রকাশ দ্বিবেদী পরিষদের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা অত্যন্ত উপাদেয় এবং গম্ভীরভাবপূর্ণ হইয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্ত আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

গবর্ণমেণ্টের সহায়তা।—শ্রীযুক্ত মাননীয় বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সমূহের সহিত তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি

আছে এবং তিনি যথাশক্তি এই মহাসভার সহায়তা করিতেও প্রস্তুত আছেন। এই উচিত অবসর দেখিয়া শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে এক আবেদন পত্র শ্রীভারতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট সংস্কৃত বিদ্যার অভ্যুদয় এবং অনুসন্ধান বিভাগের উন্নতি প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সঞ্চার কার্য্যালয়।—শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সঞ্চার কার্য্যালয় শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজীর অধীনে টিকমগড় হইতে সফলতা প্রাপ্ত হইয়া আলোয়ার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তথায় ধর্ম্ম কার্য্য করিবার পর কার্য্যালয়ের সকল লোক উদয়পুর রাজ্যে গমন করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্ত বড় লাট মহোদয়ের ডেপুটেশন কার্য্য সুসম্পন্ন করাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় গমন করেন। কলিকাতার কার্য্য সমাপ্তির পর তিনি কাশী প্রধান কার্য্যালয়ে উপস্থিত হন। এখানে হইতে তিনি কিশনগড় রাজ্যে গমন করেন এবং শ্রীযুক্ত মহারাজা বহাদুরকে সংরক্ষক মান পত্র প্রদান পূর্ব্বক উদয়পুরে গমন করিয়াছেন।

প্রধানাধ্যক্ষজীর অবস্থিতি।—সুখের বিষয় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ধর্ম্ম সেবা কার্য্যে এপর্য্যন্ত যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদিগের বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হইতেছে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পং মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী সংপ্রতি শ্রীযুক্ত লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে দাতিয়া রাজ্যের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে তিনি একটী স্বাধীন রাজ্যের রাজকীয় কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াও সম্পূর্ণ ভাবে মহামণ্ডলের ধর্ম্ম-কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। এই বৃদ্ধবয়সে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন অনেক যুবকও তাহা দেখিয়া বিস্মিত হন। যাহা হউক প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণতা এবং উন্নতিতে আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। শ্রীভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইহা নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে শ্রীমহামণ্ডল, সাধারণ সভা মহোদয়গণের নিকট হইতে প্রতি বৎসরে মাত্র একটি টাকা গ্রহণে অঙ্গীকৃত হইয়াও সময়ে বার্ষিক চাঁদা পাইয়া উঠিতেছেন না। এমন কি অনেকের কাছে ২।৩ বৎসরের টাকা পর্য্যন্তও বাকী রহিয়াছে, এমতাবস্থায় সাধারণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট মহামণ্ডলের গুরুতর ব্যয়ভার কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যাহা হউক সভ্যগণ সমীপে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে স্ব স্ব দেয় চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত ও উপকৃত করেন। অনুমতি পাইলে শ্রাবন সংখ্যা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যাইতে পারে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, কাশী।

দানপ্রাপ্তি।

নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ ইং ১৯০৮ জানুয়ারী মাসে সহায়তা প্রদান করিয়াছেন।

সংরক্ষক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা ইন্দ্রমহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর জি, সি, এস, আই, ভারত মার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি ৫০০৲

প্রতিনিধি মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস্ শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহজী বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মিথিলাধিপতি ৪৫০৲

সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত শেট রাধাকিশনজী মহাশয় রইস, শাহজাদা পুর ৫৲

এ, এল, এ, আর, অরুনাচেলম্ চেটিয়ারজী মহাশয় জমীদার দেবকোট মান্দ্রাজ ৩০৲

বিশেষ সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যবলী জী মহাশয় ঠিকাদার, মন্ত্রী সং ধং সভা প্রয়াগ বাহারাইচ ১২৲

শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দেব মুখোপাধ্যায় ডিপুটী কলেক্টর, বাকীপুর ১১০৲

মাং পং শ্রবণলালজী শর্ম্মা, উপদেশক ১৫৫৲

সাধারণ সভ্য খাতে ২৩২।/০

শ্রীহরিঃ।

অষ্টাবিংশ ভাগ, ১১শ সংখ্যা। শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল।

ধৰ্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের
মাসিক মুখপত্র।

প্রবন্ধ সূচী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	পরিণাম চিন্তা (শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য)	৩১৩
২।	রোগ নির্ণয় (শ্রীনিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	৩১৪
৩।	একখানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার	৩২০
৪।	ভক্তি (শ্রীযুক্ত স্বামী দয়ানন্দজী)	৩২২
৫।	সনাতন ধর্ম্মের পিতৃভাব (নিগমাগম চন্দ্রিকা হইতে) ...	৩২৭
৬।	মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য	৩২৯
৭।	বৃহস্পতিকল্প ৺হলধর তর্কচূড়ামণি (শ্রীদীননাথগঙ্গোপাধ্যায়) ...	৩৩২
৮।	ধর্ম্ম প্রচার	৩৩৬
৯।	বিবিধ সংবাদ	৩৩৮
১০।	প্রাপ্তি স্বীকার	৩৪১
১১।	দান প্রাপ্তি	৩৪৩
১২।	আয় ব্যয়ের হিসাব	টাইটেল পেজ

—0—

৺কাশীধাম।

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে শ্রীমহাদেব শর্ম্ম-কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীভারতধর্ম্ম-
মহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ এবং ছাপাই বিভাগ দ্বারা
প্রকাশিত।

ইং আগষ্ট ১৯০৮।

☞ মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রকেই বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

ধর্ম্ম প্রচারক সংক্রান্ত নিয়ম।

১। ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মুখপত্র। ইহাতে মহামণ্ডলের কার্য্যালয়াদি সম্বন্ধীয় সংবাদ প্রভৃতি এবং ধর্ম্ম, বিদ্যা ও সদাচার বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে রাজনীতি অথবা সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় না। মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রকেই বিনামূল্যে প্রদত্ত হয়।

২। ইহাতে প্রকাশিত কোন বিষয়ের জন্য নিম্নে মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকিলেই তজ্জন্য মহামণ্ডল দায়ী হইবেন।

৩। মহামণ্ডলের সংরক্ষক, প্রতিনিধি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার সভ্য এবং ধর্ম্মমণ্ডল, ধর্ম্ম মণ্ডলী ও শাখাসভা সকলকে ধর্ম্ম-প্রচারক বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

৪। উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভাল প্রবন্ধ লওয়া হয়।

৫। ধর্ম্ম-প্রচারক সংক্রান্ত কোন কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে অথবা ঠিকানাদির পরিবর্ত্তন করাইতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয়।

৬। বিজ্ঞাপনদাতাদিগের সুবিধার জন্য বিজ্ঞাপনের দর যথা সম্ভব কম করা হইল।

৭। বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম;—

		প্রতিপৃষ্ঠা,	অর্দ্ধপৃষ্ঠা,	সিকিপৃষ্ঠা,	প্রতিপংক্তি
এক বৎসরের জন্য প্রতি বার		৪৲	২॥০	১॥০	।০
ছয় মাসের জন্য	"	৪॥০	৩৲	২৲	।/০
তিন মাসের জন্য	"	৫৲	৩।০	২।০	।৵০
এক মাসের জন্য	"	৬৲	৪৲	৩৲	॥০

ক্রোড়পত্র দিবার নিয়ম।

প্রতিবারের জন্য ৪৲। বিজ্ঞাপন ১ তোলার অধিক হইলে প্রতি বিজ্ঞাপনে ৫ পয়সা অধিক দিতে হইবে। অশ্লীল ও মাদক দ্রব্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়, তবে গবর্ণমেণ্ট ও এদেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে বিজ্ঞাপনের মূল্য বিল করিয়া আদায় করা হয় বলিয়া তাহা পশ্চাতে দিলেও চলে। অন্যান্য জ্ঞাতব্যবিষয়ের জন্য প্রধান কার্য্যালয়ে সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য

প্রধান কার্য্যালয়। } কার্য্যাধ্যক্ষ,
কাশীধাম। } ধর্ম্ম-প্রচারক।

সাধন সোপান।

সাধন পথে অগ্রসর হইবার প্রথম পুস্তক। ইহাতে সাধকের কর্ত্তব্য প্রাতঃকৃত্য, সাধনের সময়, গুরুর ধ্যান, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ইষ্ট পূজা, জপরহস্য, ধ্যানরহস্য, সিদ্ধিলাভ, সমাধি, প্রাণ এবং অপান শুদ্ধি প্রভৃতি সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৴০ মাত্র।

গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থল নিগমাগম পুস্তকালয়,
ধর্ম্মনিকেতন, কাশী।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৮শ ভাগ।	শ্রাবণ।	সন্ ১৩১৫ সাল।
১১শ সংখ্যা।		ইং ১৯০৮ খৃঃ।

পরিণাম চিন্তা।

—:※:—

(১)

অনাসক্তো ধ্যানে তব তু গুণগানে ন হি রতি
র্গদাপানে হা মে বিষয়বিষপানে রুচিরতি।
স্পৃহাং তত্ত্বজ্ঞানে মম হৃদয়মানেতুমলসং
ন জানে শ্রীজানে ভবজলধিযানে কিমু ভবেৎ॥

করি নাই ভক্তি-ভরে কখন' তোমার ধ্যান,
করে নি কো এ রসনা কভু তব গুণ-গান;
বিষয় বিষের পানে জর্জ্জরিত প্রাণ,
জানে না হৃদয় মোর কা'রে বলে তত্ত্ব-জ্ঞান।
নিয়ত ভয়েতে তাই হে হরি! শিহরে কায়,
ভব-সিন্ধু-পার-কালে না জানি কি হবে হায়!

(২)

প্রমত্তোঽহং মানে চিরমপরিমাণে মুররিপো
স্তুতীনাং নির্ম্মাণে ত্বয়ি নতিবিধানে চ বিমুখঃ।
ধনানামাদানে রত সুকৃতিভাণে রতমনা
ন জানে শ্রীজানে ভবজলধিযানে কিমু ভবেৎ॥

অভিমান-ভরে তোমা' করিনি প্রণাম কভু,
না ক'রেছে তব স্তব এ মূঢ় কখন' প্রভু!
চিত্ত অবিরত রত বৃথা অর্থ-লালসায়,
আমরি! ধর্ম্মের ভাণে জীবন কাটিয়া যায়।
নিয়ত ভয়েতে তাই হে হরি! শিহরে কায়,
ভব-সিন্ধু-পার-কালে না জানি কি হবে হায়!

(৩)

প্রকম্পব্যালোলা ত্বরিত তরতো মে তনুতরী:
পুনঃ কালো মেঘঃ সমুদয়তি গর্জ্জন্ ভৃশমহো।
ন বা জ্ঞানালোকঃ প্রবলতমসাপ্যন্ধসদৃশো
ন জানে শ্রীজানে ভবজলধিযানে কিমু ভবেৎ॥

দুলিছে তমুর তরী বিষম-পাপের ভরে,
শির'পরে কাল-মেঘ ভীষণ গর্জ্জন করে;
ঘিরেছে প্রবল তমঃ,—হ'য়েছি অন্ধের প্রায়,
ওহে কৃপাময়! নাহি জ্ঞানের আলোক তায়,
নিয়ত ভয়েতে তাই হে হরি শিহরে কায়,
ভব-সিন্ধু পার হব না জানি কেমনে হায়!

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

রোগ নির্ণয়।

—০—

(১)

কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রথিতনামা ভিষগাচার্য্য স্বীয় স্মারক লিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে রোগীর রোগ যন্ত্রণায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া শতগুণে শ্রেয়স্কর কিন্তু রোগ নির্ণয় না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি করা কোন মতে ও সঙ্গত নহে। স্বাভাবিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা এতই উচ্ছৃংখল হইয়া পড়িয়াছি যে আধিব্যাধি আমাদের নিত্য সহচর, অতএব উপ-

য়োক্ত বিষয়ে যে আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভিষগাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের কথা একটু প্রণিধান পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিলে উহার সার্থকতা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। রোগ নির্ণয় না করিয়া ঔষধ প্রয়োগে কদাচিৎ উপকার হইতে দেখা গেলেও যে উহাতে প্রায় সর্ব্বদাই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাহা সর্ব্বথাই স্বীকার্য্য; কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টের কারণ রোগ নির্ব্বাচনের ভ্রম। যথার্থ রোগ নির্ণয় না হইয়া প্রমাদ বশতঃ যদি অন্য রোগ নির্ণীত হয় এবং তাহার প্রশমনার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তবে কি আর আরোগ্য লাভের আশা থাকে, কখনই নহে। রোগ নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসকের অনুসন্ধিৎসা বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু একবার রোগ নির্ণয় করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চিকিৎসক নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। ইহাই রোগীর সর্ব্বনাশের কারণ।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তটী যদি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তবে ইহার প্রয়োগে সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যেরও যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করিতে বোধ হয় কেহই কোন রূপ আপত্তি উত্থাপন করিবেন না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় মাতৃভক্ত ব্যক্তি মাত্রই ভারতের মহাব্যাধির কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া থাকেন। ব্যাধি নহে, মহাব্যাধি। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বলিয়া থাকেন যে এই মহাব্যাধি বাতব্যাধিরই পূর্ব্বলক্ষণ, এবং এখনও যদি ঔষধ প্রয়োগ করা না হয় তবে পরিণাম বড়ই অশুভ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কেহই এক বার ভাবিয়া দেখেন না যে এই ব্যাধির কারণ কি, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে এই মহাব্যাধি প্রশমিত হইয়া ভারত পূর্ব্ব শ্রী লাভ করিতে পারিবে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে মাতার এই রূপ নিদারুণ ব্যাধিতে সন্তান সন্ততিগণ সম্পূর্ণ রূপে ঔদাসিন্য দেখাইতেছেন; বরং ইহাই বলিতে হইবে যে চিকিৎসার অভাব হইতেছে না, নানা প্রণালীতে চিকিৎসা হইতেছে, কারণ চিকিৎসকের অভাব নাই! প্রায় সকলেই চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতেছেন। কাজেই মায়ের চিকিৎসার অভাব হইতেছে না; সকলেই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি ও মতানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। ভাগের মা; তিনিও বাধ্য হইয়া সবই গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু ব্যাধি নির্ব্বাচনেই যে বিষম ভ্রম হইয়াছে একথা কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, সুতরাং অসংখ্য ঔষধ প্রয়োগেও মায়ের ব্যাধির হ্রাস্ না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে।

সুখের বিষয় এই চিকিৎসা প্রণালীর সংখ্যা কমিয়েছে। চিকিৎসকের সংখ্যা কমে নাই, বরং বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু তাহারা দলবদ্ধ হওয়ায় প্রণালীর হ্রাস হইয়াছে। প্রধানতঃ দুই তিনটি দল দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং দুই তিন প্রকার ঔষধই ব্যবহৃত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রণালীর পরিমান কমিয়া যাওয়ায় ভেষজের ভীষণতা ও তীব্রতা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ব্যাধির যন্ত্রণা অপেক্ষাও নুতন উপসর্গ উপস্থিত হওয়ায় রোগিনীর জ্বালা যন্ত্রণা সমধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। দল বিশেষের কেহ কেহ এই রূপ মনে করিয়াছেন যে এই মহাব্যাধি নিরাময় কল্পে পাশ্চাত্য সভ্যতা সুলভ রীতি, নীতি, আচার,ব্যবহার,ও স্ত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদি মুষ্টি যোগের ব্যবহার ব্যতীত আশু প্রতীকারের কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা এই ভ্রমাত্মক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তদনুকূল ঔষধাদি ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কি মহা ভ্রম! ব্যাধি নির্ণীত হইল না, ঔষধ প্রয়োগ হইতেছে; রোগীর শারীরতত্বের দিক লক্ষ্য করা হইল না, একেবারে বিদেশী ঔষধ ব্যবহার; ইহাতে কি সুফল হইতে পারে? কখনই নহে; বরং ঘোরতর অনিষ্টই সংঘটিত হইতেছে। আমরা এই রূপ প্রণালীর সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইতে পারি না।

স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রমই ব্যাধি। ভারতের ব্যাধির তত্বানুসন্ধান করিতে বিশেষ রূপে প্রণিধান করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ব্যাধি গুরুতর হইলেও উহার কারণ অতি গুহ্য নহে, বরং সহজ বোধগম্য এবং এ জন্যই আশা করা যায় যে, এই মহা ব্যাধি দুরারোগ্য হইলেও অসাধ্য নহে। আমরা এখন কারণ অনুসন্ধান করিব।

এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। তখন ভারত জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় জ্ঞান গুণ গরিমায় জগৎ সংসার প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। ভারতের সেই আলোক কণা নিয়াই পাশ্চাত্য জগত আলোকিত হইয়াছে, এ কথা ভারত বাসীদের মধ্যে কেহ কেহ এখন স্বীকার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেও উপকৃত দেশের মহাত্মাগণ ইহা অকপটে স্বীকার করিতেছেন। এই প্রাধান্য, এই জগদ্‌গুরুত্ব, ভারত কিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিবেন? তখন কি অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ প্রত্যাগত অধ্যাপক পরিপূরিত বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভারত বাসীরা শিক্ষিত হইতেন? তাহাত নহে, তবে ভারত কি সম্মোহন মন্ত্র বলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মোহিত করিয়াছিলেন, একবার ভাবিয়া দেখুন। কুতর্কের কুহক জাল বিস্তার না করিয়া, অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকারে পথ ভ্রান্ত পথিক না সাজিয়া,জাগ্রত অবস্থায় সুষুপ্তির ভাণ না করিয়া, সত্যের অনুসন্ধান করুন, এখনই দেখিতে পাইবেন ভারতের উন্নতির কারণ ভারতের ধর্ম্ম। একমাত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে ভারত জগত পূজ্যা হইয়া ছিলেন। সেই

সনাতন শাশ্বত ধর্ম্মের সুবিমল কিরণে ভারত বিভাসিত ছিলেন। সেই সত্য প্রকাশ কিরণ মালায় প্রদীপ্যমান মনের মধ্যে ভারতবাসী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই দেখিতে পাইতেন, তাহাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পথ সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইত বলিয়া, ভারত বাসীরা কখনও পথ ভ্রষ্ট হইতেন না। নির্দ্দিষ্ট পথে গম্যমান ব্যক্তির বিপদের বা স্খলিত পদ হইবার আশঙ্কা কোথায়? সেই জন্যই সচ্চিদানন্দের প্রদর্শিত জ্ঞানালোক পরিপূরিত পথে গমন করিয়া ভারত নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াছিলেন, তখন ভারতে আর কিছুরই অভাব রহিল না। সেই কালের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন, একবার চিত্ত পটে জ্ঞানালোকের সাহায্যে সেই সুমোহন ছবির সুস্নিগ্ধ ভাবগুলি অঙ্কিত করুন, একবার স্থির চিত্তে সেই দৃশ্যপটগুলির প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করুন; চক্ষু ফিরিতে চাহিবে না, আর মন বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হইবে না, তখন অমরত্ব লাভ করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। ছবিটী কি আঁকিতে পারিয়াছেন? যদি পারিয়া থাকেন (প্রত্যেক ভারত বাসীরই এরূপ ছবি অঙ্কিত করিতে অভ্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য) তবে ঐ দেখুন ভারতের কি অচল অটল ভাব, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগত স্পৃহঃ"। এই দৃশ্য কি কেহ কোথাও দেখিয়াছে; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আসিলেও এই সুমহান দৃশ্য কোথাও দেখিতে পাইবে না। ঐ দেখ দৃশ্য পটের এক কোনে কি সুন্দর ছবিটী রহিয়াছে—বিশাল পৈতৃক মহারাজ্য, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ রাজ্যলাভে সসৈন্য যুদ্ধ কামনায় উপস্থিত; অগণিত সৈন্য অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত; বীরপদভরে পৃথ্বী পুনঃ পুনঃ কম্পিতা, মানুষের কথাকি দেবদানবযক্ষরক্ষোগণও মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে যিনি মহাধনুর্দ্ধর, যিনি স্বীয় শক্তিবলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সসৈন্য শত্রুর বিনাশ সাধন করিয়া হৃত পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ, তিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" তাই তিনি হৃত রাজ্য হইয়াও, নানা রূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াও, প্রতিশোধ সাধনে সুসমর্থ হইয়াও বলিয়া বসিলেন "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ"। এইরূপ মহাবীরের মুখে এই প্রকার ত্যাগের কথা কেহ কোথাও শুনিয়াছেন কি? জগতে অন্য কোন জাতি কি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে, তাহাদের ইতিহাসে এইরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে? কোথাও নাই। ঐ দেখ দৃশ্য পটের একদিকে অনন্ত নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া চির তুষার মণ্ডিত মুকুট পরিধান করিয়া অতীতের অভ্রান্ত সাক্ষী স্বরূপ গিরিরাজ দণ্ডায়মান। গাম্ভীর্য্যে, গুরুত্বে, উচ্চতায় এবং মহিমায় কোথাও কি কেহ এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াছে। ঐ দেখ উহারই শীর্ষস্থান হইতে পুণ্যতোয়া পতিতপাবনী মন্দাকিনী মর্ত্ত্যলোকের জীবের উদ্ধারের জন্য আপন জীবন ঢালিয়া দিয়াছেন। ঐ দেখ উহারই তটে পর্ণ কুটীর রচনা করিয়া মহাবীর্য্যবান উগ্রতপা মহর্ষিগণ সাংসারিক যাবতীয় সুখ সমৃদ্ধিকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া দেশের কল্যাণার্থ মোক্ষ সাধনে তৎপর। উপেক্ষার জীবন্ত দৃশ্য! ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সেই উগ্রতপ-লব্ধ-জ্ঞান-প্রসূত শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি অপূর্ব্ব রত্নের সুবিমল কিরণ মালায় জগৎ সংসার আজিও পরিপ্লাবিত। ঐ দেখ এক দল অমিত পরাক্রমশালী মনুষ্য,

উগ্রতপা তপস্বিগণের আজ্ঞাধীন হইয়া দেশের কল্যাণের জন্য স্বীয় বল বীর্য্য এবং জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। উহারই অদূরে অন্য একদল কর্ম্মঠ লোক দেশের কল্যাণার্থ স্বীয় সামর্থ্য প্রয়োগে জীবন রক্ষণোপযোগী পদার্থ সমূহ উৎপন্ন করিয়া দেশের হিত সাধন করিতেছেন। ঐ দেখ আর এক দল লোক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দেশ-কল্যাণ-সাধন-তৎপর ব্যক্তিবর্গের পরিচর্য্যার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দেশের কল্যাণই সাধন করিতেছেন। এই চারি শ্রেণীর লোকের সমবায়ে কি একটী মহাশক্তির সৃষ্টি হইয়াছে, একটী মহা পরাক্রান্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। এই বিরাট সম্প্রদায়ের কার্য্যকারিণী শক্তি সমষ্টি রূপেই পরিব্যক্ত হয়; ব্যষ্টিরূপে উহার ক্ষমতা থাকে না। এই জন্যই এই বিরাট সম্প্রদায়ের দল চতুষ্টয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে বিরাজমান; উহার একটীর অভাবেই সমাজ অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। ইহারা সকলেই দেশের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কাজেই কেহই উপেক্ষনীয় নহেন; তবে কার্য্যের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য দল চতুষ্টয় স্বীয় ধর্ম্মানুকূল বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকে শ্রেষ্ঠ, কাহাকে শ্রেষ্ঠতর এবং কাহাকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এই দল চতুষ্টয়ের মধ্যে কেহই নিকৃষ্ট নহেন, কারণ সকলেই এক মহান উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর এবং সকলেরই গন্তব্য স্থান এক। সমস্ত দৃশ্য পটটি খুঁজিয়া দেখ স্বার্থপরতার ছবি দেখিতে পাইবে না, অনৈক্যতার নাম গন্ধও নাই, একটী লোকও নির্দ্দিষ্ট পথ পরিভ্রষ্ট হইতেছে না, কুতর্কের কুৎসিত ছবি তথায় নাই, অবিশ্বাসের অন্ধকার তথায় স্থান পায় নাই; যাহা কিছু দেখিতেছ সবই সুবিমল, সবই পবিত্র। কি সুন্দর দৃশ্য, ঐ দেখ শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ নিচয় মূর্ত্তিমতী হইয়া রহিয়াছেন। একটু চক্ষুষ্মাণ হও, এখনই দেখিবে এই পরিদৃশ্যমান দৃশ্যপটগুলির সজীবতার কারণ একমাত্র ধর্ম্ম। ধর্ম্মই সকলের মূল কারণ; ঐ একাগ্রতার মূলেও ধর্ম্ম, ঐ ঐক্যতার মূলেও ধর্ম্ম, ঐ কর্ত্তব্যপরায়ণতার মূলেও ধর্ম্ম, ঐ ত্যাগের মূলেও ধর্ম্ম, ঐ পরিচর্য্যার মূলেও ধর্ম্ম, ঐ সহিষ্ণুতার মূলেও ধর্ম্ম, শক্তির মূলেও ধর্ম্ম, ভক্তির মূলেও ধর্ম্ম, এক কথায় যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই ধর্ম্মেরই ভাব বিশেষের অভিব্যক্তি মাত্র। ঐ সব দৃশ্য হইতে ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া দেও দেখিবে সব ভাব গুলিই নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে, সজীবতার আর লেশ মাত্রও নাই। এই নির্জ্জীব ভাব গুলি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ক্রমে ক্রমে শত্রুর অধীনতা স্বীকার করিয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তখন কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন দৃঢ় একাগ্রতার পরিবর্ত্তে ঘোর অমনোযোগীতা, ঐক্যতার স্থানে ঘোরতর অনৈক্যতাও আত্মদ্রোহ, কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরিবর্ত্তে অকর্ত্তব্য সাধনে তৎপরতা, পরিচর্য্যার পরিবর্ত্তে প্রভুত্ব স্থাপনে প্রয়াস, সহিষ্ণুতার স্থানে অধৈর্য্যতা, শক্তির স্থানে দুর্ব্বলতা, ভক্তির স্থানে ঘোর অবিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, সংক্ষেপে ধর্ম্মের স্থান অধর্ম্মের অধিকৃত হইয়া যায়। তখন "মাতৃবৎ পর দারেষু" স্থানে ঘোর ব্যভিচার, "নির্যোগক্ষেম" স্থানে অত্যন্ত বিষয় লালসা এবং "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" স্থানে শত্রুবৎ সর্ব্বভূতেষু দেখিতে পাওয়া যায়। কি ঘোর পরিবর্ত্তন!

প্রথম দৃশ্যের একটু আভাস দেওয়া হইয়াছে, এখন কল্পনার সাহায্যে দেখ, যখন ভারতে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, যখন ভারতবাসীরা ধর্ম্মেরই অনুসরণ করা জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, যখন তাঁহারা "মাত্রা স্পর্শাস্তু......... শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদা, আগমা পায়িনোঽ নিত্যা" জানিয়া উহা সহ্য করিতে সমর্থ ছিলেন; যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে "অন্তবন্তইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য," যখন তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু," যখন তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারিতেন যে "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি......অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্রকা পরিদেবনা," যখন কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য তাঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" তখন ভারতের কি অবস্থা ছিল। সেই স্বাধীনতার ভাব ভাবিয়া দেখ; তবেই বুঝিবে স্বাধীনতা কাহাকে বলে। সহোদর সদৃশ ভ্রাতৃ বৃন্দের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পশুবল দ্বারা তাহাদিগকে পদানত করিয়া রাখা স্বাধীনতা নহে, তাহা আসুরিক ব্যবহার মাত্র। এইরূপ ব্যবহারে মানব চরিত্রের দেবভাবগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায় এবং রাক্ষস ভাব গুলি ক্রমশঃ সঞ্জীবতা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ জন্মাইয়া থাকে। ইহার অব্যবহিত ফলই "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"। যদি স্বাধীনতা বুঝিতে চাও তবে হিন্দুর চক্ষে দেখিতে শিক্ষা কর; দেখিবে দুর্ব্বল দলনে স্বাধীনতা নহে, পরস্ব হরণে স্বাধীনতা নহে, স্বেচ্ছাচারিতায় স্বাধীনতা নহে। স্বাধীনতা ঈশ্বরের বিভূতি, তাহা কি পুতিগন্ধময় পঙ্কিল স্থানে থাকিতে পারে! স্বাধীনতা দধীচির অস্থিদানে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব ত্যাগে, রামচন্দ্রের বনগমনে, ভরতের ভ্রাতৃপাদুকা সেবায়, লক্ষণের ভ্রাতৃ অনুগমনে, সীতার পতির অনুসরণে, ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব ত্যাগে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের দেশ কল্যাণার্থ বর্ণোচিৎ জীবন উৎসর্গে। কি মহান দিগ্বিজয়ী স্বাধীনতা! দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। কিন্তু কি মহা পরিতাপের বিষয় যে আজ ভারত বাসীরা সেই স্বর্গীয় স্বাধীনতা হারাইয়া পশুবল অর্জ্জনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে পশুবল লাভ করিয়া কি তাঁহারা কখনও উন্নত হইতে পারিবেন? সে দিন সুরথ নগরে যে বিভীষিকাময় বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় দেখা গিয়াছে, তাহা হইতে কি ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না যে পশুবলের পরিণাম পাশবিক অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই রূপ পাশব শক্তি হিন্দুর চক্ষে অতি ঘৃণিত, অতি জঘন্য, এবং অতি অকিঞ্চিৎকর। যে দেশের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলে ধর্ম্ম, যে দেশের জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর মূলে ধর্ম্ম, যে দেশের আচার, ব্যবহার ও বিষয় কর্ম্মের মূলে ধর্ম্ম, যে দেশে নিশ্বাস প্রশ্বাসেও ধর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সে দেশে ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত, ধর্ম্মবল সঞ্চয় ব্যতীত, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কি প্রকৃত উন্নতি লাভের সম্ভাবনা আছে. কখনই নহে। ধর্ম্ম হারাইয়া আমরা ব্রহ্মচর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছি, ব্রহ্মচর্য্য হীন হওয়ায় আমাদের কি কর্ম্মেন্দ্রিয় কি জ্ঞানেন্দ্রিয় সবই শিথিল হইয়া গিয়াছে; আর কেহই দীর্ঘায়ু হইতে পারিতেছেন না, সন্তান সন্ততিগণ

হীন তেজ হইয়া জন্মিতেছে; নানা রূপ আধিব্যাধিতে সকলেই জর্জ্জরিত, সকলেই দুর্ব্বল, দুর্ব্বলতা হইতে ক্রোধপ্রবণতা, ক্রোধ হইতে বুদ্ধি নাশ, তার পরেই—"বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

রোগ নির্ণয় করিতে কথঞ্চিৎ প্রয়াস করা হইয়াছে। যদি কেহ আমাদের সহিত একমত হইতে অনিচ্ছা না করেন তবে তাঁহাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, এই দুরারোগ্য ব্যাধি বিমোচনার্থ উপযোগী ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেশেরও ধর্ম্মের কল্যাণ সাধন করুন।

ক্রমশঃ

শ্রীনিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একখানি পুরাতন দর্শনের আবিষ্কার।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

২৫। নিত্যত্ব ব্যাপকত্বাদ্ভগবচ্ছক্তেশ্চ গোদুগ্ধবৎ।

ভগবচ্ছক্তি নিত্য ও ব্যাপক। যে প্রকার দুগ্ধ গাভীর শরীর ব্যাপক হইলেও উহার নিঃসরণ স্তনদ্বারাই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবচ্ছক্তির বিকাশ শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারেই হইয়া থাকে।

২৬। শ্রদ্ধাক্রিয়ামন্ত্রেভ্যোদেবানাম্।

ভক্তের শ্রদ্ধা কর্ম্ম ও মন্ত্রের বশীভূত হইয়া দেবতাদিগের প্রকাশক হইয়া থাকে।

২৭। উপাসনাপর্য্যায়ো যোগঃ।

যোগ উপাসনা পর্য্যায় বাচক।

২৮। মন্ত্রহঠলয়রাজভেদৈশ্চতুর্ধা।

যোগ চারি প্রকার; যথা—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ।

২৯। নামরূপাশ্রয়ঃ প্রথমঃ।

নাম ও রূপের আশ্রয়ে যে সাধন করা হয় তাহার নাম মন্ত্রযোগ।

৩০। গানজপধ্যানানি প্রধানাঙ্গানি।

গান, জপ এবং ধ্যান ইহাই মন্ত্রযোগের প্রধান অঙ্গ।

৩১। স্থূলাৎ সূক্ষ্মাধিপত্যলাভো দ্বিতীয়ঃ।

স্থূল শরীরের সাধন দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করাকে হঠযোগ বলে।

৩২। ব্যষ্টিসমষ্টিদৃষ্ট্যা কুণ্ডলিন্যা লয়াভিমুখতাপাদনং তৃতীয়ঃ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিচার দ্বারা, কুলকুণ্ডলিনীকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া লয়াভিমুখী করার নাম লয়যোগ।

৩৩। সর্গাদিহেত্বন্তঃকরণাবলম্বনাল্লাভশ্চতুর্থঃ।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ অন্তঃকরণ এবং ইহার সহায়তাতে কৃতকৃত্যতা লাভ করার নাম রাজযোগ।

৩৪। এতেন পরালাভঃ।

রাজ যোগের দ্বারা পরাভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

৩৫। নির্ব্বিকল্পসমাধিকর্ম্মযোগজীবন্মুক্তিব্রহ্মসদ্ভাবাঃ পরাপর পর্য্যায়াঃ।

পরাভক্তি, নির্ব্বিকল্পসমাধি, কর্ম্মযোগ, জীবন্মুক্তি, এবং ব্রহ্ম সদ্ভাব ইহারা পর্য্যায় বাচক শব্দ।

৩৬। ভেদপ্রতীতিঃ প্রকৃতিতারতম্যাৎ।

প্রকৃতির বিলক্ষণতা দ্বারাই বাহ্য লক্ষণের এইরূপ প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের কোন ভেদ নাই।

৩৭। যেনৈতদ্ধার্য্যতে স ধর্ম্মঃ।

যে কারণ ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং যদ্দারা জীবসমূহ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহার নাম ধর্ম্ম।

৩৮। মুক্ত্যুন্মুখকরঃ সত্ত্বপ্রধানত্বাৎ।

উঁহা দ্বারা নিরন্তরই উন্নতি লাভ করা যায়, কারণ উহাতে সর্ব্বদাই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য আছে।

৩৯। ভক্তিসাপেক্ষান্যেতদঙ্গানিঃ।

ধর্ম্মের অনেকগুলি অঙ্গ আছে, উহারা ভক্তি সাপেক্ষ।

৪০। সা নিখিলসাধনযজ্ঞাধিকরণম্।

উহা সকল সাধনের ভিত্তি স্বরূপ, সকল ধর্ম্মাঙ্গের প্রাণ স্বরূপ, এবং সকল যজ্ঞ ও মহাযজ্ঞের প্রধান সহায় স্বরূপ।

৪১। যজ্ঞমহাযজ্ঞৌ ব্যষ্টিসমষ্টিসম্বন্ধাৎ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধেই যজ্ঞ ও মহাযজ্ঞ কথিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

ভক্তি।

শ্রীযুক্ত স্বামী দয়ানন্দজী বিরচিত।

(ক্রমানুগত)

মহৎ কৃপায় বিগতকল্মষ, মুকুন্দ পদ ধ্যানে নিশিদিন নিমগ্ন ভক্তের হৃদি-পদ্ম বিকসিত হইয়া তাঁহারই করুণায় যে এক তৈলধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ভক্তিরস ক্ষরিত হয়, যে রস সেবনে পরিতৃপ্ত ভগবান ভক্তের হৃদয়াসনে আসীন হইয়া তদন্তঃকরণ এক আনন্দশান্তির শুভ্রজ্যোৎস্নায় আলোকিত ও প্রফুল্লিত করেন, তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। "রসানুভাবিকা আনন্দশান্তিদা রাগাত্মিকা" "যদ্‌জ্ঞানান্মত্ত স্তব্ধাত্মারামস্থম্"। এই রসে আর্দ্রহৃদয় ভক্ত তন্ময় হইয়া উঠে। তাহার লোকলজ্জা, মানাপমানের ভয় থাকে না। সে উন্মত্তের-ন্যায় নির্লজ্জ হইয়া কখন হাস্য করে, কখন উচ্চৈঃস্বরে ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন করে, কখন আনন্দাশ্রুবিসর্জ্জন করে, কখনও বা ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করে। আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে, তাই প্রীতি প্রবাহ চারিদিকে বিসৃত হইয়া পড়ে। কখন বা সে স্তব্ধ হইয়া সুধাসিন্ধু ভগবানের চরণ সুধা পান করে। ভ্রমর যতক্ষণ না পুষ্পে উপবিষ্ট হয়, ততক্ষণই তাহার গুঞ্জন, উপবিষ্ট হইলেই স্তব্ধ। শুকদেব পথ বাহিয়া চলিতেছেন, বালকেরা পাগল বলিয়া গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছে। আত্মারাম শুকদেবের বাক্য স্ফূর্ত্তি নাই। কেন থাকিবে? তিনি যে পূর্ণকুম্ভ। এ অবস্থায় ভগবজ্জ্যোতির বিকাশ হওয়ায়, মন অনন্ত জন্মের পাপমুক্ত ও উৎফুল্ল হয়। লক্ষ বর্ষ অন্ধকার পূর্ণ আলয়ে যদি একবার আলোক প্রবিষ্ট হয়, তবে লক্ষ বর্ষের অন্ধকারও মুহূর্ত্ত মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়।

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা তদ্বিষয়া ভক্তিঃ করোত্যেনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

মন অহর্নিশ তচ্চিন্তায় রত থাকায়, জীবনের লক্ষ্য, সাধনের ধন সেই হৃদয়-রঞ্জন হওয়ায় অন্য বাসনা সমূহ সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয়। ভক্তি দর্শন বলে "অকাম্যা সা নিরোধরূপাৎ"। প্রাণ আর কিছু চাহে না, চাহে কেবল দিবা-নিশি তদ্ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে। ভক্ত প্রার্থনা করে—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্নাথ তদেব তবপূজনম্॥

কত নদী সরোবর রহিয়াছে, কিন্তু চাতক শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে তথাপি বারি ধারা ভিন্ন অন্য ধারা চাহিবে না। পতঙ্গ অনলে পুড়িয়া মরিবে তথাপি একবার আলোক দেখিলে আর অন্ধকারে যাইবে না। ভক্তেরও এ অবস্থায় এরূপ ভাব হয়। মায়ার জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, থাকে কেবল নিঃস্বার্থ ভগবদনুরাগ। সে ভগবানকে ভালবাসে, স্বার্থের জন্য নয়, কেবল ভক্তির জন্য। সে বলে "তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর, মন তুমি সুন্দর বস্তু ভালবাসিয়া থাক, ভগবান অতি সুন্দর তাঁহাকে ভালবাস"। রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত, অরণ্যাশ্রয়ী যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, ভগবানের ভক্ত হইয়াও কেন আপনার এত দুঃখ, আপনি তাঁহার নিকট দুঃখ নিবারণ প্রার্থনা করুন না?" যুধিষ্ঠির বলিলেন "সম্মুখে বিশাল বনরাজি সুশোভিত গিরিরাজ রহিয়াছে, কই, আমার ত উহার নিকট কিছুই প্রার্থনীয় নাই, তথাপি কেন আমার নয়ন উহাকে দেখিতে চায়? আমি ভগবানকে ভালবাসি, কিন্তু ভক্তি ব্যবসায়ী নহি"। ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ ইহাই। ভক্ত নিষ্কাম হৃদয়ে কেবল ভালবাসার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসে এবং এই জন্যই ভক্তবৎসল ভগবানকে অনুরাগ রজ্জুতে বন্ধন করিতে পারে। ভক্তি শাস্ত্রে আছেঃ—

তস্মিন্নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি তং ভক্ত্যা সংস্ত্রিয়ঃ সৎ পতিং যথা॥

ভক্তবৎসল ভগবান চিরদিন ভক্তের দাস। তদগত প্রাণ ভক্ত তাঁহাকে প্রেমডোরে বাঁধিয়াছে, তাঁহার আর পলাইবার যো নাই। এই ডোরে বদ্ধ হইয়াই তিনি বলির দ্বারে দ্বারী হইয়া আছেন এবং এই ডোরে বদ্ধ হইয়াই তিনি প্রহ্লাদ-দত্ত বিষও ভোজন করিয়াছিলেন। যখন ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এরূপ ভাব উপস্থিত হয়, তখন ভক্তের পক্ষে জগৎ যেন এক আনন্দ নিকেতন হইয়া উঠে। সকল জিনিসেই তার প্রিয়তমের ভাব প্রকাশ, এজন্য সকল জিনিসই তার প্রিয় হইয়া উঠে। সকল দ্রব্য দর্শনেই তাহার ভগবদ্ভাবস্ফূর্ত্তি হয়। চৈতন্য দেব এই ভাবে বিভোর হইয়াই বন দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন ভাবিতেন এবং সমুদ্র দেখিয়া যমুনা বোধে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই ভাবে বিভোর হইয়াই শ্যাম বিনোদিনী রাধারাণী নেত্রে অঞ্জন লেপন করিতেন,

কেন না জগৎ তাহা হইলে কৃষ্ণময় দেখাইবে। যখন ভক্তের এরূপ অবস্থা হয় তখন সে যেন তার প্রিয়তমের উপর কি এক অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলে। সে তাঁহার উপর মান করে, রাগ করে, জোর করে, যেন ভয়ের লেশ মাত্র নাই। কেন থাকিবে? তিনি যে তখন তারই হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভক্তিজনিত হৃদয়ের বলেই ভক্ত চূড়ামণি সুরদাস, যখন ভগবান তাঁহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন, তখন বলিয়াছিলেনঃ—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাদিতি কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

এ অবস্থায় আর ভক্তকে বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া সাধন করিতে হয় না। সে দিবানিশি ভগবদ্ভাবে উন্মত্ত হইয়া রসময়ের রসাস্বাদন করিতে থাকে।

সংসারে দেখা যায় যে, যে যাহাকে ভালবাসে, তাহার নিকট তাহার প্রেমাস্পদের সকল ভাব, সকল অঙ্গ চেষ্টা সুন্দর বোধ হইলেও প্রকৃতি বৈষম্য প্রযুক্ত কোন একটি ভাব, কোন একটি অঙ্গ তাহার বেশি মনোরম বলিয়া বোধ হয়। তদেক প্রাণ ভক্তেরও এ সময় এরূপ ভাব হইয়া থাকে। তাহার প্রিয়তমের সকল অঙ্গ, সকল ভাব তাহার পক্ষে মনোহর হইলেও, সে তাঁহার কোন একটি ভাবে, কোন একটি অঙ্গ সৌষ্টবে যেন বেশি আসক্ত ও মোহিত হয়। ব্রজের রাখাল, মথুরায় ভূপাল রাজ মুকুট ধারী হরি আসিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতেছেন, শোকাতুরা যশোদা নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, কই তাঁহার ত শোকাগ্নি শান্ত হইল না; এ ত তাঁর ধড়া পরা, চূড়া বাঁধা স্নেহের নীলমণি নয়, এ যে রাজ বেশধারী মথুরাধিপতি! বিরহ বিধুরা গোপ ললনাগণ কুলমান বিসর্জ্জন দিয়া সেই অকূল কাণ্ডারী কৃষ্ণচন্দ্রের লোচন সুধার আশায় মথুরায় উপস্থিত, কিন্তু কই সে ত তাদের নবঘনশ্যাম মোহন মুরলীধারী বনমালী নহে, সে যে মথুরার রাজা। তাহারা মুখ ফিরাইল, পরপুরুষকে দেখিয়া কি ব্যভিচারিণী হইবে? তাহারা কাঁদে "কই আমাদের নন্দনন্দন নিরঞ্জন কোথায়, আমরা ত আর কিছু চাহি না।

যোগাভ্যাস বশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ম্।
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো হৃদিপরং পশ্যন্তি পশ্যন্তুতে॥
অস্মাকন্তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরম্।
কালিন্দী পুলিনোদরে কিমপি যন্নীলন্তমো ধাবতি॥"

এই রূপ প্রকৃতি তারতম্য হেতু ভক্ত যে কেবল তাঁহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু বিশেষ বিশেষ ভাব ও রসে নিমগ্ন হইয়া রসরূপ আনন্দকন্দ ভগবানের আনন্দ উপলব্ধি করে।

মুখ্য ও গৌণ ভেদে রস দুই প্রকার। তন্মধ্যে বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র নামক সপ্ত গৌণরস পরাভক্তি লাভের সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও সাধন বিষয়ে উন্নতি দায়ক হইয়া থাকে। ভক্তি দর্শন বলে,

"পরান্মুখ্যরস সন্নিকর্ষাদ্‌ভিন্নতত্তাৎ সর্ব্বরসাশ্রয়"

ভীষ্মের বীর রসাস্বাদ, বলি অর্জ্জুন যশোদার বিশ্বরূপ দর্শনে অদ্ভুত রসাস্বাদ, গোপবালকগণের হাস্যরসাস্বাদ প্রভৃতি গৌণরসের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মুখ্যরসাসক্তি ভক্তের প্রকৃতি ভেদে সপ্তবিধ হইয়া থাকে যথা দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, গুণকীর্ত্তনাসক্তি ও তন্ময়াসক্তি। তদ্গতপ্রাণ ভক্ত এইরূপ একটি একটি ভাবে বিভোর হইয়া সচ্চিদানন্দের আনন্দ রসে মগ্ন হয়।

ভগবদনুরাগী কোন ভক্ত দাস্য ভাবে তাঁহাতে আসক্ত হয়। এই অবস্থায় ভক্ত আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'তৃণাদপি সুনীচে'র ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হয়। হে প্রভো! জগতে তুমিই সব, আমিত কিছুই নহি। তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, আমাকে যেরূপ ভাবে ঘুরাইতেছ, আমি সেইরূপই ঘুরিতেছি! লীলাময়! সংসাররূপ লীলাভূমিতে আমাদিগকে লইয়া তুমি কত খেলাই খেলিতেছ! এক খেলা সাঙ্গ হইল, আবার নূতন খেলা আরম্ভ করিলে! আমাদের কি সৌভাগ্য আমরা তোমার খেলার জিনিস! আহা, আমরা তোমার খেলার জিনিস। ভক্ত এই ভাবে বিভোর হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে, এবং সর্ব্ব কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করায় শান্তি সুখের অধিকারী হয়। কারণ ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাশ্বতম্ ॥

অহঙ্কারই জীবের বন্ধনের কারণ। সমর্পণ বুদ্ধি দ্বারা অহঙ্কার ক্ষীণ হইলেই মায়ার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। যতক্ষণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, জোনাকি মনে করে আমি আলো দিতেছি। নক্ষত্রোদয়ে তাহার সে অহঙ্কার দূরে যায়, তখন আবার নক্ষত্র মনে করে "আমারই তেজে জগৎ আলোকিত"। চন্দ্রোদয়ে নক্ষত্রেরও সে অভিমান দূরে যায়; তখন চন্দ্র মনে করেন, আমারই কিরণ জগৎ হাসাইতেছে। কিন্তু কই, সূর্য্যোদয়ে সকলেই

নিষ্প্রভ হয়। সংসারও এইরূপ। জীব অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। কিন্তু দয়াময়ের দয়ায় যখন জানিতে পারে যে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ তাঁহারই কটাক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তখনই সে কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া জগৎপ্রভুর দাসত্ব প্রার্থনা করে।

যস্মাৎ প্রিয়া প্রিয় বিয়োগ সংযোগ জন্ম শোকাগ্নিনা সকল যোনিষু দহ্যমানঃ দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং ভূমন্ ভ্রমামি বদমে তব দাস্য যোগম্।

কিসে নিশিদিন দাসভাবে প্রভুর সেবা করিতে পারে, কিসে প্রভুর প্রীতি ও করুণা-দৃষ্টি তাহার উপর থাকে, সেই চিন্তা তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে। প্রভু বলিয়াছেন "বিগ্রহাদিতে আমার শক্তির বেশি প্রকাশ" এ জন্য সে তদ্ বিগ্রহাদিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, প্রভু বলিয়াছেন "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তেমে ভক্ত তমাম্মতাঃ" এজন্য প্রাণপণে তাঁহার ভক্তদের সেবা করে, প্রভু বলিয়াছেন "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" এ জন্য নিষ্কাম জগৎ সেবায় রত হয়। তৎসম্বন্ধীয় বস্তু সকলে প্রীতি, তদ্ভাবশূন্য বস্তুতে বিরাগ, সকল দ্রব্য তাঁহাকে অর্পণ করিয়া গ্রহণ, কায়মনোবাক্যে তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানের যত্ন এ গুলি এই ভাবের প্রকাশক। রাম-দাস হনুমান সীতা-উদ্ধার-পুরস্কার-স্বরূপ মণিমালা পাইলেন। কই, তাহাতে ত রামনাম লেখা নাই। মালা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। লোকে বলিল "তোমার দেহেওত রঘুনাথ নাই।" ভক্তচূড়ামণি কপিরাজ বক্ষবিদীর্ণ করিয়া দেখাইলেন—হৃদিকমলাসনে পদ্মপলাশলোচন আসীন। ভক্ত যেমন এই ভাবে ভগবদনুরাগী হয়, ভক্তাধীন ভগবানও সেইরূপ ভক্তানুরাগী হইয়া থাকেন। এই অনুরাগ বশেই তিনি দুর্য্যোধনের রাজভোগ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক বিদুর দত্ত তণ্ডুলকণাও আনন্দে ভোজন করিয়াছিলেন। এই অনুরাগেই ভরতের দগ্ধ অন্ন তাঁহার সুধাময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বাসুদেব 'বিদুর বিদুর' করিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত। বিদুর তখন গৃহে ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উলঙ্গ বেশে উপস্থিত। ভগবান নিজ উত্তরীয় তাঁহার গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। প্রভু তাঁহার গৃহে আজ অতিথি। আনন্দে বিহ্বল হইয়া কি দিবেন খুঁজিয়া পান না। সম্মুখে কতকগুলি কদলীফল ছিল, তাহাই তাঁহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। ভাবে বিভোর হইয়া কদলী ফলের সারাংশ ফেলিয়া খোসাই দিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন ভগবান আনন্দে তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন। অনুরাগের এমনই মধুর ভাব! এই ভাবেই তিনি ভক্তের চিরদাস, ভক্তও তাঁহার চিরদাস।

(ক্রমশঃ)

সনাতন ধর্ম্মের পিতৃভাব।

(নিগমাগম চন্দ্রিকা হইতে অনুবাদিত)

ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহে সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ" এবং "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" অর্থাৎ যাহা হইতে স্বর্গ এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের এই প্রকার লক্ষণাদির সম্বন্ধে স্বয়ং বেদই প্রামাণ্য। ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়রূপী ক্রিয়াই সংসারকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, বৃহৎ গ্রহসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অণু পর্য্যন্ত যাবন্মাত্র পদার্থই এই ত্রিগুণাত্মক নিয়মের অধীন, এবং ঐ প্রকার জীবগণেরও এই নিয়ম অনতিক্রমনীয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, জড় পদার্থগুলির নাশ তমোগুণের দ্বারা এবং চেতন পদার্থ সমূহের লয় সত্ত্বগুণের সহায়তায় হইয়া থাকে, জড় পদার্থ সকল রজোগুণের সাহায্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণ তমোগুণ ধারণ করিয়া নাশ প্রাপ্ত হয়, অপর পক্ষে চেতন রাজ্যের অধিবাসী জীবগণ রজগুণের সহায়তায় ক্রমশঃ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণ সত্ত্বগুণের পরিণাম প্রাপ্তে মুক্ত হইয়া যায়। নিজের মধ্যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করা অর্থাৎ ক্রমশঃ পূর্ণ চেতনময় সাত্ত্বিক ভূমিতে অধিকতর অগ্রসর হওয়াই জীবগণের পক্ষে ধর্ম্ম। অভ্রান্ত সৃষ্টি নিয়মানুসারে সৃষ্টি প্রবাহ মধ্যে গতিশীল জীবগণ ক্রমশঃ গমনাগমন করিতে করিতে উন্নত হইয়া শেষে অত্যুন্নত মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হয়; তৎপশ্চাত মনুষ্যগণ উত্তরোত্তর সত্ত্বগুণানুশীলনে তৎপর হইয়া জন্মান্তরে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া, মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ রজঃ মিশ্রিত সাত্ত্বিক অধিকারী এব দ্বিতীয় ভাগ পূর্ণ সাত্ত্বিক অধিকারী। রজোগুণ মিশ্রিত সাত্ত্বিক অধিকারিগণের মধ্যে বিষয় বাসনা থাকায় তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উন্নত স্বর্গ লোকাদি স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ণ সাত্ত্বিক অধিকারীদিগের মধ্যে বিষয় বাসনার নাম পর্য্যন্তও না থাকার কারণ তাঁহারা সত্ত্বগুণের পূর্ণতার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়া যান। উপরোক্ত উভয় বিধ অধিকারিগণই লয়ের দিকে ক্রমোন্নতির সহিত গতিশীল হওয়ায় উঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত অবস্থা ভেদে ঐ দুই প্রকার অধিকারিগণকেই ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে। বিশেষত সনাতন ধর্ম্মের মূলভিত্তি স্বরূপ বেদ পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে এই প্রকার ধর্ম্মের উভয় বিভাগই স্বতঃসিদ্ধিপদ। অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরাদেশ রূপ বেদ সমূহে স্বর্গ এবং মোক্ষ এই উভয় লক্ষ্যের সাধনার্থ পূর্ণরূপেই বিভিন্ন প্রকরণ মূলক আদেশ ও

বিধান রহিয়াছে। যখন বেদে অবস্থা ও অধিকার ভেদে এই উভয় লক্ষ্যের বর্ণন দেখা যায় তখন ইহা অবশ্যই প্রামাণ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে যে বেদেই এই ধৰ্ম্ম সিদ্ধান্ত সুসিদ্ধ হইয়াছে। স্বর্গ প্রদ কৰ্ম্ম কাণ্ড, ও মুক্তি প্রদ জ্ঞান কাণ্ড এই উভয়েরই বিস্তৃত বিবরণ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও বেদে জ্ঞান, উপাসনা, এবং কৰ্ম্মকাণ্ড নামে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রকাণ্ড দেখা যায় তথাপি ভগবদ্ভক্তি রূপ উপাসনা কাণ্ডকে পূর্ব্বোক্ত উভয় কাণ্ডের সহায়ক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে কারণ ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কৰ্ম্মকাণ্ড কিংবা জ্ঞানকাণ্ড কাহার দ্বারা ও সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিলে যদিও দেখা যায় যে মোক্ষ সাধনই বেদের প্রধান লক্ষ্য অর্থাৎ মোক্ষ সাধনার্থই যথার্থ রূপে বেদ উপদেশ দিতেছে, তথাপি শ্রুতিতে স্বর্গ ফলপ্রদ সকাম কৰ্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। বেদ যাহা কিছু উপদেশ দিবেন তাহা সকলই সত্য পদার্থ সম্বন্ধীয় হইবে এরূপ আশা করা স্বাভাবিক, অতএব এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে বেদের লক্ষ্য কেবল একমাত্র সত্য রূপ কৈবল্য পদ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে বেদে দুই প্রকার লক্ষ্য থাকায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে যদিও মুক্তি রূপ কৈবল্য পদই বেদের লক্ষ্য, যদিও মুক্তি প্রাপ্তির কারণ রূপ আত্মজ্ঞানের উন্নতি করাই জীবগণের পরম ধৰ্ম্ম, তথাপি সকল মনুষ্যই যে মুক্তিপদাধিকারী হইতে পারে একথা স্বীকার করা যায় না, কারণ ইহা সম্ভবপর নহে যে প্রত্যেক অধিকারীরই অন্তঃকরণ হইতে অনাদি বাসনা গুলি একেবারে নাশ হইয়া যাইবে। এজন্য যদি কোন পথ অবলম্বনে জীবগণের অন্তঃকরণ হইতে অসৎ বাসনা গুলি বিনাশ করিয়া উহাতে সৎ বাসনার বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে সত্য গুণের রাজ্যে অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায় তবে কি তাঁহারা ধৰ্ম্ম পথের পথিক রূপে পূর্ব্বোক্ত মুক্তিপদ প্রার্থী বলিয়া পরিগণিত হইবে না? যে সকল মধ্যম শ্রেণীর অধিকারিগণ সৎ বাসনা যুক্ত থাকিয়া সাত্ত্বিক সকাম কর্ম্মের অনুসরণ করেন তাঁহাদের অধোগমন অসম্ভব। এবং এই রূপ ভাবে তাঁহারা ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া জন্মান্তরে স্বর্গাদি উন্নত লোক প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে জ্ঞানমার্গী হইয়া থাকেন; তৎ পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিয়া মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি কামনায় কৰ্ম্মীগণ যে সব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা জ্ঞানোন্নতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা

রহিয়াছে, এ জন্য গর্গপ্রভৃ সকাম কর্ম্মাধিকারও মুক্তি পদানুগামী বলিয়া ধর্ম্মপদ বাচ্য। এইরূপ বৈজ্ঞনিক সিদ্ধান্তের উপর স্থির ভাবে অবস্থান করিয়া সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ বেদ, স্বর্গ ও মোক্ষ এই উভয়ের অধিকারানুকূল কর্ম্মসমূহকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীনিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য।

(পদ্যানুবাদ)

প্রথম সর্গ।

সাবর্ণি সূর্য্যের সুত বিদিত ভূতলে,
যাঁহারে অষ্টম মনু বলেন সকলে।
কৌতূহলপদ তাঁর জন্ম বিবরণ,
বিস্তার করিয়া আমি কহিব এখন,
মহামায়া প্রভাবেতে যেরূপেতে হয়,
মন্বন্তর অধিপতি সে সূর্য্য তনয়।
স্বরোচিষ মন্বন্তর না হতে বিগত,
সুরথ হইলা রাজা চৈত্র বংশ জাত।
পুত্র সম পৃথ্বিপতি পালিতেন প্রজা,
হইল তাঁহার শত্রু কোলনাশী রাজা।
তাঁহার সহিত ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল,
দৈবের বশেতে নৃপ পরাজিত হৈল।
তাড়িত হইয়া রাজা আসিয়া ভবন,
কেবল আপন দেশ করেন শাসন।
প্রবল শত্রুর দল উপনীত হৈল,
রাজধানী মধ্যে শেষে আক্রমণ কৈল।
দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁরে দুষ্ট মন্ত্রীগণ,
হরিল তাঁহার যত বল আর ধন।
হারাইয়া রাজ-ছত্র অশ্ব আরোহনে,
মৃগয়ার ছলে রাজা পশিলা গহনে।

দেখিলেন তথা এক আশ্রম পবিত্র,
হিংসাহীন জন্তুগণ ভ্রমিছে সর্ব্বত্র।
মেধস মুনির তথা আশ্রম মণ্ডল,
শোভিত আছেন মুনি সহ শিষ্য দল।
সমাদর লভি নৃপ সে পবিত্র ধামে;
কিছুকাল সেই স্থানে থাকেন আরামে।
একদিন সেই বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
মমতায় আকর্ষিত হন আচম্বিতে।
অতি দুঃখ মন রাজা হইলা চিন্তিত,
'আমাহীন সেই পুরী, আমার পালিত
মোর মদ মত্ত হস্তী আছয়ে কেমন,
মম বৈরী বশীভূত হইয়া এখন।
মম পূর্ব্ব ভৃত্য মাঝে অধার্ম্মিক গণ,
না জানি অধর্ম্ম কত করিছে এখন।
যত প্রজাগণ ছিল মম অনুগত,
বেতন আহার আর প্রসাদ পাইত,
অন্য ভূপতিরে এবে করিয়া যতন,
তুষিছে তাদের মন করি প্রাণ পন,
অথবা করিছে তারা ব্যয় অতিশয়,
দুঃখের সঞ্চয় যাহে পাইতেছে ক্ষয়।'

মনে মনে এই চিন্তা যবে নৃপ করে,
দেখিলেন বৈশ্য এক আশ্রম ভিতরে।
জিজ্ঞাসেন নৃপ 'কোথা হতে আগমন,
সশোক দুর্ম্মনা স্থিতি কিসের কারণ।'
ভূপালের এইরূপ প্রিয় বাক্য শুনি,
কহিলেন বৈশ্য তাঁরে শুন নৃপমনি।
'জনম হইয়াছিল ধনী বৈশ্য কুলে,
সমাধি নামেতে মোরে ডাকিত সকলে।
ধন লোভে পুত্র দারা অন্ধ হইয়াছে,
অসাধু হইয়া তারা মোরে তাড়ায়েছে।
বনে রহিয়াছি এবে অতি দুঃখ মন,
পুত্র দারা ধন হীন, বিনা বন্ধু গণ।
নাহি জানি তাহাদের কুশলাকুশল,
কোথা দারাগণ কোথা স্বজন সকল।
মঙ্গল কি অমঙ্গল তাদের এখন,
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ভজে এবে পুত্রগণ।'
এত শুনি নরপতি বলেন তাঁহায়,
'ধন লুব্ধ হয়ে যারা ছাড়িল তোমায়,
যেই পুত্র দারা এই দুঃখের কারণ,
তাহাদের তরে তব কেন এ চিন্তন?'
বৈশ্য বলে 'যা কহিলে সত্য সমুদয়,
কিন্তু যে নির্দ্দয় নহে আমার হৃদয়।
পিতৃ-ভক্তি পতি-পূজা যাহারা ছেড়েছে,
তাদেরো উপর স্নেহ আমার হতেছে।
নাহি জানি নরপতি ইহার কারণ,
বিগুণ বান্ধবে যাহে স্নেহান্বিত মন।
সদা মন দুঃখী মম দীর্ঘশ্বাস বয়,
তথাপি নিষ্ঠুর মন কেন নাহি হয়।'
নৃপ ও সমাধি বৈশ্যে মিলিয়া তখন,
মেধস ঋষির কাছে উপনীত হন।
মুনি বরে যথা যোগ্য প্রণাম করিয়া,
কহিলেন নানা কথা তথায় বসিয়া।

রাজা কহে 'ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ আপনি,
এক কথা জিজ্ঞাসিব কহ মহামুনি।
আপনার চিত্ত কেন বশ নাহি রয়,
যখন জনমে মনে দুঃখ অতিশয়।
রাজ্যচ্যুত-তবু মায়া মুগ্ধ নিরন্তর,
এরূপ অবস্থা মম কেন মুনিবর।
তাড়ায়েছে যারে এর ভার্য্যা পুত্র গণে,
তথাপি ইঁহার চিন্তা তাদেরি কারণে।
মোরা দোঁহে অতিশয় দুঃখিত হয়েছি,
জেনে দোষ বিষয়েতে আকৃষ্ট রয়েছি।
কহ মুনি জ্ঞানিদের মোহেরি কারণ,
আমরা ত বিবেকান্ধ—মূঢ়ের মতন।'
ভূপালের এই রূপ প্রিয় বাক্য শুনি,
'সমস্ত জন্তুর জ্ঞান আছে' কহে মুনি।
'প্রত্যক্ষ বিষয়ে সকলের আছে জ্ঞান,
প্রকৃতি পৃথক্ যদি, জ্ঞানেতে সমান,
কেহ দিবা অন্ধ কেহ রাত্রি অন্ধ হয়,
কাহার বা দিবা নিশা তুল্য দৃষ্টি রয়।
নরগণ জ্ঞানী-কিন্তু তারাই কেবল,
জ্ঞানী নহে, জ্ঞানী পশু পক্ষীও সকল।
যেরূপ আছয়ে জ্ঞান সমস্ত জীবের,
মৃগ পক্ষী আদি যত গ্রাম্য কি বনের,
মানব জাতিরো জ্ঞান হয় সেই রূপ,
অন্য বিষয়েতে এরা তুল্য, জেনো ভূপ।
এই সব জ্ঞানী পক্ষী দেখ বিদ্যমানে,
সাদরে আহার দেয় শাবক বদনে।
যতক্ষণ শাবকের না হয় ভোজন,
ক্ষুধিত হলেও এরা না খায় কখন,
হে মনুজ শ্রেষ্ঠ তুমি দেখনা নয়নে;
নরে কিন্তু পুত্র পালে লোভের কারণে।
তথাপি মোহের গর্ত্তে রহে নিপতিত,
মহামায়া প্রভাবে এ সংসার রক্ষিত।

যোগনিদ্রা রূপী যিনি বিষ্ণুর নয়নে,
জগৎ মোহিত হয় তাঁহারই কারণে।
জ্ঞানীদের(ও) মোহ তিনি দেন নরপতি,
বলে আকর্ষণ করি দেবী বলবতী।
তাঁহার(ই) সৃজিত এই বিশ্ব চরাচর,
তিনিই প্রসন্না হলে মুক্তি পায় নর।
সে দেবী পরমা বিদ্যা মুক্তি প্রদায়িনী,
সংসার বন্ধের(ও) হেতু সর্ব্বেশ্বরী তিনি।'
রাজা বলে 'ভগবান্ কেবা দেবী সেই,
মহামায়া নামে যাঁরে কহিলেন এই।
কি রূপেতে সমুৎপন্না হয়েছেন তিনি,
কিবা তাঁর কর্ম্ম হয় কহ মহামুনি।
কিরূপ স্বভাব তাঁর কিরূপে জনম,
আমারে কহ তা শুনি ব্রাহ্মণ উত্তম।'
ঋষি বলে 'নিত্যা তিনি জগৎ রূপিণী,
তথাপি তাঁহার জন্ম বহুবিধ শুনি।
দেব কার্য্য হেতু তিনি আবির্ভূতা হলে,
নিত্যা হইলেও লোকে তারে জন্ম বলে।
একার্ণব জগতেতে শেষেরে পাতিয়া,
কল্লান্তে হরিরে মায়া রাখেন ব্যাপিয়া।
বিষ্ণু-কর্ণ-মলে মধু কৈটভ জন্মিল,
ব্রহ্মারে মারিতে দোঁহে উদ্যত হইল।
বিষ্ণু নাভি-পদ্মে ব্রহ্মা আছিলেন স্থিত,
উদ্যত-অসুর, দেখি হরিরে নিদ্রিত,
স্তব আরম্ভিলা যোগ নিদ্রারে তখন,
তাঁহা দ্বারা যেন হরি সুপ্তোত্থিত হন।
আছিলেন যোগনিদ্রা হরির নেত্রেতে,
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতি সংহারেতে।
বিষ্ণুর সমান ব্রহ্মা কর যোড় করি,
আরম্ভিলা স্তব তুষ্টি হেতু বিশ্বেশ্বরী।
"তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি বষট্কার,
তুমি সুধা তুমি নিত্যা তিন মাত্রা আর।
অর্দ্ধ মাত্রা হও আর সকলি আপনি,
তুমিই সাবিত্রী তুমি জননী রূপিনী।
তুমি রক্ষ তুমি সৃজ সকল সংসারে,
তুমি পাল তুমি নাশ এই চরাচরে।
সৃষ্টি রূপে সৃজ তুমি স্থিতি রূপে পাল,
প্রলয় রূপেতে তুমি সংহার সকল।
মহা বিদ্যা-মায়া-মেধা তুমি মহা স্মৃতি,
মহা মোহা মহা দেবী তুমিই, পার্ব্বতি!
প্রকৃতি তুমিই ত্রয় গুণ বিভূষণা,
কাল রাত্রি মহা রাত্রি মোহিনী দারুণা।
শ্রী হ্রী বুদ্ধি বোধ তুমি তুমিই ঈশ্বরী,
লজ্জা পুষ্টি তুষ্টি শান্তি ক্ষান্তি মহেশ্বরী।
খড়্গিনী শূলিনী তুমি গদিনী চক্রিনী,
শঙ্খিনী চাপিনী বান-ভুষণ্ডীধারিনী।
সৌম্যতরা অতি সৌম্যা পরমা সুন্দরী,
পরাপর হতে পরা পরমা ঈশ্বরী।
জগতের মধ্যে যত ভাল মন্দ প্রাণী,
সকলের মধ্যে মাতা আছ গো আপনি।
তুমি সর্ব্ব ময়ী তুমি শক্তি যে সবার,
করিতে তোমার স্তব সাধ্য হয় কার।
জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কারী যিনি,
তাঁহারেও নিদ্রা বশে রেখেছ আপনি।
বিষ্ণু আমি শিব আদি সবার শরীরে,
আছ তুমি কেবা স্তব পারে করিবারে।
স্তব নাহি জানি দেবী নিজ প্রভাবেতে,
মোহ দাও মহামায়া দুই অসুরেতে।
শীঘ্র গতি বিশ্বেশ্বরী হরিরে জাগাও,
বোধ দিয়া এই দুষ্ট অসুর মারাও।"
এই রূপ বিধি স্তবে তুষ্ট হয়ে সতী,
জাগাইতে জগন্নাথে করিলেন মতি।
নেত্র বাহু নাশা আর উরস শরীর,
ছাড়িয়া অব্যক্ত জন্মা হলেন বাহির।

উঠিলেন মায়া নিদ্রা মুক্ত জনার্দ্দন,
একার্ণব অহি পরে যাঁহার শয়ন।
দেখিলেন ভগবান মধু কৈটভেরে
উদ্যত হইয়া আছে মারিতে ব্রহ্মারে।
উঠিয়া তাদের সহ যুঝে নারায়ণ,
পাঁচটি হাজার বর্ষ বাহু-প্রহরণ।
বলোন্মত্ত মায়া মুগ্ধ অসুর দুজনে,
'যাহা ইচ্ছা বর মাগ' বলে নারায়ণে।
কেশব বলেন 'যদি মোরে বর দিবে,
তোমরা দুজনে তবে মোর বধ্য হবে।
এই মাত্র বর মাগি তোমাদের কাছে,
অন্য বরে মোর কিবা প্রয়োজন আছে।'
দেখিল তাহারা তবে বঞ্চিত হইয়া,
সমস্ত জগৎ আছে জলেতে ব্যাপিয়া।
তাহা দেখি বলে তারা প্রভু নারায়ণে,
আমাদের মার জল না আছে যেখানে।
এত শুনি হরি শঙ্খ চক্র গদাধর,
দোঁহা শির কাটে রাখি উরুর উপর।
এই রূপে স্বয়ংজাত ব্রহ্মার স্তবেতে,
দেবীর প্রভাব আরো শুন নরপতে।

ক্রমশঃ —

বৃহস্পতি কল্প ৺হলধর তর্কচূড়ামণি।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

৬। ন্যায় শাস্ত্রের বিচার।

যখন তর্কচূড়ামণি মহাশয় ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপণ করিয়া চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করত ছাত্রগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ পত্র আসিতে লাগিল।

শ্রাদ্ধাদি বৃহৎ কার্য্যে সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সভা আহুত করিয়া নানা স্থানের পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের ভবনে আনয়ন করেন। তদুপলক্ষে, পণ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচার হইয়া থাকে। অন্যান্য শাস্ত্রের বিচার হইলেও, ন্যায় শাস্ত্রই প্রধান স্থান অধিকার করে। তৎসম্বন্ধীয় বিচার শুনিবার জন্য সভায় বহুলোকের আগমন হয় ও সকলে উৎসুক হইয়া দুই মহাপণ্ডিতের বাক্-যুদ্ধ দর্শন করেন এবং কোন্ পণ্ডিত জয় লাভ করিবেন তাহার প্রতীক্ষায় থাকেন। এই বিচারে এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত মধ্যস্থ হয়েন। তিনি বিচারের ফল সভা সমক্ষে ঘোষণা করেন! এই বিচার দুই তিন দিন ধরিয়া ও চলিয়া থাকে। কি কর্ম্মকর্ত্তা কি দর্শকগণ সকলেই এই ব্যাপারে অতুল আনন্দ ভোগ করেন। পৃথিবীর মধ্যে, অতুলনীয় দর্শনাদিশাস্ত্রের এবম্প্রকার সমাদর দেখিলে কাহার মন না

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মকর্ত্তা কর্ত্তৃক পণ্ডিতগণকে তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার প্রদান করিতে দেখিয়া কে না তাঁহাকে সাধুবাদ করে? দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের প্রতি-লোকের অনুরাগ হ্রাস হইতেছে।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহার সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গদেশের চারিদিকে তিনি জয় পতাকা উড়াইয়া ভ্রমণ করিতেন। তিনি তর্ক যুদ্ধে কোন ও সভায় পরাজিত হয়েন নাই। তাঁহার বিচার প্রণালীর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। একদা কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদে আহুত একটী বিরাট সভায়, নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ৺শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় তাঁহার এক জন ছাত্র দ্বারা জগদীশ কৃত পক্ষতা গ্রন্থের একটী পূর্ব্বপক্ষ করাইয়া ছিলেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাহার প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। সে সভায় কোন মধ্যস্থ ছিলেন না, এ স্থানে ইহা বলা আবশ্যক যে, নবদ্বীপস্থ এবং ভট্টপল্লীস্থ পণ্ডিত দিগের মধ্যে প্রতিযোগীতা থাকাতে, এক স্থানের পণ্ডিতের নিকট অপর স্থানের পণ্ডিতের পরাজয়, কাহার ও প্রীতিকর হইত না। বিশেষতঃ নবদ্বীপ বহুকাল হইতে পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকাতে, অপর স্থানের পণ্ডিত কর্ত্তৃক, নবদ্বীপের কোন পণ্ডিতের পরাজয়, নবদ্বীপবাসী লোকের পক্ষে কেবল অপ্রীতিকর নহে, লজ্জার বিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত। এই নিমিত্ত নবদ্বীপ বাসী ব্যক্তিগণ চারিদিকে রটনা করিয়া দিল যে চূড়ামণি মহাশয়, কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর বিরাট সভায় উপস্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই।

এই কথা নড়ালের প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী ৺রতন রায়ের কর্ণগোচর হইল। ইহা শুনিয়া তিনি বিস্ময়ান্বিত হইলেন, যে হেতু তাঁহার জানা ছিল যে, তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় কোন সভায় কাহার ও নিকট এ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়েন নাই। উক্ত রটনা সত্য কি না, তাহা জানিবার জন্য রতন বাবু উৎসুক হইলেন। তাহার বাটীতে পণ্ডিত মণ্ডলীর একটী সভা আহুত করা, উহা নির্ণয় করার পক্ষে প্রকৃত উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইল। একটী দিন স্থির করিয়া, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানের অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিলেন। এতৎ সভা আহুত করিবার উদ্দেশ্য ও নিমন্ত্রণ পত্রে লিখিত ছিল।

ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়া কোন ও শূদ্রের বাটী গমন করেন না। কিন্তু, উল্লিখিত বিচার সম্বন্ধে যে দুর্নাম রটনা হইয়াছে তাহা অপনয়ন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, অধ্যাপকগণ উক্ত সভায় গমন করিলেন।

নানা স্থানের অধ্যাপকগণ সভাস্থলে সমবেত হইলে, রতন রায় মহাশয় সসম্ভ্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "কৃষ্ণনগরের রাজ-প্রাসাদে আহূত বিরাট সভায়, পক্ষতা গ্রন্থের যে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, আপনি কি তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলিলেন—"আমি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর দিয়াছিলাম"। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় বলিলেন—"তর্কচূড়ামণি মহাশয় কথিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর তখন দিতে পারেন নাই, তবে সে সময় হইতে প্রায় ছয় মাস অতি বাহিত হইয়াছে, এক্ষণ তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশ্যই তাহার উত্তর দিতে পারিবেন। বলিতে কি, ইংরাজী কিম্বা ফারসীর কোন প্রশ্ন হইলেও এত দীর্ঘ কাল পরে তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া বিচিত্র নহে।" তখন, তর্কচূড়ামণি মহাশয়, শিরোমণি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ইংরাজী কিম্বা ফারসী প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আপনি দিতে পারেন, কিন্তু, আমি জিজ্ঞাসা করি যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে, উলা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বামন দাস বাবুর বাটীতে যে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে আমার কোন ছাত্র, তার্কিক মাত্রেরই পঠিত, কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ হইতে আপনাকে যে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিল, তাহার উত্তর এত দীর্ঘ কাল পরেও কি আপনি দিতে পারেন? তাহা হইলে আমি পরম আনন্দ লাভ করি।" ইহা শ্রবণ করিয়া শিরোমণি মহাশয় কিছু বলিলেন না। তদনন্তর সমবেত সভাগণের অনুরোধে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলিলেন—"আমি কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর সভায় কথিত পূর্ব্বপক্ষের যে উত্তর দিয়াছিলাম তাহাই বিবৃত করিব। উত্তরপাড়ার জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার মহাশয় যিনি উক্তসভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি বলিতে পারিবেন আমার কথা যথার্থ কি না। এই বলিয়া, তর্কচূড়ামণি মহাশয় কথিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বিবৃত করিলেন। উত্তরপাড়ার উল্লিখিত অধ্যাপক মহাশয় তাহা সমর্থন করিলে, নানা স্থানের অধ্যাপক গণ আনন্দ ধ্বনি করিলেন, কেবল নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকগণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

তদনন্তর, রতন রায় কর্তৃক তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিশেষ রূপে সমাদৃত এবং

অন্যান্য অধ্যাপকগণ তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে সম্মানিত হইলে, সভা ভঙ্গ হইল।

২। আর একটী সভায় তর্কচূড়ামণি মহাশয় রসিকতাসহ তাঁহার অসাধারণ বিচার শক্তি দেখাইয়াছিলেন। কোন্নগর-নিবাসী ৺দীনবন্ধু ন্যায় রত্নের পিতামহ ৺কাশীনাথ চূড়ামণি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের সর্ব্বজন সমাদৃত শঙ্কর তর্কবাচস্পতির সর্ব্বপ্রধানছাত্র ছিলেন। জন শ্রুতি এই যে, উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের চারি জন প্রধান ছাত্র "নাথ চতুষ্টয়" নামে অভিহিত হইতেন। তন্মধ্যে কাশীনাথ চূড়ামণি মহাশয় সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইঁহার সহিত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিচার হইয়াছিল। কাশীনাথ চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার কোন ছাত্রের দ্বারা একটী পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত করিলেন। এই পূর্ব্বপক্ষ রূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া অনেক রথী, মহারথী বিচার সময়ে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছেন। ফল কথা এই যে, উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর নাই বলিয়া তৎকালে অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি ছিল এবং সভা প্রাঙ্গনে মহাপণ্ডিত উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি তাহা প্রয়োগ হইত। উল্লিখিত পূর্ব্বপক্ষটি উপস্থাপিত হইলে, কাশীনাথ চূড়ামণি বলিলেন—"এই পূর্ব্বপক্ষ সমাধান করা হলধরের কর্ম্ম নহে।" ইহার পর বিচার আরম্ভ হইল। বিচার করিতে করিতে যখন তর্কচূড়ামণি মহাশয় বুঝিলেন যে, তিনি পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হইবেন, প্রতিপক্ষ অধ্যাপক দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এবার আপনারা শক্ত হলধরের হাতে পড়িয়াছেন, এই প্রচণ্ড রৌদ্রে সে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত আপনাদের হল বহাইবে।" তর্কচূড়ামণি পূর্ব্বপক্ষটীর বিশদ উত্তর প্রদান করিলে, সভায় সমবেত অধ্যাপকগণ সমস্বরে তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন যে, যে পূর্ব্বপক্ষের এপর্য্যন্ত কেহ উত্তর দিতে পারেন নাই, আজ তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদত্ত হইল। তদনন্তর অধ্যাপকগণ তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কৃত হইলে, সভা ভঙ্গ হইল। তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবটী শেষ করিব।

বর্ত্তমান সময়ের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও শাস্ত্র-বেত্তা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, যাঁহার কৃপায় তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জীবনীর অধিকাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে, মুক্ত কণ্ঠে সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, "যদি আমার শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু সূক্ষ্ম জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা পূজ্যপাদ ৺ হলধর তর্ক চূড়ামণির যৎকিঞ্চিৎ উপদেশের ফল।" তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি তাঁহার যেরূপ শ্রদ্ধা, ন্যায়-রত্ন মহাশয় কর্তৃক বিরচিত নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটীর দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

কাব্যব্যাকরণাব্ধি পারকরণে যঃ কর্ণধারায়তে,
তদ্ধীমজ্জয়রামপাদকমলাৎ ক্ষোদাস্ত্রলাভেকৃতে।
লব্ধোহভূদ্‌যত্নরামপাদগমনির্যঃ সর্ব্ববিদ্যাখনিঃ;
ক্ষোদোইশিক্ষিত ভাস্করাদ্‌ হলধরাদ্‌ যস্তর্কচূড়ামণি।

ইহার মর্ম্ম এই:—আমি অন্যান্য অধ্যাপকগণের নিকট হইতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। যেমন খনিজ ধাতু সকল পরিষ্কৃত হইলে উজ্জ্বল হয়, সেই প্রকার উক্ত ন্যায় বিষয়ক জ্ঞানসমূহ হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশ দ্বারা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

একদা পূজ্যপাদ ৺ যজ্ঞপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রস্তাব লেখককে বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতার প্রধান আদালতের জনৈক ইংরাজ বিচারপতি তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণদের নিত্যক্রিয়া সকলের তাৎপর্য্য জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেন, এবং তাহার সদুত্তর পাইয়া পরিতুষ্ট হইতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম প্রচার।

১। মহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী মহোদয় ফরক্কাবাদের সনাতন ধর্ম্ম সভার বার্ষিকোৎসবে 'ধর্ম্মোন্নতি' সম্বন্ধে, চাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সেট বাবুলালজীর ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহোপলক্ষে 'কুরীতি সংশোধন' বিষয়ে এবং নগীনা নামক প্রসিদ্ধ স্থানে 'সনাতন ধর্ম্ম ও বিদ্যোন্নতি' বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া স্থানীয় ধার্ম্মিক গণের প্রীতি ভাজন হইয়াছেন।

২। মহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত কানাইয়ালালজী হোশিয়ার পুর, কর্পূরথলা, মিরাট, কান্নী, ধামপুর, পরীক্ষিতগড়, নানপাড়া বেরাইচ ইত্যাদি স্থানে গত কয়েক মাস যাবৎ ধর্ম্ম বক্তৃতা করিয়া প্রচার কার্য্যে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছেন। বিজনোর জিলার অন্তর্গত ধামপুর নিবাসী লালা জগনলাল রাজারামজী স্বীয় পুত্রের শুভ বিবাহোৎসবে নাচগানের পরিবর্ত্তে, মহামণ্ডলের উপদেশকের দ্বারা ধর্ম্ম বক্তৃতা করাইয়া ধর্ম্মপ্রেমী গণের চিত্ত রঞ্জন করিয়া সাধুতার পরিচয় দিয়াছেন।

৩। দক্ষিণ ভারতবর্ষান্তর্গত বুরহানপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গণপত মিশ্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া মহামণ্ডলের উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

জ্যোতিস্বরূপজী হাতরাজ নগরে বিবাহ সভায় সুললিত বক্তৃতা করিয়া সমাগত সভ্যদিগের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন।

ইহা অতীব সুখের বিষয় যে, যুক্ত প্রদেশের ধার্ম্মিকগণ বিবাহাদি শুভ কার্য্যোপলক্ষে নাচ তামাসাদি অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে বৃথা অর্থব্যয় না করিয়া মহামণ্ডলের সহায়তায় ধর্ম্মোপদেশকের দ্বারা ধর্ম্ম বক্তৃতা করাইয়া ধর্ম্মের ও দেশের উন্নতি বিধান করিতেছেন, এবং মহামণ্ডলকেও অর্থ সাহায্য করিয়া জাতীয় বিরাট ধর্ম্ম সভার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা আশা করি যে, বঙ্গ দেশের ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও যুক্ত প্রদেশের ধার্ম্মিক গণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশের, ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিক গণের সহায়ক হইবেন।

৪। ৺কাশীপুরীর ভাদৈনী নামক মহল্লার সনাতন ধর্ম্মসভায় গত বৈশাখ কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে মহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয় মনুষ্যের কর্ত্তব্য ও শ্রাদ্ধ বিষয়ে এক মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সারগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, অপুত্রক ও মৃত পুত্রক ব্যক্তিরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

৫। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত স্বামী আলারাম সাগর সন্ন্যাসী মহারাজ হরদই জিলার অন্তর্গত শাহাবাদ নামক স্থানে স্থানীয় ধর্ম্ম সভার দ্বিতীয় বার্ষিকোৎসবোপলক্ষে সনাতন ধর্ম্মের নানাবিধ বিষয়ে বিবিধ রূপ বক্তৃতা করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তিনি হাতরাজ, ফিরোজপুর, মুলতান, লায়লপুর ইত্যাদি স্থানে মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া, দয়ানন্দী সমাজের নিরানন্দের কারণ হইয়াছেন।

৬। মহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরাম শর্ম্মাজী পঞ্জাব প্রান্তীয় মণ্ডলান্তর্গত মুলতান ছাউনী, গুজরানওয়ালা, দেরাইস্মাইল খাঁ, বন্নু ইত্যাদি স্থানে মূর্ত্তি পূজা, শ্রাদ্ধ, পাতিব্রতা ধর্ম্ম, গোরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া গম্ভীর গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের নানাবিধ শঙ্কার সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির সারবত্তায় মুগ্ধ হইয়া দুই জন দয়ানন্দী আর্য্য সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম পুনর্গ্রহন করিয়াছেন।

৭। মহামণ্ডলের উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর অগ্নিহোত্রী জী সীতাপুর জিলায় মিশ্রিত নামক স্থানে, ভক্তি, কর্ম্ম, উপাসনা এবং ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে মনোমুগ্ধকারী বক্তৃতা করিয়াছেন।

৮। মহামণ্ডলের উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জিয়ালালজী হরিদ্বার ঋষিকুল আশ্রমে বিদ্যোন্নতি, ব্রহ্মচর্য্য উপাসনা এবং গঙ্গা মহিমা বিষয়ে অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৯। মহামণ্ডলের উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রবণ লালজী রাজস্থানের নানা স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন।

১০। মহামণ্ডলের ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদত্ত জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয় রামপুর, ইন্দোর, জলন্ধর, লাহোর, অমৃতসর এবং ছচরৌলী ইত্যাদি স্থানে বিশেষ দক্ষতার সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

১১। মহামণ্ডলের উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সোনেলাল ঝাঁ জনকধর্ম্ম মণ্ডলান্তর্গত রেপুরা, পুনাশ, পচরটী, সবওয়াড় এবং গন্ধবাটী ইত্যাদি স্থানে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

১২। মহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় বঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলান্তর্গত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের নানা স্থানে, নানা সভায় সুললিত ভাষায়, বিবিধ বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া সজ্জন মনোরঞ্জন করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ময়মনসিংহ জিলার অধীন বাজিতপুর নামক স্থানে, গত ২৭শে আষাঢ় শনিবার শ্রীযুক্ত ললিত মোহন চৌধুরী বি, এল, মহাশয়ের প্রযত্নাতিশয্যে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম সভার একটী অধিবেশন হয়। স্থানীয় মহোদয়গণ ধর্ম্মোন্নতি কল্পে সকলেই প্রযত্নবান। চন্দ্রকিশোর পুস্তকালয়ের অবস্থা সন্তোষ দায়ক। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ত্রিপুরা জিলার রাম-রাইন গ্রামে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্ত উকিল মহাশয়ের বাড়ীতে প্রচারোপলক্ষে একটী সভার অধিবেশন হয়। সাংখ্যরত্ন মহাশয় উপাসনা বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। স্থানীয় উপেন্দ্র পুস্তকালয়টীর অবস্থা ভাল; গ্রন্থ সংখ্যা ৫০০।

বিবিধ সংবাদ।

১। পিণ্ডদাদন খাঁ নামক স্থানের সনাতন ধর্ম্ম সভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কাশীরাম বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন যে উক্ত সভার দ্বিতীয় বার্ষিকোৎসবে, পঞ্জাবমণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত গুরুদত্ত জী উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর ভক্তি ও বিদ্যা প্রচার বিষয়ে প্রভাবশালী বক্তৃতা করিয়াছেন। সভার অধীনে একটী সংস্কৃত পাঠশালা আছে, উহার কার্য্য পণ্ডিত অমরনাথ জীর অধ্যাপকতায় উত্তম রূপে চলিতেছে।

২। মুলতান হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত জী মহাশয় লিখিয়াছেন যে তথাকার সদ্ধর্ম্মবর্দ্ধিনী সভার কোষাধ্যক্ষজীর শুভ বিবাহ দেরাগাজী খাঁ নামক স্থানে বিশেষ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহে নাচ গানের পরিবর্ত্তে ৩ দিন পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ে প্রসিদ্ধ বক্তা দিগের বক্তৃতা হইয়াছিল। স্থানীয় লোকেরা ইহাতে বিশেষ প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মাননীয় মিথিলাধিপতি গত ২৩শে জুন ৺কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কাশীর কতিপয়

সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং মহামণ্ডলের কর্ম্মচারিগণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজা বাহাদুর গাড়ী হইতে অবতরণ করা মাত্রই মহামণ্ডলের কর্ম্মচারিগণ সুগন্ধ পরিপূরিত পুষ্প মালায় তাঁহার গলদেশ পরিশোভিত করিয়া মহারাজা বাহাদুরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; মহারাজা বাহাদুর ও সস্মিত বদনে সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

২৪ শে জুন বেলা ১১টার সময়ে তিনি মহামণ্ডলের কর্ম্মচারিবর্গের সহিত, দ্বারবঙ্গ ভবনে মহামণ্ডলের কার্য্য প্রণালী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রায় ১॥ ঘণ্টা কাল নানারূপ আলোচনা করিয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কার্য্যালয়ের নানা বিভাগ সম্বন্ধীয় রেজিষ্টার স্বয়ং পর্য্যবেক্ষন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

২৫ শে জুন তারিখে তিনি শিমলার জন্য রওনা হইয়া যথা সময়ে হরিদ্বারে উপস্থিত হয়েন। তথায় ঋষিকুল আশ্রমের সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আনন্দ নারায়ণ জী ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়েরা বিশেষ সমারোহের সহিত ষ্টেশনেই মহারাজা বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। ঋষিকুল আশ্রমের সাহায্যার্থে মহারাজা বাহাদুর ৫০০ টাকা দিয়াছেন। তিনি তথা হইতে শিমলা গিয়াছিলেন, এবং লাহোর ও কাশ্মীর ইত্যাদি স্থানে যাওয়া মনন করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বারবঙ্গে বড় মহারাণী মহোদয়া পীড়িতা হওয়ায় তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মহারাণী মহোদয়ার আশু আরোগ্য কামনা করিতেছি। এই উদ্বিগ্নতার মধ্যেও মহারাজা বাহাদুর শিমলা সভার সহায়তার্থ ৫০০৲ টাকা দিয়াছেন।

মহামণ্ডলের সঞ্চার কার্য্যালয় উদয়পুর হইতে শ্রীনাথদ্বারে গিয়া পরম পূজ্যপাদ শ্রীমান গোস্বামীজী মহারাজকে মহামণ্ডলের সংরক্ষক মানপত্র প্রদান করিয়াছেন। গত জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন এক বিরাট দরবার করিয়া তিনি এই জাতীয় মানপত্র বিশেষ উৎসাহ ও প্রেমের সহিত গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরবের পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এই শুভ উৎসবোপলক্ষে গোস্বামী জী মহারাজ এক নূতন দান পত্র লিখিয়া মহামণ্ডলের সাহায্যার্থে আরো বিশেষ সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শ্রীনাথদ্বারে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে; ইহার ব্যয়, মূলধন রূপে রক্ষিত তিন লক্ষ টাকার সুদ হইতে চলিবে। এই মহাবিদ্যালয় মহামণ্ডলের অধীন করা হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে; গোস্বামী জী মহারাজ এই বিদ্যালয়ের সহায়তার্থ এক প্রধান

অধ্যাপকের মাসিক বৃত্তি, এবং পাঁচটী বিদ্যার্থীর আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা গোস্বামী জী মহারাজকে এইরূপ বদান্যতা পূর্ণ দানপত্রের জন্য সহৃদয় ধন্যবাদ দিতেছি।

মহামণ্ডলের পৃষ্টপোষকতায় শাস্ত্র প্রকাশ সমিতি নামে একটী সুবৃহৎ ছাপাখানা যৌথকারবার রূপে স্থাপিত হইতেছে। সমিতির উদ্দেশ্য মহান। সুলভে, সুগমে, সর্ব্বসাধারণ যাহাতে ধর্ম্ম গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ পাইতে পারেন তাহা সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সমিতির উদ্দেশ্যের মহত্ব উপলব্ধি করিয়াই গোস্বামীজী মহারাজ সমিতির সংরক্ষক হইয়াছেন, এবং ৫০০৲ টাকা মূল্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। গোস্বামীজী মহারাজের সদ্দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

৫। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি।—দেশে ধর্ম্মের আদর দিনের দিন বৃদ্ধি হইতেছে; এমন কি কৃতবিদ্যব্যক্তিরাও ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, শঙ্করাবতার জগদগুরু শ্রীমচ্ছ-ঙ্করাচার্য্য মহারাজের জন্মস্থান, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত কালাদি নামক স্থানের পবিত্রতা ও তীর্থ ভাব অক্ষুন্ন ও চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্ন করা হইতেছে। মহীশূর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র আইয়ার মহোদয় শ্রীত্রিবাঙ্কুর দরবারের সাহায্যে ঐ স্থানে কিঞ্চিদধিক ৪০ বিঘা জমি লইয়া সর্ব্ব সাধারণের সহায়তায় একটি সংস্কৃত কলেজ, ছাত্রাবাস, পান্থাগার এবং স্নানাদির নিমিত্ত একটি বান্ধাঘাট প্রস্তুত করাইতেছেন। শ্রীত্রিবাঙ্কুর দরবার এই সব কার্য্যের পরিদর্শনার্থ পূর্ত্তবিভাগের এক জন কর্ম্মচারী কে নিয়োগ করি-য়াছেন। এই পর্য্যন্ত ৭৫ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, কিন্তু আরো চাঁদার আব-শ্যক। এই সৎকার্য্যের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত অইয়ার মহোদয় ও ত্রিবাঙ্কুর দরবারকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

৬। ভূকম্পনের ভীষণ প্রভাপে ভগবতী জগজ্জননী জ্বালামুখী দেবীর মন্দির, কিছুকাল হইল ভূমিস্মাৎ হইয়াছে, ইহা সকলেই বিদিত আছেন। পঞ্জাব প্রান্তের গণ্য মান্য ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মিলিয়া একটি কমিটি সংগঠিত করিয়া বিধ্বংশ মন্দিরের পুনর্গঠনের জন্য প্রযত্ন করিতে ছেন। কমিটির অভিপ্রায় এই যে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদের সহায়তায়ই মন্দি-রটি প্রস্তুত করিবেন, এবং এই জন্যই অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রখ্যাতনামা দাতাদের মধ্যে কেহ কেহ একা বা অপরের সাহায্য নিয়া মন্দিরটি প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেও কমিটি তাহা প্রত্যাখান করিয়াছেন।

পাবনা জিলার কৈজুরী শ্রীশ্রী৺হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার চতুর্থ বার্ষিকোৎসব বিগত ১৭ই ও ১৮ই চৈত্র বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবোপলক্ষে নগর সঙ্কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ ভোজন, মহোৎসব মনোহর সাহী কীর্ত্তন, কথকতা, বক্তৃতা এবং পণ্ডিত বিদায় ইত্যাদি হইয়াছে। সভার উন্নতি দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি, এবং সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারিণী শঙ্কর বাগচি মহাশয়কে তাহার নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

গত মার্চ মাসে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে মহামণ্ডলের বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা করিয়া প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত—

নিত্য গোপাল চৌধুরী	২৪ পরগনা।
কৈলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	চট্টগ্রাম।
প্রেমচন্দ্র মহাপাত্র	মেদিনীপুর।
সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	নিলফামারি।
গুরুদাস দত্ত	ঐ
সূর্য্যমণি দে	মুন্সেফ।
তারা প্রসন্ন গুহ	রামচন্দ্রপুর।
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ	বোয়া।
হরকিশোর চক্রবর্ত্তী	হাইলাকান্দি।
লক্ষ্মীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"
তারা চন্দ্র ন্যায়রত্ন	শ্রীহট্ট।
শারদা কান্ত গুহ	হাইলাকান্দি।
অম্বিকা চরণ ভট্টাচার্য্য	"
রাজকিশোর চক্রবর্ত্তী	"
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"
মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	করিমগঞ্জ।
রেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য	কায়স্থগ্রাম।
অবনী নাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীহট্ট।
শারদা চরণ চক্রবর্ত্তী	"
কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	কলিকাতা।
জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস	চুনার।
রাখাল দাস কুমার	বেনিয়াপুকুর।
দশরথ কুমার	চুনার।
ডাঃ অমৃতলাল সরকার	কলিকাতা।
কুমুদ নারায়ণ চাটার্জি	চুনার।
শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়	কাশিমবাজার।
পশুপতি গাঙ্গুলি	কুচবিহার।
রজনীকান্ত মুখর্জি	২৪ পরগনা।
মহেন্দ্র লাল ধর	কুকীছারা।
পং বিপিন বিহারী চৌধুরী	হাইলাকান্দি।
ঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরী	বরালিপার।
ভূপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	লালা।
কেদার চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	রূপাছারা।
দুর্গাচরণ কন্দেকর	"
অম্বিকা চরণ দাস	হাইলাকান্দি।
শারদা চরণ দে	লালাছারা।
শ্রীমতী সুরবালা দাস গুপ্তা	পঞ্চখণ্ডদশ।
শ্রীযুক্ত নবকিশোর পাল	শ্রীহট্ট।
অশ্বিনী কুমার ঘোষ	লালাছারা।

গিরিশ চন্দ্র বণিক	লালাছারা।
ভারত চন্দ্র দাস	„
কৈলাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	হাইলাকান্দি।
জয়কিশোর শর্ম্মা	„
রুদ্রকিশোর বর্ম্মণ	„
বনমালী ধর	„
রাজকুমার সেন	„
ঈশান চন্দ্র নন্দি	রূপাছারা।
প্যারীমোহন দে	„
চন্দ্রমাধব রায়	„
সুরেন্দ্র চন্দ্র ধর	সুনাইখাল।
বনমালী বানার্জি	„
ভবানী চরণ পাল	দীমুড়া গ্রাম।
রজনী কান্ত পাল	বরনারপুর।
নবীন চন্দ্র দে	„
সদানন্দ দে	„
ঈশ্বরচন্দ্র দে	„
তারা প্রসন্ন শর্ম্মা	গুনীর বাড়ী।
পূর্ণ চন্দ্র মিত্র	মগরাহাট।
শতীশচন্দ্র রায়	ফরিদপুর।
হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়	টাঙ্গাইল।
অক্ষয়কুমার চাটার্জি	লালা।
মহেন্দ্র মোহন লস্কর	„

গত এপ্রিল মাসে নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে মহামণ্ডলের বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা করিয়া পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত—

জগৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	নিলফামারি।
ভবেশ চন্দ্র রায়	দিনাজপুর।
মন্মুতোষ সরকার	
কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী	কুড়ালী।
যজ্ঞেশ্বর চাটার্জি	মালদা।
জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	বেনিপট্টি।
বসন্ত কুমার সেন	মালুচক।
হরিপদ বসু	মগরাহাট।
নন্দলাল সিংহ	কলিকাতা।
শ্যামাচরণ বেনার্জি মুন্সেফ	শ্রীহট্ট।
নরেন্দ্র কুমার সেন ডেঃ মাঃ	„
রাম তারক বর্ম্মণ্‌	„
ভারত চন্দ্র চৌধুরী	„
প্যারী চরণ নন্দি	শ্রীহট্ট।
সতীশ চন্দ্র দে	„
লোকনাথ দাস	„
ভরত চন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য	„
অশ্বিনী কুমার দাস	„
বিষ্ণু চরণ দে	„
আনন্দ চন্দ্র বেনার্জি	„
রাজ চন্দ্র দত্ত	„
বৃন্দাবন চন্দ্র দত্ত	কাছাড়।
হরিনন্দন রায়	„
রাজেন্দ্র চন্দ্র সেন	„
রাজ মলিক সেন	বিক্রমপুর।
রাম কমল সেন	„
সনৎ কুমার রায়	শ্রীহট্ট।

সতী মোহন দাস	বদরপুর।
বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ঘোষ	"
নন্দকুমার রায়	"
গোবিন্দ প্রসাদ বর্দ্ধন	"
কোটীশ্বর গুহ	"
শ্রীনাথ সাহা	"
দীননাথ মালা ভুঞা	"
কালীকুমার ভট্টাচার্য্য	"
নরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলি	"
বঙ্কু চন্দ্র রায়	"
যজ্ঞেশ্বর দাস	কুকীছাড়া।
অম্বিকা চরণ রক্ষিত	"
কালী কুমার দাস	"
নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	বরুনছারা।
প্যারী লাল দে	মনিপুর।
রাধা গোবিন্দ দাস	"
বৈকুণ্ঠ নাথ দে	"
পদ্ম লোচন মিস্ত্রী	"
নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ধলাই।
রাজ চন্দ্র দাস	"
গগন চন্দ্র দে	"
অকলা সরদার	"
রাম চরণ চক্রবর্ত্তী	বরুণছারা।
গঙ্গাচরণ নাথ	লালা।
কুঞ্জমণি নাথ	বিষ্ণুপুর।
লোচনমণি নাথ	লালা।
নবকিশোর পাহিনী	চন্দ্রপুর।
দর্পনারায়ণ দাস	বিষ্ণুপুর।
নন্দলাল সিংহ	কলিকাতা।

দান প্রাপ্তি।

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে নিম্ন লিখিত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সংরক্ষক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

১। হিজ হাইনেস মহারাজা ইন্দ্র মহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর, জি, সি, এস্. আই, ইত্যাদি ভারত মার্ত্তণ্ড, কাশ্মীর প্রদেশাধিপতি ২৫০৲

সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

১। শ্রীযুক্ত বাবু মোহন সিংহজী অমর সিংহজী মহাশয় ৫৲

২। " মোহন লাল লক্ষণ প্রসাদজী মহাশয় ৪৲

৩। " লালা রামপ্রসাদ মাদারি লালজী মহাশয়, নাগপুর ২৲

৪। " এ, এল, এ, আর, অরুমাচেলাম্ চেটীয়ারজী মহাশয়, জমীদার, দেবকোট, মাদ্রাজ ৩০৲

বিশেষ সহায়তা খাতে।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তুলসী রামজী মিশ্র মহাশয়, গহন্দী ১৲

২। „ জয় জয় রামজী মহাশয়, রইস, সরায় প্রয়াগ ১১৲

মাং পং গৌরীশঙ্কর অগ্নিহোত্রী, উপদেশক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

সাধারণ সভ্য খাতে।

১। বার্ষিক সহায়তা ৩৲

মোট ৩৫৪৲

দান প্রাপ্তি।

নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ ইং ১৯০৮ মার্চ মাসে সহায়তা প্রদান করিয়াছেন।

সংরক্ষক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা ইন্দ্র মহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর জি, সি, এস, আই, ভারত মার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি ২৫০৲

প্রতিনিধি মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহজী বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মিথিলাধিপতি প্রধান সভাপতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল ৩০০৲

শ্রীল শ্রীযুক্ত মান্যবর রাজা বলবন্ত সিংহজী বাহাদুর সি, আই, ই, আওয়াগড়াধিপতি ২৫০০৲

সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

এ, এম, এ, আর, অরুণাচেলম্ চেটিয়ারজী মহাশয় জমিদার, দেবকোট, মান্দ্রাজ ৩০৲

বিশেষ সহায়তা খাতে।

মাং পং কানাইয়া লালজী ধর্ম্মোপদেশক ১২৲

দং শ্রীমতী সং ধং সভা আজমগড় ৫৲

শ্রীযুক্ত লালা ঠকুরামজী মহাশয় মন্ত্রী সং ধং সং হোসিয়ারপুর ৫৲

শ্রীযুক্ত লালা অযোধ্যা প্রসাদজী ১৲

শ্রীযুক্ত পং জগন্নাথজী মহাশয় ১৲

শ্রীযুক্ত লালা জ্বালা প্রসাদজী মহাশয় কোশাধ্যক্ষ সং ধং সভা বসবন্ত নগর ২৫৲

শ্রীযুক্ত পং তুলালালজী মহাশয়, মুলতান ৫৲

শ্রীযুক্ত শশিধর নারায়ণ ঝা মন্ত্রী ভং পং সভা পড়কা ৪৲

সাধারণ মেম্বরী খাতে ১৩৩৸৶০

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৮শ ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ভাদ্র। | সন্ ১৩১৫ সাল। ইং ১৯০৮ খৃঃ।

সাধন-পঞ্চক।

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাম্।
তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ কামে মতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তাম্।
আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥ ১॥

হে মুমুক্ষু! কর নিত্য বেদ অধ্যয়ন,
বেদের বিহিত কর্ম্ম কর সম্পাদন।
কৃতকর্ম্ম-ফল কর ঈশ্বরে অর্পণ,
কর্ম্মের আরম্ভে কর বাসনা বর্জ্জন।
পূর্ব্বকৃত পাপ যত কর প্রক্ষালন,
বৈষয়িক সুখে কর দোষ অন্বেষণ।
যতকিছু কর্ম্ম, কর আত্মইচ্ছা মতে,
শীঘ্র বিনির্গত হও নিজ গৃহ হ'তে॥ ১॥

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাম্।
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।

সদ্বিদ্বানুপসর্পতাম্ প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাম্।
ব্রহ্মৈকাক্ষরর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্য সমাকর্ণ্যতাম্ ॥ ২ ॥

নিত্যবাস বাঞ্ছা কর সহিত সজ্জন,
ভগবানে দৃঢ়া ভক্তি করহ স্থাপন।
শমাদি গুণ সঞ্চয়ে হও সযতন,
কাম্যকর্ম্ম যত দেও আশু বিসর্জ্জন,
আত্মজ্ঞানী পুরুষের কর উপাসনা,
প্রতিদিন কর তাঁর চরণ বন্দনা।
প্রণবের অর্থ সদা করহ চিন্তন,
সদাই শ্রবণ কর বেদের বচন ॥ ২ ॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষাঃ সমাশ্রীয়তাম্।
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।
ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতাম্ অহরহগর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাম্।
দেহেঽহম্মতিঃ সজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

দার্শনিক ভাবে কর বাক্যের বিচার,
কর সমাশ্রয় যাহা বেদান্তের সার,
বৃথা তর্ক ত্যাজ, যাহা বেদ প্রতিকূল,
করহ সে তর্ক যাহা বেদ অনুকূল,
"আমি ব্রহ্ম" সদা ইহা করহ চিন্তন,
অভিমান পরিত্যাগ কর সর্ব্বক্ষণ,
পরিহর আত্মবুদ্ধি অনিত্য দেহেতে,
বাদ না সাধিহ কভু পণ্ডিত সহিতে ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাম্।
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেণ সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং ন তু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্।
ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

চিকিৎসা করহ ক্ষুধারূপ ব্যাধি তরে,
সেবা করি প্রতিদিন ভিক্ষা ঔষধেরে।

সুস্বাদু অন্নের হেতু ক'রোনা প্রার্থনা,
বিধিবশে প্রাপ্ত খাদ্যে হও তুষ্টমনা।
সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য কর,
বৃথা বাক্য উচ্চারণ সদা পরিহর।
ঔদাসীন্য বাঞ্ছা কর সর্ব্বকার্য্যে সদা,
ত্যজ, লোক-প্রতি কৃপা আর নিষ্ঠুরতা॥ ৪॥

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্।
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্।
প্রাক্‌কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃশ্লিষ্যতাম্।
প্রারব্ধন্ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্॥ ৫॥

আশ্রয় করহ সদা জনশূন্য স্থান,
পরব্রহ্ম প্রতি কর চিত্ত সমাধান।
পূর্ণ আত্মা রূপে ব্রহ্মে কর দরশন,
জগতে ব্যাপিত তিনি করহ চিন্তন,
সঞ্চিত অদৃষ্ট যাহা নাশ কর জ্ঞানে,
অসংশ্লিষ্ট থাক ভাবী অদৃষ্ট গঠনে,
প্রারব্ধ করহ ভোগ ওহে মতিমান্।
ব্রহ্মস্বরূপেতে সদা কর অবস্থান॥ ৫॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ,
সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোরতাপঃ
প্রশান্তি মুপযাতি চিতি প্রসাদাৎ॥

প্রতিদিন পঞ্চশ্লোক যে করে পঠন,
স্থিরচিত্তে করে সদা অর্থের চিন্তন;
সংসার জ্বলন তার হয় প্রশমিত,
সহজেই হয় তার সুপ্রসন্ন চিত্ত॥

শ্রীসঞ্জীবন গুপ্ত।

ভক্তি।

স্বামী দয়ানন্দজী বিরচিত।

(ক্রমানুগত)

অনুরাগের দ্বিতীয় ভাবের নাম সখ্যাসক্তি। এ অবস্থায় ভক্ত "তিনি আমার সখা, তিনি আমার প্রাণ" এই ভাবে তাহার প্রাণধনকে অন্তরঙ্গ করিয়া তুলে। তাহার অন্য চিন্তা, অন্য কার্য্য দূরে যায়, থাকে কেবল প্রিয়তমের আনন্দ বিষয়ক প্রাণপণ চেষ্টা ভক্ত তাঁহার সহিত লৌকিক ভাবে উপহাস করে, ক্রীড়া করে, কাঁধে চড়ায়, কাঁধে চড়ে। মনোরম বস্ত প্রাণসখা যদি পছন্দ করেন তবেই ভাল, উপাদেয় সামগ্রী তিনি যদি গ্রহণ করেন তবেই গ্রাহ্য। তাঁহার মুখ মলিন হইলে জগৎ অন্ধকার হয়, তাঁহার হাসিতে জগৎ আলো। বৃন্দাবন রম্য, ব্রজকিশোরের লীলা ভূমি বলিয়া। যমুনার জল ভাল, "কেলে-সোনা" যে ভাল বাসেন। তাঁহার সুখেই সুখ, তাঁহার দুঃখেই দুঃখ, তাঁহার অদর্শনে জীবন্মৃত। শ্যামচাঁদ হৃদয়াকাশ অন্ধকার করিয়া মধুপুরে চলিয়া গিয়াছেন। গোকুল বিসাদে আকুল হইয়াছে। কই, বৃন্দাবনে ত আর শ্রীদাম সুদামের প্রমোদ কানন নাই। "কালশশী"র বাঁশীর গানে গগন ত আর নিনাদিত হয় নাই। গাভীগণ উৰ্দ্ধপুচ্ছে হাম্বারবে গোষ্ঠে ত আর যায় না। কোকিলের কুহুরব নীরব হইয়াছে। বিষাদে প্রকৃতি শ্রীহীনা হইয়াছেন। প্রিয় বিরহে ভক্তের এইরূপই বোধ হইয়া থাকে। কেন হইবে না? উভয়ে যে প্রাণের বন্ধন!

সাধবো হৃদয়ং তস্য সাধুনাং হৃদয়ং হি সঃ।
তদন্যতে ন জানন্তি ন তেভ্যঃ স মনাগপি॥

রামশশী বনবাসী হইলেন, তাঁহার নীল কলেবর জটাবল্কল ভূষিত হইল, দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও রাজভোগ ত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীর বাসী ও ফলমূলভোজী হইলেন। প্রাণসখা ভক্তচূড়ামণি গুহকের আর সহ্য হইল না। তিনিও জটা বল্কলধারী বনবাসী হইলেন। অশ্রুনীরে বক্ষ ভাসিতেছে, আর বলিতেছেন "মিতে রে, আমার হৃদয় বড়ই পাষান, তোর দুঃখ দেখিয়া এখনও বিদীর্ণ হইল না!" অনুজ লক্ষণ নীচ সম্বোধনে অসন্তুষ্ট হইলেন; ভাবগ্রাহী, ভক্তাধীন রঘুনাথ বলিলেন :—

কার প্রাণ নাশন করিস্‌রে ভাই লক্ষণ
মিতের আমার কোন অপরাধ নাই।
ও যে প্রেমে ওরে হাঁরে বলে গো আমারে
আমা বই আর মিতে কারে জানে নাই॥

ভক্ত ভগবানের জন্য যেমন ব্যাকুল, ভক্তের জন্য তিনি তেমনই ব্যাকুল। তাঁহার দুঃখ ভক্ত সহ্য করিতে পারে না। তাঁহার অঙ্গে কুশবিদ্ধ হইলে তাহার বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হয়। সে প্রাণপণে তাঁহার সুখ সাধন করিতে চেষ্টা করে। একবার অর্জ্জুনের ভক্তাভিমান হইয়াছিল। ভগবান তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, পথিমধ্যে একটি লোক একখানি তরবারি হস্তে করিয়া গলিত পত্র ভক্ষণ করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল "আমি এই তরবারিতে তিন জনের প্রাণ বিনাশ করিব। প্রথম অর্জ্জুনকে কাটিব, সে আমার সখাকে সারথি করিয়া বড় কষ্ট দিয়াছে! দ্বিতীয় প্রহ্লাদকে কাটিব, সে আমার প্রিয়তমকে বিষপান করাইয়াছে! তৃতীয় বলিকে কাটিব, সে আমার প্রাণধনকে তাহার দ্বারে দ্বারী করিয়াছে! তদেকপ্রাণ ভক্তের ভাব এই রূপই হইয়া থাকে। দুটি প্রাণ যেন একসূত্রে বাঁধা।

অনুরাগের তৃতীয় ভাবের নাম বাৎসল্যাসক্তি। ভগবান জগতের পিতা, যোগীগণ যোগাসনে বসিয়া কঠোর সাধন বলেও যাঁহার করুণা কণা লাভ করিতে পারেন না, এরূপ জ্ঞান থাকাতেও রাগের এমনই মধুর বৈচিত্র যে ভক্ত মনে করে "ভগবান আমার পুত্র, আমার স্নেহের নিধি, প্রাণ প্রিয়তম, বুক জুড়ান ধন। নিরানন্দ ময় সংসারে একমাত্র আনন্দের নিদান।" এই ভাবেই সে দিবানিশি মগ্ন হইয়া থাকে। কিসে তাহার বাছার সন্তোষ হয়, কোন্ জিনিস তাহার প্রিয় ভোগ্য, কোন্ সাজে সাজিলে তাহাকে সুন্দর দেখায়, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। গোপাল হাসিলে যশোদার আর আনন্দ ধরে না, তাঁহাকে কি খাওয়াইবেন, কি পরাইবেন খুজিয়া পান না। গোপাল বড় দুষ্ট, সকলের বাড়ীর নবনীত, দুগ্ধ চুরী করিয়া ভক্ষণ করে, পাড়ার লোকে যশোদার নিকট তাহার নামে কত কথাই বলিতেছে; যশোদা স্থির করিলেন আজ গোপালকে তিরস্কার করিব। কিন্তু কই তাহার মুখ দেখিলে সব ভুলিয়া যান। তাহার অদর্শনে জগৎ শূন্য বোধ হয়, তাহার দুঃখে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়। গোপাল কালিন্দীনীরে ডুবিয়াছেন, গোকুলে শোকানল প্রজ্বলিত হইল। সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে কালিন্দীহ্রদ পানে ধাবিত হইলেন। দুষ্টনিসূদন ভগবান কালীয় দমন করিয়া তীরে আসিলেন। তীব্র বিষধর কালীয় নাগকে শ্রীকৃষ্ণ দমন করিলেন, তবে তাঁহার গোপাল কি জগৎপাতা মধুসূদন! এ চিন্তা যশোদার ক্ষণকালের জন্য আসিল। কিন্তু পুত্রের মুখ দেখিবা মাত্র সব ভুলিয়া গেলেন গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন "আহা দুষ্ট-সর্প আমার বাছাকে না জানি কতই যাতনা দিয়াছে!" রাগের এমনই মধুর ভাব যে, ইহার স্রোতে অন্য ভাব বালির বাঁধের মত ভাসিয়া যায়। গোপাল মাটি খাইয়াছেন, বলরাম বলিয়াছে। যশোদা তাঁহার মুখ দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু কি দেখিলেন, তাঁহার আস্তবিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! সে ত তাঁহার পুত্র নয়; সে যে বিরাট ব্রহ্ম, যশোদা স্তব করিতে গেলেন। কৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন "মা আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" অমনি যশোদার স্নেহ

সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, আর সব ভুলিয়া গেলেন। তিনি যে ভগবানকে পুত্র ভাবে দেখেন, তাঁহার এ ভাব থাকিবে কেন? এই ভাবে বিভোর হইয়াই ভক্ত বলিতেছেন:—

এহি এহি বৎস নবনীরদ কোমলাঙ্গ
চুম্বামি মূর্দ্ধনি চিরায় পরিষ্বজে ত্বাম্।
আরোপ্য বা হৃদি দিবানিশমুদ্বহামি
বন্দেঽথবা চরণপুষ্করকদ্বয়ং তে॥

লীলাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোলায় শয়ন করিয়া আছেন। পিতা নন্দ তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন তাঁহার দিব্যজ্যোতিপূর্ণ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন যুক্ত চরণ দুখানি একনেত্রে দেখিতেছেন, ও তাঁহার অলৌকিক কার্য্যসমূহ স্মরণ করিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল এ ত তাঁহার পুত্র নয়, এ যে জগৎপিতা! এই ভাবিয়া তাঁহার চরণে প্রণতি পূর্ব্বক স্তব করিতে গেলেন। চক্রী ভগবান দেখিলেন, পিতার দীব্যজ্ঞান হইয়াছে, অমনই রোদন করিয়া উঠিলেন "বাবা আমার বড় ভয় পাচ্ছে।" কই নন্দের সে ভাব কোথায় গেল, তিনি তখনই বলিলেন "কেন ভয় কি? আমি ত তোমার কাছে আছি।" এই ভাবে ভক্ত মাতিয়া থাকেন, আর সেই হৃদিমন্দিরবিহারী হরির সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় তদ্রসে মগ্ন হইয়া থাকেন।

অনুরাগের চতুর্থ ভাবের নাম কান্তাশক্তি। পতিপ্রাণা সতী যেমন ত্রিভুবনে তাঁহার পতি ভিন্ন আর কিছু জানে না, যেমন পতি সেবাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়, এ অবস্থায় ভক্তেরও এইরূপ ভাব হইয়া থাকে। ভগবান তাঁহার প্রিয়ভক্তদের লক্ষণ বর্ণন সময় বলিয়াছেন:—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

তদ্গতপ্রাণ ভক্তেরও ঠিক এই ভাব হয়। তাহার মনোভৃঙ্গ দিবানিশি তচ্চরণেই বিলীন থাকে। তাহার প্রাণ হরিপদপঙ্কজেই বিক্রীত হইয়া থাকে। এরূপ ভক্তের নিকট তাহার প্রভুর সামান্য বস্তুও আদরণীয় হইয়া উঠে। সে প্রিয়তমের বস্ত্র খণ্ডও ভালবাসে। এরূপ ভক্তই সর্প আসিলে বলিতে পারে "এস সর্প, তুমি আমার প্রভুর নিকট হ'তে এসেছ, দংশন করিয়া যাও।" কান্তাসক্তির এ মধুর ভাব ব্রজগোপিকাগণের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, ব্রজবালাগণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদ বাক্য বিচারও করে নাই, কিন্তু কেবল অনন্যভক্তিযোগ বলেই ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছিল। তাহাদের নিঃস্বার্থ ভগবদনুরাগ, অলৌকিক আত্মবলিদান জগতে অতুলনীয়। এবতারা অনন্ত অনুরাগ হৃদয়ে লইয়া মনতরী শ্যাম প্রেমনীরে ভাসাইয়াছে, আশার নিদান শান্তি নিকেতন কেবল সেই বিরহন। তাহারা মান, সম্ভ্রম, কুল, গোকুল বিসর্জ্জন দিয়াছে,

অকূল কাণ্ডারী যে তাহাদের হৃদয়ের রাজা; বাস, ব্রজবাস চাহে না, পীতবাস যে হৃদয়ে বাস করিতেছেন। সেই শ্যামের বাঁশী—যে বাঁশীর মধুর তানে বৃন্দাবনে আনন্দ লহরী ছুটিত, বন্য পশুগণ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিত, সেই বাঁশীর উন্মাদিনী রাগিণী তাহাদের প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে, তাহারা কি আর সংসারে থাকিতে পারে? চাতকিনী জলধরধ্বনি শুনিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে? লোকনিন্দা বিকট হাসি হাসুক, বিরহ বজ্রানল হৃদয় কানন শ্মশানে পরিণত করুক, তথাপি লক্ষ্য সেই রাসবিহারী কৃষ্ণচন্দ্র—তাহারা আর কিছু চাহে না। এই ভাবে মুগ্ধ হইয়াই ভগবান তাহাদের দাস হইয়াছিলেন, এবং এই ভাবে মুগ্ধ হইয়াই তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন:—

তামন্মনস্কা মৎপ্রাণাঃ মদর্থেত্যক্তদেহিকাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে-তান্বিভর্ম্যহম্॥
ময়িতাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠবিহ্বলাঃ॥
প্রধারয়ন্তি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন সন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকা॥

ইহাতে যেন কেহ না মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিগণের অনুরাগ সামান্য লৌকিক নায়ক-নায়িকা-প্রেমের ন্যায় ছিল। ভক্তিদর্শন বলে "মাহাত্ম্য জ্ঞানসাপেক্ষম্" "তদভাবে জারবৎ"। ঈশ্বর-মাহাত্ম্য-জ্ঞান বিহীন যে সাধারণ প্রীতি তাহা জারানুরাগতুল্য এবং গোপিগণের যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্-জ্ঞান ছিল, তাহার পরিচয় শাস্ত্রে বিস্তর পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী গোপিনীগণের মুখে "পতিতপাবন, লীলাময়, জগদীশ, হরি," "ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোহভিজাতঃ" "ন খলু গোপিকানন্দনোভবানখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্" প্রভৃতি গুণানুবাদ শুনিয়া সহজেই তাহাদের শ্রীকৃষ্ণে মহত্ত্ববুদ্ধির-বিষয়ে নিশ্চয় হয়।

দেবর্ষি নারদ বলেন "তদ্বিস্মরণাৎ ব্যাকুলতাপ্তৌ"। অনুরাগে বিরহ প্রকৃত ভাবের পরিচায়ক এবং এই ভাব শ্যামসোহাগিনী গোপিনিগণের মধ্যে পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয়। কালশশী বিষাদ কালিমায় গোকুল অন্ধকার করিয়া মধুপুরে চলিয়া গিয়াছেন। গোপললনাগণের বিরহবহ্নি ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। হে নবীন নীরদ বরণ, হৃদয়রঞ্জন, বনমালি! তুমি আমাদিগকে অকূলপাথারে ভাসাইয়া কোথায় চলিয়া গেলে! আমাদের মন প্রাণ যে তোমারই চরণে বিক্রীত, আমরা জগতে তোমা বই আর যে কিছু জানি না, তোমারই

চরণতরী ভরসা করিয়া আমরা যে কলঙ্কসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি! হে নটবর হরি! যে পূর্ণ শশধর রাসলীলায় কত আনন্দই দিয়াছিল, সে চাঁদের কিরণ যে আজ গরলবর্ষণ করিতেছে! যে বনমালা তোমার গলে কত শোভাই ধরিত, সে যে এখন কালভুজঙ্গিনী হইয়া দংশন করিতেছে! হে মুরলী-মোহন! যে কুহুতান তোমার বাঁশীর গানের মধুরিমা বৃদ্ধি করিত, সে যে এখন সময় পাইয়া বিদ্রূপ-স্বরে শোকানলে আহুতি দিতেছে! আমাদের হৃদয় বড়ই পাষাণ, তাই এখনও তোমার বিরহে বিদীর্ণ হইল না। শশী অস্ত গেলে জ্যোৎস্না কি কখন থাকিতে পারে, প্রদীপ নিভিলে ছায়া কি কখন থাকে! বিরহ বিধুরা গোপিনীগণ উন্মাদিনী হইয়াছেন। পবনকে বলেন "হে পবন তুমি না কি শব্দবহ, আমাদের দুখবার্ত্তা শ্যামকে গিয়া জানাও' হে ময়ুর ময়ূরী শ্যাম, যে তোমাদের বড় ভাল বাসিতেন, তোমরা কি তাঁহার সংবাদ জাননা? হে যমুনে! তব পুলিনে কৃষ্ণ-চন্দ্র যে কত লীলাই করিয়াছেন; আজ আমাদের দুখকাহিনী তাঁহাকে গিয়া বল!" ভগবৎপ্রাণ গোপললনাগণের চিত্তবিনোদনের উপায় আর কি আছে! তাঁহার চিত্রপট হৃদয়ে ধারণ, তৎপ্রিয় বস্তু সকলের যত্নে রক্ষা, তৎসাদৃশ্যযুক্ত বস্তুর আদর, তাঁহার আশাবাণীতে বুক বাঁধিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও দীর্ঘকালের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিল। এ ভাবের পূর্ণত্ব রাধিকানুরাগেই লক্ষিত হয়। প্রাণ প্রিয়তম চলিয়া গিয়াছেন, রাধিকা আর বাঁচিতে চাহেন না। বলিতেছেন "সখি! শ্যামবিরহে আমার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া শ্যামোদ্দেশে উড়িবে! আমি মরিলে তোমরা আমায় পোড়াইওনা, কৃষ্ণ বিচ্ছেদাগ্নিতে আমার অঙ্গ পুড়িয়া আছে! আমার দেহ তমালের ডালে তুলিয়া রাখিও। আমি তমাল বড় ভাল বাসি; আমার কৃষ্ণ কাল, তমাল কাল, তাই তমাল ভাল বাসি!" যখন ভক্তহৃদয় ভগবানের জন্য এরূপ ভাবে ব্যাকুল হয়, তখনই কান্তাসক্তির পূর্ণতা হয় আর তখনই ভক্তশ্রেষ্ঠ আত্মনিবেদন নামক আসক্তির রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন "আত্মরত্যৌ অবিরোধেন"। ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, প্রেমের পবিত্র অনলে জীবনের সমস্ত স্বার্থ বাসনা আহুতি দিয়া ভক্ত যখন নিশিদিন আত্মারাম হইয়া থাকিতে পারে তখনই এ ভাবের আস্বাদ পায়। এ ভাবের উদয়ে মায়ার বন্ধন শিথিল হয় এবং ভক্ত ক্রমশঃ ভগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি করিতে থাকে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন:—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎপার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ ॥

এই ভাবে ভগবানের শরণ লইলে মুক্তিরপথ সহজেই পরিষ্কৃত হইয়া যায়। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যদি তাঁহার সেবায় বায়িত না হইল, তবে জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? ভস্ত্রা ও কি শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে না? রসনা যদি নাম রসাস্বাদ না করিল, তবে তাহাতে কাজ কি; পশুরও ত রসনা আছে? শ্রবণ যদি তদ্‌গুণগান শ্রবণ না করিল, তবে তাহাতে বাজ পড়ুক না? এইরূপে ভক্ত কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হয়। সে বলে "তবৈবাহং ভগবন্" "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথা তথাপি বা।
ভগবংস্তব পাদপদ্মযোরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥

নদীবক্ষে ভাসমান তরণী অয়স্কান্তগিরি সমীপে আসিলেই তৎপ্রোথিত লৌহশলাকা সকল শিথিল হইয়া যেমন তরণী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, তেমনই ভাব সমুদ্রে ভাসমান মনতরী যখন ভাবময় ভগবান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, তখনই অবিদ্যা অহঙ্কার বন্ধন ছিন্ন হয়, এবং ভক্তহৃদয় ভাবসাগরে উন্মজ্জন নিমজ্জন সুখ অনুভব করিতে থাকে। স্বাতি নক্ষত্রের একবিন্দু বারি লাভে সমুদ্রশুক্তি যেমন অতল জলে চলিয়া যায়, ভক্ত তেমনই ভগবানের কৃপাবিন্দু লাভে কৃতার্থ হইয়া মনপ্রাণ তাঁহাতেই সমর্পণ করে। লীলাময় হরি ছল করিয়া বলির ত্রৈলোক্যাধিকার হরণ করিলেন, কৈ ভক্তচূড়ামণি বলিরাজের ত তাহাতে দুঃখ হইল না; তিনি সানন্দ হৃদয়ে নিজের মনপ্রাণ দেহ পর্য্যন্ত সেই বিশ্বরূপের চরণে অর্পণ করিয়া পাতালবাসী হইলেন। এই জন্যই ভক্তাধীন ভগবান তাঁহার চিরদাস এবং তিনিও তাঁহার চিরানুগত। অনুরাগের এমনই মধুর ভাব।

ক্রমশঃ—

একখানি পুরাতন দর্শনের আবিস্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪২। ততো দৈবী ক্রিয়ানিষ্পত্তিশ্চ।

উহাদিগের দ্বারা দৈবী ক্রিয়াসমূহের সম্পাদনও হইয়া থাকে।

৪৩। তিস্রোদেবতাঃ।

দেবতা প্রধানতঃ তিনটি।

৪৪। ত্রয়স্ত্রিংশৎ ততঃ প্রভূতা অপি কার্য্য বৈলক্ষণ্যাৎ।

কার্য্য বৈলক্ষণ্যানুসারে ইঁহারা তেত্রিশ ও বহু।

৪৫। চিৎ সৎ প্রাধান্যাৎ দেব দেব্যৌ।

চিৎ ও সৎ ভাবের প্রাধান্যতা হইতে দেব ও দেবী এই দুই প্রকার ভেদ হইয়াছে।

৪৬। সাক্ষাৎ পরোক্ষ শক্তিভির্নিত্য নৈমিত্তিকে।

ইঁহারা সাক্ষাৎ শক্তি দ্বারা নিত্য ও পরোক্ষ শক্তি দ্বারা নৈমিত্তিক।

৪৭। নৈমিত্তিকানামাবির্ভাব তিরোভাবাচবতারবৎ।

অবতারের ন্যায় নৈমিত্তিক দেব দেবী সকলের আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া থাকে।

৪৮। শ্রদ্ধামূলকৌ।

এ সকলই শ্রদ্ধা মূলক।

৪৯। তথাত্বমুপাসনায়া নিরবলম্বন সাবলম্বনাত্মিকায়াঃ

উহার আশ্রয়ে উপাসনা নিরবলম্বন ও সাবলম্বন রূপে দুই প্রকার।

৫০। স্বরূপ প্রকাশিকা ব্রহ্মোপাসনাদ্যা :

ব্রহ্মোপাসনা স্বরূপ প্রকাশক ও আদি।

৫১। তত্ত্ব ভেদাৎ পঞ্চধা সগুণাদ্বিতীয়া।

পঞ্চ প্রকৃতি ভেদে সগুণ উপাসনা পঞ্চ প্রকার হইয়াছে ও ইহারা দ্বিতীয়।

৫২। অন্যা চ।

অপর উপাসনাগুলিও সাবলম্বন।

৫৩। লৌকিকালৌকিকভেদাদবলম্বনং দ্বিধা।

এই অবলম্বন লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার।

৫৪। ভক্তিমূলোপাসনা।

ভক্তি উপাসনার ভিত্তি।

৫৫। সামহৎকৃপয়া ভগবৎকৃপালেশাদ্বা।

এই ভক্তির অলৌকিক অধিকার সাধুদিগের কৃপায় অথবা ভগবৎ কৃপায় লাভ হইয়া থাকে।

৫৬। মহৎ সঙ্গো দুর্লভোঽমোঘোবিচিত্রশ্চ।

সাধুসঙ্গ দুর্লভ অমোঘ এবং বিচিত্র।

৫৭। সতৎকৃপয়ৈবেতি নারদঃ।

মহর্ষি নারদের মতে ভগবৎ কৃপায়ই সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫৮। অহঙ্কারনিরোধাদিতি শাণ্ডিল্যঃ।

মহর্ষি শাণ্ডিল্যের মতে অহঙ্কার নিরোধ করিলে সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫৯। দৈন্যাদিতি দ্বৈপায়নঃ।

মহর্ষি ব্যাসের মতে দীনতা দ্বারা সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬০। তস্মিন্ তজ্জনেঽভেদ সিদ্ধান্তঃ।

ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, ভগবান ও ভগবানের ভক্তিতে কোন প্রভেদ নাই।

ইতি স্থিতিপাদঃ॥*

* দর্শনের পুস্তক খানি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, সুতরাং ইহার অন্যান্য পাদগুলি আর ধর্ম্ম প্রচারকে প্রকাশিত হইবে না। যাঁহারা মূল সংস্কৃত এবং বিস্তৃত ভাষা টীকা সমন্বিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ লইতে চাহেন, তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক "নিগমাগম পুস্তক ভাণ্ডার কাশী" এই ঠিকানায় পত্র দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে বিশেষ সুবিধায় পাইবেন।

বৃহস্পতিকল্প ৺হলধর তর্কচূড়ামণি।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

৭। চরিত্র ও ধর্ম্ম-প্রবণতা।

একাধারে অনেক গুণ থাকা অনেকের পক্ষে সম্ভবে না। তর্কচূড়ামণি মহাশয় যেমন এক দিকে অসাধারণ বিদ্বান ও জ্ঞানি ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার জীবন পবিত্রতায় পূর্ণ থাকাতে মধুময় হইয়াছিল। তিনি সকলেরই সহিত সদালাপ করিতেন। কোন ব্যক্তির প্রতি তিনি কখনও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। অধিক কি বলিব, চণ্ডালাদি হীন জাতীয় ব্যক্তিকেও তিনি মধুর বাক্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। বালকদের প্রতি তিনি তাচ্ছিল্য-ভাব দেখাইতেন না। তাঁহাদের প্রশ্ন সকল তিনি আগ্রহের সহিত শুনিতেন, এবং সহাস্য মুখে তাহার সদুত্তর দিতেন। ফল কথা এই যে, তাঁহার সদ্ব্যবহারে ও মিষ্ট কথায় সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিল।

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। যখন তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া পূজা করিতে বসিতেন, তখন তিনি এপ্রকার একাগ্র চিত্ত হইতেন যে, বাহিরের

কোনও শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইত না। সে সময়কার ভাব দেখিলে নাস্তিক ব্যক্তিরও মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার হইত। একটী ঘটনা হইতে তাঁহার ধর্ম্ম ভাব বিশদরূপে প্রতীয়মান হইবে। তাহা এই:—

তাঁহার পাঠ্যাবস্থায়, কুলোকের পরামর্শে তাঁহার পিতামহ কর্ত্তৃক তাঁহার পিতা, পৈত্রিক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের পিতৃব্য ঐ পৈত্রিক বিষয় অধিকার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার পরিজনগণ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মন তদ্ জন্য বিচলিত হয় নাই। কি শাস্ত্র অধ্যয়নে কি পূজা পাঠে তাঁহার কোনও ত্রুটী লক্ষিত হয় নাই। প্রাচীন কালে ঋষিগণ যেমন গঙ্গাতীরে অথবা সমুদ্রের বেলা ভূমিতে উপবেশন করিয়া নৈসর্গিক শোভা দেখিতে দেখিতে আত্ম হারা হইয়া পরব্রহ্মে লগ্ন হইতেন, ঋষিকল্প তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও প্রতিদিন ভাগীরথীতে প্রাতঃস্নান করত পবিত্র হইয়া, একটী জনশূন্য জীর্ণ ঘাটে উপবেশন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেন। সে সময় তাঁহার বক্ষস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইত। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহার পিতৃব্য মহাশয়, যিনি অন্যায় করিয়া, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পৈত্রিক বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, উক্ত ঘাটে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পত্নীর নিকটে বলিয়াছিলেন যে, হলধরের চণ্ডী পাঠ সময়ে তাহার যে প্রকার ভক্তির ভাব দেখিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, কথিত সম্পত্তি আমাদের ভোগে আসিবে না। সমুদয়ই হলধরের হইবে। এই উক্তিটী পরে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল।

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কিছুমাত্র বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। কত বড় বড় লোক তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। তিনি তাঁহার সামান্য কুটীরে তাঁহাদিগকে স্থান দিতেন। পর উপকার তাঁহার জীবনের একটী মহাব্রত ছিল। তিনি নিজসুখ উপেক্ষা করিয়া অপরের দুঃখ মোচনে সর্ব্বদা বদ্ধ-পরিকর থাকিতেন। বৈরাগ্য-ভাব তাঁহাতে প্রবল ছিল। তিনি সর্ব্বদা পার্থিব সম্বন্ধের নশ্বরতা উপলব্ধি করিতেন। নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটীর দ্বারা উহা প্রতীয়মান হইবে।

বৃদ্ধাবস্থায়, অসমর্থ জন্য তিনি সন্ধ্যার পর তাঁহার চতুষ্পাঠীতে যাইতে পারিতেন না। তাঁহার কয়েকজন ছাত্রকে তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া পড়াইতেন। সে ঘরটী ভাল অবস্থায় না থাকাতে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে তাহা সংস্কার জন্য অনুরোধ করাতে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—তুমি অবগত আছ যে, শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীদের অবস্থিতির জন্য স্থানে স্থানে চটি আছে। পথভ্রমণের পর, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও ভোজনের পর তাহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন জন্য চটি ত্যাগ করিয়া দ্রুত বেগে গমন করে। একদা কোন যাত্রী সন্ধ্যার সময় এবম্প্রকার এক চটিতে বিশ্রাম জন্য অবস্থিতি করিল। চটিটী জীর্ণাবস্থায় ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টিধারা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পথিক ঘরের একবার এদিক একবার ওদিক করিতে লাগিলেন ও

যে স্থানে জল পড়ে না সেই স্থানে গমণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে রাত্রি জাপন করিয়া, প্রভাত হইবা মাত্র, ঠাকুর দর্শন জন্য যাত্রা করিলেন। তখন কি তাঁহার সে চটি ঘর সংস্কারের চেষ্টা হয়? আমরা স্বর্গধামের যাত্রী, মহাদেবী দর্শন আমাদের লক্ষ্য। এই কুটীর আমাদের চটি। ইহার সংস্কারে ব্যস্ত থাকা কি উচিত? রজনী ত প্রভাত হয়, এক্ষণ দেবতা দর্শন জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

৮। বদান্যতা।

যে মহোদয়ের অন্তর ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত ছিল, তিনি যে অপরের হিত সাধনে ও দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে বদ্ধপরিকর হইবেন না, এরূপ হইতে পারে না। তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিশেষ ধন সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু, তাঁহার গৃহে যত অতিথি আসিতেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে যথা সাধ্য সৎকার করিতেন। তৎকালে, রেলওয়ে না থাকাতে, উত্তর পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসীগণ ৺ গঙ্গাসাগর যাইবার সময়, কোন বৎসর দুই শত, কোন বৎসর তিন শত উপস্থিত হইতেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়, আবশ্যক মত তাঁহাদের ভোজনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রীতি মত তাঁহাদের সেবা করিতেন। এক বৎসর এরূপ ঘটিয়াছিল যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হাতে কিছু টাকা ছিল না। এমন সময়ে প্রায় দুই শত অভুক্ত সন্ন্যাসী রাত্রি যোগে তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কোন রূপে টাকার আয়োজন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর একগাছি স্বর্ণ বলয় লইয়া তাহা বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া, সন্ন্যাসীদের সৎকার করিলেন।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রতি বৎসর সমারোহ পূর্ব্বক শারদীয়া পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতিও উত্তম রূপে সমাধা করিতেন। প্রতি বৎসর, তাঁহার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধও সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভট্টপল্লীস্থ যাবতীয় ব্যক্তিকে উত্তমোত্তম সামগ্রী দ্বারা ভোজন করাইতেন। পিতৃ, মাতৃ শ্রাদ্ধ বা কন্যার বিবাহ জন্য দায় গ্রস্ত হইয়া যাঁহারা তাঁহার কাছে আসিতেন, তিনি সাধ্য মত তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিতেন।

৯। পরলোক গমন ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা।

তাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, ধর্ম্মভাব ও বদান্যতা সম্যগ্‌রূপে দেখাইয়া, তর্কচূড়ামণি মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ইহলোক হইতে অবসৃত হইবার সময় সন্নিকট। এই নিমিত্ত তিনি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিব প্রসন্নের শুভ বিবাহ এবং দ্বিতীয় পুত্র যজ্ঞপতির উপনয়ন সংস্কার দিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ১২৫৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভেই বিবাহ ও উপনয়নের দিন স্থির করিলেন। দুইটী দিনে অধিক ব্যবধান না থাকাতে, এক আয়োজনেই দুই কার্য্যে ব্রাহ্মণাদি ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী আপত্তি করাতে, চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন যে, যদ্যপি তোমার, যজ্ঞপতির উপনয়ন অন্য দিনে সমারোহ

পূর্ব্বক দিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহাই হউক, কিন্তু তিনি উহা দেখিতে পাইবেন না, কেন না আর উপনয়নের দিন নাই। একথা শুনিয়া, কেহ আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। দুইটী কার্য্য, চূড়ামণি মহাশয়ের অভিপ্রায় মত সমাধা হইল। এ সময় চূড়ামণি মহাশয়ের কোম পীড়া ছিল না, এবং তাঁহার শরীরও সবল ছিল। তথাপি তিনি যে, অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এ সময় চূড়ামণি মহাশয়ের কোন পীড়া ছিল না, এবং তাঁহার শরীরও সবল ছিল। তথাপি তিনি যে অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কয়েক মাস পরে তিনি পীড়াক্রান্ত হইলেন, এবং উক্ত বৎসরের কার্ত্তিক মাসে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন।

ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা করা, ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ বংশধর দিগের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পুত্র ৺ যজ্ঞপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার জনৈক পুত্রকে ইংরাজী শিখাইতে ছিলেন। এ কার্য্য যে অন্যায় তাহা তিনি বুঝিয়া ছিলেন। একদা এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে করিতে তিনি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেব তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত গর্হিত কার্য্যের জন্য ভর্ৎসনা করিতেছেন।

যাহাহউক, আহ্লাদের বিষয় এই যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিদ্যাবিনোদ এবং মধ্যম শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যতীর্থ শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পৌত্র সংসার ভারাক্রান্ত হওয়াতে এ দিকে অধিক মন দিতে পারিতেছেন না, কিন্তু মধ্যমটী ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য।

২য় সর্গ।

দেবাসুরে যুদ্ধ হয় শতেক বৎসর,
অসুরে মহিষ-পতি দেবে পুরন্দর,
শেষে সর্ব্ব দেবে, দৈত্যগণ জয় করে
মহিষ হইলা ইন্দ্র স্বর্গের উপরে।
ব্রহ্মা আগে করি পরাজিত দেবগণ
গেলেন যথায় ছিলা শিব-নারায়ণ।
দেবগণ সব কথা কহে সেই স্থানে
যে রূপে মহিষাসুর পরাজিল রণে।
সূর্য্যেন্দ্রাগ্নি-বায়ু-ইন্দু-যম আদি করি
তাড়ায়ে সকলে রাজা হয়েছে সুরারি
স্বর্গ হতে বিতাড়িত যত দেব গণ
পৃথিবীতে বিচরিছে যেন মর্ত্ত্যজন।
অসুরের সর্ব্ব কর্ম্ম করিলে শ্রবণ
শরণ লইনু চিন্ত তাহার নিধন।
দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ
ভ্রুকুটী করেন কোপে শম্ভু নারায়ণ।

শ্রীহরির কোপপূর্ণ বদন হইতে
বাহিরিল অতি উগ্র তেজ আচম্বিতে
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দেব ছিল
বাহিরি সবার তেজ একত্র মিলিল।
জ্বলন্ত পর্ব্বত সম তেজ অতিশয়
দেবগণ দেখে দিগন্তর অগ্নিময়,
সর্ব্বদেব শরীরজ সেই তেজ হতে
জন্মিলা অতুলানারী ব্যাপ্তত্রিলোকেতে।
শম্ভু তেজ হতে হল তাঁর মুখ দেশ
বিষ্ণু তেজে বাহুদ্বয় যম তেজে কেশ।
চন্দ্রের তেজেতে যুগ্ম স্তন জনমিল
ইন্দ্র তেজ তাঁর মধ্যদেশ নিরমিল।
বরুণের তেজে তাঁর হয় জঙ্ঘা উরু
নিতম্ব পৃথিবী তেজে হ'ল অতি গুরু।
কৌবেরে নাসিকা ব্রাহ্মে চরণ সৃজিল
সূর্য্য-বসু তেজে পদ-করাঙ্গুলি হৈল।
প্রজাপতি তেজে তাঁর দন্তের গঠন
পাবক তেজেতে তাঁর হল ত্রিনয়ন।
ভ্রূযুগল হয় তাঁর সন্ধ্যা তেজ হতে।
শ্রবণ হইল তাঁর অনিল তেজেতে।
সর্ব্বদেব তেজোদ্ভূতা দেখি সেই নারী,
মহিষমর্দ্দিত-সুরে হল হর্ষ ভারী;
স্ব স্ব অস্ত্র হতে তেজ বাহির করিয়া
সকল দেবতা তাঁরে দিল সাজাইয়া,
শূল হতে শূল করি দেন মহেশ্বর
চক্র হতে চক্র তাঁরে দেন চক্রধর,
শঙ্খ দেন জলধর, শক্তি হুতাশন
মরুত দিলেন বান সহ শরাসন,
বজ্র হতে বজ্র করি দেন সুরেশ্বর
ঐরাবত হতে ঘণ্টা দেন পুরন্দর,
দণ্ড হতে দণ্ড যম পাশ অম্বু দিলা,
ব্রহ্মা কমণ্ডলু প্রজাপতি অক্ষ মালা,
সর্ব্বলোম কূপে তেজ সূর্য্যদেব দিল,
কাল তাঁরে খড়্গ চর্ম্ম দিলা সুনির্ম্মল।
কনক কুণ্ডল দিব্য চূড়ামণি দিলা
ক্ষীরোদ অজরবস্ত্র সহ মুক্তা মালা।
শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র দিল হস্তের কেয়ূর,
গ্রৈবেয়ক দিলা আর বিমল নূপুর,
অঙ্গুলে অঙ্গুরী আর বহু রত্ন ধন,
বিশ্বকর্ম্মা দিলা টাঙ্গী আর অস্ত্রগণ,
কবচ দিলেন যাহা অভেদ্য সংসারে
জলপতি পদ্মমালা শিরে উরু পরে,
এক পদ্ম দেন তাঁরে অতি সুশোভন;
হিমবান্ দিলা তাঁরে মৃগেন্দ্র বাহন,
নানা বিধ ধন রত্ন দেন নগেশ্বর,
দিলেন অশূন্য সুরাপাত্র ধনেশ্বর।
শেষ নাগরাজ যিনি পৃথিবী ধরেন,
মণিসহ নাগহার তাঁহারে দিলেন,
অন্য দেব অস্ত্রে দেবী হইয়া ভূষিত
মুহু উচ্চ অট্ট হাসে করে সম্মানিত;
আকাশ পূরিল তাঁর সেই মহানাদে,
উপযুক্ত প্রতিশব্দ মিলিল তাহাতে।
ক্ষুভিত হইল লোক সমুদ্র কম্পিত,
পৃথিবী নড়িল, হল পর্ব্বত চালিত।
"জয়সিংহবাহিনীর" ডাকে দেবগণ,
ভক্তি নম্র মুনি ঋষি করেন স্তবন।
ত্রৈলোক্য ক্ষুভিত দেখি দেবতার অরি
উঠিল অসুর সৈন্য অস্ত্র উচ্চ করি।

"আঃ কি" এই বলি,হয়ে মহিষ ক্রোধিত
শব্দ মুখে চলে হয়ে সৈন্যেতে বেষ্টিত।
দেবীরে দেখিল পরে দিক্ আলো করে
নতভূমি পদভরে কিরীট অম্বরে,
ক্ষুভিত পাতালগণ ধনুর নিস্বনে
দশ দিক্ ব্যাপ্ত ভুজে আছেন সেস্থানে,
দেবীর সহিত তারা যুদ্ধ আরম্ভিল
অস্ত্র শস্ত্র ছাড়ি দিগন্তর আলোকিল।
মহিষের সেনাপতি চামর চিকুর
চতুরঙ্গ সহ যুঝে দোঁহে মহাশূর।
ষড়যুত রথ সহ উদগ্রাখ্য নামে
মহাহনু কোটী রথ সহিত সংগ্রামে।
পঞ্চ কোটী রথ সহ অসিলোম বীর
ষাট লক্ষ সহিত বাস্কল রণে ধীর।
কোটী রথ গজ বাজী অনেক সহিত
দেবীর সহিত যুঝে অসুর বেষ্টিত।
বিড়ালাক্ষ পঞ্চ লক্ষ রথাদি লইয়া
যুদ্ধ করে রথ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া,
লক্ষ লক্ষ আরো যত রথি আদি ছিল
দেবীর সহিত সবে যুদ্ধ আরম্ভিল।
কোটী কোটী রথ হস্তি অশ্ব আদি করি
বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করয়ে সুরারি,
তোমর মুষল শক্তি ভিন্দিপাল লয়ে
যুদ্ধ করে খড়্গ আর পট্টিশ ধরিয়ে,
কেহ বা মারয়ে শক্তি কেহ ছাড়ে পাশ
দেবীকে প্রহারে খড়্গ বধিবার আশ।
তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র নিজ অস্ত্র দিয়া
ক্রীড়ার লীলায় দেবী ফেলেন কাটিয়া।
শান্ত মুখে নিজ অস্ত্র করিয়া বর্ষণ
কাটিয়া ফেলেন দেবী বহু দৈত্যগণ।
দৈত্য মাঝে ভ্রমে ক্রুদ্ধ দেবীর বাহন
নাশয়ে তাদেরে যথা বনে হুতাসন।
যুদ্ধমান দেবী যত নিশ্বাস তেজিল
শতেক সহস্র গণ তাহাতে জন্মিল।
পরশু পট্টিশ ভিন্দিপাল আদি ধরে
অসুরের সহ তারা মহা যুদ্ধ করে।
বাজায় মৃদঙ্গ কেহ শঙ্খ কোন গণ
যুদ্ধের উৎসবে করে নৃত্য আরম্ভন।
গদা শক্তি শূল আদি দেবী বৃষ্টি করে
খড়্গ দিয়া শতাধিক মহাসুরে মারে।
কাহারে ঘণ্টার শব্দে করেন মোহিত
পাশে বাঁধি কারে করে ভূতল শায়িত
খড়্গের আঘাতে কারে দ্বিখণ্ড করেন
গদা ঘাতে কাহারে বা মাটিতে পাড়েন।
রুধির বমন কেহ করে মুসলেতে
কেহ ভূমে পাড়ে বক্ষে শূলের আঘাতে।
নিরন্তর শরজালে জর্জ্জর করিয়া
অসুরের সেনা দেবী ফেলেন মারিয়া।
কার গ্রীবা কার হস্ত মস্তক কাটেন
মধ্য বিদারিত করি কাহারে মারেন।
দৈত্যগণ জঙ্ঘা উরু করি বিচ্ছিন্নিত
কাহারে মারেন দেবী করি দ্বিখণ্ডিত।
ছিন্ন শির দৈত্য কোন ভূমিতে পড়িয়া
পুনঃ উঠি যুদ্ধ করে কবন্ধ হইয়া।
দেবী সংযুদ্ধে অস্ত্র করিয়া ধারণ
তুরী-লয় মত কেহ করয়ে নাচন।

দেবী প্রতি খড়গ চর্ম্ম বর্ষে করঙ্কেরা
'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলি ডাকে অন্য অসুরেরা।
অশ্ব গজ সৈন্য রথ পড়ি ভূমি তলে
অগম্য করিল পথ সেই রণস্থলে।
অশ্ব হস্তি আর যত অসুর রক্তেতে
মহানদীগণ সব জন্মিল তাহাতে।
ক্ষণমধ্যে অম্বিকা সকল সৈন্যগণে
ক্ষয় করে অগ্নি যথা নাশে কাষ্ঠ তৃণে।
মহানাদ করে সিংহ ফুলায়ে কেশর
অসুরের দেহ, প্রাণ নাশে নিরন্তর।
দৈত্য সহ দেবীগণদের যুদ্ধ দেখি
দেবে করে পুষ্প বৃষ্টি হয়ে মহাসুখী।

তৃতীয় সর্গ।

নিহত অসুর দেখিয়া চিক্ষুর
কোপেতে আসিল ধেয়ে
যুদ্ধের কারণ নানা অস্ত্রগণ
বর্ষে উনমত্ত হয়ে।
যেন গিরি পরে মেঘে বৃষ্টি করে
তেমনি বরষে শর
ক্রীড়ার মতন সেই অস্ত্রগণ
কাটেন দেবী সত্বর।
অশ্ব হস্তি হত সৈন্য যন্ত্রী রথ
কাটেন তাহার ধনু
ধ্বজ উচ্চতর কাটে মারি শর
অস্ত্রে জর জর তনু।
গজবাজিগণে হত দেখি রণে
সারথি বিহীন হয়ে
ক্রোধেতে সুরারি দেবি লক্ষ্য করি
ধায় খড়গ চর্ম্ম লয়ে।

তীক্ষ্ণ খড়গ ধরে মারি সিংহ শিরে
বেগে মারে দেবী হাতে
হাতেতে লাগিয়া বিখণ্ড হইয়া
পড়ে খড়গ নরপাতে!
শূল লয়ে করে মারে দেবী পরে
কোপেতে অরুণ আঁখি।
তেজস্মান অতি আসে শীঘ্রগতি
তেজে সূর্য্য সম দেখি।
দেবী তা দেখিয়ে নিজ শূল লয়ে
ছাড়িলেন ক্রোধ মতি
শূল খণ্ড করে লাগে অসুরেরে
ভূমে পড়ে দৈত্য পতি।
চিক্ষুর পড়িল চামর দেখিল
অতিশয় কোপে ধায়
চড়ি গজোপরে চলিল সত্বরে
চণ্ডিকা ছিলা যথায়।
চামর কোপেতে শক্তি লয়ে হাতে
দেবীর উপরে মারে
অম্বিকা হুঙ্কারে ফেলে ভূমি পরে
শক্তিরে নিষ্প্রভ করে।
শক্তিরে ভাঙ্গিতে দেখিয়া কোপেতে
চামর ছাড়িল শূলে
বাণে খণ্ড করি দেবী সুরেশ্বরী
ফেলিলেন ভূমিতলে।
সিংহলাফ দিয়া গজেতে উঠিয়া
চামর সহিত লড়ে
যুঝিতে যুঝিতে করি পৃষ্ঠ হতে
ধরার উপরে পড়ে।
বাহু যুদ্ধ করে দারুণ প্রহারে
উঠিলেক আকাশেতে,

পড়ি মৃগপতি অতি ক্রোধ গতি
শির ছিঁড়ে করাঘাতে।
উদগ্র সে রণে শমন ভবনে
শিলাবৃক্ষ ঘাতে যায়।
দন্ত মুষ্টী তল আঘাতে করাল
মরিয়া পড়ে ধরায়।
ক্রুদ্ধা সুরেশ্বরী গদাঘাত করি
অসুর উগ্রতে মারে
ভিন্দিপাল দিয়া বাস্কলে মারিয়া
বাণে তাম্র অন্ধকেরে।
উগ্রাস্য অসুরে মহাহনুনীরে
ত্রিনেত্রা মারে ত্রিশূলে।
বিড়ালে অসিতে কাটি দেহ হতে
ফেলে শির ভূমিতলে।
দুর্ম্মুখে দুর্দ্ধরে মারে দেবী শরে
মহিষ অসুর ভবে,
ক্রুদ্ধ সৈন্য ক্ষয়ে মহিষ হইয়ে
ভীত করে গণ সবে।
তুণ্ডা ঘাতে কারে ক্ষুরে বা কাহারে
তাড়িত করে লাঙ্গুলে,
শৃঙ্গে বিদারণ বেগেতে ভ্রমণ
নিশ্বাসে পাড়ে ভূতলে।
প্রমথে পাড়িল সিংহ বধে গেল
দেখিয়া কুপিলা দেবী
অসুরো কুপিত শৃঙ্গেতে পর্ব্বত
ছুড়ে ক্ষুরে খুঁড়ে ভুবি।
উচ্চ নাদ ঘন বেগেতে ভ্রমণ
ক্ষুন্না হয় মহীতল
লাঙ্গুল আঘাতে সমুদ্র হইতে
জল তুলি প্লাবে স্থল।
ঘন শৃঙ্গ নাড়ে মেঘ কাটি পাড়ে
শৃঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়।
শ্বাসে শত শত উঠিয়া পর্ব্বত
ভূমে পড়ে পুনরায়।
এরূপে কোপেতে অসুরে আসিতে
দেখিয়া অম্বিকা কোপে
দেবী পাশ ফেলে অসুরে বাঁধিলে
যুদ্ধেতে মহিষ রূপে।
সিংহ রূপ হয় অম্বিকা দেখয়
কাটেন মস্তক তার,
কাটা শির হয়ে খড়গ চর্ম্ম লয়ে
হইল পুরুষাকার,
কাটে পুরুষেরে সায়কে সত্বরে
দেবী খড়্গ চর্ম্ম সহ
ছাড়ি নর রূপ করি হস্ত, ভূপ!
গর্জ্জন করে টানে সিংহ,
দেবী খড়্গ হাতে কাটেন ত্বরিতে
সিংহাকর্ষ করিকর
কাটা কর হয়ে মহিষ হইয়ে
পুন ক্ষোভে চরাচর।
চণ্ডিকা কোপেতে পান পাত্র হতে
করি সোম রস পান
উচ্চ অট্ট ঘন হাসি পুনঃ পুন
অরুণ নয়নে চান।
ক্রোধেতে সুরারি মহানাদ করি
শৃঙ্গেতে পর্ব্বত ফেলে
সে সব ভূধরে চণ্ডিকা সত্বরে
চূর্ণ করে শর জালে।
মুখ রক্ত করি বলেন ঈশ্বরী
"গর্জ্জ গর্জ্জ মূঢ় ক্ষণ,

মধুপান করে মারিলে তোমারে
গর্জ্জিবেক দেবগণ।"
একথা বলিয়ে উচ্চলাফ দিয়ে
উঠেন অসুর পরে
কণ্ঠে পদ দিয়া শূলেতে করিয়া
তাড়িত করেন তারে।
পদাক্রান্ত হয়ে নিজমুখ দিয়ে
অৰ্দ্ধেক বাহির হয়
অতিশয় বলে তাহারে চাপিলে
অৰ্দ্ধ যুঝে দুরাশয়।
মহা অসি ধরে মারেন অসুরে
মস্তক কাটিয়া তার,
ভয়ে দৈত্য গণ ভঙ্গ দিল রণ
করি রব হাহাকার।
হর্ষে দেবগণ করেন স্তবন
সহযত মহামুনি
গন্ধর্ব্বেতে গায় অপ্সরা নাচয়
সবে করে জয় ধ্বনি।

রোগ নির্ণয়।

(২)

ধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত আত্মোন্নতি অসম্ভব, আত্মোন্নতি ব্যতীত সমাজোন্নতি অসম্ভব, এবং সমাজোন্নতি ব্যতীত দেশোন্নতি কখনও সম্ভব পর নহে। উন্নতি লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা কি ব্যক্তিগত উন্নতি, কি সমাজগত উন্নতি, কি দেশগত উন্নতি, কোন উন্নতিই স্থায়ী হয় না। বাস্তবিক উন্নতি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, এবং উহার প্রতিপাদ্য কি যাঁহারা বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখেন, তাঁহারা অকপট চিত্তেই এ কথা স্বীকার করিবেন। সময় সময় এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াথাকে যে, যাঁহারা ধর্ম্মোন্নতিই জীবনের মুখ্য সাধন মনে করিয়া শত সহস্র বাধা বিঘ্নকে তৃণবৎ তুচ্ছ ভাবিয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাঁহাদের জীবন অতি ক্লিষ্ট, অতি শোচনীয় এবং হৃদয় বিদারক। অপর দিকে এইরূপ দেখা যায় যে, যাহারা ধর্ম্মের ধার ধারেন না, বরং ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে প্রস্তুত বা করিয়া থাকেন, তাহারাই সুখী, তাহারাই অর্থশালী, এবং সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তি অপরিসীম। এইরূপ বৈচিত্র্যময়ী ঘটনাপুঞ্জ পর্য্যালোচনা করিয়াই অনেকে ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে আমরা ধর্ম্মহীন হইয়া এত নীচ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি যে, এইরূপ ঘটনা বৈচিত্র্যাতে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে, এবং আমরা চিত্তের স্থৈর্য্য হারাইয়া বিকারগ্রস্থ রোগীর ন্যায় নানা রূপ প্রলাপ বাক্য বলিয়া থাকি। হিন্দুর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা নহে, এবং ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা ধর্ম্মহীন হইয়া কত অবনত হইয়াছি। সেই একদিন ছিল যখন হিন্দুগণ ব্যথিতের বেদনা বিনির্ম্মুক্ত করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রাণ

পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া সুখী হইতেন, পরোপকারের নিমিত্ত স্বীয় সর্ব্বস্ব পরিহার করিতে পারিলেই বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন, দুর্ব্বিসহ দুঃখের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে মুহুর্মুহু বিধ্বস্ত হইয়া, অথবা দেব বাঞ্ছিত সুখের সুকোমল অঙ্কে চির প্রতিপালিত হইয়া উভয়কেই ভোগের অবসান মনে করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, এবং প্রত্যেক কার্য্যে স্বীয় কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করত, ফলাকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাসন করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন, এবং চিদানন্দরূপ হইয়া যাইতেন। আজ কি দুর্দ্দিন উপস্থিত, আজ আমরা দিশাহারা হইয়া পিতৃমাতৃহীন বালকের ন্যায় উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছি, লীলাময় ঈশ্বরের ক্রীড়াক্ষেত্র এই জগৎ সংসারে ঘটনাবৈচিত্র্য দেখিয়া, তাহাতে মহামহিমাময় পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব না করিয়া, কর্ম্মের কর্তৃত্ব না দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবিহীন হইয়া পড়। এই বিষম ব্যাধি কত দিনে দূর হইবে, তাহা সর্ব্বদর্শী ভগবানই জানেন; তবে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য যে যাহাতে এই মজ্জাগত ব্যাধি শীঘ্রই প্রশমিত হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন।

কর্ম্ম লইয়াই মনুষ্য জীবন। কর্ম্মই সুখ ও দুঃখের কারণ; এবং সুখ দুঃখ লইয়াই মনুষ্য ব্যস্ত। এই ব্যস্ততা আজ নহে, সৃষ্টির প্রথম হইতেই রহিয়াছে; চৈতন্যোদয়ের সহিতই এই ব্যস্ততা সম্ভব। কিন্তু প্রভেদ এই যে, তখন দুঃখ পরিহারের জন্য ব্যস্ততা ছিল, সুখ লাভের জন্য নহে, এখন প্রায় তাহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়, এখন সুখ লাভের জন্য ব্যস্ততা, দুঃখ পরিহারের জন্য নহে; কারণ এখন মানুষ বোঝে না বা বুঝিতে চায়না যে, দুঃখের অবসানই সুখ, এবং দুঃখের একান্ত অবসানেই পরম সুখ। তাহারা দুঃখের অতিরিক্ত একটা সুখের কল্পনা করিয়া তাহারই অন্বেষণে ব্যস্ত, কিন্তু ইহা একবারও মনে করে না বা করিতে চায়না যে এই কাল্পনিক সুখ, দুঃখ বা দুঃখের কারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই স্মৃতিবিভ্রমই যাবতীয় দুঃখের কারণ। এই স্মৃতিবিভ্রমের জন্যই আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি না, আমরা আমাদের মহত্ব, আমাদের পূর্ব্বগৌরব ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদের শক্তির উপর আমাদের ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাই কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলির আবির্ভাবেই আমরা কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ না করিয়া একেবারে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করি, এবং কেবল ইহাই নহে, আমাদের এতই অধঃপতন হইয়াছে যে, এইরূপ বশ্যতা স্বীকারের মধ্যে আমরা পুরুষত্ব দেখিয়া থাকি। স্মৃতিবিভ্রম এত অধিক পরিমাণে জন্মিয়াছে যে, ছলে বলে রিপুগুলি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, আর আমরা অম্লান বদনে তাহাদের আপাত মধুর অধীনতায় আপনাদিগকে কৃতার্থমন্য মনে করিয়া, অদৃষ্টবাদীরা অদৃষ্টকে, কর্ম্মবাদীরা কর্ম্মকে, নাস্তিকেরা প্রকৃতির শক্তিকে ধন্যবাদ দিতেছি। কামের সম্মোহন মন্ত্রে আমরা এতই বিমুগ্ধ যে, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানবিমূঢ় হইয়া আমরা কাম চরিতার্থের নিমিত্ত দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় বিপথকেই সুপথ মনে করিয়া যথেচ্ছ গমনাগমন করিয়া থাকি; এইরূপ অবিমৃশ্যকারীতার অবশ্যম্ভাবী ফলে আমরা পদেপদে কতই লাঞ্ছিত হই, জীবন কতই বিপদসঙ্কুল

হইয়া পড়ে এবং সময় সময় জীবনান্তও হইয়া থাকে, কিন্তু এত লাঞ্ছনা, এত যন্ত্রণা, এবং এই জীবনান্তক ঘটনাগুলিকে তৃণাদপি লঘু জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া আমরা সেই মহা গুপ্তপূজনীয় কাম দেবীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আপনাদিগকে সফল মনোরথ মনে করিয়া থাকি, এবং অদৃষ্ট দেবীর সৌভাগ্যকে প্রশংসা করিতে করিতে গদগদ চিত্ত হইয়া যাই। কি ভয়ঙ্কর স্মৃতি বিভ্রম! আমরা আত্ম-তত্ত্ব হারা হইয়া এতই অর্ব্বাচীন হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের সদসৎ বিচার শক্তি একেবারে তিরোহিত, কেবল তাহাই নহে, তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষোভের কারণ এই যে, অসৎকে সৎ বলিয়া আমরা পরিগ্রহ করিয়া থাকি। এই নিদারুণ স্মৃতিবিভ্রমের জন্যই আমরা কাম ক্রোধাদি শত্রুগণের মহা কুটিল কুহকময় মায়া-জালের মর্ম্মোদ্ঘাটনে অসমর্থ হইয়া, দেব-দুর্লভ স্বর্ণমৃগ ভ্রমে উহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকি, আর সুচতুর শত্রুগণ মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় আমাদিগকে স্বীয় অভীষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া এরূপ সুদৃঢ় ভাবে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলে যে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত কিছুতেই সম্ভবপর থাকে না। তখন তুমি কামের তাড়নায় নিষ্পেষিত, ক্রোধের রুদ্র তেজে প্রপীড়িত ও দগ্ধ, লোভের প্রলোভিত বাক্যে সম্মোহিত, মদের মহান শক্তিতে উন্মত্ত এবং মাৎসর্য্যের তীব্র বৃশ্চিক-দংশনে বিষজর্জ্জরিত। তখন তুমি সজীব জড় পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নও; তোমার সেই জীবন্মৃত অবস্থা দেখিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কি ভীষণ স্মৃতি বিভ্রম! এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াও তুমি তোমাকে সুখী মনে করিয়া থাক, কাজেই স্বীয় উদ্ধার সাধনের জন্য তোমার উদ্যম নাই, মুক্তির জন্য যত্ন নাই, মোক্ষের জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। এই বিষম ব্যাধি হইতে তুমি কবে মুক্ত হইবে, কবে তুমি পুনর্জ্জীবিত হইবে, কবে তুমি তোমার স্বীয় অবস্থা অনুভব করিতে পারিবে, জগত সংসার সেই ভাবনা ভাবিয়া ক্ষুন্ন হইতেছে। হিন্দু, এই নশ্বর শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য তুমি নও, এই জন্ম মৃত্যুরূপ নিদারুণ ক্লেশের একমাত্র কারণ পার্থিব সুখার্জ্জনের জন্য তুমি নও, এই অচির লয়নী পাশব শক্তি লাভ করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তুমি নও, কাম ক্রোধাদি শত্রুর দাসত্ব করিবার জন্য তুমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ কর নাই, তুমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়া তোমার এই সব ভ্রম জন্মিতেছে; তুমি ভূতময় শরীরের অতিরিক্ত, আর তোমার শত্রুগুলি শরীরের অধীন, ছি, তুমি কি তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিবে? এই কি তোমার মনুষ্যত্ব, এই কি তোমার হিন্দু নামের সার্থকতা, এই ভাবে কি তুমি পৈতৃক গৌরব রক্ষা করিবে। এখনও সময় আছে, এই মুহূর্ত্ত হইতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই অস্থিগত দুঃসাধ্য রোগের সমূলোৎপাটনে ব্রতী হও, নতুবা তোমার সর্ব্বনাশ, তোমার সর্ব্বস্ব-নাশ অবশ্যম্ভাবী। হায়! একবার কি ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, আমরা ধর্ম্মচ্যুত হইয়া অধর্ম্মের প্রবল ঝঞ্জাবাতে এতই অধঃপতিত হইয়াছি যে, ধর্ম্মের কথা ভাবিতেও আমরা ভীত হই, এতই নীচে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি যে, ধর্ম্মের মহা মহিমাময় জ্যোতিঃ আর তথায় পৌঁছিতে পারিতেছে না, এবং এতই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, ভগবানের বিভূতি গুলি আমাদের নিকট লজ্জাকর কুসংস্কারে পরিণত!

একবার কি ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, ধর্ম্মহীন হইয়া আমরা এতই সঙ্কীর্ণমনা, এতই স্বার্থপর, এতই ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি যে, বাসস্থানের সামান্য পার্থক্য নিবন্ধন আচার ব্যবহারে কথঞ্চিৎ প্রভেদ হওয়ায় আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, একের শ্রীতে অপরের হৃদয় আগ্নেয় গিরির ন্যায় সর্ব্বদা বিদগ্ধ, এবং স্বার্থের কণিকামাত্র ব্যাঘাত হইলে প্রত্যেকেই যেন ক্রোধ ও অধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠি। এই মহাব্যাধির কথা কি কেহ ভাবিয়া দেখিবেন; কেহ কি ইহার প্রতিকারের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিবেন?

আজকাল এক দল লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেপ্রস্তুত। কিন্তু এইরূপ নৈবেদ্য কি দেবতার গ্রাহ্য, কখনই নহে; অসুরের ভোগ্য অসুরেরাই গ্রহণ করিবে, দেবতা তাহা গ্রহণ করিবেন না। সংস্কৃত দ্রব্য সম্ভার ব্যতীত দেবতার কিছুই গ্রাহ্য নহে; নৈবেদ্য সংস্কৃত করিতে হইবে, উহা ঘৃতপুত করিতে হইবে, তবেই উহা দেবতা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তখন তোমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া দেবতা স্বীয় ঐশী শক্তিতে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবেন। অন্যথা সুফল লাভের আশা সুদূর পরাহত। বাস্তবিক যাহারা আত্মোন্নতি সাধনে বিরত হইয়া দেশের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহারা কেবল মাত্র নিজের শক্তি অপব্যয় করিতেছেন। এই শক্তি যদি এইরূপ ভাবে অপব্যয়িত না হইয়া আত্মোন্নতি সাধনে ব্যবহৃত হয় তবে পৃথক ভাবে আর দেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে না; কারণ ব্যষ্টিরূপে উন্নতি সাধন করিতে পারিলে সমষ্ঠি রূপে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আত্মোন্নতির প্রধান সাধন মনের উন্নতি; মানসিক বৃত্তি নিচয়ের প্রকৃত উন্নতি হইলে, তোমার প্রধান শত্রু, যাহাদিগকে পরম বান্ধব মনে করিয়া স্বগৃহে প্রতিপালন করিতেছ, যাহাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তুমি স্বগৃহে থাকিয়াও ভৃত্যের ন্যায় তাহাদের আজ্ঞা পালন করিতেছ সেই কাম, ক্রোধাদি রিপু গুলি তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে, তখন তুমি আপন গৃহে রাজ চক্রবর্ত্তী। কিন্তু যতদিন মন উন্নত না হয় ততদিন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে আত্মোন্নতি সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অনেকেই একথা বলিয়া থাকেন যে এইরূপ ঘোর দারিদ্র্যের চিরসহচর ব্যক্তির পক্ষে মানসিক উন্নতি লাভ করা কথায় বলিতে যত সহজ কার্য্যতঃ তত সহজ নহে। বাস্তবিক কথাটা মিথ্যা নহে, নানারূপে ক্লিষ্ট হইয়া আমাদের মনের উচ্চ ভাব গুলি অন্তর্হিত হওয়ায় আমরা এতই সঙ্কীর্ণমনা হইয়া পড়িয়াছি যে এই মজ্জাগত সঙ্কীর্ণতা সম্যক্ রূপে দূর করা অনায়াস সাধ্য নহে। চির অভাবের আতিথ্য গ্রহণে আমাদের স্বার্থপরতা এত বৃদ্ধি হইয়াছে

যে স্বার্থের কণিকা মাত্র বিঘ্ন ঘটিলেও, কর্ত্তব্যপরায়ণতা বুদ্ধিই বল কি কল্পনা প্রসূত উদারতাই বল, সবই জলধির অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। অভাবের নিমিত্তই ভোগাসক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং উহার বৃদ্ধির সহিত ত্যাগের মহিমা অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতবাসীরা আর এখন "ভোগে দুঃখ ত্যাগে সুখ" এই মহামহিমাময় নীতি বাক্যের সারবত্তা অনুভব করিতে পারিতেছেন না, এই জন্যই আমরা এত দুঃখী। এই দুঃখ অপনোদনের অন্য উপায় নাই; কেবল ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই এক মাত্র উপায়। এইরূপ অনন্যোপায় অবস্থায় অনন্য মনা হইয়া ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের মহিমায় মনের উন্নতি হইলে দেখিবে দুঃখ তোমায় দেখিয়া আশৈশব-বন্ধু-বিয়োগ-বিধুর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় দূরে পলায়ন তৎপর। তুমি সাদরে সম্ভাষণ করিলেও সে আর তোমার দিকে চাহিবে না; তুমি তাহাকে ধরিতে চাহিলেও আর ধরিতে পারিবে না, কারণ তুমি যতই অগ্রসর হইবে সেও ততই দ্রুততর গতিতে পলায়ন পরায়ণ হইবে। ধর্ম্মের এতই প্রভাব, এতই শক্তি এবং এতই উদারতা। এইরূপ মহামহীয়সী শক্তি সম্পন্ন ধর্ম্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করা সুচতুর ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

অনেকদিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক বেকন সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে "যদিচ্ছা জীবন যাপনের পথে ধর্ম্ম অন্তরায় স্বরূপ, এই জন্য অনেকেই ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ"। কথাটা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর লিখিত হইলেও আমাদের দেশে ইহার সার্থকতা দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুর জীবন হইতে পৃথক নহে; উহা কোন দিন বা মাস বিশেষের করণীয় কোন পদার্থ নহে। উহা হিন্দুর নিত্য সহচর; জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্যই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, ঘোরতর অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গলময় ধর্ম্মের মহিমা হিন্দুরা দেখিতে পান; তাঁহারা মহাপ্রলয়ের মহান কারণকে শিব নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম যে যদিচ্ছা জীবনযাপন-পথে সুতীক্ষ্ণ কণ্টক স্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই আজকাল সচরাচর দেখিতে পওয়া যায় যে দণ্ডোদর পরায়ন ব্যক্তিরা ধর্ম্মকে বিষবৎ জ্ঞানে পরিহার করিয়া থাকেন। জন্মদাতা পিতারই যখন পিতৃত্ব উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত পুত্রদের মধ্যে কাহারও কাহারও সভ্যতা রক্ষার নিমিত্ত স্বীকার্য্য নহে, তখন ধর্ম্ম যে এইরূপ ভাবে পরিহৃত ও প্রহৃত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বাস্তবিক, এইরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া, নব বিজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া, নব্য তন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একটা অতি পুরাতন আত্মা

দেখিবে যাহা কণ্টক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল উহা কণ্টক নহে, উহা সম, দম, তিতিক্ষা, সন্তোষ ইত্যাদি বৃত্তি নিচয় তোমার রক্ষার নিমিত্ত প্রহরী রূপে ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে। আর একটু অগ্রবর্ত্তী হইলেই তাহারা তোমার আজ্ঞা-ধীন হইবে। এইরূপে তোমার শক্তি বৃদ্ধি হইলে তোমার শত্রুগণ আর তোমার অনিষ্টাচরণ করিতে পারিবেনা, এবং ধীরে ২ তাহারা তোমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তোমার মঙ্গল কার্য্যেই নিযুক্ত হইবে। তখন তুমি যদিচ্ছা চলিলেও কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না। ভাবিয়া দেখ, যাহা যদিচ্ছাজীবন যাপনের পথে অন্তরায় বলিয়া অনুমিত হইত, তাহাই তোমার যদিচ্ছাজীবন যাপনের পথে সহায়ক। ধর্ম্মের এই মহিমা পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি কখন ও ধর্ম্মকে পরিহার করিও না।

উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা জীব জগতের বিশেষতঃ উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই স্বভাবসুলভ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া মানবগণ সততই উন্নতি লাভের জন্য প্রযত্নবান। মানবের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তবে ক্ষোভের বিষয় এইযে উন্নতি ভ্রমে অনেকে অবনতিরদিকে অগ্রসর। তাহাদের মনে উহাই উন্নতি বলিয়া প্রতীত হয়, ইহাই সর্ব্বনাশের কারণ। যদি তাহারা গন্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বে নিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণের বিষয় ভাবিয়া দেখেন তবে নিশ্চয়ই এইরূপ বিচার-বিভ্রাট-ঘটিত অমঙ্গলের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। যাহারা শাস্ত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তন্নির্দ্দিষ্ট পথে উন্নতির জন্য অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন তাহারা যথার্থই মুমুক্ষু। তবে পথ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে তাহারা প্রকৃত উপদেশ পাইয়াছেন, কি কাহারো দ্বারা প্রতারিত হয়েন নাই সেই বিষয়ে তাহাদিগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আজকাল বঙ্গদেশীয় কায়স্থবর্গের বর্ণ-নির্ণয় সম্বন্ধে নানারূপ তথ্যানুসন্ধান হইতেছে। কেহ কেহ তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণোদ্ভব বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছেন, এবং তাহারাও সেই মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষত্রিয় কুলোচিত উপবীত ধারণ করিতেছেন। কায়স্থেতর মহাশয়েরা আপনাদিগকে বৈশ্য প্রতিপন্ন করিয়া উপনীত হইতেছেন। সুখের কথা, কেন না কেহ পৈতৃক বিত্ত হইতে বঞ্চিত থাকেন ইহা স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ইচ্ছা করিতে পারেন না। কিন্তু ভাবনার কথা এইযে তাহারা যে যুক্তিও প্রমাণের বলে আপ-নাদিগকে উচ্চবর্ণসম্ভূত মনে করিয়া তদনুকূল সংস্কার অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যদি অভ্রান্ত হয় তবে তাহাদের নষ্ট গৌরব উদ্ধারের প্রয়াস বাস্তবিকই প্রশংস-

দেখিবে যাহা কণ্টক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল উহা কণ্টক নহে, উহা সম, দম, তিতিক্ষা, সন্তোষ ইত্যাদি বৃত্তি নিচয় তোমার রক্ষার নিমিত্ত প্রহরী রূপে ধর্ম্ম-কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে। আর একটু অগ্রবর্ত্তী হইলেই তাহারা তোমার আজ্ঞা-ধীন হইবে। এইরূপে তোমার শক্তি বৃদ্ধি হইলে তোমার শত্রুগণ আর তোমার অনিষ্টাচরণ করিতে পারিবেনা, এবং ধীরে ২ তাহারা তোমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তোমার মঙ্গল কার্য্যেই নিযুক্ত হইবে। তখন তুমি যদিচ্ছা চলিলেও কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না। ভাবিয়া দেখ, যাহা যদিচ্ছাজীবন যাপনের পথে অন্তরায় বলিয়া অনুমিত হইত, তাহাই তোমার যদিচ্ছাজীবন যাপনের পথে সহায়ক। ধর্ম্মের এই মহিমা পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি কখন ও ধর্ম্মকে পরিহার করিও না।

উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা জীব জগতের বিশেষতঃ উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই স্বভাবসুলভ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া মানবগণ সততই উন্নতি লাভের জন্য প্রযত্নবান। মানবের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তবে ক্ষোভের বিষয় এইযে উন্নতি ভ্রমে অনেকে অবনতিরদিকে অগ্রসর। তাহাদের মনে উহাই উন্নতি বলিয়া প্রতীত হয়, ইহাই সর্ব্বনাশের কারণ। যদি তাহারা গন্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বে নিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণের বিষয় ভাবিয়া দেখেন তবে নিশ্চয়ই এইরূপ বিচার-বিভ্রাট-ঘটিত অমঙ্গলের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। যাহারা শাস্ত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তন্নির্দ্দিষ্ট পথে উন্নতির জন্য অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন তাহারা যথার্থই মুমুক্ষু। তবে পথ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে তাহারা প্রকৃত উপদেশ পাইয়াছেন, কি কাহারো দ্বারা প্রতারিত হয়েন নাই সেই বিষয়ে তাহাদিগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আজকাল বঙ্গদেশীয় কায়স্থবর্গের বর্ণ-নির্ণয় সম্বন্ধে নানারূপ তথ্যানুসন্ধান হইতেছে। কেহ কেহ তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণোদ্ভব বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছেন, এবং তাহারাও সেই মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষত্রিয় কুলোচিত উপবীত ধারণ করিতেছেন। কায়স্থেতর মহাশয়েরা আপনাদিগকে বৈশ্য প্রতিপন্ন করিয়া উপনীত হইতেছেন। সুখের কথা, কেন না কেহ পৈতৃক বিত্ত হইতে বঞ্চিত থাকেন ইহা স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ইচ্ছা করিতে পারেন না। কিন্তু ভাবনার কথা এইযে তাহারা যে যুক্তিও প্রমাণের বলে আপ-নাদিগকে উচ্চবর্ণসম্ভূত মনে করিয়া তদনুকূল সংস্কার অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যদি অভ্রান্ত হয় তবে তাহাদের নষ্ট গৌরব উদ্ধারের প্রয়াস বাস্তবিকই প্রশংস-

নীয়, অপর পক্ষে যদি উহা ভ্রান্ত হয় তবে তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে। কারণ স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পতিত হইতেছেন। এই পাতিত্যের জন্য তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ লুপ্তপিণ্ডোদক হইবেন। একথা ত স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মভূত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী; তাহা না হইলে শ্রেষ্ট বর্ণ লাভের জন্য এত প্রয়াস হইবে কেন। অতএব পরলোক গত পিতৃপুরুষগণের পারলৌকিক কল্যাণার্থ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপের আবশ্য-কতা তাহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে একটী ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিক্রমপুরের কোন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈদ্য-বাড়ীতে একটী মহিলার শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রাদ্ধাধিকারী পুরোহিতকে অনুরোধ করিলেন যে মন্ত্র পড়াইতে মৃতার নামোল্লেখের সহিত দাসী না বলিয়া দেবী বলিতে হইবে। অনেক বাগ্বিতণ্ডার পর পুরোহিত যজমানের অনুরোধ স্বীকার করিলেন। শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন সুচতুর ব্যক্তি এই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে যাহার শ্রাদ্ধ তিনি চিরকালই দাসী নামে পরিচিতা, তাহার নাম হটাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পরিবর্ত্তিত নামে দ্রব্যাদি দান করিলে মৃতার কোন উপকার হইবে কি না এই বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হইতেছে। শ্রাদ্ধাধিকারী এই কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রচলিত প্রথানু-সারেই শ্রাদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। আমরা এই জন্যই নবোপনীত কায়স্থ ও কায়স্থেতর ব্যক্তিদিগকে এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্যানুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি। যদি তাহারা প্রকৃত পক্ষে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ হয়েন, তবে এত দীর্ঘকাল বর্ণোচিত ধর্ম্ম বর্জ্জিত থাকায় নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া-ছেন। অতএব উপবীত গ্রহণের সময় শাস্ত্রানুকূল প্রায়শ্চিত্ত করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং আশা করি তাহারা এই বিষয়েও বিচার করিয়া দেখিবেন।

আমরা এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে একটী অভিনব ভাব দেখিতে পাইতেছি। একদিকে কায়স্থ ও কায়স্থেতর ব্যক্তিরা আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আপনাদের নষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য প্রাণ-পণ যত্ন করিতেছেন, ও উপবীত ধারণের জন্য কতই উৎসাহ দেখাইতেছেন। অপরদিকে যাহারা যজ্ঞোপবীত ধারণে অপ্রতিদ্বন্দীতায় সত্ত্বাধিকারী, তাহারা নব্যশিক্ষারগুণে উপবীতের উচ্ছেদ সাধনে সর্ব্বদা উদ্যোগী। কেহ কি এই গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিবেন? কোন কোন মহাশয় ব্রাহ্ম-ণাদি বর্ণত্রয়ের এইরূপ অধঃপতন দেখিয়া ইহা "প্রকৃতির প্রতিশোধ" বলিয়া

মনে মনে আনন্দিত হইতেছেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। যাহা হউক, সময়ান্তরে আমরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে বর্ণ চতুষ্টয়ের সমবায়েই আর্য্যজাতি। কোন ২ ব্যক্তি চতুর্থবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া অনার্য্যজাতিকেই শূদ্র শব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। আমরা এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে পারি না। প্রক্ষিপ্তবাদের অন্তরালে থাকিয়া যে যাহা হয় বলুন না কেন আমরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যুক্তি, প্রমাণ, আদেশ ও উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিবার পরামর্শ দিতে কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারি না। সর্ব্বোপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে চারিবর্ণের পুনঃপুন উল্লেখ আছে। অন্যশাস্ত্রাদির কথা অনাবশ্যক, নিত্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের মধ্যেও আমরা চারি বর্ণের কথা দেখিতে পাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের যাত্রাদি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্র শাস্ত্রেও চারিবর্ণের নিমিত্ত চারি প্রকার উপদেশ আছে। এই সব প্রমাণ সত্ত্বেও কিরূপে চতুর্থবর্ণ উপেক্ষিত হইবে? যাহারা হিন্দু সমাজের গঠন প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাহারা কখন ও চতুর্থ বর্ণের প্রতি এইরূপ খড়্গহস্ত হইতে পারিবেন না, কারণ হিন্দু সমাজের পূর্ণাবয়বের জন্য চতুর্থবর্ণেরও প্রয়োজন। জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদী হিন্দুর পক্ষে "আমি ব্রাহ্মণ" ইহা বলিয়া অহঙ্কার, অথবা "আমি শূদ্র" ইহা বলিয়া দুঃখ করা কখনও সম্ভবপর নহে। পরিদৃশ্যমান জগৎ কর্ম্ম ফলের অভিব্যক্তি মাত্র; কাজেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও শূদ্রের শূদ্রত্ব সবই কর্ম্মের কৃতিত্ব। আজ যিনি শূদ্র তিনি কর্ম্মানুসারে জন্মান্তরে উচ্চ বর্ণ লাভ করিতে পারেন; আবার যিনি ব্রাহ্মণ তিনিও কর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র বা পশুযোনীতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে চাও তাহাদের মধ্যে যে কর্ম্ম-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণ নাই তাহা কে বলিতে পারে? সৃষ্টির এই কৌশল যদি স্বীকার কর তবে আর বৃথা বাক্ বিতণ্ডা না করিয়া স্বীয় ২ কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান হও; স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধা করিতে পারিলেই হে শূদ্র তুমি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে; আর হে ব্রাহ্মণ তুমি ধীরে ধীরে মোক্ষধামে উপনীত হইবে, অন্যথা তোমাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী; এবং তোমাদের উপবীত গ্রহণ বা উহার উচ্ছেদ সাধন উভয়ই অনিষ্টের কারণ ব্যতীত মঙ্গলপ্রদ হইবে না।

রোগনির্ণয় সম্বন্ধে কোন কোন আবশ্যকীয় বিষয়ের কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল মাত্র, এবং আশা করিতেছি যে ধর্ম্ম প্রচারকের পাঠকবর্গ এই বিষয়ে বিশেষ রূপে বিচার করিয়া দেখিবেন এবং যদি তাঁহাদের মতে আমাদের কথার সারবত্তা প্রতিপন্ন হয় তবে আমাদের পক্ষে এই রূপ আশা করা অনুচিত হইবে না যে বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব তাঁহারা ধর্ম্মোন্নতির জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিবেন; এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আবশ্যকীয় পথ অবলম্বন করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে আধি, ব্যাধি,

দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য কারণে দেশের অবস্থা এতই শোচনীয় ও সঙ্কটাপন্ন যে আপদ্ধর্ম্মের বিধানানুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা কোন রূপে ও অসঙ্গত হইবে না; কিন্তু ধর্ম্মের উপর অকপট নির্ভর না করিলে এই সর্ব্বসংহারক বিপদ হইতে কখনও মুক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না।

ক্রমশঃ—

শ্রীনিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সনাতন ধর্ম্মের পিতৃভাব।

নিগমাগম চন্দ্রিকা হইতে অনুবাদিত

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

যুগ ধর্ম্মানুসারে সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিযুগে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের উপযোগীতানুযায়ী উত্তম মধ্যম ইত্যাদি চারি প্রকারের সাধন প্রণালী সনাতন ধর্ম্মে প্রচলিত আছে। প্রথম বৈদিক দীক্ষা, দ্বিতীয় স্মার্ত্ত দীক্ষা, তৃতীয় পৌরাণিক দীক্ষা এবং চতুর্থ তান্ত্রিক দীক্ষা। এই চারি প্রকার সাধন প্রণালীর তারতম্যানুসারে যদিও তদনুকূল অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াদির মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সাধনের লক্ষ্যের মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। যে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া এবং যে নিয়মানুসারে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়াদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ সিদ্ধান্ত ও নিয়মানুসারেই অন্য তিন সাধন প্রণালীর কার্য্যাদিও নির্ণীত হইয়াছে। যদিও প্রণালী চতুষ্টয়ের ক্রিয়া বাহুল্যের মধ্যে তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি বেদের জ্ঞান ও উপাসনা কাণ্ডের যাহা লক্ষ্য অন্য অধিকারী ত্রয়ের তাহাই প্রধান লক্ষ্য, অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এই চারি প্রকার অধিকারিগণের প্রত্যেকেরই সাধনক্রম ও সিদ্ধান্তে ঐক্যতা রহিয়াছে। উদাহরণ স্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বেদে যেরূপ নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্যকর্ম্মের বর্ণন রহিয়াছে, বেদ যে প্রকারে এই সকল কর্ম্মানুকূল ক্রিয়ার বর্ণন করিয়াছেন, বেদ যে প্রকারে বর্ণচতুষ্টয়ের ও আশ্রমচতুষ্টয়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বিহিত করিয়াছেন, এবং অপৌরুষেয় বেদে যে প্রকার অন্তিম লক্ষ্য রহিয়াছে, ঐ নিয়মানুসারে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয় স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রেতে ও রহিয়াছে। বিশেষতঃ যখন বৈদিক লক্ষ্যের অনুসারেই মুখ্য ও গৌণরূপে মুক্তি ও স্বর্গ এই উভয়ের উপরেই স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র স্ব স্ব সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়াছেন তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এই তিন নিম্নাধিকারও বেদানুকূল। সনাতন বৈদিক সিদ্ধান্তের সহিত এই তিন প্রণালীর সিদ্ধান্তের পরস্পর ঐক্যতা রহিয়াছে বলিয়া সাধারণ বিচারেও ইহা নিশ্চয় হইয়া থাকে যে বৈদিক মতের সহিত এই অন্য মতত্রয়ের পিতা পুত্র সম্বন্ধ রহি-

য়াছে ও প্রেমাধিক্যতা হেতু সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম পিতৃরূপে এই তিন ধর্ম মতকে আপন বিস্তৃত অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ক্রমশঃ

মহামণ্ডল সমাচার।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্যালয় শ্রীজনক ধর্ম্ম মণ্ডলের অধ্যক্ষ এবং দ্বারবঙ্গ রাজ্যের দেওয়ান মিথিলা-রাজ-কুল-ভূষণ শ্রীযুক্ত তুলাপতি সিংহজী মহাশয় পঞ্জিকা লিখিত শুক্ল আষাঢ়ের ১১ই হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত বিবাহের শুভদিন গুলির মধ্যে ১১ই তারিখে হরিশয়নের নিমিত্ত বিবাহ অপ্রশস্ত ইহা মণ্ডলের বিদ্বান ব্যবস্থাপকগণের দ্বারা নিশ্চয় করত দেশময় সুচনাপত্র প্রচার করিয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী জন সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সঞ্চার কার্য্যালয়ের বিশেষ উদ্যোগে উদয়পুর সনাতনধর্ম্ম সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। উদয়পুরের প্রধান সেনাপতি এবং রাজ সভার সভ্য শ্রীযুক্ত মহারাজা অমান সিংহজী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কার্য্য এবং সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় বহুক্ষণ বক্তৃতা হওয়ার পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ সংক্ষেপতঃ এই:—"যে পর্য্যন্ত সমাজ যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কার ও অযোগ্য ব্যক্তির তিরস্কার যথাযোগ্যরূপে করিতে না পারিবে তত দিন পর্য্যন্ত সমাজের উন্নতি সুদূর পরাহত। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল বিদ্যোন্নতি, ধর্ম্মোন্নতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসুরক্ষা, সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপন, কলা ও পদার্থ বিদ্যার উন্নতি প্রভৃতি বিচার পূর্ব্বক গুণবান ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মোপাধি, বিদ্যোপাধি, সামাজিক উপাধি, মানপত্র, সুবর্ণ পদক, রৌপ্য পদক ইত্যাদি সম্মান দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহা দেশের, ধর্ম্মের এবং সমাজের হিতকর। প্রয়াগ অধিবেশনে স্থিরীকৃত ব্যক্তিগণের সম্মানপত্র বিতরণার্থ অদ্য এই সভা করা হইল"। শ্রীমান ১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দ জী মহারাজ শ্রীযুক্ত বৈদ্য ভবানী-শঙ্কর মহাশয়কে ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার শিবশঙ্কর শুক্ল মহাশয়কে স্বতন্ত্র মানপত্র দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন।

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি। সাধারণ ইংরাজী শিক্ষার সহিত সনাতন ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে, খুলনা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুর নামক গ্রামে, ভৈরব নদীর তীরে একটী অতি নির্জ্জন স্থানে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব কল্পে, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয়, গত ১৯০৪ সনে,

এক দান পত্র লিখিয়া, বার্ষিক ১৫০০৲ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে বিদ্যালয়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই রূপ সাত্বিকদান সমর্থবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই অনুকরণীয়। বিদ্যালয়ে দুটি বিভাগ আছে, এক বিভাগে চতুষ্পাঠীর নিয়মানুসারে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং অপর বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। খুলনা জেলায় উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকায়, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি সেই অভাবও দূর করিয়া ইংরাজী শিক্ষাভিলাষী বিদ্যার্থিগণের পরম হিত সাধন করিয়াছে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ধর্ম্মনেতা পরম পূজ্যপাদ শ্রীমান জ্ঞানানন্দ স্বামী জী মহারাজ এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার অনুমোদনে বিদ্যালয়টীকে এই জাতীয় বিরাট ধর্ম্মসভার সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা মহামণ্ডল পুনঃ পুন দেখাইয়া আসিতেছেন। গত মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে, মহামণ্ডলের সংযোজনায় যে এক ডেপুটেশন শ্রীমান্ বড়লাট বাহাদুরের নিকট পাঠান হইয়াছিল, তাহাতেও বিদ্যার সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা দেখান হইয়াছিল। আমরা সুখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, দৌলতপুর বিদ্যালয়ে মহামণ্ডলেরই উদ্দেশ্য প্রতিপালন হইতেছে; অন্য কোন বিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা নাই। আমরা আশা করি অন্যান্য বিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ স্বীয় স্বীয় বিদ্যালয়ে এইরূপ কল্যাণপ্রদ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবেন। দৌলতপুর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি।

ধর্ম্ম প্রচার। মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় বিগত ৬ই শ্রাবণ সোমবার ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মনবেড়িয়া মহকুমায় ৺ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী দেবীর নাট মন্দিরে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রচার ও উদ্দেশ্য এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। সভায় বহুলোক আগমন করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতার সারবত্তা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বজন সমক্ষে ১০টী ভদ্রলোক শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আমরা সেই ধার্ম্মিক মহোদয়গণকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত সাংখ্যরত্ন মহাশয় স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় হিন্দু সাধারণের এক বিরাট সভায় হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক বহুক্ষণব্যাপী এক সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সাধারণের কর্ত্তব্য ও শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া অনেকেই সভাস্থলে নাম সাক্ষর করিয়া মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা ত্রিপুরেশ বাহাদুরের কৃপায় ও তাঁহার সনাতন ধর্ম্মপরায়ন কর্ম্মচারী বর্গের বিশেষ সাহায্যে শিথিলতা প্রাপ্ত ধর্ম্মস্রোত পুনরায় ত্রিপুরা রাজ্য প্লাবিত করিয়া খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই স্বধর্ম্মানুরাগ ও মহানুভবতার জন্য মহারাজা বাহাদুর ও কর্ম্মচারিগণ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। শান্তি, ধর্ম্ম এবং সমাজো-

ন্নতির নিমিত্ত আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরের নিকট স্বধর্ম্মপরায়ন মহারাজা বাহাদুরের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে সম্মান প্রাপ্ত
ব্যক্তি বর্গের নামাবলী।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

৯৮। গত ১১ ই মার্চ্চ সন ১৯০৭ ইং এলাহাবাদে জন সাধারণের একটী সভা আহুত হয়, এবং সেই সভায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্নাথ শর্ম্মা রাজবৈদ্য মহাশয়কে ধর্ম্মসেবা, বিদ্যানুরাগ ও ঔষধ বিতরণাদির জন্য মহামণ্ডল "মানপত্র" প্রদান করিয়াছেন।

গত ১৯০৭ সনের ১৬ই মে ইটাওয়া বিদ্যা পীঠের বার্ষিকোৎসবে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণকে তাঁহাদের নামের সম্মুখে লিখিত মানপত্রাদি দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে।

৯৯। শ্রীযুক্ত পণ্ডির দুর্গাদত্ত শর্ম্মা, বৃন্দাবন, 'মহোপদেশক'।

১০০। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদত্ত শর্ম্মা, বৃন্দাবন, 'বিদ্যারত্ন'।

১০১। „ „ গণেশ লাল চতুর্ব্বেদী, মথুরা, 'সঙ্গীতাচার্য্য'।

১০২। „ „ কবিশঙ্কর প্রসাদ দীক্ষিত, লখনা, জিলা ইটাওয়া, 'উপদেশক'।

১০৩। „ „ ভীমসেন শর্ম্মা, ইটাওয়া, 'মহোপদেশক'।

১০৪। „ মহোপদেশক পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র বিদ্যাবারিধি, মুরাদাবাদ, 'পদক—মানপত্র'।

১০৫। „ মহোপদেশক পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র বিদ্যাবারিধি, মুরাদাবাদ, 'ধন্যবাদ পত্র'।

১০৬। „ মহোপদেশক পণ্ডিত ভীমসেন শর্ম্মা, ইটাওয়া, 'বিদ্যা সুবর্ণ পদক ও তদানুসঙ্গিক মানপত্র'।

গত ১৯০৭ সনের ২৭শে জুন তারিখে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের বিশেষ উৎসবে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর চৌবে রামদাসজী মহাশয়ের দ্বারা নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে উপাধি ও মানপত্র দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছে।

১০৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য্য, বৃন্দাবন, 'ন্যায়মার্ত্তণ্ড'।

১০৮। „ জ্যোতির্ব্বিদ শিবপ্রকাশ দ্বিবেদী, মথুরা, 'বিদ্যাকলানিধি'।

১০৯। „ পণ্ডিত বামনাচার্য্য জী, মথুরা, 'শব্দবারিধি'।

১১০। „ „ মুকুন্দ দেবজী, মথুরা, 'কবিরত্ন'।

১১১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মণাচার্য্যজী, বৃন্দাবন, 'বিদ্যাভূষণ'।

১১২। " পাণ্ডেয় অমৃতরামজী, মথুরা, 'যাজ্ঞিকভূষণ'।

১১৩। " পণ্ডিত মন্দির'মজী, মিরাট, 'বিদ্যারত্নাকর'।

১১৪। " গোস্বামী মধুসূদনাচার্য্য জী, বৃন্দাবন, 'মহামহোপদেশক'।

১১৫। " পণ্ডিত বাবুরাম জী, মথুরা, 'মহোপদেশক'।

১১৬। " " দামোদর জী, মথুরা, 'মহোপদেশক'।

১১৭। " " মুকুন্দ দেবজী কবিরত্ন, মথুরা, 'মহোপদেশক'।

১১৮। " " বামনাচার্য্য জী শব্দবারিধি, মথুরা, 'মহোপদেশক'।

১১৯। " চতুর্ব্বেদী বাসুদেবজী মহারাজ, মথুরা, 'মানপত্র'।

১২০। " চতুর্ব্বেদী রজ্জুজী মহারাজ, মথুরা, 'মানপত্র'।

১২১। " রায় বাহাদুর চৌবে রামদাসজী, মথুরা, 'মানপত্র'।

১২২। " মহামহোপদেশক গোস্বামী মধুসূদনাচার্য্য জী, বৃন্দাবন,
'বিদ্যাসুবর্ণপদক ও মানপত্র'।

১২৩। শ্রীযুক্ত মহোপদেশক পং মুকুন্দদেবজী কবিরত্ন, 'বিদ্যাসুবর্ণপদক ও মানপত্র'।

১২৪। " বক্সী কৃষ্ণপ্রসাদজী, হাথরস ও বৃন্দাবন, 'ধন্যবাদ পত্র'।

১২৫। " গোস্বামী রাধাচরণজী, বৃন্দাবন, 'ধন্যবাদ পত্র'।

১২৬। " পণ্ডিত বাবুরামজী মহোপদেশক, মথুরা, 'ধন্যবাদ পত্র'।

১২৭। " " উদ্ধব রামজী, বড়ীবসী, জিলা হোশিয়ারপুর নিবাসী,
বৃন্দাবন, 'উপদেশক'।

১২৮। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর দয়ালু শর্ম্মা, সদর দালমণ্ডি, মিরাট, 'উপদেশক'।

গত ১৯০৭ সনের ২২শে আগষ্ট তারিখে শ্রীরাজস্থান প্রান্তীয় ধর্ম্ম মণ্ডলের বিশেষ উৎসবে, নিম্ন লিখিত মহোদয় গণকে মানপত্র, উপাধি ও অন্যান্য সম্মানের দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে।

১২৯। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর লালা নানকচাঁদজী, দেওয়ান সাহেব, ইন্দোর,
'ধন্যবাদ পত্র'।

১৩০। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পুত্তনলালজী, "মোহিনী" সম্পাদক, কনৌজ, 'ধন্যবাদ পত্র'।

১৩১। " লালা হরদিন্নিলালজী, "মোহিনীর" সত্বাধিকারী, 'ধন্যবাদপত্র'।

১৩২। " রাও রাজা মুকুন্দসিংহজী সোমকুল চন্দ্রভাল, পাটন, জয়পুর,
'ধন্যবাদ পত্র'।

১৩৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনারায়ণ শর্ম্মা, আজমির, 'বিদ্যাবারিধি'।

১৩৪। " " গঙ্গাপ্রসাদ শর্ম্মা, আজমির, 'আয়ুর্ব্বেদ পঞ্চানন'।

১৩৫। " " বংশীধর শর্ম্মা, আজমির, 'জ্যোতির্ব্বিশারদ'।

ক্রমশঃ—